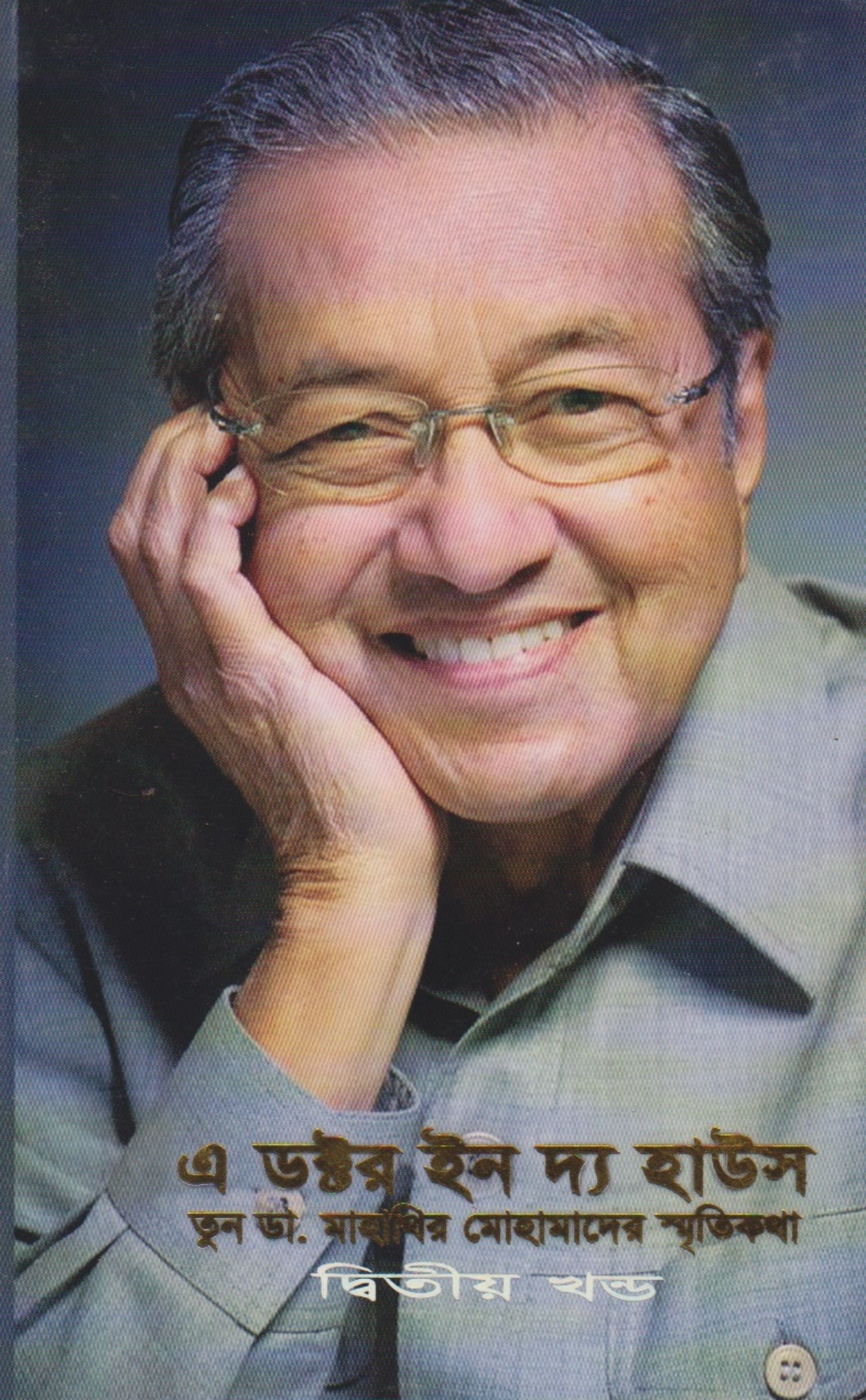

এ ডক্টর ইন দ্য হাউস

তুন ডা. মাহাথির মোহামাদের স্মৃতিকথা

দ্বিতীয় খন্ড

এ ডক্টর ইন দ্য হাউস

দ্বিতীয় খণ্ড

তুন ডা. মাহাথির মোহামাদের স্মৃতিকথা

অনুবাদ

প্রমিত হোসেন

মনোজিৎকুমার দাস

অন্যধারা
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশকাল : ২১ বইমেলা ২০১৭

মূল © সিতি হাসমাহ্
বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা
কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি
কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১, ০১৯২০২১৬৯৬৮
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel : 0044-2072475954
Fax : 0044-2072475941
প্রচ্ছদ ■ মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে তাহমিদা খাতুন
কম্পোজ ■ বিসমিল্লাহ্ কম্পিউটার্স ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ■ আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৭, কবীরাজ গলি, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ চারশ' টাকা

ISBN : 978 984 503 278 0

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির
মোহামাদের আত্মজীবনী

এ ডক্টর ইন দ্য হাউস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপাতা

অধ্যায় ৩২ বিশ্বে মালয়েশিয়া নতুনমাত্রায় ---------------------------- ৯
অধ্যায় ৩৩ কোম্পানিগুলোকে মালয়েশিয়ানকরণ ---------------------------৩১
অধ্যায় ৩৪ সংবিধান সংশোধন --------------------------------------- ৩৯
অধ্যায় ৩৫ পক্ষপাতশূন্য সমৃদ্ধি ---------------------------------------৫১
অধ্যায় ৩৬ ইসলাম ও ইসলামিকরণ------------------------------------ ৫৮
অধ্যায় ৩৭ বেসরকারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ----------------------------৭০
অধ্যায় ৩৮ আমাদের ইঞ্জিনগুলোর গতিবৃদ্ধিকরণ-----------------------৮১
অধ্যায় ৩৯ দাইম অর্থমন্ত্রী হন ---৯৭
অধ্যায় ৪০ একটা বিভক্ত বাড়ি : টিম এ এবং টিম বি---------------- ১০৮
অধ্যায় ৪১ অপস লালাঙ -- ১২০
অধ্যায় ৪২ জুডিসিয়ারি--১২৭
অধ্যায় ৪৩ হার্টের বিষয়সংক্রান্ত ------------------------------------ ১৩৭
অধ্যায় ৪৪ নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নতুন সমাধান--------------------------১৪৯
অধ্যায় ৪৫ ভিশন ২০২০---১৫৭
অধ্যায় ৪৬ মার্কেটিং মালয়েশিয়া-- ১৬৪
অধ্যায় ৪৭ আসিয়ানের প্রবৃদ্ধি--- ১৭৬
অধ্যায় ৪৮ আইন শৃঙ্খলা: পুলিশ, রাজনীতিবিদ এবং জনসাধারণ ----- ১৮২
অধ্যায় ৪৯ মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর--------------------------------১৮৬
অধ্যায় ৫০ পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার---------------------------------------১৯১
অধ্যায় ৫১ পুত্রাজায়া --- ২০১
অধ্যায় ৫২ কারেন্সি সংকট-- ২০৭
অধ্যায় ৫৩ আনোয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ------------------------------------ ২২০
অধ্যায় ৫৪ ১৯৯৮: গ্রেট গেমস, স্মরণীয় অর্জন ---------------------------- ২৩১
অধ্যায় ৫৫ অর্থনৈতিক বিপর্যয় --২৩৫
অধ্যায় ৫৬ আমার কঠিনতম নির্বাচন------------------------------------- ২৪০
অধ্যায় ৫৭ ৯/১১ এবং মুসলিম দুনিয়া-----------------------------------২৪৪
অধ্যায় ৫৮ শিক্ষা-- ২৫৫
অধ্যায় ৫৯ পদত্যাগ ---২৬৫
অধ্যায় ৬০ ওআইসিতে উদ্বেগ প্রকাশ ------------------------------------ ২৭৩
অধ্যায় ৬১ সিঙ্গাপুরের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন ------------------- ২৭৮
অধ্যায় ৬২ লেগ্যাসি ও নতুন করে উভয়সংকট ---------------------- ২৮৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাসমাহ্ ও আমার সন্তানদের উদ্দেশে,
তাদের ভালবাসা, সমর্থন,
সহনশীলতা ও সাহসিকতার জন্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুয়ালা লামপুরের জালান মুনশি আবদুল্লাহ্য় পরিচ্ছন্নতা অভিযান। নেতৃত্বের উদাহরণ।

www.pathagar.com

শিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে ইশকুল পরিদর্শন, ১৯৭৫।

আমার *টেহ্ টারিক* বানানোর দক্ষতা দেখাচ্ছি একটা ফ্যামিলি ডে অনুষ্ঠানে।

www.pathagar.com

আমার বেদনাদায়ক মুহুর্তগুলোর একটি। ইউএমএনওর সাধারণ সভার সমাপনি অনুষ্ঠানে আমার পদত্যাগের ঘোষণা দিচ্ছি, জুন ২০০২।

www.pathagar.com

বিদ্যুৎচালিত নৌকা পরীক্ষা করছি,
মিচেল, ইংল্যান্ড (১৯৯৮)।

ইংল্যান্ডে একটা বৈদ্যুতিক গাড়ি
চালানোর চেষ্টা করছি।

আরও একটি পরীক্ষামূলক চালান, এবার একটা বৈদ্যুতিক বাগি। মিচেল, ইংল্যান্ড।

www.pathagar.com

২০০০সিসি প্রোটন পের্দানা গাড়ি উদ্বোধন করছি। এটা আরেক জাতীয় গৌরব। জুলাই ১৯৯৮।

অ্যান্টার্কটিকায়। সঙ্গে তান শ্রী ল হিয়েঙ ডিঙ, তান শ্রী সাইয়েদ হামিদ আলবার ও দাতুক সেরি নাজিব তুন রাজাক।

www.pathagar.com

সগৌরবে গাড়ি চালান – প্রথম প্রোটন সাগা, জুলাই ১৯৮৫।

পেট্রনাস মালয়সিয়ান গ্রাঁ প্রি বিজয়ীদের সঙ্গে, ১৯৯৯।

www.pathagar.com

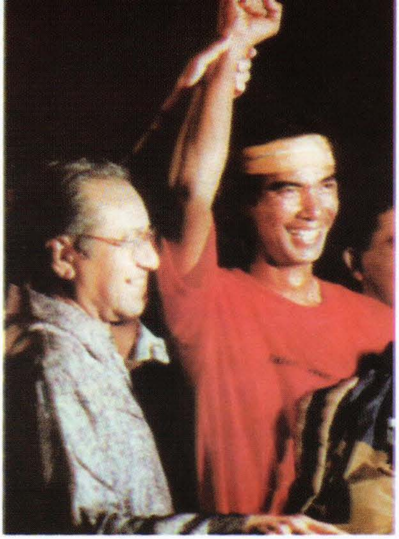

দাতুক আজহার মানসর একা এক নৌকায় বিশ্বভ্রমণ করে
আসার পর তার সঙ্গে। লাঙকাউই, ১৯৯৯।

ধানের চারা রোপণের পরীক্ষা দিচ্ছি। পেরাক, ১৯৮৪।

www.pathagar.com

বাড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি কাঁধে করে। কেলান্টানে আমাদের সেমারাক প্রচারাভিযানের সময়। কাম্পুঙ ধাঁচের বাড়িটা ছিল এক বিধবার জন্য। মার্চ ১৯৮৮।

জনগণের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় বের করার চেষ্টা করি সর্বদাই।

www.pathagar.com

মালয়েশীয় হাই কমিশনে ব্যারোনেস মার্গারেট থ্যাচারকে স্বাগত জানাচ্ছি, লন্ডন।

www.pathagar.com

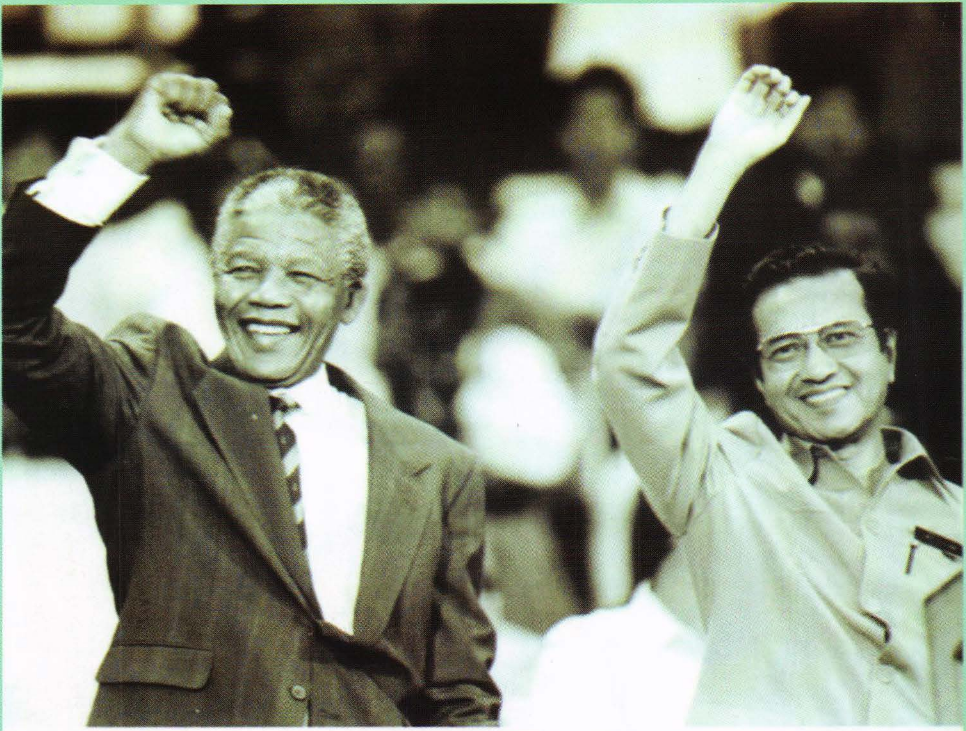

সত্যিকারের মহান নেতা ও মানবতাবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা মালয়েশিয়া সফরের সময়, নভেম্বর ১৯৯০।

শ্রী লঙ্কায় আমার সফর।

www.pathagar.com

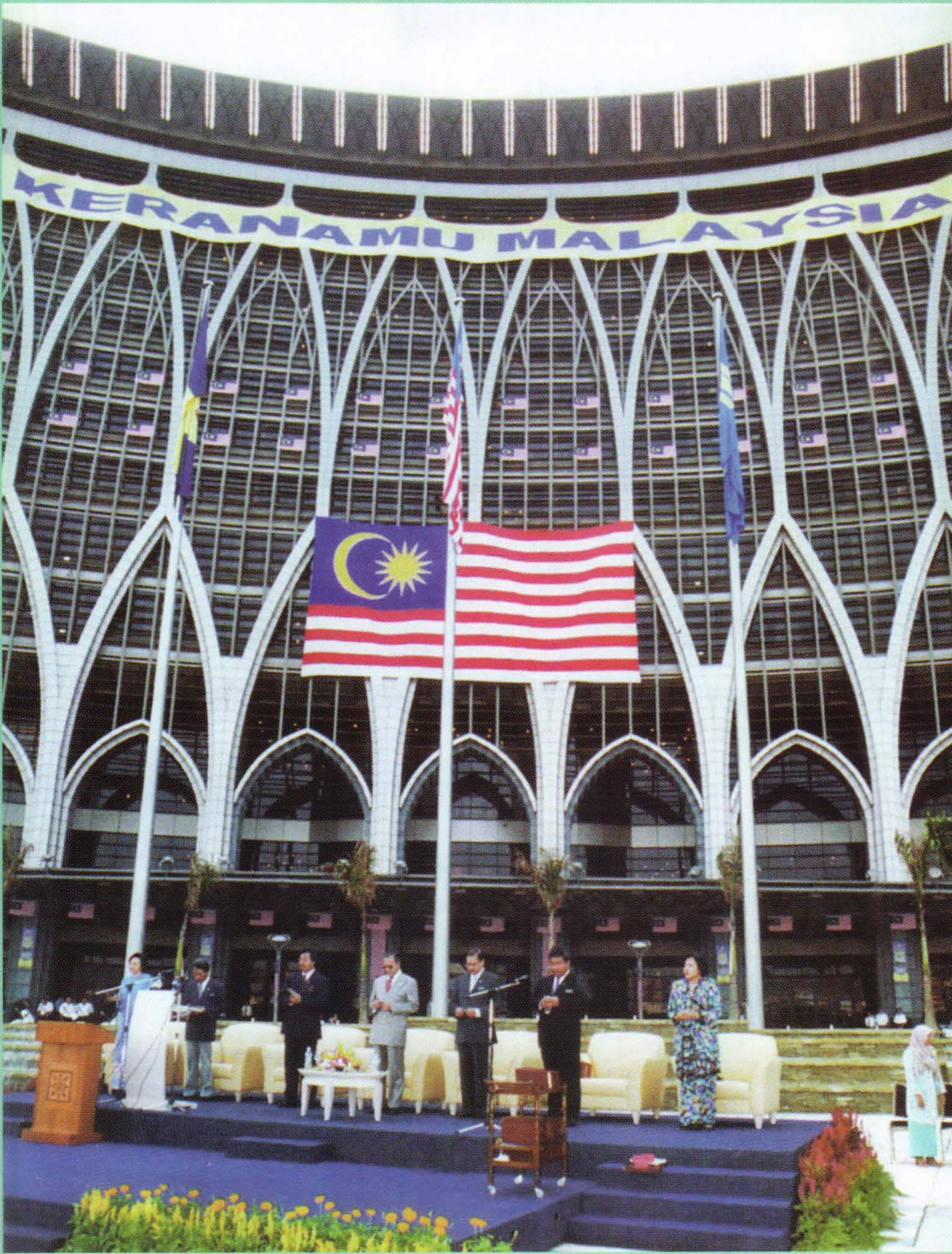

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবনের সামনে এক সভায় ভাষণ দিচ্ছি, পুত্রাজায়া, সেপ্টেম্বর ২০০২।

www.pathagar.com

শ্রী পের্দানায় ব্যারোনেস মার্গারেট থ্যাচারকে তার সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে স্বাগত জানাচ্ছি, কুয়ালা লামপুর, এপ্রিল ১৯৮৫।

মডেনাস মোটরসাইকেল উদ্বোধন করছি, ১৯৯৬। আমার বামে পরলোকগত তান শ্রী ইয়াহিয়া আহমদ।

www.pathagar.com

সাউথ আফ্রিকান অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের পর নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে। কেপটাউন।
বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ছিল যৌথ।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে। ওয়াশিংটন।

www.pathagar.com

অ্যাপেক বৈঠকে। শাঙহাই, চীন। অক্টোবর ২০০১। বাম দিক থেকে : ইন্দোনেশিয়ার মেগাওয়াতি সুকর্ণপুত্রী, জাপানের জুনিচিরো কোইজুমি, দক্ষিণ কোরিয়ার কিম ডায়ে-জুঙ, নিউ জিল্যান্ডের হেলেন ক্লার্ক, ব্রুনেইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়াহ্ এবং চীনের জিয়াঙ জেমিন।

সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ ও তার স্ত্রী আমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন, ১৯৮১। সিঙ্গাপুরে এটা ছিল আমার প্রথম সরকারি সফর। আমাদের সম্পর্কটা ছিল সৌজন্যতামূলক, কখনই বন্ধুত্বের নয়।

www.pathagar.com

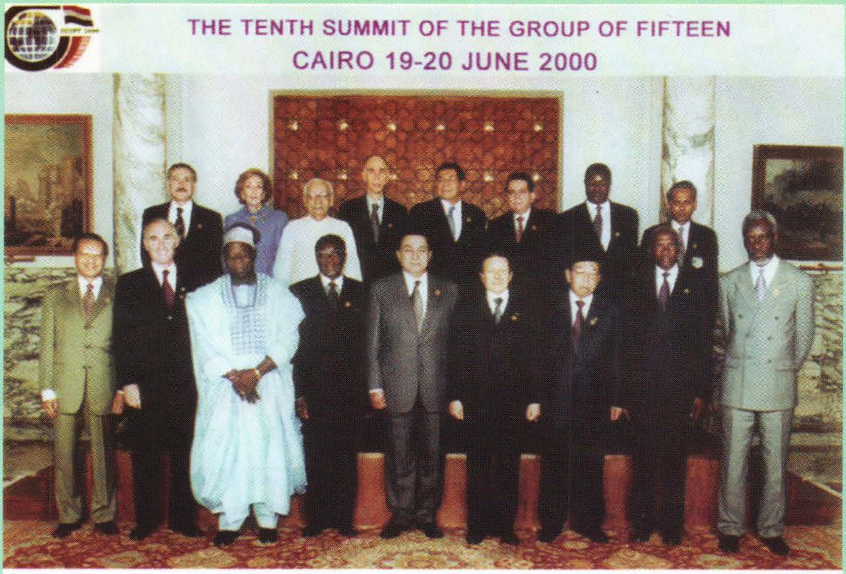

জি-১৫ শীর্ষ সম্মেলনে। কায়রো, ২০০০।

চীনের প্রধানমন্ত্রী জিয়াঙ জেমিনের সঙ্গে। পেইচিঙ,২০০৩।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩২
বিশ্বে মালয়েশিয়া নতুনমাত্রায়

আমার প্রথম অফিসকালে মনে করেছিলাম খুব কম লোকই মালয়েশিয়ার নাম শুনেছিল। অনেকেই জানতে চাইতো দেশটা কোথায় অবস্থিত। একজন মালয়েশিয়ান বিদেশে গেলে লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতো, "দেশটা কোথায়?" দীর্ঘকাল বিদেশীরা ভাবতো মালয়েশিয়া চীনে, হিমালয়ে কিংবা আফ্রিকার অন্তর্গত। তারা এমনটাও ভাবতো হয়তো দেশটা মালয় কিংবা মাদাগাস্কারে। কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে মনে করতো ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, না হয় সিঙ্গাপুরে অবস্থিত। কেউ কেউ এ দেশটিকে ভিয়েতনামের একটা জায়গা, অন্যরা ভেবেছিল দক্ষিণ এশিয়ার একটা দেশ। ট্যুরিস্টদের জন্য খুবই আকর্ষণীয়।

প্রথমদিকে মালয়েশিয়াকে না চিনতে পারার জন্য অবাক হবার কিছু নেই। আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ছিল না। যুদ্ধের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন হয়েছিল। আমাদের অঞ্চলের ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম কিংবা ইউরোপের সন্নিকটস্থ আলজেরিয়া ও সাইপ্রাসের মত লড়াই করে আমাদেরকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়নি। প্রথম দিকে আমাদের নতুন জাতিকে ফেডারেশন অব মালয় নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে একে ব্রিটিশ মালয় বলে জানতো। ১৯৬৩ সালে সাবাহ, সারাওয়াক ও সিঙ্গাপুর ফেডারেশন অব মালয় নামে পরিচিত। ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়।

১৯৬০ সালে আমাদের বিদেশ মন্ত্রণালয়কে আয়তন ১৪ মিলিয়ন বরাদ্দ দেয়। প্রধানত কমনওয়েলথের সামান্য কয়েকটি দেশের সাথে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্ক ছিল। তুনকু ও তুন রাজাক উভয়েই পশ্চিমা রাজনীতি পন্থী ছিলেন। যদিও তুন রাজাক বাকী বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ইউএসএস আর চীন সফর করেন। তুন হুসেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে তুন রাজাকের পথ অনুসরণ করেন। তিনি কোন দেশের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হননি। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কোন দেশ মালয়েশিয়ার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয় তা তিনি চাননি। তিনি ব্রুনাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তুন রাজাকের আমলে ব্রুনিয়ানদের মধ্যে সরকার বিরোধী কার্যকলাপ মালয়েশিয়া সাহায্য করেছিল বলে অভিযোগ ছিল।

আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমাদের ফরেন পলিসি পর্যালোচনা ও পরিবর্তন করার চিন্তাভাবনা করলাম। আমি অনুভব করলাম আমাদের প্রত্যেক

www.pathagar.com

দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। আমার প্রথম অগ্রাধিকার ছিল আসিয়ান দেশগুলোর সদস্যদের সাথে অধিকতর শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন, তারাই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। দেশগুলোতে যাই ঘটুক না কেন তা আমাদের দেশে প্রতিফলিত হবে। আসিয়ান ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মত অর্থনৈতিক জোট নয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধকে পরিহার করার লক্ষ্যে আসিয়ান গঠিত হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বিরোধ বাঁধিয়েছিল। ফিলিপাইন সাবাহকে দাবী করে আসছিল। আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম মালয়েশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কোন প্রকার বিরোধে জড়িয়ে না পড়ে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আসিয়ানের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। এক সময় মালয়েশিয়ার জাতীয় মনোভাব বিপরীত ধর্মী ছিল। সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর আমি সিঙ্গাপুরের সাথেও সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিলাম।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ছিল প্যাসিফিক এ আফ্রিকার ইসলামিক দেশগুলোর সাথেও সুসম্পর্ক স্থাপন। বিদেশ নীতিতে কমনওয়েলথকে আমি অগ্রাধিকারের তালিকাতে রাখলাম না। আমি ১৯৮১ সালে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে যোগদান করতে ইচ্ছা প্রকাশও করলাম না। ১৯৮৩ সালে নতুন দিল্লির সম্মেলনেও আমি যোগদান করলাম না। কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল স্যার সিদ্ধার্থ রামপাল আমাকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করলেও আমি জবাবে বললাম : আমি প্রথমে অন্যান্য দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজন বোধ করলাম।

বিশ্বের শক্তিমান ইউরোপীয় দেশগুলোর কথা পরে ভাবা যাবে। পূর্বদিকের দেশগুলোর মধ্যে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরে যখন চীন মালয়েশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টিকে সাহায্য করা বন্ধ করলো, তখন বিশাল দেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করলাম।

আমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো সফর করতে শুরু করলাম তবে ফিলিপাইন বাদে। ইন্দোনেশিয়া আমাদের কাছের বৃহত্তম আসিয়ান প্রতিবেশী। আমি তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে চাইলাম। জাতিস্বত্ত্বা, কৃষ্টি ও ভাষার দিক থেকে তারা আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ। এ সব কারণে আমি প্রথমে ইন্দোনেশিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নেওয়া। পারদানাকুসুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো তার ক্যাবিনেটের কয়েকজন সদস্যসহ হাসমাহ ও আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি প্রেসিডেন্টের সাথে গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করলাম। তারপর আমাদের উভয়কে মারদেকা প্যালেসের পেছন দিকের গেস্ট হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো। রাস্তার দু'ধারে আমার ও সুহার্তোর বড় বড় ছবি শোভা পাচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট ছিলেন একজন উত্তম অতিথি বৎসল মানুষ। তিনি আমার হোটেল স্যুটে এসে আমাকে বিনয়ের সাথে বললেন তার প্রটোকল অফিসাররা আমাদেরকে দেখাশোনা করবেন।

www.pathagar.com

তারপর আমি থাইল্যান্ড সফর করি। ডন মুয়াঙ বিমানবন্দরের মিলিটারী সেক্‌শনে প্রধানমন্ত্রী জেনারেল প্রেম তিনসুলানোনদা আমাকে স্বাগত জানালেন। তারপর আমাকে গার্ড অব অনার দেওয়ার পর আমি জেনারেল প্রেমের সাথে গেস্ট হাউসে গেলাম। আমরা দ্বি-পাক্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম। আমাদের রাজকীয় ভোজে আপ্যায়ন করা হলো মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের বন্ধুত্ব, ঐতিহ্য, কৃষি সভ্যতা প্রদর্শন করে। থাই নৃত্য পরিবেশিত হলো। জেনারেল প্রেম খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। থাইল্যান্ডের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় আমি খুশি হলাম।

আমি ফিলিপাইন সফর করেছিলাম না কারণ তারা আমাদের সাবাহকে দাবী করছিল। আসিয়ান কিংবা অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের নেতাদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। জেনারেল ফিদেল রামোস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ওই দাবী বলবৎ ছিল। তিনি আনঅফিসিয়ালি মালয়েশিয়া সফর করেছিলেন প্রেসিডেন্ট হবার পর। এ সফরের পর বরফ গলতে শুরু করলেও তখনো তাদের দাবী বলবৎ থাকায় প্রেসিডেন্ট রামোস অফিসিয়ালি মালয়েশিয়া সফর করেনি।

আমাদের বিরোধ মিটলো না কারণ ফিলিপিনোর সংসদরা এটাকে একটা বড় ইস্যু হিসাবে দেখলো। সাবাহকে ফেরতের ব্যাপারে ফিলিপাইনের ভিতরেও তেমন সমর্থন ছিল না। তাদের রাজনীতি ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ফলে ফিলিপাইনের কোন প্রেসিডেন্টই সাবাহকে পাবার জন্য জোরালো দাবী উত্থাপন করতে পারেন নি। এ কারণেই এ দাবী আজও বহাল আছে। আসিয়ানের মিটিংগুলোতে আমরা উভয়দেশের নেতারাই পরস্পরের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেছি। আমরা এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটাইনি।

একমাত্র সিঙ্গাপুরেই আমাকে খুবই অসাধারণ প্রটোকলের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের প্রবেশদ্বারে একজন প্রটোকল অফিসার আমাকে স্বাগত জানান। তারপর আমাকে পাশের একটা রুমে অপেক্ষা করতে হয় যে পর্যন্ত না প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত না হন। আমাকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। এতে আমি খুবই বিরক্ত হই। একই র‍্যাঙ্কের একজন বিদেশী অতিথিকে এভাবে স্বাগত জানানোর রীতি হতে পারে না। এটাই তাদের রীতি কিনা আমি জানি না। আমি ভাবলাম যে সিঙ্গাপুরের জন্য হয়তো প্রটোকলই যথেষ্ট। যখন সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট মালয়েশিয়া সফর করবেন তখন মালয়েশিয়াকেও এ প্রথা পালন করলেই যথেষ্ট হবে। স্বাগত জানানোর তার এ রীতিই আমি অনুসরণ করলাম তার উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ কুয়ালালামপুর সফরে এলে। আমি সদা সর্বদাই কোন সরকার প্রধানকে গার্ড অব অর্নার প্রদান করে স্বাগত জানিয়ে থাকি। পার্লামেন্টারি হাউসেও তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

www.pathagar.com

সিঙ্গাপুরে প্রথম সফরটাতে আমাকে কোনো রাষ্ট্রীয় ভোজ দেওয়া হয়নি। ফলে আনুষ্ঠানিক ভাষণ প্রদান করতে হয়নি। আমি প্রেসিডেন্ট বেনজামিন হেনরী শেয়ারস এর সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি সিঙ্গাপুর মেডিক্যাল কলেজে অবস্টেট্রিকস অ্যান্ড গাইন্যাকোলজির প্রফেসর ছিলেন। তার এডিসি রুমে প্রবেশ করার আগে আমি প্রায় বিশ মিনিট কথা বলেছিলাম। এডিসি রুমে প্রবেশ করে বললেন যে প্রেসিডেন্টের আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি তার কথা বুঝতে পেরে ওখান থেকে প্রস্থান করেছিলাম।

লি কুয়ান ইউ এর সাথে কথা বলেছিলাম একতরফাভাবে। তার কথাবার্তার ধরণ ছিল মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টের সদস্য থাকা কালে পার্লামেন্টে ভাষণ দেবার ধরণেই। তিনি তার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যা সঠিক আর যা সঠিক নয় সে সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করতেন। আমাদের আলোচনা চলাকালে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে তিনি এইসব বিষয়ে সবকিছু জানেন না। বিশেষ করে টেক্‌নোলজিকাল বিষয়ে। একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে যে তিনি বলেছিলেন নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে জানেন। তিনি যা বলেছিলেন তা অনেক বছর আগে থেকেই চলে আসছিল।

আমি সব সময়ই তার সাথে তর্কবিতর্কে মিলিত হতাম যখন আমরা উভয়ে মালয়েশিয়া পার্লামেন্টের সদস্য ছিলাম। আমরা উভয়ের একে অপরের বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলাম। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার পর আমাদের সাথে সিঙ্গাপুরের নানা রকমের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে সাড়া পাইনি।

আমি পশ্চিমাদেশে গেলাম। ফরেন পলিসিতে আমি আমার প্রত্যাশিত ফল পেলাম না। মালয়েশিয়াতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউএস রাষ্ট্রদূত ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন ডিসি সফরের ব্যবস্থা করার কথা আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরই আমাকে বলেছিলেন, যাতে আমি নতুন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানকে সম্মান জানাতে পারি। রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছিলেন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া খুবই কঠিন। তিনি আমাকে উপলব্ধি করতে বলেছিলেন আমার সফরের আয়োজন করতে কী ধরনের চেষ্টা চালাতে হয়েছে। আমি আমাদের উইসমা পুত্রা নামের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের অফিসকে জানিয়ে দিলাম যে আমি ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি যাচ্ছি না। বিস্ময়কর ব্যাপার এরপর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এর সাথে আমার আর সাক্ষাৎ ঘটেনি।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের নেতাদের মত আমাকেও কি ওয়াশিংটন যেতে হবে সাহায্য ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আমি কিছু চাওয়ার জন্য যাইনি। আমরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মালয়েশিয়া কোন কিছুর আবেদন নিবেদন করবে না। যদি আমাদের অর্থ না থাকে, যদি আমাদের সাধারণভাবে জীবন কাটাতে হয় তবুও মালয়েশিয়া দেখিয়ে দেবে মালয়েশিয়া আত্মনির্ভরশীল। আমি বড় বড়

www.pathagar.com

শক্তিশালী রাষ্ট্রকে দেখাতে চেয়েছিলাম যতদূর সম্ভব মালয়েশিয়া তাদের আকার ও গুরুত্বকে পরোয়া করে না। আসিয়ান দেশগুলো সফর করার পর আমি ইউএস সফর না করে ফিজি, টোঙ্গা, ওয়েস্টার্ন সামোয়া, পাপুয়া নিউ গিনি এবং মালদ্বীপে গেলাম। এগুলো ছোট ছোট দেশ হলেও আমি তাদের কাছ থেকে আর্থিক, ব্যবসায়িক, কিংবা কুটনৈতিক সুবিধা আদায়ের কথা ভাবছিলাম না। আমার সহজ সোজা বিশ্বাস ছিল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা। আমার বিশ্বাস ফলপ্রসূ হয়েছিল যখন তারা আমাদেরকে পরে সমর্থন যুগিয়েছিল। বিশেষ করে কমনওয়েলথ ও ইউনাইটেড নেশনে ভোটের সময়ে। আমি আরো উপলব্ধি করছিলাম তাদের আতিথেয়তা এবং তাদের প্রতি মালয়েশিয়ার আগ্রহকে। মালয়েশিয়ার একজন নেতা এরূপ প্রত্যাশা নিয়ে ওয়াশিংটন সফরের কথা ভাবতেই পারেন না। তবে আমি স্বীকার করি ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম ওয়াশিংটন সফর করেছিলেন তখন তাকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল।

আমার প্রশাসনের প্রথম দিকে আমি শুরু করেছিলাম মালয়েশিয়া টেক্‌নিক্যাল কোঅপারেশন প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের আওতায় আমি বহু উন্নয়নশীল দেশকে তাদের লোকজনকে এখানে ট্রেনিং এর জন্য পাঠাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তারা আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিল। তারা উৎসুক হয় আমরা কিভাবে আমাদের প্রশাসন সাজিয়েছি। আমাদের কুটনৈতিক সেবা ও উৎপাদন বিভাগ আমাদের জাতীয় পেট্রোলিয়াম কোম্পানি পেট্রোনাস (পি ই টি আর এন এ এস) চুক্তি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করতে থাকে।

আমি এ সবের ব্যবস্থা করলাম। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, কোনো সাহায্য গ্রহণ না করেই। আমরা তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসাবে ফটকাবাজির শিকার না হয়ে আমরা নিজেরাই সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ শুরু করলাম। আমরা লক্ষ লক্ষ রিঙ্গিত এ প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করার জন্য খরচ করলাম। এর ফলে সারাবিশ্বে আমাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা প্রায় প্রায়ই আন্তর্জাতিক সভায় যোগদান করতেন। তারা আমাদের দেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হন। আফ্রিকাতে ব্যবসা-বাণিজ্য মালয়েশিয়ার পক্ষে সহজতর হয়, কারণ আফ্রিকান অফিসিয়ালরা আমাদের সম্পর্কে আগে থেকে পরিচিত ছিলেন। বাইরের দেশগুলোর আদর্শ যাই হোক না কেন আমরা চেয়েছিলাম তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে।

আমরা কখনোই বাইরের কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি। উদাহরণ হিসাবে মায়ানমারের কথা বলা যায়। তাদের সামরিক একনায়কতন্ত্রের জন্য অন্যান্য দেশ তাদেরকে সমালোচনা করলেও আমরা তা করি নি। হস্তক্ষেপ করলে ভবিষ্যতে কি ভাল হতো? মায়ানমারের জনগণ নিজেরাই তাদের সমস্যার

www.pathagar.com

সমাধান করবে। এটা তাদেরই কাজ। আমরা বড় বড় শক্তিশালী দেশের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলাম, তারা সাহায্য প্রদান করে গাটছড়া বাঁধে। পরিশেষে, সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলো তাদেরকে ঘৃণা করে থাকে।

অন্যান্য সরকারগুলো ছোট ছোট ও কম উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের কথা ভাবতে নাও পারে। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করি। এই সব দেশ সমৃদ্ধশালী হলে আমরা তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করি।

১৯৮৯ সালে নন এলিগনেড মুভমেন্টের (নাম) বেলগ্রেডে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্যার সিদ্ধার্থ রামপাল আমাকে অনুরোধ করেন ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো একটা কার্যকরী গ্রুপ গঠন করার জন্য। তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার পাঁচ কিংবা ছয়জন নেতাকেও এ বিষয়ে অনুরোধ জানালেন। নাম সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ছিল অনেক। এ সংস্থার দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে নেতারা তাদের দেশের স্টেটমেন্ট তুলে ধরেন। এ সংস্থা সাউথ আফ্রিকার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। স্যার সিদ্ধার্থ পরামর্শ দিলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও সাউথ আমেরিকার ১৫টি উন্নয়নশীল দেশ অবশ্যই আন্তরিকভাবে আলোচনা করতে পারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। সম্ভবত তারা সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জি-৭ (এখন জি ৮) এর সাথেও সংলাপ চালাতে পারে।

যাহোক, জি-৭। দক্ষিণ কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বর বলে পরিচিত জি-১৫কে অস্বীকার করেন। তারা জি-১৫কে অবহেলা করেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ১৯৯৩ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত জি-৭ এর মিটিং এ আমাদের পক্ষে কথা বলেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জাক শিরাজ জি-৭ সাউথের দেশগুলোর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। আমি নিজেও জানতাম শিরাজকে ভালভাবে চিনতাম। ফ্রান্স জি-৭ এর মিটিং এর জন্য আয়োজন করেন। আমি তাকে চিঠি দিলাম। শিরাজ জি-১৫কে আমন্ত্রণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণের কয়েকটি দেশকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ২০০২ সালে ইভিয়ানে অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনেও আমি উপস্থিত ছিলাম। সেশনগুলোর একটাতে প্লাজা অ্যাকোর্ডের মত চুক্তিতে মালয়েশিয়ার ন্যায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষতি হয় ইয়েনের মূল্য ৩০০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায়। দরিদ্র দেশগুলো ধনী দেশগুলোর আর্থিক সমস্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাপানী ও ইউএস কারেন্সির ভারসাম্যহীনতার ফলে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। আমরা ডলারের মূল্য পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করলাম। এমনকি আমি জাপানীদের সাথেও কথা বললাম আমাদের সমস্যা সম্পর্কে। কিন্তু তারা আমার

www.pathagar.com

কথায় কমই কর্ণপাত করলো। পরিশেষে, প্লাজা অ্যাকোর্ডের মূল্য তাদেরকে দিতে হলো। ইয়েন ও ডলারের ভারসাম্যহীনতার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে টালমাটাল অবস্থা বজায় থাকলো।

আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়ার পরও জি-১৫ সম্মেলনে মিলিত হচ্ছিল। সদস্য সংখ্যা ১৯ এ পৌঁছালেও জি-১৫ বলা হচ্ছিল। ২০০৬ সালে তেরতম সম্মেলন কিউবার হাভানাতে অনুষ্ঠিত হয় নাম কনফারেন্সের আদলে। কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ট্রোর ভাই রাউল কাস্ট্রো একজন অতিথি হিসাবেও সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এ গ্রুপের পক্ষে কথা বলেছিলেন। কিউবা যদিও এ সংস্থার সদস্য ছিল না।

জি-৭ বিরোধিতা করলেও জি-১৫ সাউথ-সাউথ সহযোগিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

কমনওয়েলথের ইউরোপীয়ান দেশগুলো বিঘ্ন সৃষ্টি করলেও মালয়েশিয়ার উন্নয়ন ব্যাহত হয়নি। তাদের সংবাদপত্রগুলো অবন্ধুসুলভ মনোভাব দেখায়। আমার নেতৃত্বে মালয়েশিয়া যখন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছিল তখন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনা করছিল তারা। তারা আমাকে একজন ডিক্টেটর হিসাবে বর্ণনা করে। সাবেক উপনিবেশের ব্যর্থতা দেখাই তাদের কাম্য ছিল।

এর জবাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে। কাজটা ততো সোজা ছিল না। আমি তাদের অস্বচ্ছ কাজকর্ম, হামবড়া মনোভাব এবং আত্মম্ভরিতা সম্বন্ধে অবগত ছিলাম। আমাদের স্বাধীনতা সারাবিশ্বে প্রশংসিত হলো। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে। যাহোক, আমি তাদের বাজারকে হারাতে ছিলাম। তারা ধনী। তাদের কাছে আমাদের অনেক কিছু বিক্রি করার মত জিনিস ছিল। তাদের সরকারের সমালোচনা সত্ত্বেও তাদের ব্যবসায়ীরা মালয়েশিয়ার পণ্য কিনতে আগ্রহী। তারা সব সময়ই তাদের সরকারের পলিসিকে সমর্থন করে না। তারা জানতো তাদের মিডিয়া মালয়েশিয়া সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন মালয়েশিয়দেরকে তারা ভাল বলেই মনে করতো। তাদের সরকারই সঠিক নয়। এর ফলে আমাদের পলিসি ওই সব দেশের ব্যবসায়ী মহলকর্তৃক গৃহীত হলো।

আমার স্বভাব সব সময় মালয়ের আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা। কিন্তু তাই বলে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না।

১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি প্রথম জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলিতে যোগ দিয়েছিলাম। আমি এ্যান্টার্কটিকা সম্বন্ধে কথা বলতে পছন্দ করলাম। শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর কয়েকটি দেশ ওই মহাদেশে প্রথম তাদের পদচিহ্ন রাখার দাবী করে। কেউই উপনিবেশবাদীদের একটা কথাও বলেনি। এ্যান্টার্কটিকা সত্যি সত্যি এমন একটি ভূভাগ যেখানে মানুষের বসতি ছিল না। এর ফলে কেউই এই

www.pathagar.com

ভূভাগের মালিকানা দাবী করতে পারে না। আমি কোন কারণ খুঁজে পেলাম না কেন শক্তিশালী দেশগুলো জনবসতিহীন একটা ভূখণ্ডের দাবী করে আসছিল। এখন তারা রাজকীয় যুগে বসবাস করে না– জনবসতিহীন ভূখণ্ড "নেটিভ"দের অধিকারে থাকারই কথা। জনবসতিহীন ভূখণ্ডের মালিক প্রত্যেকেই। সেসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলে সেগুলো সারা বিশ্বই আহরণ করবে এবং উপকারিতা সবারই প্রাপ্য।

কিছু সংখ্যক ধনী দেশ এ্যান্টার্কটিকা ট্রিটির বুনিয়াদে সেখানে প্রবেশ করেছিল। সেখানে গরীব রাষ্ট্রগুলোর কোন অধিকার ছিল না। তাদের পক্ষে বরফাচ্ছন্ন এলাকাতে যাওয়াও সম্ভব নয়। ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়া এ্যান্টার্কটিকা ট্রিটির বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। আমি সপ্তম 'নাম' শীর্ষ সম্মেলনে আবার বিষয়টি উত্থাপন করলাম। এ সম্মেলন ভারতের নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এ্যান্টার্কটিকার বৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য পুনর্বিবেচনা করতে। সন্তোষজনক জবাব পাওয়া গেল না। অধিকাংশ 'নাম' ভুক্ত দেশ বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করলো না। তারা মনে করলো যে ধনী দেশগুলো সেখান থেকে তেল ও খনিজ সম্পদ আহরণ করলেও তাদের উপর কোন প্রভাব পড়ছে না।

আমরা বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ান এ্যান্টার্কটিক রিসার্চ প্রোগ্রাম গঠন করলাম। আমাদের কোন দাবী-দাওয়া ছিল না। শুধুমাত্র ওই মহাদেশের উপর আমাদের গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। আমরা বরফাচ্ছন্ন মহাদেশে জরিপ কাজ চালানোর ফলে আন্তর্জাতিক আগ্রহ বেড়ে গেল।

এখন সেখানে কোন অতিরিক্ত জাতীয় পতাকা উড়ে না। সাধারণ বিষয়াদি ও গবেষণাকর্মের ফলে এ্যান্টার্কটিকা সম্বন্ধে সব দেশেরই আগ্রহ বেড়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়ার আগে আমি এ্যান্টার্কটিকা সফর করি। সে সফরের কথা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না।

এটা একটা শীতল ও নির্জন স্থান। পুরু বরফের স্তর দ্বারা ভূখণ্ডটি আবৃত। হাজার হাজার বছর ধরে এখানে এভাবেই বরফে আবৃত আছে। সেখানে কিছুই জন্মে না। আমরা দেখতে পেলাম সেখানে শুধুমাত্র পেঙ্গুইন, সিল এবং পাখিরা বসবাস করে। বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। পানিও খুব শীতল। যদি আপনি সেখানে পড়ে যান তবে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার মৃত্যু ঘটবে। আমরা লাইফ জ্যাকেট পরে একটা জোডিয়াক বোটে চড়ে আন্টার্কটিকা সফর করি। এক সময় ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজটিকে একটা আইসবার্গের পাশ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল। আইসবার্গের সাথে আমাদের জাহাজের স্পর্শ লাগলো। তারপর নাবিক একটা মই নামিয়ে দিল। জাহাজ থেকে আমরা মই বেয়ে নিচে নেমে আইসবার্গের উপর দিয়ে সাবধানে হাঁটাহাঁটি করলাম। এমনভাবে পা ফেললাম যাতে সমুদ্রে পড়ে না যাই।

www.pathagar.com

ড্রেক প্যাসেজ পাড়ি দেওয়া ছিল সফরের সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। ৮০০ কিমি বিস্তৃত জলভাগ যেখানে প্যাসিফিক ও আটলান্টিক মহাসাগর কেপ হর্ন ও কোস্ট অব এ্যান্টার্কটিকার মাঝে মিলিত হয়েছে। এ্যান্টার্কটিকা মেরুতে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। যেতে দু'দিন আর আসতে দু'দিন। সাগর ছিল খুবই উত্তাল। জাহাজে ঘুমানো খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। হাসমাহ কখনোই বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। সে প্রথম থেকেই সমুদ্রপীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই শুধুমাত্র অসুস্থ হয়েছিল। আমি ভালই ছিলাম। যাহোক, ঘোরাফেরা করতে পারছিলাম এবং খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমত করছিলাম।

আমার প্রধানমন্ত্রীত্বের পুরো সময়টাতে আমি অফিসিয়াল ইন্টারন্যাশনাল সফরগুলোতে আমি মালয়েশিয়ার বিদেশ নীতির পরিবর্তন সম্পর্কে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম। ওসানিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র সফরের পর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম ইসলামিক দেশগুলো সফর করার। মালয়েশিয়া তখনো তেমন উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি।

আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমান ইতিমধ্যে বিশ্বের এই অংশে আমাদের পরিচিত করান। অর্গানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স বা ওআইসি স্থাপনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ইসলামিক দেশগুলো সফরকালে আমি সেসব দেশে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হলাম। আমি একজন মুসলিম নেতা হিসাবে মুসলিম দেশগুলোতে আমার ও আমার দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আরব দেশগুলো তখনো এখনকার মত ধনী হয়ে ওঠেনি। বহু উন্নয়নশীল দেশের মত তারা মালয়েশিয়ার কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না। তখন শুধুমাত্র কুয়েত ইন্‌ভেস্টমেন্ট ফান্ড মালয়েশিয়াতে কাজ করছিল। আরব দেশগুলো ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে চেয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল আরব দেশগুলো বিশ্বাস করতো যে ইউরোপীয়ানরা হচ্ছে সুপারম্যান, তারা মিরাকেল ঘটাতে পারে। ইউরোপীয় দেশগুলো এবং তাদের ব্যবসায়ীরা সদাসর্বদাই আরব দেশগুলো থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিত। এমনকি জাপানও আরব দেশগুলোকে তাদের পক্ষে আনতে পারেনি। ইউরোপীয়ানরা যা করতে পারে তারাও তা করতে পারে।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ওই সময়, মালয়েশিয়া পার্সিয়ান গাল্‌ফের ছোট ছোট দেশগুলোর সম্বন্ধে বেশি কিছু ভাবতে পারেনি। তারা তেল আবিষ্কারের পর থেকে ওখানকার ফিসিং ভিলেজগুলোর চেহারা বদলে যায়। আগের দিনগুলোতে সেখানে চোখ ঝলসানো নতুন নতুন গ্লাস টাওয়ার গড়ে উঠেছিল না। আমার সফরের সময় এসব ছোট ছোট আমিরাতের দেশগুলোর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও আমার পলিসি ছিল ইসলামিক দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

নর্থ আফ্রিকার ইসলামিক দেশগুলো আমি সফর করলাম। আমি বিশাল জন অধ্যুষিত আরব দেশ মিশর সফর করেছিলাম। কায়রোর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। আমি সেখানে ছোটখাটো অফিসিয়াল কাজকর্ম সেরে নিলাম। আমি সেখানকার আসওয়ান ড্যাম এবং লাক্সওর দর্শনীয় টেম্পল ও স্মৃতিসৌধ দেখতে গেলাম। আমি কায়রোর নীল নদের উপর দিয়ে গিয়েছিলাম। নীলনদের দু'পাশের সবুজ দৃশ্যাবলী দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। দুটো চওড়া মরুঅঞ্চলে কৃষিকাজ চলছে। তারপর আমি বুঝতে পারলাম কেন মিশরীয়রা কৃষিকাজ করে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। লোকজন সেচ কাজ শিখেছিল নীলনদের দু'তীরের সষ্য উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে। খাবারের সন্ধানে মিশরীয়দেরকে ছুটে বেড়াতে হয়নি। তারা তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করে। জ্ঞানার্জনেও তারা উদ্বুদ্ধ হয়। সভ্যতার উষালগ্নে তারা নদী উপত্যকাকে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। নীলনদ থেকে আরম্ভ করে টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস, ইন্ডাস ও ইয়াঙতজের উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

১৯৮২ সালে মালি সফর করেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম মিশরে মরুভূমির মাঝ দিয়ে নীলনদের মত মালির স্থলভাগের উপর দিয়ে নাইজার নদী বয়ে গেছে। আমি বিস্মিত হলাম নাইজার নদীর দু'তীরে লোকজন বসবাস করছে। অথচ নীলনদের দু'তীরের মত চাষাবাদ করছে না। মালিতে আমাদের রাষ্ট্রদূত আমাকে বললেন যে, এখানের জমি খুবই উর্বর। তারা মালয়েশিয়ার শাকসব্জী ও গাছপালা জন্মাতে পারে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মালিয়ানদের সাহায্য করতে পারি তাদের দেশকে উন্নত করার জন্য। মালয়েশিয়া ওখানে একটা এগ্রিকালচারাল স্টেশন তৈরি করে কৃষিবিদদেরকে মালিতে পাঠানো হলো। শাকসব্জী ও ছাগল পালনের উদ্দেশ্যে। নীল নদের উপত্যকার মত নাইজারের উপত্যকায় উন্নয়ন ঘটলো। দূর্ভাগ্যক্রমে পরে মালিয়ানরা কৃষিকাজে আগ্রহ দেখালো না। তিন বছর পর মালয়েশিয়ানরা ওখান থেকে ফিরে এলো কৃষিক্ষেত্র পরিত্যাক্ত হওয়ায়।

আমরা অধিকতর সফল হলাম মালায়ীতে। সেখানেও আমরা একটা এগ্রিকালচারাল স্টেশন তৈরি করি। আমরা তাদেরকে দেখাই কিভাবে লেক ভিক্টোরিয়ার পানি ব্যবহার করে চাষাবাদ করতে হবে। সেখানে কৃষিকাজের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ প্রচেষ্টার কারণে মালয়ীতে কৃষি কাজে অগ্রগতি সাধিত হলো। আমার প্রধানমন্ত্রী থেকে সরে দাঁড়ানোর পর আমাকে জানানো হলো আমাদের এগ্রিকালচারাল স্টেশন ব্যবহার করে মালয়ীরা কৃষিতে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। তারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে সমর্থ হয়েছে।
সে সব দিনগুলোতে খুব কম লোকই বিশ্বাস করতো যে এশিয়া এবং এশিয়ানরা অন্যান্য দেশের উন্নয়নের জন্য মডেল হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে-মালয়েশিয়াও নয়, মনে করা হতো পিছনে পড়ে থাকার চেয়ে বেশি কিছু কখনোই করতে পারে না তৃতীয় বিশ্ব। এমন ধরণের মনোভাবই ছিল অন্যদের। আমি এটা উপলব্ধি

www.pathagar.com

করলাম যখন আমি কমনওয়েলথের কয়েকজন আফ্রিকান নেতাকে মালয়েশিয়া সফরে আমন্ত্রণ জানিয়ে। তারা আমাদের দেশ দেখার জন্য আগ্রহ দেখালো না। তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের কাছ থেকে কোন কিছু দেখা বা শেখার নেই বলে তারা ভাবলো। তবু আমি তাদেরকে আমাদের দেশে আসতে রাজি করালাম। ১৯৮০ দশকের শেষ দিক, মালয়েশিয়া ইতিমধ্যে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত সামনের দিকে এগিয়ে চলছিল।

আমি ১৯৮৫ সালে বাহমাস এ অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ মিটিং-এ উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আফ্রিকা, ক্যারাবিয়ান এবং কমনওয়েলথের অন্যান্য উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোর নেতাদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে। বাহমাস মিটিং এ প্রধানমন্ত্রী স্যার লিনডেন ও. পিন্ডলিং প্রতিনিধিদেরকে রাজকীয় ভোজে আপ্যায়নের কালে রাস্তায় বিরোধীদের বিক্ষোভে বিব্রত অবস্থায় পড়েন।

এ সব ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রগুলো সিঙ্গাপুরের দেখাদেখি চালিত হতো। সিঙ্গাপুরে বিরোধীদের মাথা তুলতে দেওয়া হতো না। কখনোই এ ধরণের বিক্ষোভ সিঙ্গাপুরে হয়নি। এসব ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো কমনওয়েলথের ইউরোপীয় সদস্যদের কুদৃষ্টিতে ছিল। ওই সব দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বিপন্ন গণতন্ত্র ও দারিদ্রতা লেগেই ছিল।

১৯৮৭ সালে আমি ভ্যানকুইজার কমনওয়েলথ মিটিং-এ উপস্থিত হলাম। আমি আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আফ্রিকা ও ক্যারাবিয়ান দেশগুলোর নেতাদেরকে মালয়েশিয়া সফরের ব্যবস্থা করতে হলে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের মিটিং মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ভ্যানকুইজার সভাতে মালয়েশিয়া ১৯৮৯ সালের কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের মিটিং এর আতিথ্য করার প্রস্তাব রাখে। আমি ভাবলাম সার সিদ্ধার্থ এবং প্রতিনিধিদের অনেকেই মালয়েশিয়াকে অমিতব্যয়ী ভাবলেও আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী মালয়েশিয়াতে কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলন করার পক্ষে সমর্থন দান করলো।

মালয়েশিয়া উত্তম আতিথ্য দান করতে সক্ষম তা আমরা দেখাতে চাইলাম। এটাই হতে যাচ্ছিল আমাদের দেশে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আমরা যে কোন মূল্যে সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য চেষ্টা করলাম। আমরা যথাযথভাবে পরিকল্পনা করলাম।

আমরা আমাদের অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতদেরকে আমাদের অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব দিলাম। তারা তাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। একজন সিনিয়র রাষ্ট্রদূতকে সমস্ত কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা হলো। রাষ্ট্রপ্রধান ও তাদের পত্নীদের ডিনার ও চিত্তবিনোদনের জন্য যথাযথ আয়োজন করা হলো। ইয়ামাহা মিউজিক স্কুল থেকে নৃত্যু শিল্পীদের মালয়েশিয়ান ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আনার ব্যবস্থা করা হলো।

www.pathagar.com

১৯৮৯ মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্যার সিদ্ধার্থের স্থলে নতুন কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত করা হয়। সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচনে আমি সভাপতিত্ব করলাম। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। একজন হলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ফ্রাসার এবং অন্যজন হলেন নাইজেরিয়ার চিফ এমেকা এনিয়াওকু। মেজবান হিসেবে আমি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলাম।

প্রথমবারের মতো আমি আমার বক্তৃতায় একটা প্রোমটার ব্যবহার করলাম। অনেকেই আমার দীর্ঘ বক্তৃতার জন্য আমাকে অভিনন্দিত করলেন। আমি লিখিত ভাষণ না দেওয়ায় তারা আমার প্রতি খুশির অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। আমি লক্ষ্য করেছিলাম রাজনৈতিক ভাষণদান করার ক্ষেত্রে তারা প্রোমটার সম্বন্ধে সচেতন নয়। নানা প্রকারের প্রযুক্তির মাধ্যমে এটা করা সম্ভব সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল না। সম্মেলন সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হওয়ায় প্রতিনিধিবৃন্দ মালয়েশিয়াকে অভিনন্দিত করলেন।

১৯৮৯ সালে আমাদের আতিথেয়তায় কমনওয়েলথ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবার পর আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগুলোর সরকার প্রধানদের সাথে আমার সুসম্পর্ক স্থাপিত হলো। ১৯৮৯ সালের এ সম্মেলনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথা তারা হৃদয়ঙ্গম করলেন। মালয়েশিয়ার অর্জন এবং জনগণের সমৃদ্ধি অবলোকন করার পর অনেক রাষ্ট্রপ্রধানরা বারবার মালয়েশিয়া সফর করলেন কিংবা তাদের মন্ত্রী ও সিনিয়র অফিসিয়ালদের মালয়েশিয়ার সরকার পরিচালনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মালয়েশিয়াতে পাঠাতে থাকেন। যথা সময়ে আমরা বারবার প্রশাসনিক সংলাপ, পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজে মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে রাজি হলাম। এর ভিত্তিতে পরে লাঙকাওয়াই ইন্টারন্যাশনাল ডায়লগস ও সাউদার্ন আফ্রিকান ডায়লগগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের সাথে আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক আরো দৃঢ় হলো। এই সংলাপগুলোতে আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকলেন। তাদের মধ্যে কমনওয়েলথ এর বাইরের দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও ছিলেন। ক্যারিবিয়ান দেশগুলো সাধারণত প্রতিনিধিদল পাঠাতো। তারা তাদের মতামত ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করতেন।

এ পদক্ষেপের ফলে মালয়েশিয়ার বিদেশনীতি সুদৃঢ় হলো এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হবার পথ খুলে গেল। মালয়েশিয়া ব্যবসায়ী মহলকে ওইসব দেশগুলো থেকে আমন্ত্রণ জানালো। এক সময় মালয়েশিয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কমতি দেখা গিয়েছিল। মালয়ীরা শুধুমাত্র সরকারি ঠিকাদারীর উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন অন্যান্য দেশগুলোতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। তারা ওইসব দেশে বিদেশী কন্ট্রাক্টর ও

www.pathagar.com

সার্ভিস প্রভাইডার হিসাবে কাজ করতে শুরু করলো। তারা আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হলো। এর ফলে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা ওইসব দেশে তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হলেন।

আমি জাপান, সাউথ কোরিয়া ও চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের বাতারণ সৃষ্টি করলাম। জাপান আমাদেরকে প্রচুর সাহায্য করলো মালয়েশিয়াতে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। তারা আমাদের পূর্বে দৃষ্টিপাত পলিসিকে সমর্থন করলো। আজকাল বহু মালয়েশিয়ান জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণরত আছে। ওই দুটো দেশ থেকে তারা শুধুমাত্র জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনই করেনি, তারা কাজ করার স্পৃহাও লাভ করেছে দেশ দুটোর উত্তরোত্তর সফলতা প্রত্যক্ষ করে। দক্ষিণ কোরিয়া আমাদেরকে তাদের সর্বশেষ মডেল প্রদর্শন করেছে যার মাধ্যমে পিছনে পড়ে থাকা একটা রাষ্ট্র তাদের প্রচণ্ড কর্মপ্রচেষ্টার ফলে অল্পদিনের মধ্যে একটি বিশাল শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আমরা তাদের দেশ থেকে শিল্পায়নের শিক্ষা লাভ করলাম।

আমি ১৯৮৫ সালে চীন সফর করি। তখনো চীন একটা মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তখন দায়িত্বে ছিলেন দেং জিয়াও পেং। লি কুয়ান ইউ এক সময় আমাকে বলেছিলেন যে আমরা চীনকে ভয় করি না কারণ চীন দরিদ্র ও পিছনে পড়ে থাকা রাষ্ট্র। তিনি সাবধান ছিলেন কমিউনিস্ট আদর্শ দক্ষিণ এশিয়াতে ছড়িয়ে দেবার জন্য চীনদের আকাঙ্ক্ষাকেই ভয়! তার বিশ্বাস ছিল আমেরিকান "ডোমিনো থিওরি"তে। আমি চীনে গিয়ে কী দেখলাম। আমি নর্থ কোরিয়া যাবার পথে সাংহাই ও বেইজিংএ থামলাম। তখন আমি ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার। তখন আমাদের মনে হলো লি এর কথাই ঠিক।

মালয়েশিয়াতে চাইনিজ কম্যুনিস্ট পার্টির তৎপরতায় চীনের সমর্থনের জন্য আমরা প্রথমে সমস্যায় পড়লাম। পরে চীন ধীরে ধীরে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। ফলে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটলো। দেং মালয়েশিয়াকে আমন্ত্রণ জানালেন। চৌ এন-লাই প্রেসিডেন্ট এবং আমি তখনো ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার। তিনি তুন লুসেনের সাথে কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার পরিবর্তে আমাকে আহ্বান করলেন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য। আমাদের দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলো। দেং মালয়েশিয়ার উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন। আমাদের অর্থনীতি ও শিল্পায়ন সম্পর্কে তিনি আমাকে অসংখ্য প্রশ্ন করলেন। আমি যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে তার প্রশ্নের জবাব দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন মালয়েশিয়াতে কত টন স্টীল উৎপাদিত হয়, যার পরিমাণ আমি জানতাম না। আমরা কিভাবে আমাদের দেশকে উন্নত করছিলাম সে সম্পর্কে দেং আমার কাছে জানতে চাইলে আমি তার জবাব দিলাম। আমার জবাবে তিনি খুশি হলেন।

www.pathagar.com

তিনি চৌ এন লাইয়ের উত্তরাধিকারী হয়ে তিনি চীনের দ্বার উন্মুক্ত করে সোসিয়ালিস্ট মার্কেট ফিলোসফি প্রণয়ন করলেন। আমি উপলব্ধি করলাম চীন বড় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। মালয়েশিয়াকে অবশ্য চীনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও। মালয়েশিয়াতে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্যের দক্ষতা ও সুখ্যাতি সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম। যদি তাদের মাত্র কয়েক মিলিয়ন লোক দেশের উন্নতি ঘটাতে পারে তবে কেন চীনে ১.৩ বিলিয়ন মানুষ সফল হতে পারবে না?

কম্যুনিস্ট শাসনের দিনগুলোতে তারা আদর্শগত দিকের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়। দেং কিন্তু নিজেই প্রায়ই বলতেন, "বিড়ালটা কাল কিংবা সাদা এটা একটা বিষয়ই নয়, আসল কথা হলো সে ইঁদুর ধরতে পারে কিনা।" তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রায়োগিক। কাজ সমাধা করাই তার উদ্দেশ্য, কাজটা আইডিওলজিক্যালি সঠিক কিংবা বেঠিক সেটা কোন বিষয় নয়। চীনের উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য। খুব দ্রুত উন্নয়ন সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে।

আমরা পছন্দ করি কিংবা না করি প্রতিবেশী হিসাবে আমাদেরকে চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। আমি কখনোই চীন সম্পর্কে আমেরিকার ধ্যান-ধারণাকে পছন্দ করিনি। চীনের আগ্রাসনের হাত থেকে আমাদের অঞ্চল রক্ষায় ইউনাইটেড স্টেটস প্যাসিফিক নৌবহরকে আমরা পরোয়া করি না। আমি মনে করি না চীন আমাদেরকে আক্রমণ করবে। তবে কেন ইউএস নৌশক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন? চীন দীর্ঘদিন যাবৎ একটা রাজকীয় জাতি হিসাবে পরিচিত। তারা ইউরোপীয়দের মতো পৃথিবীর কোন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেনি। ওইসব প্রসঙ্গের ভিত্তিতেই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম চীনকে ভয় করি না। পরিবর্তে আমরা চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা উচিত বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি চীনের নেতাদের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করলাম, বিশেষ করে চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন। মালয়েশিয়ার সুনাম ও সামর্থ সম্পর্কে চীনা জনগণ অবহিত ছিল। চীন এখন বিশ্ব কারখানা হিসাবে পরিচিত। সব ধরণের ম্যানুফ্যাকচারড গুডস অতিদ্রুত বিশ্বমানের পর্যায়ে উপনীত হয়। মালয়েশিয়ার চাইতে তাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম নিচুস্তরে থাকলেও তাদের জনগণ চীনের জন্য বিশাল বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ এশিয়াতে মালয়েশিয়া বৃহত্তম ট্রেডিং পার্টনার। আমাদের ট্রেড ভ্যলুম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি আশা করি আমাদের চায়না-ফ্রেন্ডলি ফরেন পলিসি চলমান থাকবে। চীনকে আমাদের প্রচ্ছন্ন শত্রু ভেবে আমরা অবশ্যই আমেরিকার ফাঁদে পড়বো না। আপনি একটা দেশকে প্রচ্ছন্ন শত্রু হিসাবে ভাবতে পারেন যখন সেই দেশটা আপনাদেরকে শত্রু হিসাবে ভাবে।

www.pathagar.com

চীন ছাড়াও আমরা কম্যুনিস্ট ব্লকের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলাম। মিখাইল গর্বাচেভ প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আমি সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার সফর করি। এ সফরের অংশ হিসাবে আমি উজবেকিস্তানের তাজাকিস্তান সফর করেছিলাম। কম্যুনিজম ত্যাগ করার আগে আমি যুগোস্লোভিয়া, রোমানীয়া এবং হাঙ্গেরী সফর করি। পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আমি ভিয়েতনাম সফর করি। ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার থাকাকালে আমি নর্থ কোরিয়া ভ্রমণ করেছিলাম। এ কারণে কম্যুনিস্ট দেশগুলোর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম।

আমি লক্ষ্য করলাম কম্যুনিস্ট দেশগুলো ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোর মত উন্নত নয়। কম্যুনিস্ট দেশগুলোর বিল্ডিং, নগরী এবং ওয়ার্কারদের বহুতল ফ্লাটগুলো দেখতে সর্বত্রই একই রকমের। একজন মুসকোডিট ফ্লাটে বসবাসকারীর কথা আমাকে বলা হয়েছিল। সে লেলিন গ্রাডের (এখন সেন্ট পিটার্সবার্গ) একটা ফ্লাটে গিয়েছিল সেখানে সুস্বাদু ডিনার ও ভোদকা পরিবেশনের পর তাকে আকস্মিকভাবে একটা বাসে করে আর একটা ফ্লাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সে ভাবলো এটাই তার ফ্লাট। কিন্তু সেখানে একজন মহিলাকে দেখে সে অবাক হলো। মহিলাটিও একইভাবে অবাক হয়েছিল। পরে লোকটিকে বলা হলো ওটা তার ফ্লাট নয়। তারপর তার স্মরণ হয় যে এটা তো লেলিনগ্রাড। মস্কো নয়। ফ্লাটটি দেখতে একই রকমের ছিল। সে মহিলাটিকে বিয়ে করলে একটা সুখকর সমাপ্তি ঘটলো।

আমি কম্যুনিস্ট দেশগুলোর স্টীল মিল ও ফ্যাক্টরীগুলো পরিদর্শন করলাম। সেগুলোতে অপরিচ্ছন্ন ও পুরনো বলে আমার মনে হলো। তাদের উৎপাদিত পণ্যও মনমুগ্ধকর নয়। আমি শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে কম্যুনিস্ট দেশগুলো উন্নয়নের মডেলগুলো আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমি তাদের অস্ত্রশস্ত্র, বিমান ও ট্যাঙ্ক দেখে ভাবলাম এগুলো বেশই আকর্ষণীয়। রাশিয়া থেকে ফিরে আমরা তাদের কাছ থেকে জেট প্লেন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম।

রয়াল মালয়েশিয়ান এয়ারফোর্স এ সিদ্ধান্তকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। তারা ইউএস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। তাদের মতে রাশিয়ান প্লেন নিকৃষ্টতর। আমাকে না জানিয়েই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এফ ১৮ ফাইটার জেট বিমান ইউএস এর কাছ থেকে ক্রয়ের। আমি যখন জানতে পারলাম তখন বেশই দেরি হয়ে গেছে। তারা বললো এফ-১৮ মিগ-২৯ সমকক্ষ। যা আমাদের আগের থেকে কেনা হয়েছিল। আমরা পরে জানতে পারলাম যে আমেরিকানরা তথাকথিত সোর্স কোডগুলো রিলিজ করতে অস্বীকার করলো। যা ছাড়া এফ-১৮ কম্পাটে উড়তে পারে না। তাদেরকে মূল্য পরিশোধ করার পর তারা তাদেরকে দেওয়া মূল্যের বিমান সরবরাহ করেনি।

আমেরিকানদের নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হলো তারা তাদের প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলে বাণিজ্যিকভাবে অর্থ আয় করে সফলতা অর্জনের জন্য। সুতরাং তারা তাদের

www.pathagar.com

আর্মস বিক্রির জন্য উৎসুক হয়ে উঠে। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেও চায়। এমনকি মূল্য পরিশোধের পর ক্রেতারা অস্ত্রশস্ত্রের মালিকানা পাবার পরও তারা এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। অনুরূপভাবে, যখন আমরা আমাদের পুরনো আমেরিকান এফসিই ফাইটার এয়ার ক্রাফট বিক্রি করতে চাই তখন তারা সেগুলো বেচতে দিতে রাজি হলো। পরিশেষ পর্যন্ত আমরা তা বিক্রয় করতে পারলাম না কারণ ক্রেতা পাওয়া গেল না। ইউএস প্রোহাবিটেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ক্রেতারা এইগুলো কিনতে রাজি হলো না।

পাকিস্তানীদের অবস্থা ছিল খারাপ। তারা অর্থ জমা দেবার পর তারা সিদ্ধান্ত নিল যে পাকিস্তান এমন একটি দেশ যার কাছে যুদ্ধ বিমান বিক্রয় করা যাবে না।

এ কারণে আমি প্রধানমন্ত্রী হবার তিন বছর পরে ১৯৮৪ সালে ইউএস সফর করলাম। একবার আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এটাই ওখানে যাওয়ার সঠিক সময়। আমি দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হলাম মালয়েশিয়ান লিডার হিসাবে আমার সাথে সঠিকভাবে আচরণ করতে হবে। আমাকে বলা হলো আমি প্রেসিডেন্ট রিগানের সাথে মিলিত হয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করতে পারবো। লাঞ্চের পরে রোজ গার্ডেনে আমি সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হলাম। সেখানে কোনো ডিনারের আয়োজন করা হলো না। ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে ওয়াশিংটন ডিসিতে সফরের সময় আমার ওয়াশিংটন সফরের চেয়ে বেশি বেশি করে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। আমি কিন্তু মনে কিছু করিনি কারণ আমার সফর ছিল বিদেশ ভ্রমণের অংশ বিশেষ। প্রথমে আমি কানাডা সফর করি। তারপর একটা প্রেসিডেন্সিয়াল প্লেনে নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে যাই। ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে একটা হেলিকপ্টারে হোয়াইট হাউসের গ্রাউন্ডে অবতরণ করি। আমাকে বলা হয়েছিল ব্লার হাউসে ভিজিটিং ভিআইপিদের থাকার ব্যবস্থা আছে। আমি কিন্তু একটা হোটেলে অবস্থান করলাম। তারা আমাকে দুটো প্রকাণ্ড সাইজের কাডিল্যাক সরবরাহ করলো আমি যাতে গুপ্তহত্যার শিকার না হই। আমি এতে মজা পেলাম। প্রধান গণতান্ত্রিক নেতারা মালয়েশিয়ায় গেলে ভয়ের মধ্যে থাকতেন। আমি কিন্তু আমার সঙ্গী সাথীদের সাথে স্বাধীনভাবে আমার শপিং করে বেড়ালাম। রিগানের ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ. ডবলু বুশ আমার সম্মানে একটা ডিনার দিলেন। রিগান প্রশাসনের অন্যান্য সদস্যদের সাথেও কয়েক দফায় মিলিত হলাম। আমার সফর থেকে ফলপ্রসূ কিছু অর্জিত হলো না।

২০০২ সালে দ্বিতীয়বার ওয়াশিংটন ডিসি সফর করি। তখন জর্জ ডবলু বুশ (জুনিয়র বুশ) প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমার যাত্রার আগেই বলা হয়েছিল মালয়েশিয়ার সাথে ইউনাইটেড স্টেটসের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। আমি সব সময় ইউএস পলিসি সম্পর্কে সংশয়ের মধ্যে থাকতাম। কয়েকজন কর্মকর্তা ভাবলেন যদি আমার ইউএস এর বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব না নিয়ে উপস্থিত হই তাহলেই ভাল হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কী ঘটে তা দেখবার জন্য। এ সময় ওয়াশিংটন ডিসির আমাদের রাষ্ট্রদূত ব্যক্তিগতভাবে এ সফরের আয়োজন করলেন।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ান সরকারের সাবেক মন্ত্রী তান শ্রী জুনিদ মেঘাত আয়বের নেতৃত্বে মালয়েশিয়দের একটা ছোট্ট দল মালয়েশিয়ার সাথে ইউনাইটেড স্টেটসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমেরিকান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। তারা উপসংহারে বললো যে আমার ওয়াশিংটন ডিসি সফর মালয়েশিয়াকে ভালভাবে বুঝবার জন্য আমেরিকাকে সহায়তা করবে। আমি জানি না আমার সফর এ লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছিল কিনা। পরবর্তীতে আমি ইউনাইটেড স্টেটস এর সমালোচনা করতে পিছপা হইনি। বিশেষ করে আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর ইউএস আক্রমণ সম্বন্ধে।

বুশ সিনিয়র ছিলেন অধিকতর পছন্দনীয় মানুষ এবং ভাল অতিথি সেবক। তার পুত্রের দমনমূলক প্রশাসন বিশ্ব জনমতকে এমনভাবে উপেক্ষা করতে আমি কখনো দেখিনি। বাকী বিশ্ব যেন টিকে না থাকে।

তরুণ বুশও সবচেয়ে শিষ্ঠাচারহীন পন্থায় প্রেসিডেন্ট পদে জয়লাভ করেন। জনগণের দ্বারা নয় আদালতের রায়ের দ্বারা তিনি পদ লাভ করেন। যারা নিজেদেরকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে দাবী করা দেশেও এমন অনুচিত ঘটনা ঘটে না।

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যভাবে নিন্দিত হন। ওই যুদ্ধে ইতিমধ্যেই শত সহস্র ইরাকী নিহত হয়েছিল। অসংখ্য শহর ও নগরীকে ধ্বংস করে দেশটিকে পাশবিক গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী নিন্দার মুখেও বুশ জোরালোভাবে যুদ্ধের মহান সাফল্যের দাবী করেন "মিশন সম্পন্ন হলো।" বলে। কিসের মিশন? কী সম্পন্ন হলো? ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এ অভিযোগে ইরাক আক্রমণ করা হয়। এটা ছিল জলজ্যান্ত মিথ্যা। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইরাকে তার ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। আমি প্রায়ই বলে থাকি আমেরিকান জনসাধারণ যে সরকার পেয়েছে তার জন্য শুধুমাত্র বুশকে নিন্দাজ্ঞাপন ছাড়াও যেসব লোক তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে তাদেরকে নিন্দা জানাতে হয়। তাকে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে তার প্রতারণা ও সন্ত্রাসকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।

ইউএস যে সব কাজ উত্তরোত্তর করে চলেছে সে সব কাজকে আমি অপছন্দ করি। তরুণ বয়সে আমি খুবই ইউএসপন্থী ছিলাম। আমি প্রতিক্ষেত্রে আমেরিকানদের প্রশংসা করতাম। তারা প্যাসিফিক ওয়ারে তাদের নৈপূণ্য প্রদর্শন করেছিল। আমি বিশ্বাস করতাম তাদের এটোম বোমা সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ থেকে মালয়কে রক্ষা করেছিল। জাপানীরা ধরে নিয়েছিল যে মিত্র বাহিনী এ উপদ্বীপে ঘাঁটি গাড়বে। ওই সময়, আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পরিনি জাপানের হিরোসীমা ও নাগাসাকীতে এটম বোমা ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছিল। যুদ্ধের পরে আমাদের লোকজন আমেরিকার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর আমরা তাদের ক্রিয়া কলাপ দেখে

www.pathagar.com

হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। মালয়েশিয়া বুঝতে পারেনি বিদ্রোহের কালে ইউএস ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। তারপর এক সময় আমরা উপলব্ধি করলাম যে তারা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে গদিচ্যুত করার জন্য ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। এটা ছিল সিআইএর বিশেষত্ব।

ইউনাইটেড স্টেট পিস ফোরও মালয়েশিয়ায় আঘাত হেনেছিল। তারা ওই দেশের একটা স্পর্শকাতর স্থানকে প্রদর্শন করেছিল। শীতল যুদ্ধ থেমে যাওয়ামাত্র তারা পৃথিবীর রক্ষাকর্তা হিসাবে একজন দৈত্যের রূপ ধরে আবির্ভূত হলো। ইউনাইটেড স্টেটস বর্তমানে সারাবিশ্বের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।

আমেরিকার জনগণ কেমনভাবে তাদের প্রেসিডেন্টের জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাকে অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় মেয়াদে ভোট প্রদান করলো সেটাই ভাববার বিষয়। শুধুমাত্র তিনি একাই নন, টনি ব্লেয়ার এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড একই মিথ্যা বলেন এবং পুনরায় নির্বাচিত হন।

আমি ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বললাম যে আমি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। আমি আরো বললাম যে কমনওয়েলথের উপরও আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। আমার কথা শুনে সাংবাদিকরা অস্বস্তিবোধ করেছিলেন কিনা আমি জানি না। আমি জানি পশ্চিমা সংবাদপত্র চিরদিনই সেসব নেতাদের পছন্দ করে না, তাদেরকে অবমূল্যায়ন করে থাকে।

আমি কিছু আমেরিকানদেরকে সম্পূর্ণরূপে চিনি। তারা ব্যবসা ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। অনেক আমেরিকান আমার পারিবারিক বন্ধু এবং তারা ভাল মানুষ। তারা সুবিবেচক। কিন্তু তারা পৃথিবী সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের অধিকাংশের কাছেই বিশ্ব বলতে ইউএসকে বুঝায়।

ইউনাইটেড স্টেটস সফর করার জন্য আমি তাৎক্ষণিকভাবে ব্রিটেনে অফিশিয়াল সফর করতে পারলাম। ১৯৮২ সালে আমি আনঅফিসিয়ালি ব্রিটেন সফর করি। বারোনেস থ্যাচার আমার সাথে মিলিত হন মালয়েশিয়ান হাই কমিশন। আমাদের উচ্চস্তরের মিটিংগুলো সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের পর ব্রিটেনের সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নত হয় না। বারোনেস থ্যাচার মালয়েশিয়াতে একটা অফিসিয়াল ভিজিট করেন। তিনি আমার বক্তৃতা শুনে বিচলিত হন। আমি বললাম যে অতীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে মালয়েশিয়া বঞ্চিত হয়েছে নানাভাবে। আমি বললাম যে ব্রিটিশ সেলাভোর এবং লেক ক্লাব, ক্রিকেট গ্রাউন্ড এবং সেন্ট ম্যারির এঞ্জলিকা ব্রিটিশদের অধিকারে ছিল।

তবুও ব্যক্তিগতভাবে আমি বারোনেস থ্যাচারের সাথে ভাল ব্যবহার করলাম। আমি খুবই দুঃখিত হলাম এ সব কথা বলে। তিনি স্যার জন মেজরের স্থলাভিষিক্ত

www.pathagar.com

হন। তিনি ব্রিটেনকে বিস্ময়করভাবে উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি তার দেশের উন্নয়নের জন্য মনোনিবেশ করেন। আর আমি মালয়েশিয়ার উন্নয়নের জন্য কাজ করি। আমরা উভয়েই আমাদের দেশকে উন্নয়নের পথে চালিত করলাম।

টনি ব্লেয়ার প্রধানমন্ত্রী হবার আগে আমার ইংল্যান্ড সফরকালে লন্ডনের হাইড পার্কের নিকটস্থ আমার অফিসিয়াল রেসিডেন্সে তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন যৌবনদ্বীপ্ত আদর্শে উদ্দীপ্ত। ইংল্যান্ডের পুনর্গঠনে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আমাকে মালয়েশিয়া সম্পর্কে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলেন। মেজরকে পরাজিত করে টনি ব্লেয়ার প্রধানমন্ত্রী হলে আমি তার সাথে মিলিত হই। ১৯৯৭ এডিনবার্গে কমনওয়েলথ কনফারেন্সের হোস্ট ছিলেন টনি ব্লেয়ার। ওই সময়ে মালয়েশিয়াকে মুদ্রা সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। আমি এ বিষয়ে টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে দেখা করে তার সমর্থন পেতে চাইলাম **আই এম এফ** এর সাহায্যের ফলে কারেন্সির অবমূল্যায়ন করে এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কমই আগ্রহী হন। আমি সন্দেহ করলাম তিনি আই এমএফকে প্রভাবিত করার জন্য কিছু করবেন না। সুতরাং আমি ভাবলাম এ সমস্যার সমাধান করার জন্য নিজেকেই সচেষ্ট হতে হবে। তারপর আমি জানলাম যে কারেন্সি সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি দেশের বাইরের কারো কাছ থেকে সাহায্য পাবো না।

আমি যখনই লন্ডন সফর করেছি তখনই ১০ ডাউনিং স্ট্রীট থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি। আমি বেশ কয়েকবার টনি ব্লেয়ারের সাথে মিলিত হয়েছিলাম। একবার আমরা সাদ্দাম হুসেন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। আমি ব্লেয়ারকে সতর্ক করেছিলাম তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না করার জন্য। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি সিরিয়ার প্রেসিডেন্টে হাফেজ আল-আসাদ মারা যাবার পর তার ছেলে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তিনি একজন গ্রহণযোগ্য লোক। সাদ্দাম চিরদিন বেঁচে থাকবেন। আমার কথার জবাবে ব্লেয়ার বললেন সাদ্দাম এখনো যুবক। বিশ্ব তাঁর মৃত্যুর জন্য বসে থাকতে পারবে না তার লুণ্ঠনের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত।

আমেরিকানদের চেয়ে ব্রিটিশরা সব সময়ই আরব ও মিডিলইস্টকে বেশি করে জানে ও চেনে। তাদের জানা আছে মিডিলইস্টের সমস্যাবলী সম্বন্ধে ভালভাবেই। তাই আমি প্রত্যাশা করি ইউনাইটেড স্টেটসের চেয়ে ব্রিটিশ সরকারকে কম যুদ্ধংদেহি হওয়া উচিত। ইরাক অভিযানের আগে জ্যাক স্ট্র ছিলেন ব্লেয়ার ক্যাবিনেটের ফরেন সেক্রেটারি। তিনি মালয়েশিয়া সফর করেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ব্রিটেন কেন বুশের আগ্রাসী পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। জবাবে স্ট্র বললেন যে ব্রিটেন ইউএসকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল কম আগ্রাসী হবার জন্য। কিন্তু অবস্থাটা ঘুরে গেল ব্রিটেন নিজেই ইউএস এর দ্বারা প্রভাবিত হলো। ব্লেয়ার যা করে তাতে তিনি নিন্দিত হন। ব্লেয়ারের প্রতি আমি নিজেও

www.pathagar.com

শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেললাম। এখন আমি তাকে একজন ওয়ার ক্রিমিনাল হিসাবে বিবেচনা করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী ও জাপানী নেতাদের ওয়ার ক্রিমিনাল হিসাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে একটা সময়ে সারাবিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ১৯৯১ সালে কম্যুনিজমের পতন ঘটলো। শীতল যুদ্ধের অবসান হলো। একটা নতুন যুগের সূচনা হলো। বিশ্ব আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলো। কেউ কেউ দাবী করলো ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটলো। কেউ কেউ বললো পৃথিবী নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। নিশ্চয়ই এটা ছিল নতুন, কিন্তু এটা কি অধিকতর ভাল ছিল? যুগোস্লাভিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামার ভিতর দিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে স্লোভেনিয়া ও ক্রোসেমিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তারপর বোসনিয়া-হারজেগোভিনাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। সার্বরা বোসনিয়ার মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালালো। পৃথিবীর কোন দেশই এগিয়ে এলো না সাহায্য করলো না। পৃথিবীর টিভি দর্শকরা ২০০,০০০ মুসলিমকে নিহত হবার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলো।

বোসনিয়ার মুসলমানদের ভাগ্যে যা ঘটলো তার দৃশ্য অবলোকন করে আমি মর্মাহত হলাম। ন্যাটোর সৈন্যদল সার্বদেরকে গণহত্যা থামাতে কোন কিছুই না করে গণহত্যায় সাহায্য করলো। একটা ভিডিও ক্লিপে প্রদর্শিত হলো একজন ব্রিটিশ অফিসার সার্বদের আর্তনাদ করে উঠলো। সে সার্বদের একটা একটা বাড়ি জ্বালিয়ে দিল। সে চিৎকার করে বললো, "তোমরা কি ধরণের লোক?" স্রোব্রেনিকাতে সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হলো। ডাচ সেনাদল বোসনিয়া থেকে সেখানে পৌঁছে প্রকাশ্যে ১২,০০০ বোসনিয়ান ছেলে বুড়োকে হত্যা করলো। মহিলা গণধর্ষণের শিকার হলো।

পরিশেষে ইউনাইটেড নেশনস সেখানে সেনা পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিল। মালয়েশিয়া একটা বৃহত্তম সেনাদল পাঠালো। আমাদের সেনাদলকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে হলো। তারা কিন্তু কারো সঙ্গে লড়াই করলো না। তারা অবস্থান করছিল একটা সার্ব ক্যাম্পের কাছাকাছি। সার্বরা তাদেরকে ফেলে রেখে চলে গেল। তারা নিকটবর্তী বোসনিয়ার গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালালো না। আমরা স্থানীয় লোকজনদের রক্ষা করতে সক্ষম হলাম। আমি আমাদের সেনাদল পরিদর্শন করে তাদেরকে অভিনন্দিত করলাম। আমি সার্বদের দেখা পেলাম না।

তারপর ইউরোপীয়রা বোসনীয়দের আর্মস সরবরাহ না করার অদ্ভুত একটা সিদ্ধান্ত নিল। আরো আরো লোকজন নিহত হয়ে তাদেরকে পরাজিত করাই বোসনীয়দের উচিত হবে এমনটা ছিল তাদের ইচ্ছা। স্পষ্টই বোঝা গেল বোসনীয়রা নিহত

www.pathagar.com

হওয়াই অধিকতর উত্তম। বিষয়টা নিয়ে আমরা ভাবলাম। আমরা তাদেরকে কিছু হালকা অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা ইউনাইটেড স্টেটসের আদেশের পরিপন্থী হলেও এটা করতে হলো। কারণ এছাড়া তাদেরকে পরাজিত করার বোসনীয়দের আর কোন উপায় ছিল না। আমরা তাদেরকে রাশিয়ার তৈরি মিশাইল সরবরাহ করলাম। কামান থেকে এটা ফায়ার করতে হয়। বোসনীয়দের আগে থেকে এ মিশাইল ছিল। অন্যান্য মুসলিম দেশও সাহায্য করলো। আজও বোসনীয়রা ভাবে যে মালয়েশিয়া তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল।

সার্বরা অকল্পনীয় রকমের নিষ্ঠুর ছিল। ইউরোপীয়রাও একই রকম। ইউরোপীয় দেশগুলো ন্যাটো গঠন করে মানবাধিকারের পক্ষে ভাষণ দিয়ে বেড়ালেও তাদের কার্যকলাপ লজ্জাকর। যদি একটা কুকুর একটা ড্রেনে পড়ে যায় তবে তারা সময় ক্ষেপণ করে তার উদ্ধার কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দেয়। সারা শহর একটা কুকুরের দুর্ভাগ্যের জন্য ভাবনায় পড়ে। যে সমস্ত লোকজন নিহত হচ্ছে তাদের উদ্ধারের জন্য তারা এগিয়ে আসে না।

২২ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে মালয়েশিয়ার বিদেশ নীতিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়। অনেক পরিবর্তন আনা হয়। বিশ্বের দৃশ্যপটে মালয়েশিয়াকে উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল। আজ আর মালয়েশিয়া অপরিচিত দেশ নয়। এখন আর কেউ বলতে পারে না মালয়েশিয়া "চীন, আফ্রিকা কিংবা হিমালয়ের কোথায়ও অবস্থিত হবে হয়তো।" এখন একে তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্বস্থানীয় দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়। অনেকেই মালয়েশিয়াতে আসে একটা কৃষি প্রধান দেশ কিভাবে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হলো তা জানতে। বহু জাতি ও বহু ধর্মের লোকের দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা শুধুমাত্র স্থিতিশীলই হয়নি, তারা উন্নতও হয়েছে। তারা অবকাঠামো, পানি সরবরাহ, দেশব্যাপী বিদ্যুতায়ন এবং সারাদেশে জালের মত বড় বড় রাস্তাঘাট গড়ে তুলেছে।

সারা বিশ্বব্যাপী মালয়েশিয়ার এখন অনেক বন্ধু আছে। আমি সম্প্রতি একজন ভদ্রমহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম যখন তিনি ইয়েমেন সফরকালে আমাকে বলেছিলেন তিনি আমাদের দেশে থাকাকালে নিজেকে তিনি একজন মালয়েশিয়ান বলেই ভাবতেন। রেস্টুরেন্টে খাবারকালে রেস্টুরেন্টের মালিক মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কোন দেশ থেকে এসেছেন। ভদ্রমহিলা মালয়েশিয়ার নাম করলে তিনি ও তার খরিদ্দাররা মালয়েশিয়ার প্রশংসা করেন। তিনি মহিলাটির খাবারের বিল নিতে অস্বীকার করলেন। মালয়েশিয়া মুসলিম বিশ্বের জন্য এবং প্যালেস্টাইনের প্রতি সমর্থন যোগানোর জন্য তিনি মালয়েশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

www.pathagar.com

কেউ কেউ বলে একটা ছোট পুকুরের একটা বড় ব্যাঙ বড় কিছু করতে পারে না। আমরা কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছি যে একটা বড় পুকুরের একটা ছোট ব্যাঙ তার নাক উঁচিয়ে দেখাতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাঙকেও। আমাদের ফরেন ও ন্যাশনাল পলিসির ফলে আমরা আত্মনির্ভর ও গর্বিত জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমাদের মধ্যে সুচারুভাবে কাজ করার বোধ গড়ে উঠেছে। মালয়েশিয়া প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে। আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফল হতে সমর্থ হয়েছি। আমরা ওয়ার্ল্ড পাওয়ারের মতো কোন দেশের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ, আগ্রাসন ও শাসন নীতি চালানোর পলিসি গ্রহণ করিনি। আজকের দিনে শক্তিধর হবার আর প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩৩
কোম্পানিগুলোকে মালয়েশিয়ানকরণ

আমার মনে হলো ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বড় বড় টিন খনি ও রবার বাগানের মালিক ছিল ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো। ওই কোম্পানিগুলো লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের (এলএসই) তালিকাভুক্ত ছিল। যৎসামান্য ট্যাক্স আমাদেরকে দিত। এটা পরিষ্কার হলো লাভের সিংহভাগ ইউকেতে চলে যেত। সে সময় আমাদের সম্পদ টিন ও রবার থেকে শতকরা ৮০ ভাগ অর্জিত হতো। যদি এ অর্থ আমাদের দেশে আসতো তবে আমরা সম্পদশালী হতে পারতাম।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে প্রধান প্রধান কোম্পানিগুলোর মালিক ছিল বিদেশীরা। খুব কম হারে বিদেশীরা এখানকার জমি ক্রয় করে নতুবা লিজ নেয়। মালয়েশিয়া থেকে রপ্তানী আয়ের সিংহভাগ সরাসরি ব্রিটিশ অর্থনীতিকে জোরালো করতো। মালয়ের জমির দাম ছিল খুমই সস্তা (প্রতি একর মাত্র পাঁচ রিনগিট) বিশ শতাব্দীর যুদ্ধকালে আমাদের টিন ও রবার ব্রিটেন ও তাদের সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভাবা হয়েছিল ব্রিটিশ কলোনিস্টরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে মালয়েশিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কখনোই সঠিকভাবে দেশ শাসন করতে পারবে না। দেশে অর্থনৈতিক সংকট চলতেই থাকবে।

মালয়েশিয়ার স্বাধীন সরকার অনুভব করলো যে আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সম্পদগুলো থেকে বেশি বেশি আয় উপার্জন করতে হলে কিছু কিছু কাজ করার প্রয়োজন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম অধিক পরিমাণে আগ্রহী হলাম আমাদের সম্পদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য। আমি বিদেশীদের জায়গা জমি অধিগ্রহণ করলাম না, স্বাধীন হবার পর অন্যান্য দেশের মত। অর্থ উপার্জনকারী সংস্থাগুলোকে কিনে নিতে আমার সবচেয়ে পছন্দ ছিল।

মারমোদিলান ন্যাসিওনাল রেহাদ কিংবা পিএনবি আমাদের জাতীয় ইকুইটি কর্পোরেশন আগ্রহী হলো তাদের সাথে বড় বড় প্লান্টেশন কোম্পানিগুলোকে সম্পৃক্ত করতে। ১৯৭২ সালে আমরা লন্ডন টিন কর্পোরেশন ক্রয় করলাম। এটা ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় টিন কোম্পানী। আমরা গুথরিক গ্রুপের বড় প্লান্টেশন কোম্পানীও ক্রয় করলাম। এখন সিমি ডার্বি বারহাদ এর অংশ। লন্ডন টিন কোম্পানী ক্রয়ের পর মালয়েশিয়াতে অবস্থিত বড় বড় প্লান্টেশন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা হলো। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের খবরদারীর অবসান ঘটাতে আমরা সক্ষম হলাম।

www.pathagar.com

আমরা আইন জারী করলাম বড় বড় শেয়ার হোল্ডারদের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য। আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না মালয়েশিয়ানরা বড় বড় ব্রিটিশ প্লান্টেশন কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারবে। ওইগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে গেলে ব্রিটিশরা বাধা দিবে। কয়েকটা কোম্পানী শেয়ার ক্রয় করলো নিজেদের পারস্পরিক সহযেগিতার মাধ্যমে। তারপর লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ সকালে খুলতে শুরু করলো। তাকে আমরা ডন রেইড নামে অভিহিত করলাম।

ব্যাংক নেগারারের সাবেক চেয়ারম্যান এবং পিএনবি এর চেয়ারম্যান তুন ইসমাইলের এ পরিকল্পনা আমার মনে ধরলো। তিনি আমার শ্যালক হতেন। তিনি একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে লন্ডনের স্টক মার্কেটের জটিল সংকট সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তার নির্দেশনায় স্টক মার্কেটে সমন্বয় সাধিত হয়। ১৯৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর লন্ডন মার্কেটের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। মালয়েশিয়ান টিম তড়িৎগতিতে শেয়ার ক্রয় করতে শুরু করে। ব্রিটিশ স্টক মার্কেটের নিয়মানুযায়ী আমরা একবারে কোম্পানীর ৩০ পার্সেন্ট শেয়ার ক্রয় করতে অক্ষম হই। বাকী শেয়ারগুলো একমূল্যে ক্রয়ের জন্য খোলাখুলিভাবে অফার দেওয়া হয়। বিকালের দিকে গুথরিক প্লান্টেশনের শেয়ারগুলো ক্রয় করতে সমর্থ হই।

বাকী শেয়ারগুলো ক্রয়ের জন্য একটা সাধরণ অফার প্রদান করি। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাকী শেয়ারগুলো ক্রয়ের জন্য ৩০ পার্সেন্ট ইকুইটির প্রয়োজন পড়ে। ডন রেইডের ফলে আগ্রহী পাটিগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ডন রেইডের ফলে আমরা স্টক মার্কেটকে কব্জা করার রীতি শিখতে পারি। রেইডের পরে **এল এস ই** তাদের আইনকানুন পরিবর্তন করে। তাদের বর্তমান আইনের প্রেক্ষাপটে আমাদের শেয়ার ক্রয় করতে বিঘ্ন ঘটে। এ বিধিবিধান মেনে শেয়ার কেনা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। **এল সি ই** এবং তাদের ভেতরের শেয়ার ক্রেতারা আমাদেরকে সহজে আর শেয়ার ক্রয় করতে দিতে চায় না। মালয়েশিয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই এক্ষেত্রে তাদের অবস্থান শক্ত করতে সমর্থ হয়।

আমাদের ডন রেইড এবং গুথরির শেয়ার ক্রয় করতে সমর্থ হওয়ায় আমাকে প্রশংসা করা হলো। অন্যদিকে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলো আমাদের উপর রেগে গেল। তারা ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পেছন দরজা দিয়ে শেয়ার ক্রয়ের জন্য নিন্দা জানালো। তারা দাবী জানালো যে একটা ফ্রি কাপিটালিস্ট ইকোনমিতে এভাবে আমরা শেয়ারকে জাতীয়করণ করতে পারি না। তারা দৃঢ়ভাবে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলো যে আমরা এভাবে শেয়ার ক্রয় করতে পারি না। যদি এর ফলে আমরা একতরফাভাবে কোন একটা কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে

www.pathagar.com

থাকি। আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম আমাদের পক্ষে তাদের শেয়ার ক্রয় করা দূরহ। ঔপনিবেশিক শাসনের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটলেও ঔপনিবেশক যুগের মানসিকতা লন্ডন স্টক মার্কেট ও ফিনান্সিয়াল প্রেসে বহাল ছিল পুরোমাত্রায়।

আমরা সহজে আমাদের নিজেদের সম্পদে অধিকার লাভ করতে পারিনি অন্যান্য জাতির মত। আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলাম। আমাদেরকে বলা হলো বিদেশীদের অধিকারে থাকা সম্পদকে জাতীয়করণ করি তবে মালয়েশিয়াতে কোন বিদেশী বিনিয়োগ কোনক্রমেই করা হবে না। আমাদের দেশের বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন বড় বড় শিল্প কারখানাগুলো আর কতদিন বিদেশীদের হাতে থাকবে? তারা যুক্তি দেখালো এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য আমাদের উপযুক্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই।

অয়েল পাম্প এস্টেট চালানোর জন্য আমাদের কোন প্রকার টেক্‌নিক্যাল ও টেক্‌নোলজিক্যাল বাধাবিপত্তি ছিল না। তারাও আমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত ছিল। অয়েল প্লান্ট লাগানো থেকে তার বাড়বাড়ন্ত করা এবং তেল সংগ্রহ করা খুব জটিল প্রক্রিয়া নয়। আমরা বিদেশী বিশেষজ্ঞ ছাড়াই উভয় কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন করে আসছিলাম। আমরা এর মাঝে গুথরি কিনে ফেলায় ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্ব অর্জন করলাম। আমরা বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের শেখানোর মত তাদের কিছুই ছিল না। আগে বিনিয়োগকারীরা বহুবার তাদের অর্থ ফেরত নিয়ে গেছে। এমনটা তারা আর কতদিন করবে? এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিতে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য আমরা আগ্রহী হলাম।

ব্রিটিশদের প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ায় তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করলো না। সরকার কিংবা তাদের এজেন্সিগুলো তাদের ইচ্ছানুযায়ী মার্কেট ম্যাকানিজম পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে মার্কেট স্বাধীন বলে বিবেচিত হয় না। লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জের সাথে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করলাম। তথাকথিত মুক্তবাজার আসলে মোটেই মুক্ত ছিল না। ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে আমি মার্কেট রুল ভেঙ্গে ফেলতে প্রস্তুত হলাম। সে সময় আমি জানতে পারলাম যে মার্কেট রুলস ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইনানসিয়াল কাঠামোতে সফলভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার স্বপক্ষে ছিল না। তারা ধনী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি। তাদের বিশাল বিশাল কর্পোরেশনের সাহায্যে তারা গরীব রাষ্ট্র থেকে ধনসম্পদ আহরণ করতো। তারা তাদের পুরনো বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থাকে পুনরুদ্ধার করলো।

ডন রেইড বিশালভাবে শক্তিশালী হওয়ায় আমরা আস্থাশীল হলাম। আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম যে আমরা সম্পদশালী। পাঁচ পার্সেন্ট রুল নতুনভাবে জারি হওয়ায় অধিক সংখ্যক কোম্পানী ক্রয়ে বাধার সৃষ্টি হলো। বড় বড় কর্পোরেশন ক্রয়ের জন্য আমরা আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম।

www.pathagar.com

প্রাইভেট সেক্টরও আমাদের সাথে যোগ দিল। প্রয়াত তান শ্রী লিম গোহ টোঙ ছিলেন সেলফ মেইড বিলিওনার এবং মালয়েশিয়ার সবচেয়ে ধনী লোকদের অন্যতম। তিনি পুরনো একটা ব্রিটিশ প্লান্টেশন কোম্পানী ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কোম্পানী দুটোর নাম হ্যারিসন ও ক্রসফিল্ড। তিনি ছিলেন খুবই বিখ্যাত মানুষ। তিনি বিশ বছর বয়সে শূন্য হস্তে চীন থেকে মালয়েশিয়াতে আসেন। তিনি কুয়ালা লামপুরের একটু বাইরের দিকে পাহাড়ের চূড়ায় ক্যাসিনো রিসোর্ট গড়ে তোলে। ২০07 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রিসোর্ট ওয়ার্ল্ড, জাহাজের বহর, প্লান্টেশন এবং প্রধান প্রধান সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি তার প্লান্টেশন ক্রয় করে লন্ডনে গেলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার ও টিভি ক্যামেরাম্যানরা তার চারপাশে জড়ো হয়। মালয়ে ব্রিটিশ শাসনামলে গোল্ডেন হোপ, হ্যারিসন এন্ড ক্রস ফিল্ড কোম্পানীর মালিক হন। লিম তার দোভাষীর মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি চীনা ও মালয় ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি কর্পোরেট রেইডার এর মত কথাবার্তা বলেননি। কিন্তু ব্যবসায়ী জগতে তার জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন।

১৯৬০ শতকের মাঝামাঝি মালয়েশিয়ান ছাত্ররা ব্রিটেন থেকে চার্টার বিমানে ফিরে আসে। অর্থ আয়ের সুযোগ দেখতে পেয়ে মালয়েশিয়ান ব্যবসায়ীরা বোয়িং ৭০৭ ক্রয় করেন। মালয়েশিয়ান ছাত্রদেরকে বিমান ভাড়া দেবার উদ্দেশ্যে। মালয়েশিয়ায় ব্রিটিশ চার্ট বিমানগুলোর অবতরণের সুযোগ দেয়। ব্রিটেন কিন্তু মালয়েশিয়ার বিমানকে ইউকে এর বিমানবন্দরে অবতরণের অনুমতি দেয় না। সে সময় মালয়েশিয়ানরা আন্তর্জাতিক বিমানে ইউকেতে যাতায়াত করতো। তারা সাধারণত ব্রিটিশ ওভারসিস ওয়েজ কর্পোরেশনের বিমানে কুয়ালা লামপুর আসা যাওয়া করে সন্তুষ্ট ছিল। যখন মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স সিস্টেম (এমএএস) প্রতিষ্ঠা করা হলো তখন পর্যাপ্ত সংখ্যক বিমানের ব্যবস্থা করা গেল না। সে সময় এমএএস শুধুমাত্র লন্ডনেই যাতায়াত করতো।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে যখন লন্ডনে আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করতাম আমাকে সে সময় খেলাধুলা করার জন্য শিক্ষাদান করা হয়। সেখান থেকে আমি উন্নত বোধশক্তি অর্জন করতে সক্ষম হই। ব্রিটিশদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করি। তারা কখনো বিপক্ষীয়দের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে চেষ্টা করেনি। তারা প্রতিযোগিতায় সব সময়ই সঠিক ও যথাযথভাবে থাকতে নিশ্চয়তা বিধান করে। আমি তাদের ধ্যান-ধারণায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হই। আমিও আমার কাজেকর্মে এ গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

কিন্তু এখন আমার মনে ভাল কাজ করার বোধশক্তি ব্রিটিশদর ভেতর থেকে প্রায়ই উধাও হয়ে গেছে। লোকজনদের একটা ভিত্তিমূল ছিল। লোকজনকে আমি শ্রদ্ধা করতাম আমার রোল মডেল হিসাবে, আমি যা শিখেছিলাম তা আমাকে প্রতিফলিত করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম।

এ সত্ত্বেও, আমরা মালয়েশিয়ার বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প কারখানা এবং হাই প্রোফাইল ব্রিটিশ কোম্পানীগুলোর মধ্যে লরা এসলে, লোটাস, ক্রাবট্রি এবং ইভেলিনকে আমরা অধিগ্রহণ করতে চাই। আজকাল বহু ব্রিটিশ রিটেইল কোম্পানিগুলোর মালিক মালয়েশিয়ানরা। যাহোক, আমরা আমাদের সম্পদ ও অর্থ যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে অনেক অনেক শিক্ষা লাভ করি। ১৯৬০ শতকের দিকে কাঁচামালের উৎপাদনকারী হিসাবে অস্থিতিশীল বাজার মূল্যের জন্য আমরা ভোগান্তির শিকার হই। উৎপাদন খরচের চেয়ে উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য কম হওয়ায় আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হই। উৎপাদন সেক্টরে আমাদেরকে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়তে হয়। ফলে আমাদেরকে অধিক পরিমাণে টিন ও রবার বিক্রি করতে হয়। আমরা উৎপাদন খরচের নিম্নমূল্যে আমাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে বাধ্য হই। অন্যদিকে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বেড়ে যায়, আমাদের আয়ের চেয়ে। উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করলাম।

আন্তর্জাতিকভাবে, টিন ও রবারের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজার কর্তৃক অনুমোদিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ইউনাইটেড স্টেটস এসব পণ্যের প্রচুর স্টক গড়ে তুলেছিল। তারা তাদের স্টক থেকে পণ্যগুলো বাজারে ছাড়তে শুরু করলো। ফলে বাজারে টিন ও রবারের সরবরাহ বেড়ে গেল। ফলে আমাদের টিন ও রবারের মূল্য হ্রাস পেল। আমাদের কাঁচামালের দামও সস্তা হয়ে গেল। তাদের উৎপাদিত পণ্য আমাদেরকে বেশি দামে ক্রয় করতে হলো।

১৯৬৫ সালে আমি যখন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলাম তখন আমি মালয়েশিয়ার ইউএস রাষ্ট্রদূত জেমস ডি বেলকে যুক্তিতর্ক সহকারে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কেমনভাবে প্রশাসনের জেনারেল সার্ভিসগুলো তাদের মজুতকৃত জিনিসগুলো ব্যবহার করছে। এটা সঠিক কাজ নয়। আমি বললাম, ইউএসএ টিনের মূল্যে চাপ সৃষ্টি করছে। টিন ও রবারের উপরই মালয়েশিয়ার অর্থনীতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন যে ইউএস ইকোনমি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য কম রেখেছে। তিনি তাদের পণ্যসামগ্রীর মজুত থেকে তা বিক্রি যুক্তিযুক্ত করা হবে। আমরা এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানালাম। এটা করা ইউএসএর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল না, প্রয়োজনীয় ছিল মালয়েশিয়ার জন্য।

একপর্যায়ে আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুন দাইম জাইনুদ্দিনের এবং তান শ্রী অ্যালেক্স লি এর নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধি দল ইউএসএতে পাঠালাম স্টকপাইল

www.pathagar.com

ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে। তারা আমেরিকাকে সতর্ক করে দিল এই বলে যে, আমাদের খনি শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়লে তারা কম্যুনিস্ট গেরিলাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে যদি আয় উপার্জন না থাকে। এর ফলে কাজ হলো। স্টক পাইল ম্যানেজাররা মার্কেটে টিনের সরবরাহ কমিয়ে দিল। এ উদ্যোগটা সামান্য হলেও কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তারপর লন্ডনের টিন মার্কেটের দিকে আমরা নজর দিলাম। অবশ্যই সে মার্কেটের ব্যবস্থাপনা মালয়েশিয়ানদের হাতে ছিল না। লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জ (এলএমই) টিন বেচাকেনা করতো। ক্রেতা বিক্রেতারা টিনের দাম নির্ধারণ করতো। মালয়েশিয়ানদের দাম নির্ধারণের জন্য কোন হাত ছিল না। এলএমই একচেটিয়াভাবে টিনের ব্যবসা করতো। এর ফলে আমাদের টিন উৎপাদনের উপর আমাদের অনিশ্চয়তা লেগেই থাকতো। বাজারে টিনের আমদানী বেশি হবার ফলে মার্কেট প্রাইজ হ্রাস পেত। এর ফলে মালয়েশিয়ার মত টিন উৎপাদনকারী দেশগুলো আর্থিকভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তো।

তারপর তারা টিনের মূল্য কমাতে বাধ্য করতো। স্পষ্টভাবে ব্যবসায়ীরা অসৎ উপায় অবলম্বন করে টিনের মূল্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতো। টিনের মূল্যের অস্থিতিশীল অবস্থার জন্য মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়। আমরা একচেটিয়া বাজারে টিন বিক্রি করতে বাধ্য হতাম। আমরা উপলব্ধি করলাম কলাকৌশলের মাধ্যমে টিনের মার্কেটে প্রাইজকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা ফায়দা লুটতো।

আমি প্রধানমন্ত্রী হবার পর পর টিনের মূল্যে একটা হোঁচট লাগে। আমি টিন মার্কেট সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতাম না। টিনের বিক্রি পড়ে যায়। মালয়েশিয়ার অর্থনীতির উপর প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। তারপর মালাক্কার ব্যবসায়ী আমার বন্ধু এইচ.এম. শাহ মার্ক রিচ নামের সুইস মেটাল ট্রেডারকে কিনে নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাকে বললেন যে তিনি লক্ষ্য করেছেন টিনের বাজারে টিনের মূল্যের নিম্নমুখী ভাব। তিনি আমাকে বিক্রি কম হবার কারণ সম্বন্ধে সব কথা ব্যাখ্যা করে বললেন। তিনি আমাকে রাজি করালেন এ কথা বলে যদি বিক্রেতাদের টিন মজুত না থাকে তবে তারা টিন ডেলিভারি দিতে অসমর্থ হবে এক সময়। যদি মালয়েশিয়া টিন সরবরাহ না করে তবে তাদেরকে আমাদের কাছে আসতে হবে। তারা ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হবে। মালয়েশিয়া যদি তাদের ধার্যকৃত মূল্যে টিন সরবরাহ করতে চায় তবে তারা তাদের কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী টিন সরবরাহ করতে পারবে না। ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে।

যদি মালয়েশিয়া টিন বিক্রি করার জন্য না আনে তবে অল্প সংখ্যক ক্রেতা কম মূল্য দিতে চাইবে। তারা এ অবস্থায় সমস্যায় পড়বে। আমরা প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের নির্ধারিত মূল্যে তারা টিন ক্রয় করতে বাধ্য হবে। আমরা বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই লাভবান হবো। এর ফলে আমাদের নতুন সামর্থ অনুযায়ী টিন বিক্রি করলে টিনের দাম বৃদ্ধি পাবে। স্পষ্টভাবেই টিনের দাম উঠতির দিকে যেয়ে একটা বাস্তবমুখী স্তরে পৌঁছাবে।

এ আলোচনা থেকে আমি একটা ভাল ধারণা লাভ করলাম। আমরা টিনের বাজারের ধারেকাছেও এতদিন যাইনি। এর ফলে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারিনি। টিনের দাম বৃদ্ধির জন্য দরকষাকষি না করার ফলে টিনের মূল্য কম থেকে গেছে। আমরা ইতিমধ্যেই টিনজাত দ্রব্য উৎপাদন শুরু করেছি। ফটকা কারবারীরা ফটকাবাজি করে আমাদের প্রধান আয়ের উৎসকে গলাটিপে হত্যা করে আসছে।

আমরা রিচের সাথে চুক্তি করলাম যে তারা আমাদের পক্ষ থেকে সীমিত পরিমাণে টিন ক্রয় করবে। আমাদের ট্রেজারির অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত মূল্যে টিন বিক্রয় করা হবে। দুর্ভাগ্যবশত রিচ এ চুক্তি ভঙ্গ করলো। আমাদের অনুমতি ছাড়াই ভবিষ্যতে ডেলিভারি দেবার জন্য তারা প্রচুর পরিমাণে টিন উতপাদন করলো। এটা জানতে পেরে আমরা সতর্ক হলাম। আমরা তাকে থামাতে চেষ্টা করলাম। তারপর সে আমাদের কাছে বড় একটা ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব রাখলো। সে থেকে আমরা অনুভব করলাম আমাদের সুদৃঢ় ভিত্তি আছে। আমরা প্রাকৃতিক টিন বিক্রি শুরু করার পর থেকে লোকজন রিচের যে টিন বিক্রি করতো তা আমাদের কাছ থেকেই কিনে নিয়ে যেত। তাদের প্রয়োজন মোতাবেক টিনের ডেলিভারি দেওয়া হতো। ছোট ভাল দাম চাইতে পারলাম। সময় হলেই ওই সব বিক্রেতারা প্রাকৃতিক টিন ডেলিভারি নিত। তারা এক সময় আমাদের কাছে কর্নার মার্কেট সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো। এলএমই কমোডিটি ট্রেডারদেরকে একপেশে করে রাখলো। তারা বিধান জারি করলো যে বিক্রেতাদেরকে নতুন করে চুক্তি করতে হবে এবং ডেলিভারির উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

এলএমই এর অন্যান্য বিধান জারির ফলে টিনের বাজার নিম্নমুখী হলো। তাদের এ সিদ্ধান্তটা ছিল ফায়দা লোটার একটা কৌশল। আর এটা উচিত মূল্য ছিল না। রিচ ছাড়া আমাদের কোন কিছু করার ছিল না। পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে সে শুধুমাত্র আমাদের সঙ্গেই ধাপ্পাবাজি করেনি। সে ইউএস সরকারের ইংল্যান্ড রেভিন্যু এর উপর হস্তক্ষেপ করেছে। আমরা আর এম ৬০০ মিলিয়ন অর্থ লোকসান হলো। এটা ছিল প্রচুর অর্থ।

আমরা বিদেশী ও স্থানীয় সংবাদপত্রের সমালোচনার মুখে পড়লাম। তারা আমাদেরকে অভিযুক্ত করলো টিন মার্কেটে যাওয়ার বিষয়ে। সরকারি ফান্ড অপব্যবহারের অভিযোগ আনলো বিরোধী দল। এলএমই ছিল ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান। তারা আমাদের টিন ও অন্যান্য মেটাল কেনাবেচা করতো। তারা তাদের

www.pathagar.com

মার্কেটের স্বার্থে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করতো। টিন বিপর্যয়ের পর আমাদের দ্বিতীয় ভুলটা ছিল আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত। আমাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এটা ভালভাবে কার্যকর ছিল না। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমাদের অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমি কো অপারেশন এন্ড ডিভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো গোপনে নিউইয়র্কের প্লাজা হোটেলে জাপান ও ইউনাইটেড স্টেটের মাঝের বিশাল ভারসাম্যহীনতাকে দূর করার জন্য বৈঠক করেন। তারা ইয়েন ও ইউরোপীয়ান কারেন্সিকে ইউএস ডলারের বিপরীতে পুনর্মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওই চুক্তি প্লাজা একোর্ড নামে পরিচিত। উন্নত দেশগুলোতে ইয়েন শক্তিশালী হয়। জাপানী ইন্টারেস্টের রেট কম হবার কারণে মালয়েশিয়া ওখান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ইয়েন গ্রহণ করার পর কিছু সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেগারার দায়িত্ব ছিল আমাদের রিজার্ভকে সংরক্ষণ করা। সিদ্ধান্ত অনুসারে অবমূল্যায়িত কারেন্সি গ্রহণ করে। বিশেষ করে ইউএস ডলার। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইউএস ডলার, জার্মান আর্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন এবং পাউন্ড স্টারলিং এর মজুত গড়ে তোলা দরকার। ব্যাংক লন্ডন ও নিউইয়র্কেও কারেন্সি ট্রেডিং অফিস স্থাপন করে দেশে কারেন্সি সিস্টেমের ফলে ওয়ার্ল্ড মনিটারী সিস্টেমে অনিশ্চয়তা দূর করার লক্ষ্যে।

১৯৯০ দশকের প্রথমদিকে অনেকে বিশ্বাস করতো যে, ইউরোপীয়ান সমন্বয়ের ফলে ইউরোপ শীঘ্রই ইউএসকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকে প্রত্যাশা করেছিল ইউএস ডলার আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। ডেনমার্ক ম্যাস্ট্রিচট ট্রিটি রেক্টিফাই করতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে ইউরোপীয়ান কারেন্সিতে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। আমাদের কারেন্সি ট্রেডাররা কয়েকটি ইউরোপীয়ান কারেন্সির বড় ধরণের কারবার করতো। ইউরোপীয় কারেন্সির অস্থির অবস্থার কারণে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হলো। শুধুমাত্র আমরাই নয়, অন্যান্য কারেন্সি ট্রেডার, কোম্পানী ও ব্যক্তিও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ম্যাস্ট্রিচট ট্রিটি বাতিলের পর ইউরোপীয়ান কারেন্সির অবস্থা ভাল হয়।

আমাদের অর্থমন্ত্রী আনোয়ার ডিএপি এর কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হন। তান শ্রী জাফর হুসেন এবং তান শ্রী নোর মোহামেদ ইয়াকোনি যথাক্রমে ব্যাংক নেগারার গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর অভিযোগের কারণে পদত্যাগ করেন। তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে। আমাদের আর্থিক ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে আমাদের ১০ বছর সময় লাগে। আমাদের রিনগ্গিট আন্তর্জাতিকভাবে অবমূল্যায়িত হবার কারণে আমরা উচিত শিক্ষা লাভ করি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩৪
সংবিধান সংশোধন

আমার প্রশাসনের প্রথম দিকে পার্লামেন্টে বিলগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হলো। সংবিধানের পরিবর্তন আনা জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।

মালয়েশিয়ান সংবিধান মালয় শাসনকর্তাদের দ্বারা প্রণীত আইনের আলোকে তখনকার ফেডারেশন অব মালয়ের চিফ মিনিস্টার টুঙ্কু আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান রচিত হয়।

ভবিষ্যৎ ফেডারেশনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনার জন্য দু'জন প্রতিনিধি লন্ডনের কলোনিয়াল অফিসে গমন করেন। স্বাধীন মালয়েশিয়াতে শাসনকর্তারা তাদের ভাবমূর্তি ও ভূমিকাকে প্রাধান্য দেন। তারা মিত্রশক্তির প্রধান টুঙ্কু আব্দুর রহমানের সঙ্গে স্বাধীনতার জন্য সমঝোতা করেন।

টুঙ্কু আব্দুর রহমান দু'জন প্রতিনিধিকে জাহাজযোগে ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসে পাঠান। টুঙ্কু সফল হন তারা জাহাজে সিলোন (শ্রীলঙ্কা) গিয়ে সেখান থেকে বিমানে লন্ডন যান।

তারা রাজি হয় মালয়ের স্বাধীনতা প্রদানে মালয়ে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সাথে সাথে একটা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বহালের শর্তে। ব্রিটিশ পদ্ধতির মডেলে রাজতন্ত্র বহাল রেখে নির্বাচিত পার্লামেন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতার সাহায্যে প্রজাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসিত হবে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়া এ পদ্ধতিকে পছন্দ করেছিল। মালয়ীরা কখনোই এ পদ্ধতিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি।

যাহোক, ব্রিটিশ সংবিধান ছিল অলিখিত। মালয় অলিখিত সংবিধানকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে না। একটা স্বাধীন কমিশন স্থাপিত হলো শাসনকর্তাদের সাথে নির্বাচিত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে।

এটা অবশ্যই মনে রাখার বিষয় যে মালয় স্টেটগুলো সম্পূর্ণরূপে রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো। তারা ব্রিটিশদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর পর তাদের রাজ্যগুলো ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হতো। মালয়ী রাজ্যগুলোতে বাইরের কাউকে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান ছিল না। শুধুমাত্র লোকজনদেরকে স্ব স্ব রাজের নাগরিক হিসাবে

www.pathagar.com

চিহ্নিত করা হতো। তারা ছিল মালয়ী শাসনকর্তাদের প্রজা। তারাই ছিল মালয়ের আদিবাসী। মালয় ছিল ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের দ্বারা গঠিত। (গুগুসান পুলাউ-পুলাউ মেলায়) মালয় রাজ্যগুলোতে আদিবাসীরা বসতি স্থাপন করে। তারা ছিল মুসলিম।

প্রতিনিধিদল একটা ফেডারেল দেশ গঠনে রাজি হলো। প্রত্যেক শাসক তার রাজ্যের প্রধান থাকবেন। শাসনকর্তাদের ভেতর থেকে তারা ফেডারেশনের জন্য একজন রাজা মনোনীত করবেন। রাজা ও শাসনকর্তারা প্রত্যেক রাজ্যের সাংবিধানিক নন এক্সিকিউটিভ প্রধান হবেন। পরিশেষে সংবিধান সশস্ত্র পার্টি দ্বারা গৃহীত হলো। বিধান রাখা হলো প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের চিফ মিনিস্টারের উপদেশ অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে রাজা ও শাসনকর্তারা কাজ করবেন। শুধুমাত্র তিনটি বিষয়ে রাজা শাসনকর্তারা তাদের ইচ্ছেমত কাজ করতে পারবেন।

(ক) প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগদান (কিংবা রাজ্যের চিফমিনিস্টারকে)
(খ) পার্লামেন্ট বাতিল করতে পারবেন (রাজ্যসরকারের লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলি)
(গ) রাজার সুযোগ-সুবিধা, অবস্থান, সম্মান এবং মান-মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়ে শাসনকর্তাদের সভাসমিতির উপর রিকুইজিশন প্রদান।

এ থেকে মনে হলো যে রাজারা (শাসনকর্তাদের) সাথে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ভূমিকা ও ক্ষমতা পরিষ্কারভাবে ভাগাভাগি হলো। এ প্রক্রিয়ায় রাজা বা শাসনকর্তারা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবেন।

পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলোতে রাজারা (কিংবা শাসনকর্তাদের) সম্মতিসূচক স্বাক্ষর লাগবে। রাজা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে যদি সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান না করেন তবে পার্লামেন্ট হতাশার মধ্যে পড়বে। এর জন্য সংবিধানে এমন কোন বিধান নেই ওই সিদ্ধান্তগুলো পাশ হবার।

যদিও মালয়ীরা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে। তবে তারা এখনো সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন। তারা মনে করে কোনক্রমেই শাসনকর্তাকে 'না' বলা সম্ভব নয়। যদিও মালয়ীরা তাদের কিছু অনুরোধ মেনে নেবার জন্য শাসনকর্তাদের বিবেচনা করতে বলে। যদি তারা রাজকীয় আদেশ না মানে তবে শাসনকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হবে। তবুও প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের প্রয়োজন পড়ে তাদের কাজের শাসনকর্তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন। শাসনকর্তাদের সহযোগিতা ছাড়া তাদের পক্ষে কোনক্রমেই কাজ করা অসম্ভব। তাদের ছাড়া প্রশাসনিক সমস্যা লেগেই থাকবে।

বছরের পর বছর ধরে এটাই দেখা যায় শাসনকর্তাদের নন অফিসিয়াল কাজকর্মের জন্য সরকারকে সমস্যায় পড়তে হয়। যদিও এ বিষয়ে সংবিধানে কোন কিছু

www.pathagar.com

উল্লেখ নেই। শাসনকর্তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এটা উপলব্ধি করা যায়। টুঙ্কু আব্দুল রহমান এটা পরিষ্কার করে দেন। তুন হুসেনও এমনটাই বলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত যারা থাকেন তারা সরকারের অফিসিয়াল কাজের সাথেও সম্পৃক্ত থাকেন। সরকারের অফিসিয়াল ও অন্যান্য অফিসিয়ালদের পক্ষে শাসনকর্তাদের অনুরোধকে বাতিল করতে পারেন না। বিশেষ করে তারা রাজ্য সরকারের অফিসিয়াল হন।

শাসনকর্তাদের অংশীদারিত্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাব্যতা আছে। সরকারি প্রোজেক্ট কিংবা লাইসেন্সের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যবসায়ী লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। তারা রাজা কিংবা শাসনকর্তাদের আনুকূল্য পেতে চায়।

ব্যবসায়ী অংশীদার ও শাসনকর্তাদের মধ্যে অবশ্যই অভিযোগ ছিল। এ অবস্থায় শাসনকর্তারা আইনের প্রতিক্রিয়ার প্রতি হতাশাগ্রস্ত। মাঝেমধ্যে রাজকীয় পরিবারের তরুণ সদস্যরা মারামারির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এমনকি শাসনকর্তারাও এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এর ফলে সংঘাত আর সংকটের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরণের ঘটনাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়নি। পুলিশ ক্ষমতাহীন ছিল। লোকজন কিন্তু সব কিছু জানতো। অধিকাংশ পাবলিক এর ফলে বিরক্ত হয়। রাজকীয় অক্ষমতা যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে তখন তা জনসাধারণ প্রত্যাশা করতে পারে যে তারা একে অপব্যবহার করবে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে মালয়েশিয়াতে তারা এটা করছে। এমনকি অবিরতভাবে।

তারপর রাজারা প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে সিনিয়র পোস্টে ইচ্ছেমত নিয়োগ দিতেন। তারা রাজনৈতিক বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতেন। সরকার উভয়সংকটে পড়তো। এর ফলে মালয়ের রাজনীতিবিদরা বাধার সম্মুখীন হন। শাসনকর্তাদের প্রতি রাজনীতিবিদরা খুব বেশি একটা খুশি ছিল না। আর এ কারণে রাজনীতিবিদরা চাচ্ছিলেন দেশটিকে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করতে।

মালয়ীরা রাজাদের প্রতি অনুগত ছিল এ বিষয়ে রাজনীতিবিদরা সব সময়ই সচেতন ছিলেন। তারা শাসনকর্তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অনুগত ছিলেন খুবই। সাধারণ নাগরিকেরা সচরাচর শাসনকর্তাদের অপরাধমূলক কাজের প্রতি সচেতন ছিল না। তাদের খারাপ কাজকর্ম সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলতো না।

সংবিধানে বলা আছে যে ক্যাবিনেটের দ্বারা পাশকৃত সিদ্ধান্ত বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী রাজাকে কাজ করতে হবে। যদি রাজা এই উপদেশকে বাতিল করে দেন কিংবা অগ্রাহ্য করেন তবে কী করা হবে তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ নেই। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশ উপদেষ্টারা সুলতানের

 www.pathagar.com

উত্তরাধিকারীদের নিয়োগ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন। স্বাধীন মালয়েশিয়ার সংবিধানে সরকারের দ্বারা এ ধরণের হস্তক্ষেপের কথা নেই। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ঘটতো।

আইনকানুনগুলো বলবৎ করার ক্ষেত্রে সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে রাজার সম্মতি তার স্বাক্ষরের দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। রাজা যদি তা প্রত্যাখ্যান করেন তবে জনপ্রতিনিধিদের কী করার থাকবে? রাজা যদি সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইনে সহি না দেন তবে মালয়েশিয়াতে কি গণতন্ত্র আছে বলে ধরা যাবে?

যদিও সংবিধানে বলা আছে যে রাজা যদি সিদ্ধান্ত বলবৎ করার জন্য সহি না করেন তবে সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাজার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করাতে পারবেন। আমরা কিন্তু এখন জানি যে রাজা কিংবা সুলতান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে নাস্তানাবুদ করতে পারেন তার নিজের প্রার্থীকে তার পদে বসানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকর্তার পছন্দকে ভোট অব নো কনফিডেন্সের মাধ্যমে বাতিল করে দিতে পারে। কিন্তু মালয়ের প্রথা ও রাজার প্রতি সম্মানের খাতিরে এটা করতে পারে না। এরূপ মালয়ী প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের পরিপন্থী, এটা সুখপ্রদ নয়।

১৯৮১ সালে আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে শাসনকর্তাদের বিশেষ করে রাজার জন্য এসব বিধিবিধানকে রহিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম। মালয়েশিয়ান বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেটে হাজির হবার আগে প্রত্যেক বুধবারে রাজাকে দর্শন দিতে হতো। রাজাকে সমস্ত কাগজপত্রের কপি দেওয়া হতো। কোন প্রধান মন্তব্য কিংবা জিজ্ঞাসা থাকলে তা প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারতেন। সাধারণত রাজা এ সব কাগজপত্রের বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কিংবা মন্তব্য করতেন না। তবে রাজার সাহায্য করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

উপদেশ গ্রহণের জন্য রাজার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের ঐতিহ্যগত বিধান থাকলেও রাজার সাথে মাঝেমধ্যে মিনিস্টারের (প্রধানমন্ত্রী) সাক্ষাৎ হতো না। প্রধানমন্ত্রী কিছু কিছু অনুষ্ঠানে রাজার আশা আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও কাজ করতে হতো। এমন ঘটনাও ঘটেছিল এ বিষয়ে সুলতান রাজাকে প্রভাবিত করেছিলেন।

এ কারণের জন্য আমি আমার ডেপুটি তুন মুসা হিতামের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলাম। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যরা বিশেষ করে পার্লামেন্ট হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ পার্লামেন্টের বিধিবিধান পাশ করার জন্য। রাজা শুধুমাত্র পার্লামেন্টে পাসকৃত আইনকানুনে সহি প্রদান করে সেই বিধিবিধানকে অনুমোদন

www.pathagar.com

করতে পারে। রাজার আর একটা দায়িত্ব হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগদান করা। পার্লামেন্ট বাতিল করার ক্ষমতাও রাজার আছে।

আমি ভাবলাম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন করায় কোন প্রকার অসুবিধা নেই। রাজা স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করবেন।

১৯৮২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন ক্যাবিনেট গঠিত হলো। তুন মুসা পুনরায় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার মতামত প্রকাশ করলেন এই বলে যে আমরা সংবিধান পরিবর্তন করতে পারি জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইন প্রণেতা হিসাবে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য। তিনি নির্বাচনের পরপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংবিধান পরিবর্তনের জন্য তার মতামত ব্যক্ত করলেন। ১৯৮২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বরিসান ন্যাসিওনাল পার্টি এবং নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ায় সংবিধান সংশোধন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো।

এটর্নি জেনারেল সংবিধানের উপর সংশোধনী আনার জন্য ড্রাফট প্রস্তুত করতে শুরু করলেন। সংবিধানে সংশোধন সংক্রান্ত ড্রাফট উভয় সভায় উত্থাপন করে তা পাশ করার পর পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য রাজার সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন কারণে রাজা সংশোধনীতে সহি না করেন তবে ১৫ দিন পরে তা আইন রূপে বলবৎ হবে।

ব্রিটেনেও মিনিস্টারদের উপদেশাবলী বিলের আকারে আইনরূপে বলবৎ করার জন্য মহামান্য রাণীর সহি প্রয়োজন হয়। ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত। আমি কখনো কোথায়ও পড়িনি ব্রিটিশ রাজ কোন বিল ফেরত দিয়েছেন বলে শুনিনি। মালয়েশিয়ায় কিন্তু লিখিত সংবিধানের বিধিবিধানগুলো সরকার কিংবা প্রশাসনের দ্বারা কার্যকর করা প্রয়োজন পড়ে। রাজা বিলে সহি না করলে কী হবে সে সম্পর্কে কোন বিধিবিধান নেই। এ জন্য সংবিধান সংশোধন করা অতি জরুরী হয়ে পড়লো।

এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার রূপরেখা একান্ত প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেশের বুনিয়াদে তৈরি সংশোধনীমূলক বিলে সহি না করেন তবে কী করা হবে। সংবিধানের সংশোধনীর আর্টিকেল ৬৬ (৫) অনুসারে উভয় হাউসের বিলে ইয়াঙ দি-পেরতুয়ান এঙোনঙের স্বাক্ষর না হয় তবে ১৫ দিন অপেক্ষা করা হবে রাজার সহির জন্য। সহি না হলে পরবর্তীতে আপনাআপনি পাশ বলে গৃহীত হবে।

সংশোধনী আর্টিকেল ১৫০ প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য হবে। যদি তিনি স্টেট এমার্জেন্সি জারী করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নিরাপত্তা কিংবা ফেডারেশনের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তবে তিনি ইয়াঙ দি-পেরতুয়ান এঙোনঙের উপদেশ দেবেন স্টেট এমার্জেন্সি জারীর জন্য। সংশোধনীর ৮ম সিডিউলে বলা হলো যে যদি

www.pathagar.com

কোন স্টেট ল এ অনুমোদন না দেন তবে ১৫ দিন অপেক্ষা করা হবে। অনুমোদন পেলে তা আইন হিসাবে বলবৎ হবে।

১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে পার্লামেন্টের উভয় সভায় সংবিধানের সংশোধনীগুলো মহামান্য ইয়াঙ দি-পেরতুয়ান এঙোনাঙে প্রেরিত হয়। তখন পাহাড়ের সুলতান ছিলেন এঙোনাঙ। তিনি তার শাসনকর্তা ভাইদের সাথে আলোচনা করলেন। এ সংশোধনীগুলোও স্টেট গভর্নর ও তাদের শাসনকর্তাদের উপর বলবৎ হলো।

দুঃখের বিষয় শাসনকর্তারা সংশোধনীগুলোকে মেনে নিলেন না। আমাকে তাদের সাথে কথা বলার জন্য পাঠানো হয়। আমি শাসনকর্তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হলাম। সংশোধনীগুলো সংবিধানের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমি তাদেরকে বললাম।

এঙোনঙের সাথে আমার সুসম্পর্ক ছিল। তিনি তার শাসনকর্তা ভাইদের বিরুদ্ধে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন না। আমার উপদেশ তিনি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলেন।

আমি ক্যাবিনেটের মিনিস্টার তেঙকু শ্রী আহম্মদ রিথাউদ্দিনের সাহায্য চাইলাম। তিনি ছিলেন পেললিসের রাজার শ্যালক। তার সাহায্যে কোন ফললাভ হলো না। পেরেকের ভাবী সুলতান যিনি তখন সুপ্রিম কোর্টের লর্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রাজা আজলান শাহ এ বিষয়ে চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হলেন। ইতিমধ্যে শাসনকর্তারা আনঅফিসিয়ালী পরস্পরকে মান্য করতেন। এ থেকে মনে হলো তারা সচেতন ছিলেন। ফলে তারা কোন সমাধানের পথে গেলেন।

আমি অচল অবস্থাটাকে জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। জনসভায় আমি ব্যাখ্যা করলাম যে সংবিধান সংশোধনের অর্থ রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ নয়। দেশটাকে প্রজাতন্ত্রে পরিবর্তনও নয়। সংবিধানের অন্যান্য বিধিবিধানের কোন পরিবর্তন হবে না। মালয়ী ও ভূমিপুত্রদের অবস্থানের কোন পরিবর্তনও ঘটবে না। দেশের অফিসিয়াল ধর্ম হিসাবে ইসলামের অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে। অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সম্মান বজায় থাকবে। সাধারণ জনগণ শাসকদের প্রতি তাদের সম্মতিজ্ঞাপন করে থাকে। শাসকদের সমালোচক থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা সাবধান ছিলাম।

ইউএসএনও থেকেও অল্পস্বল্প কথা বলা হলো। ইউএমএনও এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল তান সেনু আব্দুল রহমান সংবিধান সংশোধনীর বিরুদ্ধে একটা পত্র প্রকাশ করলেন, টুঙ্কু আব্দুর রহমান উপদেশ দিলেন যে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার ও শাসকদের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। *পিএএস*ও সংবিধান সংশোধনের বিপক্ষে ছিল। তারা এর উপর একটা ইস্যু সৃষ্টি করতে চাইছিল।

www.pathagar.com

লোকজনও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। আমি অনুভব করলাম অতি দ্রুত একটা সমাধানে পৌছানো। সমস্যাটা প্রকট হলো এ কারণে যে সংশোধনী ইতিমধ্যেই পার্লামেন্ট কর্তৃক পাশ হয়েছিল। শুধুমাত্র স্বাক্ষরিত হলেই তা আইন হিসাবে বলবৎ হবে। এখন শাসনকর্তারা এটাকে পরিবর্তন করতে চায়ও যদি। আইনে এমন কোন বিধান নেই পার্লামেন্ট থেকে পাশ হওয়া কোন বিল কোনক্রমেই পার্লামেন্টে ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

তারপর আর একটা সমস্যা ইয়াঙ দি-পেরতুয়ান এঙোনঙ ছুটিতে গেছেন। সংবিধানের বিধিবিধান অনুযায়ী ডেপুটি ইয়াঙ দি পেরতুয়ান এঙোনঙ রাজার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ডেপুটি কিং। কিং এর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি কিংই ভারপ্রাপ্ত রাজা হন। আমি ইয়ান দি-পেরতুয়ানের মতোই তার ছোট ভাই ইয়াঙ দি পেরউয়ান বেসারকে চিনতাম। এ ছাড়াও নেগেরি সেমবিলানের তার ছোট ভাই তুলকু পাঙলিমা বেসারকেও চিনতাম। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমি তুন আব্দুল্লাহের সাথে কথা বললাম এ সমস্যার তাড়াতাড়ি সমাধানের জন্য তিনি যেন তার ভাইকে বলেন।

শাসকদের পক্ষ থেকে আমি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে একটা নোট পেলাম। তারা অনুভব করলো যে ১৫ দিন সময়টা খুবই কম। তারা পরামর্শ দিল এ সময়টা ১৫ দিন থেকে ৬০ দিন করা উচিত। যদি রাজা ৬০ দিনের মধ্যে বিলে সহি না করেন তবে ৬০ দিন পর বিল পার্লামেন্টে ফিরে যাবে। তারপর বিলের উপর রিভিউ করা হবে। পার্লামেন্ট তারপর বিল রিভিউ করা হলো। যদি পার্লামেন্ট মনে করতো যে সংশোধন করার প্রয়োজন। তবে তা করা হতো। অঙোনঙের বিবেচনার জন্য তা পাঠানো হবে। যদি ৬০ দিন পরে বিলে সহি না হয় তবে তা মহামান্য রাজার সম্মতিতে আইন হিসাবে বলবৎ হবে।

শাসকরাও সংশোধনীর আর্টিকেল ১৫০ এ রাজি হল না। এ বিধানে প্রধানমন্ত্রী এমার্জেন্সি জারী করতে পারবেন। তারাও বিরোধিতা করেন সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে। ১৫ দিনের মধ্যে স্টেট গভর্নরকে বিল উপস্থাপন করতে হবে।

ডেপুটি কিং ইসতানা তেতামু এর সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল। তিনি এক সময় ভারপ্রাপ্ত রাজা হিসেবে বহাল ছিলেন। আমি রাজা ও অন্যান্য শাসনকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ইতস্তত ভাব দেখালাম। আমি শাসনকর্তাদেরকে বললাম যে তারা মহানুভব এবং তারা ঘটনা ভুলে যাবেন। পেহাঙের সুলতানের উত্তরাধিকারী রাজারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার কাজে কোন বিঘ্ন ঘটলো না। তারা আমাকে ভালভাবে সহযোগিতা করলেন।

www.pathagar.com

তারপর আর একটা ঘটনা ঘটলো যাতে আমাকে আবার সংবিধান সংশোধন করতে বাধ্য করলো। এ সময় শাসনকর্তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হলো।

মালয়েশিয়ার হকি ফেডারেশন একজন শাসকের ছেলেকে পাঁচ বছরের জন্য হকি খেলা থেকে বহিষ্কার করে। হকি কোচ ডেভিড গোমারকে রাজ প্রাসাদে তলব করে তাকে চড় মারা হয়। তাকে অপমান করার জন্য তিনি পুলিশের কাছে সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

আমি এবং আমার ক্যাবিনেট কলিগরা অনুভব করলাম কাজটা ঠিক হয়নি। এটা সত্যি যে নতুন আইন বলবৎ হবার আগে শাসকরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন। নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য আইন তৈরি করা দরকার। ক্ষমতার বলে শাসকদের অত্যাচারে আরামে বসবাস করতে হচ্ছিল। ১৯৯৩ সালে এ ঘটনাটা ঘটে। এটা ছিল সংবিধান সংশোধনের ১০ বছরের ঘটনা। আমি শাসকদের ক্ষমতা লোপ করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলাম না। এখন আমি অনুভব করলাম আইনটা বলবৎ করে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য আমাকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

শাসকদের ক্ষমতা লোপের ফলে প্রকৃতপক্ষে তাদের আর কোন অফিসিয়াল দায়িত্ব থাকলো না। মালয়েশিয়ানরা মালয়ী শাসনকর্তাদেরকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতো। সাধারণত তারা রাজাদেরকে কোন প্রকার সমালোচনা করত না। সুলতানদের ক্ষোভকে সরকার প্রশমিত করার জন্য চেষ্টা করেছিল। সুলতানদের ক্ষোভের মধ্যে এমন ঘটনাও ছিল যা সাধারণ লোকদের দ্বারা সংঘটিত হলে তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করতে হতো।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে যে রাজকীয় পরিবারের লোক মনে করেছিল যে তাদের রাজকীয় পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছিল। রাজকীয় পরিবারের ছেলেমেয়েদের দ্বারা সাধারণ লোকজন অপমানিত হলো। সুলতানের সম্মানার্থে পুলিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু একজন নাগরিক পুলিশকে এ বিষয়ে রিপোর্ট করলে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ পাওয়ায় চারদিকে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের পক্ষে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হয় না। ক্যাবিনেট এ ইস্যুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এ উপসংহারে পৌঁছে যে শাসকদের ক্ষমতা লোপ করেই এ সব ঘটনার অবসান করাই উত্তম হবে। হকি কোচকে অপমান করার মত আর কোন ঘটনা ঘটেনি সে সময়ে শাসকদের ক্ষমতা খর্ব করায়।

রাজকীয় পরিবারের লোকজনের ব্যবসায় সম্পৃক্ত হবার কথা সবাই বলাবলি করতে লাগলো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল শাসকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। তাই তাদের নাম ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়ায়নি। যখন তারা

www.pathagar.com

ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হলো তখনই সরকারি কর্মকর্তাগণ ব্যবসায়ের সাধারণ বিধিবিধান প্রয়োগ করতে অসুবিধায় পড়লেন, তাদের ব্যবসায়িক আবেদন গ্রহণ কিংবা বাতিল করার ক্ষেত্রে।

শাসকরা ব্যবসায় নিয়োজিত হবার পর তারা দেনা ও ক্ষতির সম্মুখীনও হলেন। কোর্ট এ সম্পর্কে শাসকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে তাদের মানসম্মান নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিল। অনেকেই অনুভব করলেন যদি শাসকরা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তবে তিনিও প্রয়োজন হলে আইনের আওতায় আসবেন। সদাসর্বদাই ব্যবসায়ীরা শাসকদেরকে ব্যবসার সামনের সারিতে এনে আইন ভঙ্গ করার চেষ্টা চালাতে লাগলো। এর ফলে অবৈধ জালিয়াতিমূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো।

অপ্রীতিকর ঘটনার সাথে একজন শাসকের সম্পৃক্ত হবার ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ আইন অন্য শাসকদের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না একইভাবে। আমি অনুভব করলাম অন্যান্য শাসকরা সন্তুষ্ট হবে না। সংবিধানের পূর্বের সংশোধনী থেকে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। শাসকদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি প্রত্যাশা করলাম। আমি এটর্নি জেনারেলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় খসড়া করে পার্লামেন্টে উপস্থাপন করতে বললাম।

সংশোধনীতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

প্রথমত, সংবিধান মোতাবেক শাসকদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে হবে। তাদের ক্ষমতা খাটিয়ে আইন কানুন ভঙ্গ করলে তারা কোর্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, ফেডারেল কিংবা স্টেটের পার্ডন বোর্ডের কাছে শাসকরা আপিল করতে পারবেন। শাসক হিসাবে বোর্ডের সামনে চেয়ারে বসতে পারবেন না। রুলারস কাউন্সিল দ্বারা নির্বাচিত অন্য একজন রুলার তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

তৃতীয়ত, পার্লামেন্ট কিংবা স্টেট কাউন্সিলস এর সদস্যরা শাসকদের পক্ষে উকালতি করতে পারবেন না পার্লামেন্ট কিংবা কাউন্সিলস এ তাদের অপ্রীতিকর কাজ সম্পর্কে তর্কবিতর্ককালে।

১৯৯২ সালের ১০ ডিসেম্বর তুন গাফার বাবা রাজা ও শাসকদের সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে উপরের তিনটি সংশোধনী প্রথম দেওয়ান রাকাত এ পড়ে শুনালেন।

www.pathagar.com

শাসকরা তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। পেরাতের ভারপ্রাপ্ত শাসক রাজা নাজিম শাহ বললেন যে এতে নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে। অন্যান্য শাসকরা তার কথায় একমত হলেন না।

তারা এলোর স্টার এবং নেজেরি সেম্বিলিয়ান এ সংবিধান সংশোধনী সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক আনঅফিসিয়াল মিটিং অনুষ্ঠিত করে। ১২ ডিসেম্বর বরিসান নাসিওন্যাল কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী পার্লামেন্টের লোয়ার হাউসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ মিটিং এর ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৯৩ সালের ৯ জানুয়ারির মিটিং এ শাসকরা সময় চেয়ে অনুরোধ জানায় সংশোধনী বিবেচনার জন্য। শাসকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য বেশ কয়েকটি আনঅফিসিয়াল মিটিং করে। লোকজন তাদের কথাবার্তায় বলাবলি করছিল যে শাসকরা সংশোধনীকে মেনে নিতে রাজি নয়। সুপরিচিত মালয়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা দেওয়ান বাহাসা দাল পুস্তাকাতে একটা মিটিং করে একটা ঘোষণা দিয়ে শাসকদের জানালেন যে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে সচেতন থাকতে।

আমি উপলব্ধি করলাম যে এটা বোঝানো প্রয়োজন যে রাজা ও শাসনকর্তারা অফিসিয়াল কাজে রত থাকাকালে তাদের ক্ষমতা খর্ব হবে না। আইনটা শুধুমাত্র প্রযোজ্য হবে তখন, যখন শাসনকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে। যদি তারা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঙ্গা ও মারামারি বাধিয়ে গণ্ডগোল করে আইন ভঙ্গের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে।

অ্যাক্ট মালয়ের শাসনকর্তাদের সিস্টেমকে রহিত করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না।

সংশোধনীর বিধিবিধান সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক জনসভা করা হলো। আমরা মালয় রাজাদের প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করে মালয়েশিয়াকে একটা রিপাবলিকে পরিণত করে যাচ্ছি এ সম্পর্কে ভীতি দূর করার জন্য এসব সভার ব্যবস্থা করা হয়। ১৭ জানুয়ারি ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার তুন গাফার বাবা, মিনিস্টার অব ফাইনান্স দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম এবং এটর্নি-জেনারেল তান শ্রী আবু তালিব ওথম্যান একত্রিতভাবে আনঅফিসিয়ালি ছয়জন শাসনকর্তার সাথে মিলিত হলাম বিষয়টা সম্পর্কে একটা সমাধানের উদ্দেশ্যে। মিটিংএ ছয়জন শাসনকর্তা এ বিলে সম্মতি দিতে রাজি হন।

পার্লামেন্টে ১৯ জানুয়ারি মিলিত হলে শাসকরা শেষ মুহূর্তে তারা তাদের সম্মতি প্রত্যাখ্যান করেন। আমি বিল উপস্থাপন করার পর বারিসন নাসিওন্যালের সদস্য সহ কয়েকজন বিরোধীদলীয় সদস্যরা টেবিল চাপড়িয়ে বিলে সম্মতি জানায়।

www.pathagar.com

ডিএপি, সাবাহ এর **পিবিস** এবং চারজন স্বতন্ত্র সদস্য সরকারের পক্ষে ভোট দেওয়ায় বিল পাশ হলো। আমি অবশ্যই এটা মেনে নিলেও আগঙের সহি ছাড়া বিল পাশ হওয়ায় আমার মনটা খুব ভাল ছিল না। যদিও এজন্য সহির বিধান ছিল। পার্লামেন্টের বিতর্কে অনেক সদস্য প্রবলভাবে এ কথা বলে দাবী করলো যে শাসনকর্তারা অবশ্যই দেশের বিরুদ্ধের আইনকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

আমার মনে পড়ছে তুন হুসেন ওনন অফিস চালানোর প্রাক্কালে কয়েকজন শাসনকর্তার সঙ্গে অপ্রীতিকর সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। তিনি ক্যাবিনেটকে জানিয়েছিলেন যে শাসনকর্তাদের সাথে তাকে একটা মিটিং করতে হবে তারা যাতে দেশের আইনকানুনের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করে তার জন্য উপদেশ দেবার উদ্দেশ্যে।

পার্লামেন্টে এ বিলটি পাশ হবার পর শাসনকর্তা ও সরকারের মধ্যে টানটান সম্পর্কের উদ্ভব ঘটলো। সেমানগাত ৪৬ এর নেতা টেঙ্কু রাজা লেইগ হামজা জনসাধারণের কাছে এ বিলের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করলেন।

শাসনকর্তাদের মধ্যে কেলাসতানের সুলতান প্রচণ্ডভাবে সংশোধনীর বিরুদ্ধে কথা বললেন। এক পর্যায়ে, ক্যাবিনেট অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শাসনকর্তাদের সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিল। টুঙ্কু আব্দুল রহমান সরকারকে শাসনকর্তাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো একটা গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তির জন্য। টুঙ্কু মনে করিয়ে দিল তার প্রচেষ্টায় শাসনকর্তারা ব্যবসা থেকে নিবৃত্ত হয়।

আনোয়ার উল্লেখযোগ্য জনসভা কেলানতানের সমালোচনায় মুখর হলেন তার চাচা তেঙ্কু রাজা লেইঘ এবং সেমানগাত ৪৬ এর সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। তিনি সুলতানকে অনুরোধ জানালেন অন্য কোন পন্থায় তার চাচাকে সাহায্য করতে হবে।

পরিশেষে দেখা গেল যে শাসনকর্তারা সংশোধনীতে সম্মতি দিতে রাজি হলেন। ১১ ফেব্রুয়ারির শাসনকর্তাদের ১৫৯ ও ১৬০তম কনফারেন্সে পাহাঙের সুলতান সভাপতিত্ব করেন। তার বিশ্বাস মিটিং এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে। মনে হলো যে শাসনকর্তারা বলতে চাচ্ছেন যে একটা স্পেশিয়াল কোর্ট গঠিত হতে পারে রুলারদের বিরুদ্ধে। সরকার অনুভব করলেন যে বিষয়টা সত্য বলে মনে হলো।

শাসনকর্তাদের কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিন প্রধানমন্ত্রীকে আগেঙের সাথে উপস্থিত হতে হলো। ফেব্রুয়ারি ১২ তারিখে তুন গাফার রাজার সাথে মিলিত হলেন। কেলানতানের সুলতান ছাড়া সব শাসনকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেদাহের সুলতানকে তার প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বিলে কিছু পরিবর্তন আনা সাপেক্ষে সভায় সংশোধনী বিলটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো। একটা যৌথ বিবৃতি দেওয়া হলো শাসক ও সরকার পক্ষ থেকে। শাসকদের কনফারেন্সে সংশোধনীগুলোতে সম্মতি পাওয়া গেল।

২৫ ফেব্রুয়ারি কেলানতানের সুলতান শাসকদের কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন। ৩ মার্চ মহামান্য সুলতান এটর্নি জেনারেলকে লিখলেন যে তিনি কোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করবেন।

৮ মার্চ দেওয়ান রাকায়াতের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হলো ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারির বিলের সংশোধনীর উপর যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে। এ বিলের সংশোধনীতে ইয়াঙ দি পের আগঙ এর সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। এ সভায় সেমাঙগাত ৪৬ এর সদস্যরা অনুপস্থিত ছিলেন। *পিএএস* এর সদস্য ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে *ডিএপি* এবং *পিবিএস* এবং ৪ স্বতন্ত্র সদস্য সংশোধনী বিলে সমর্থন দান করলো।

এটা ছিল সরকারের পক্ষে প্রথম বিরোধিদের ভোটদান। পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে একটা সাধারণ মনোভাব গড়ে উঠলো। তারা শাসকদের ক্ষমতা লোপ এবং তাদের অফিসিয়াল দায়দায়িত্ব নিরূপণ সম্পর্কে সচেতন দেখা গেল। ১৭৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৬৭জন সদস্য সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিলেন।

সংশোধিত বিল আগঙ সুলতান আজলান শাহের কাছে ১৬ মার্চ প্রেরিত হলো। তিনি তাতে সহি করে ২২ মার্চ ফেরত পাঠালেন। বিল দেওয়ান রাকায়তের স্পিকার তুন মহম্মদ জহির ইসমাইলের কাছে পাঠানো হলো তিনি আমাকে জানালেন যে অতি তাড়াতাড়ি বিলটাকে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে।

আমি স্বস্তিবোধ করলাম বারিসান নাসিওন্যাল পার্টির সমস্ত সদস্যরাও আমার মতই স্বস্তিবোধ করলেন। আনোয়ার বললেন এ দৃশ্যপট থেকে আমরা একটা শিক্ষা পেলাম।

বিরোধীদলের নেতা লিম কিট সিয়াঙ বিলে সম্মতি দেওয়ায় রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "শাসকদের ইস্যুর একটি অধ্যায়ের সুরাহা হলো।" ডিএপি ন্যাশনাল ডেপুটি চেয়ারম্যান করপাল সিংও একই কথা বললেন।

সংশোধনীর পর ১৯৯৩ সালে শাসকদের ক্ষমতা আইনে পরিণত হলো। এক কেসই বহাল থাকলো তা হচ্ছে সিভিল স্যুট। সরকার ও বিরোধীদলের নেতারা সংশোধনীর পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করলেন।

আইনকানুন প্রায়ই বলবৎ হয় না কিছু কিছু অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। যে মুহূর্তে আইন কার্যকর হয় না তখনই অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

যাই ঘটুক না কেন সংশোধনী পাশ হবার পর সমস্ত মালয়েশিয়ায় জনগণের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার পলিসি গ্রহণ করলো।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩৫
পক্ষপাতশূন্য সমৃদ্ধি

আমাদের জাতীয় সম্পদের অংশ সঠিকভাবে বিন্যস্ত ছিল না। আমার রাজনৈতিক কালপর্বে মাঝেমধ্যেই বুমিপুতেরা এ বিষয়ে অভিযোগ তুলতো। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৯৭০ সালে প্রধানমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্ট সম্পদের বন্টন সম্পর্কে একটা পর্যবেক্ষণ চালায়। তা থেকে দেখা যায় মালয়ী এবং বুমিপুতেরা মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগ। অথচ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ২ পার্সেন্ট শেয়ারেরও কম মালিক তারা। অন্যদিকে চীনের মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগের কম লোকজন কোম্পানীর ৩০ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক। ৬০ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক ছিল বিদেশীরা। উপনিবেশিক আমলে প্রধানত ইউরোপীয়রা বড় বড় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করে রবার প্লান্টেশন, টিনের খনি ও ট্রেডিং কোম্পানীগুলোর নিয়ন্ত্রণ করতো। বাকী শেয়ারের মালিক ছিল মালয়েশিয়ান ইন্ডিয়ান ও অন্যান্য মালয়েশিয়ান নাগরিকরা।

এ গুলোর ভিত্তিতে তুন আব্দুল রাজাক হুসাইন সরকার গঠন করেছিলেন নিউ ইকোনমিক পলিসি (এন.ই.পি) এ পলিসির উদ্দেশ্য ছিল জাতিগোষ্ঠির বৈষম্য সনাক্তকরে তা দূর এবং জাতিগোষ্ঠির দারিদ্রতা নিমূল করা। সমস্ত গরীবদেরকে সাহায্য দেওয়াও এ পলিসির উদ্দেশ্য ছিল। দারিদ্রতার ব্যাপক বিস্তারকে রোধ করে দেশকে দারিদ্রতা থেকে রক্ষা করাই ছিল মূল প্রতিপাদ্য। মালয়ীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল দরিদ্র। অ মালয়ীদের দারিদ্রতাকে শুধুমাত্র দূর করা হয় তবে তা ভাল দেখাবে না। মালয়ীদের মতোই অ মালয়ীদের দারিদ্রতাকে দূর করার জন্য নজর দিতে হবে। অ মালয়ীদেরকে অবশ্যই অবহেলা করা যাবে না।

ওই দুটো **এনইপি** এর প্রথমটা ছিল জাতিগোষ্ঠির মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন যেন পক্ষপাত শূন্য হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো মালয়ী ও দেশীয় অন্যান্য লোকেরা করপোরেট সম্পদের ৩০ পার্সেন্ট মালিকানা পাবে। চীনা ও ইন্ডিয়ানরা ৪০ পার্সেন্ট, যা আগে ছিল ৩০ পার্সেন্ট। **এনইপি** বর্তমান সম্পদের স্বত্ব নিরসন করে পুরনো মালিকের হাত দেখে নতুন মালিকের হাতে তুলে দেবার কথা ছিল না। নতুন সম্পদ সৃষ্টি ও তার বন্টনের কথাই ছিল। যদি অর্থনীতির বিশেষ উন্নতি ঘটে তবে তা দেশীয় লোকজনদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা রাখা যাবে। যাদের অনেক আছে তাদের পরিবর্তে যাদের কিছু নেই তাদের মধ্যে সম্পদের বন্টনের ব্যবস্থা এতে ছিল। কিন্তু কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে। যদি যাদের অনেক আছে তারা যদি আরো দাবী করে?

www.pathagar.com

বাস্তবে, এর অর্থ ছিল বুমিপুতেরাদেরকে সম্পদ বন্টনে আরো সুযোগ সুবিধা, লাইসেন্স, পারমিট ও কন্ট্রাক্ট দেবার সুযোগ দেওয়া আর অল্প সংখ্যায় বুমিপুতেরা নয় তাদেরকেও সুযোগ সুবিধা দেওয়া। বুমিপুতেরা নয় এমন লোকদের কাছ থেকে বাধার সৃষ্টি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম। কিন্তু সে রকম কিছু হলো না। তাদের সম্পদের মালিকানায় থাকা সম্পদ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হলো না।

বুমিপুতেরাদেরকে কোম্পানীর শেয়ার বন্টন করা বেশ সহজ বলে মনে হলো। নতুন শেয়ার ইস্যু করার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হলো। নতুন শেয়ারের ৩০ পার্সেন্ট বুমিপুতেরাদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হলো, যাতে করপোরেট সেক্টরে তাদের শেয়ারের পরিমাণ বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সহজ গাণিতিক হিসাবে এটাই দেখা গেল যে বুমিপুতেরা ও বুমিপুতেরা নয় উভয়ের মধ্যে শেয়ারের একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ৭০ পার্সেন্ট বুমিপুতেরাদের শেয়ার বৃদ্ধি পাবার ফলে বৈষম্য আর থাকবে না। সত্যি কথা বলতে, করপোরেট সেক্টরে বুমিপুতেরাদের শেয়ারও ২ পার্সেন্ট থেকে ৩০ পার্সেন্টে বৃদ্ধি পাবে। তাদের মধ্যে কখনোই ৩০ পার্সেন্ট শেয়ার আগে বন্টন করা হয় নি। শুরু থেকেই এটা উপলব্ধি করা যাচ্ছিল যে তাদের প্রাপ্য ৩০ পার্সেন্ট শেয়ার নেবার ক্ষমতা ছিল না পুঁজির অভাবে।

বুমিপুতেরাদেরকে শেয়ার বন্টন করা মাত্র তারা তা তাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছিল, যারা ইস্যু প্রাইজের চেয়ে বেশি মুল্য প্রদান করতে এগিয়ে আসছিল। **আইপিও** শেয়ারগুলো ইস্যুমূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল। ঝুঁকি গ্রহণকারী চীনারা এ সব শেয়ার কিনবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বুমিপুতেরা সহজেই অর্থ আয় করার জন্য খুশি ছিল। অনেক বুমিপুতেরা ব্যাংক থেকে ধার করে শেয়ার কিনেছিল। আর সামান্য লাভ পেলেই তারা তাদের শেয়ার ছেড়ে দিচ্ছিল। মাঝে মধ্যে চীনারা শেয়ার কেনার জন্য ভূমিপুতেরাদেরকে কমিশন কিংবা ফি দেবার জন্য প্রস্তাবও দেওয়া হচ্ছিল।

স্পষ্টতই কর্পোরেট সম্পদের শেয়ারের বুমিপুতেরা মালিকানা বৃদ্ধি করার পর শেয়ার বিক্রি করার লাভ ছিল হতাশাব্যাঞ্জক। প্রকৃতপক্ষে এ আচরণের ফলে বুমিপুতেরা এবং বুমিপুতেরা নয় গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষ্যম সৃষ্টি হয়। যদি এ ধারা অব্যাহত থাকে তবে **এনইপি** ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রাজনৈতিক ভাবে এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে ফলে জাতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে।

শুধুমাত্র বুমিপুতেরা তাদের নামে বরাদ্দকৃত শেয়ারই বিক্রি করছিল না। তাদের নামে বরাদ্দকৃত কন্ট্রাক্ট, লাইসেন্স ও পারমিটও তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করে দিচ্ছিল।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন পছন্দ অপছন্দ ছিল না। তাদের কোন মূলধন, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা কিংবা ব্যবসায়িক জ্ঞান ছিল না যার মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করে নিজেরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে চালিয়ে যেতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ব্যবসায়িক অনভিজ্ঞতার ফলে তারা ব্যবসায় ফেল মেরেছে। তারা ব্যাংকে দেনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা আগের অবস্থা থেকে আরো গরীব হয়ে পড়েছে। তাদের মাঝ থেকে অল্প সংখ্যকই কোন ভাবে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়। যে সব মালয়ী ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে পেরেছে তাদেরকে আরো সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়। পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সফল ব্যবসায়ীদেরকে আরো সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে। আর যারা ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তাদের কথাও ভাবা হয়। এদের সমস্যার সমাধানের জন্য বিনিয়োগের একটা পদ্ধতির কথা আমার মনে পড়ে। ১৯৭০ সালে আমি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে টিংকু আব্দুল রহমান ফাইন্ডেশনের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আমি ছিলাম। এটা ছিল একটা দাতব্য ট্রাস্ট, একজন চীনা ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় এটা পরিচালনা করতেন। তিনি কুয়ালা লামপুর স্টক একচেঞ্জ থেকে শেয়ার কিনে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। সে সময় ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভাল থাকায় তিনি ভাল লভ্যাংশ পান। তিনি মাঝেমধ্যে শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে আবার সে অর্থ অন্য স্থানে বিনিয়োগ করে ভাল মুনাফা পেতেন। তার ব্যবস্থাপনায় ফান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার মনে হলো সরকার এ ধরনের ট্রাস্ট গঠন করতে পারে। কোম্পানী শেয়ার কোন ব্যক্তিকে বরাদ্দ না দিয়ে ওখানে বিক্রি করা যেতে পারে।

বুমিপুতেরা তাহলে তাদেরকে বরাদ্দকৃত ৩০ পার্সেন্ট শেয়ার এ ট্রাস্ট ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবে। এ ট্রাস্ট তাৎক্ষণিক লাভের জন্য কোন শেয়ার বিক্রি করতে পারবে না। পরিবর্তে বুমিপুতেরা বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ পাবে। শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে ফান্ড বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। একজন ইউনিট ট্রাস্ট ম্যানেজার অধিকতর ভাল ভাবে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করতে সক্ষম হতে পারেন। তিনি ইউনিট ট্রাস্ট এর মাধ্যমে শেয়ার বাজার থেকে শেয়ারের উত্থান পতন পর্যবেক্ষণ করে শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করতে সক্ষম হবেন। বিনিয়োগকারী সেটা সরাসরি করতে পারে না। অধিকাংশ মালয়ী শেয়ারের মালিকানার বিষয়ে নতুন। তারা সোনা ও জমির মত শেয়ারের মূল্য নিরূপন করতে পারে না। এর জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। নগদ ক্যাশ জমা করা সহজতর। কিন্তু মুদ্রাস্ফিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের নগদ অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা ততো সহজ নয়।

অনেক মালয়ী তাদের অর্থ ফিক্সড ডিপোজিট করে সুদ বা রিবা পেতে চায় না। মুসলমানদের কাছে সুদ হারাম হিসাবে বিবেচ্য। মুসলিমরা ব্যবসায় অর্থ খাটিয়ে

www.pathagar.com

লভ্যাংশ পেতে চায়। তাদের কাছে স্টক মার্কেটও ঝুকিপূর্ণ। তারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতো।

১৯৬০ সালে ছুটিতে আমি হাসমাহ এর সাথে হংকং ছিলাম। হংকং স্টান্ডার্ড এ ট্রাস্ট ইউনিট সম্বন্ধে আমি পড়েছিলাম। ইউনিট ট্রাস্ট স্থাপিত হয়েছিল। কোম্পানীতে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টে ঝুঁকি কম। পেশাজীবীরা প্রচুর পরিমাণের অর্থ ইউনিট ট্রাস্টের বিভিন্ন বিজনেস সেক্টরে বিনিয়োগ করে। যখন তারা দেখতে পেত যে একটা কোম্পানী ফেল মারার অবস্থা তখন তাড়াতাড়ি তাদের শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিত। কোম্পানীর উন্নতি ঘটলে তারা আবার শেয়ার কিনে নিত। এটা ছিল ১৯৬০ এর দশকের কথা। আমার কাছে এটা ছিল ভাল বিনিয়োগ। আমার সামান্য অর্থ হংকং ইউনিট ট্রাস্টে রেখে ছিলাম। আমি শেয়ার কিনে অল্প অর্থ পেয়েছিলাম।

প্রোফিট পাওয়া সত্ত্বেও আমি হংকং ইউনিট ট্রাস্টে অর্থ রাখি নি। মালয়ান টোবাকোর ২০০ শেয়ার কেনার আগে ওটাই ছিল আমার শেষ বিনিয়োগ। অবশ্য আমি ধূমপানের বিরোধী ছিলাম। জাপানী দখলদারীর সময় সিগারেট কেনার মত আমার কোন অর্থ ছিল না। ব্রিটিশরা আবার ফিরে এলে আমি এক প্যাকেট রাফ রাইডার সিগারেট কিনে টানতে শুরু করেছিলাম। প্রত্যেকেই কেদাদূরস্ত ভাবে সিগারেট টানে। আমি আমার প্রথম সিগারেটে আগুন ধরিয়ে একটা টান দিতেই শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হলো। আমার মুখে অদ্ভুত একটা দুর্গন্ধ! ধূমপানের বিরোধিতা এখন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও পাবলিকের খাতিরেই আমার বিরোধিতা সিগারেটের বিরুদ্ধে। আমি কিন্তু মালয়ান টোবাকোর শেয়ার কিনেছিলাম অনেক অনেক দিন আগে আমি একজন মন্ত্রী হবার আগে এখনো সেগুলো আমার আছে। মালয়েশিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোন শেয়ারের মালিক আমি নই। আমাদের নিজেদের ন্যাশনাল ট্রাস্ট পারমোদালান ন্যাসিওন্যাল বেরহাদ ইউনিট ট্রাস্ট স্কিম এর শেয়ার আমি কিনেছিলাম।

মালয়ীদের বরাদ্দকৃত শেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল। এ অবস্থায় আমরা একটা ইউনিট ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট স্থাপন করলাম **এনইপি** এর ঘোষিত বুমিপুতেরাদের জন্য বরাদ্দকৃত শেয়ার সেল ইউনিট হিসাবে। যদি তারা তাদের শেয়ার বিক্রি করতে চায় তবে তা ট্রাস্ট ম্যানেজারের মাধ্যমে বিক্রি করতে হবে। এ ব্যবস্থায় শেয়ার বুমিপুতেরা নয় এমন কারো কাছে বিক্রি হবে না। বুমিপুতেরা ক্রেতা না থাকলে সেক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটানো যেতে পারে। ম্যানেজাররা সেগুলো বিক্রি করে পূঁজিবৃদ্ধি করে মার্কেটকে তেজি করতে পারবেন। ক্ষতির

www.pathagar.com

হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য শেয়ারের মূল্যে কাটছাট করতে হবে। কিছু শেয়ারের মূল্য পড়ে যেতে পারে। বিনিয়োগের কিন্তু পড়তি ঘটবে না। যখন পুরো মার্কেট স্থবির হয়ে পড়বে ম্যানেজাররা তাদের ক্ষতির সার্বিক দিকটার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

আমি নেগারা ব্যাংকের গভর্নর তুন ইসমাইল আলীকে লিখে জানালাম বুমিপুতেরাদেরকে শেয়ার বন্টনের জন্য একটা ইউনিট ট্রাস্ট স্থাপন করতে। এর ফলে তারা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটের মাধ্যমে আরো আরো অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

তুন ইসমাইল স্পষ্টত ভাবেই একটা ওয়ার্কিং গ্রুপ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। তিনস্তর বিশিষ্ট একটা ব্যবস্থা করা হলো যাতে বিনিয়োগকারীরা কখনোই অর্থ হারাবে না। ফিক্সড ডিপোজিটের বিনিয়োগ থেকে একটা ভাল লাভ তারা পাবে। সরকার প্রথমে ইয়াসান পেলাবুরান বুমিপুতেরা (বুমিপুতেরা ইনভেস্ট ফাউন্ডেশন) কে আরএম ২০০ মিলিয়ন প্রাথমিক তহবিল হিসাবে প্রদান করলো। ফাউন্ডেশন তারপর **পিএনবি** স্থাপন করলো এবং এ থেকে অর্থের যোগান দেওয়া গেল বুমিপুতেরাদেরকে বরাদ্দকৃত শেয়ার ক্রয়ের জন্য। শেয়ারগুলো একটা ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট **এনটিটি** কে ট্রান্সফার করার বিধান থাকলো। (দ্য আমানাস সাহাম ন্যাসিওন্যাল কিংবা এএসএন) বুমিপুতেরাদেরকে পার ইউনিট আরএম ১ এর ফিক্সড প্রাইজে ক্রয় করার বিধান রাখা হলো। যে কোন সময় ইউনিট ট্রাস্ট হোল্ডার সেল ব্যাক করতে পারবে **পিএনবি** এ বিধানও রাখলো।

মিনিস্ট্রি অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি তারপর শেয়ারের আরএম২.৫ বিলিয়ন **পিএনবি** কে বরাদ্দ দিতে পারলো ভূমিপুতেরাদের উদ্দেশ্যে। **পিএনবি** আরএম ১ বিলিয়ন অর্থে বিনিময়ে প্লান্টেশন জায়েন্ট গাথরি করপোরেশন ক্রয় করলো। **পিএনবি** প্লান্টেশন ব্যবসার বাইরের অন্য সব বিক্রি করে আরএম৬০০ মিলিয়ন প্রফিট করলো। তারা হ্যারিসন মালয়ান প্লান্টেশন (নতুন নাম গোল্ডেন হোপ প্লান্টেশন), লন্ডন টিন (নতুন নাম মালয়েশিয়ান মাইনিং করপোরেশন বেরহাদ) কোনতেনা ন্যাসিওন্যাল বেরহাদ, ইউনাইটেড মোটর ওয়ার্কস এবং কমপ্লেক্স কেয়াঙান মালয়েশিয়া বেরহাদ ক্রয় করলো। এটা স্থাপিত হলো **এএসবি** খোলা শেষ হলো। এটা এতই বড় হলো যার ফলে **এএসবি** কিংবা আমানাহ সাহাম
বুমিপুতেরাদের নামে দ্বিতীয় আর একটা ইউনিট ট্রাস্ট গঠন করা হলো। ১৯৯০ সালে **এএসএন** ও **এএসবি এর** ছিল ৪.৩ মিলিয়ন ইউনিট হোল্ডার তাদেরকে আরএম ১.৫ বিলিয়ন লভ্যাংশ প্রদান করা হলো, আর **এএসএন** ইউনিট হোল্ডারদেরকে আরএম১.৫০ বিলিয়ন স্পেশাল বোনাস ভাগ করে দিল।

www.pathagar.com

পিএনবি আরো সফল হলো তাদের সাথে ভূমিপুতেরাদের শেয়ার বরাদ্দ করে। ইউনিট ট্রাস্টে বিনিয়োগ করার জন্য ক্যাম্পেন করা হলো। তাদেরকে শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হলো। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হলো কিভাবে সঞ্চয় গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাস্থার ফলে বুমিপুতেরা আধুনিক অর্থনীতি সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো। পুঁজি হিসাবে অর্থের কাজ, পুঁজির ব্যবস্থাপনা এবং অর্থকে কিভাবে ব্যবসার প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে তারা জ্ঞানার্জন করতেও সক্ষম হলো। তারা আরো শিখলো ব্যাংক কিভাবে কাজ করে। ব্যাংক কখন ও কিভাবে ধার প্রদান করে। আগে তারা একচেট্টিয়ারদের কিংবা ইন্ডিয়ান মানিলেন্ডারদের থেকে জমি জামিন রেখে ধার নিত। তারা ধারকৃত অর্থ সঠিক ভাবে আয় উপার্জনের ব্যয় করতে না পেরে খরচ করে ফেলায় তারা তাদের জমি হারাতো। ধারকৃত অর্থ ফেরত দেওয়া সম্পর্কে তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। সচরাচর তারা ধারকৃত অর্থ থেকে কোন প্রকার আয় উপার্জন না করে বিবাহাদিতে খরচ করে ফেলতো। তাদের ধারণা ছিল তারা সাধারণ আয় থেকে ধার শোধ করবে। তারা ধারকৃত অর্থের সেবা গ্রহণের উপায় জানতো না।

যখন সরকার শেয়ারে মালয়ী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হলো তখন একটা আশা দেখা দিল উদীয়মান ছোট্ট একটা মালয়ী ইনভেস্ট কম্যুনিটি গড়ে উঠবার। একটা ভয়ও দেখা দিল এবং কার্যত শীর্ঘই তা ফলেও গেল। লোকজন পুনঃপুনঃ বরাদ্দকৃত শেয়ার দ্রুত লাভের জন্য ছাড়তে চাইলো না। একদল ক্ষুদ্র বুমিপুতেরা বিনিয়োগকারী **এনইপি** এর বেনিফিটে ব্যঘাত ঘটালো। অধিকাংশ দরিদ্র মালয়ী ইউনিট ট্রাস্ট ইনভেস্টের বেনিফিট সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। এ সমস্যার প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন হলো। এ কারণে **পিএনবি** সচেতন হলো সবচেয়ে গরীব লোকদেরকে অর্থনীতির উন্নয়ন থেকে তাদের বিনিয়োগের উপর একটা লাভ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা একটা বিশেষ বিধান তৈরি করলো যাতে গরীব লোকজন ইউনিট ট্রাস্টের আরএম১০ অর্থের মালিক হতে পারে। আরএম ১০ অর্থ বিনিয়োগ করায় তাদের প্রত্যেককে ১০ এর পরিবর্তে ১০০ ইউনিট দেবার ব্যবস্থা করা হলো। তাদের জমাকৃত লভ্যাংশ পর্যায়ক্রমে প্রদান করার ব্যবস্থাও করা হলো। এ ব্যবস্থায় গরীব লোকজন ব্যবসা ও কোম্পানীতে ইনভেস্ট করতে নতুন ভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলো।

সফল কার্যক্রম চালানোর পর ১৯৯৬ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো থাই বংশদ্ভূত মালয়েশিয়রাও ইউনিট ক্রয় করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো পর্তুগীজ ইউরোপীয়রাও ইউনিট ক্রয়ের জন্য বিবেচিত হবে। পরিশেষে, বুমিপুতেরা ছাড়াও সমস্ত মালয়েশিয়দের জন্য একটা বিশেষ ইউনিট ফান্ড গঠন করা হলো। এটা পরিষ্কার হলো যে থাই, ইউরোপীয়ান এবং বুমিপুতেরা ছাড়াও এ ইউনিটের ফান্ডের অধিক সংখ্যক ইউনিট প্রত্যেকেই ক্রয় করতে পারবে না। যেখানে বুমিপুতেরা অধিক সংখ্যক ইউনিটের অধিকারী

www.pathagar.com

তাদের গড় হোল্ডিং কমে গেল। তবে এতে তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ইউনিটের সংখ্যার ভিত্তিতে হ্রাস পেল না। বুমিপুতেরা কি কম বিনিয়োগ করেছিল? বুমিপুতেরা কি তারা ছাড়া অন্যান্যদের মত বিনিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল না? সম্ভবত তাদের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে, তারা তখন যেকোন স্থানে বিনিয়োগ করে সেটা আমাদের প্রয়োজনীয় ছিল।

মালয়ীদের মধ্যে বিনিয়োগে উৎসাহী করার লক্ষ্যে আমাদের পলিসি আমাদের প্রত্যাশা মোতাবেক হচ্ছিল। যদিও আমাদের প্রত্যাশা পুরোপুরী ব্যর্থ হয়েছিল না। বুমিপুতেরা এখন আগের চেয়ে বেশি সঞ্চয় করছে। আগে সব অর্থ ছিল সরকারের দেওয়া এখন সমস্ত মালয়েশিয়ানরা অর্থ বিনিয়োগ করছে। আমরা লক্ষ্য করলাম মালয়ীরা ইউনিট ট্রাস্টকে সেভিং ব্যাংক হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তারা শেয়ার ক্রয় করে। তারা এখন সঞ্চয়ও করে থাকে। ২০০৮ সালে **পিএনবি** এর ইউনিট ট্রাস্ট হোল্ডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮.৯ মিলিয়নে, ১৯৮১ সালে যা ছিল মাত্র ৮৪০,০০০। **পিএনবি** আন্তর্জাতিক ইকুইটি মার্কেটে বিনিয়োগ করলো।

আমাদের মালয়েশিয়ান ম্যানেজার ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে পারলো। তাদের ফান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রথম দিকে ব্যর্থ হবার পর তারা তাদের প্রাইভেট ব্যবসায় সফলতার সাথে কাজে লাগাতে পারলো। এক সময় তারা ব্যর্থ হয় এবং তাদের ব্যর্থতার জন্য তারা সরকারকে দোষারোপ করে। পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি মালয়ীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ফান্ড বৃদ্ধি পায়। মালয়ীরা কর্পোরেট সেক্টরে শেয়ার ক্রয় করে সফলতার মুখ দেখে। উচ্চশিক্ষার জন্য প্রচুর সংখ্যক ছাত্রকে স্কলারসিপ দেওয়া হলো। এর ফলে সারাদেশের মালয়ী ও বুমিপুতেরা পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। **পিএনবি** উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখন ইউনিট ট্রাস্ট একাউন্ট হোল্ডারদের অবস্থা ভাল হয়। তারা যখন প্রথম বিনিয়োগ করতে শুরু করে তখন তারা ধনী ছিল না। একটা কথা বলা হতো যে **এসইপি** শুধুমাত্র ধনী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর স্বজনদের উপকার করে থাকে। বর্তমানে ইউনিটের মালিকানা সুসমভাবে বন্টন করা হলো। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরও হলো। আমরা **এনইপি** এবং **পিএনবি** এর মাধ্যমে মালয়েশিয়ার সর্বত্র উন্নয়ন সাধন করলাম। এখন মালয়েশিয়ানরা তাদের সাফল্যের জন্য গর্বিত। এখন আমাদেরকে কারো কাছে হাত পাতার প্রয়োজন পড়ে না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩৬
ইসলাম ও ইসলামিকরণ

আমি মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম। আমি একজন মুসলিম শিশু হিসাবে লালিত পালিত হই। আমি নামাজ পড়তে এবং রোজা রাখতে শিখেছিলাম। আমার মা ও শিক্ষক আমাকে কোরআন পড়তে শিখিয়েছিলেন।

আমার বিশ্বাস ছিল জোরালো। আমার বিশ্বাস প্রশ্নাতীত। ইসলাম আমার ধর্ম। আমি নিজেকে একজন মুসলিম ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না। আমার মনে হয় কোন মুসলিম তার ধর্মের বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না।

আমার বাড়িটা গৃহস্থের ঘরবাড়ি আর দোকানপাট দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। সেখানে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরাও বসবাস ও কাজকর্ম করে জীবন কাটাতো। আমাদের বাড়ির সামনে একটা চীনা দোকান ছিল। ওখানকার প্রবেশপথের দিকে মুখ করা একটা বেদী, একটা প্রতিমার মূর্তির সামনে বালিভর্তি একটা পাত্রে পোতা অনেকগুলো আগরবাতি জ্বলে। যাওয়া আসার পথে আগরবাতি হাতে প্রতিমার সামনে বৃদ্ধা মহিলাদেরকে প্রার্থনা করতে দেখতাম।

জাপানী দখলদারীর কালপর্বে আমরা গরীব ছিলাম। আমাদের বাড়ির নিচের দিকে তামিলরা বসবাস করতো। তাদের বেদী ছিল না। দেবদেবীর মূর্তিও ছিল না। কিন্তু আমি জানতে পেরেছিলাম তারা তাদের মন্দিরে প্রার্থনা করতো।

স্কুলে আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে একজন ইউরোসিয়ান বালক ছিল। সে ছিল ক্যাথলিক। আমি অবশ্য ইউনির্ভাসিটিতে ডাক্তারী পড়তে চলে যাই, আমার ক্লাশমেটরা ছিল বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী।

অন্যান্য ধর্মের এ সব লোকদের সাথে আমার চেনাজানা ছিল। আমার বিশ্বাসকে ছোট না করেই আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। আমি কখনোই তাদের সাথে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতাম না। স্বাভাবিক ভাবেই আমি জানতাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলে তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা থাকবে না।

আমার ধর্ম ইসলাম, যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়। পরে আমি মালয়ী ও ইংরেজি ভাষার অনুবাদে কোরআন পড়তে শুরু করলাম।

www.pathagar.com

আমি বুঝতে পারলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমার অনুমান ভুল নয়। কোরআনের সূরা কাফিরূন আয়াতে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন: হে নবী আপনি বলুন,

"হে অবিশ্বাসীগণ!
আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর,
আর তোমরাও তার উপাসনাকারী নও যার উপাসনা আমি করি।
আমিও তার উপাসনাকারী নই তোমরা যার উপাসনা কর।
আর তোমরাও তার উপাসনাকারী নও আমি যার উপাসনা করি।
তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"

আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ইসলামে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬)

মালয়েশিয়াতে আমরা সর্বক্ষেত্রে শরিয়া আইন বলবত করতে পারি নি। এ বহুধর্মের দেশে প্রত্যেকের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমরা অন্য আইনকানুনও বলবত করেছি। ফলে দেশ বিরোধ ও অস্থিতিশীলতা মুক্ত, আমরা ইসলামের শিক্ষাকে অনুসরণ করে চলি। একই ভাবে অন্য ধর্মের প্রতি আমাদের সহিষ্ণুতা ইসলামের শিক্ষা থেকেই আমরা পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে সরকার সব কিছুই করে থাকে ইসলামিক আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে। সুতরাং আমাদের বলার অধিকার আছে মালয়েশিয়া হচ্ছে একটা ইসলামিক রাষ্ট্র।

বাদানুবাদের কারণে আগে মালয়েশিয়াকে ইসলামিকরণ করা হয় নি। ইসলামী মূল্যবোধের মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করার কালপর্বের আসল ঘটনাটা কী। সেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ছিল। দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আগে কখনো এমন উন্নয়ন ঘটেছিল না।

দুর্ভ্যাগ্যবশত অনেক "শিক্ষিত" মুসলিম সম্পূর্ণভাবে কোরআনের সহিষ্ণুতা শিক্ষার বিষয়ে তারা খুশি ছিলেন না। তারা মনে করতেন ইসলাম কঠিন, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে অধিকতর কঠোর ও তীব্র। একজন সুশিক্ষিত মুফতি একবার আমাকে বলেছিলেন যে ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। আমি তার এ কথায় বিরক্ত হয়েছিলাম। আল্লাহ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। কোরআনের বহু আয়াতে মুসা ও ঈসার ধর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে উপরে উল্লিখিত সূরা আল কাফিরূনে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

আমি বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস পড়াশোনা করলাম। দেখলাম সময়ের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় শিক্ষার বিচার বিশ্লেষণের পরিবর্তন এসেছে। খৃষ্টানরা প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। ভাগ তিনটি হলো অর্থোডক্স ইস্টার্ন চার্চ, ক্যাথলিক রোমান চার্চ এবং

www.pathagar.com

প্রোটেস্টান। এখনো তাদের মধ্যে ভাঙ্গাভাঙ্গি চলছে। বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিত ও যাজকরা তাদের নিজস্ব মতবাদ ও শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তিতে তারা নিজস্ব সম্প্রদায় সৃষ্টি করে চলেছেন। খৃষ্টানদের সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলতে চাই না, কারণ আমি তাদের ধর্মীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না। ইসলামেও একই জিনিস ঘটছে। নবীর কাছে কোরআন নাজেলের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন হয়। নবীর কথা ও কার্যাবলী (হাদিস ও ঐতিহ্যসমূহ) ইসলামের অঙ্গ। আজকের দিনে ইসলামের বহুসংখ্যক সম্প্রদায় আছে, তারা প্রত্যেকেই দাবী করছে যে অন্যেরা ইসলাম কিংবা পুরোপুরি ইসলাম নয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের শিক্ষার বিভিন্নতার ফলে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রায়ই লড়াই করে।

ইসলামিক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলেন খ্যাতিমান ধর্মীয় বিদ্বান ব্যক্তি, তারা প্রগাঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে তারাই ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা ও উপদেশগুলো পরস্পরের সাথে ফারাক হতে থাকে।

তারা চেয়েছিলেন না ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিতরে বিবাদ বিসম্বাদ ও বিভেদ ঘটুক। তারা তাদের অনুসারীদের কাছে মিনতি করেছিলেন ধর্মান্ধ না হতে। কিন্তু প্রায়ই তাদের অনুসারীরা তাদের ইসলামিক শিক্ষাগুলোকে না মানার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে। এক সময় ধর্মান্ধ অনুসারীরা পৃথক মতাদর্শে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে বিবাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে।

আজকের দিনে ইসলামের নিজস্ব ব্যাখ্যার ফলে মুসলিমরা বহু সংখ্যক ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলিমদের সুন্নী ও শিয়া এ দু'ভাগে বিভক্তির কথা এ প্রসংগে বলা যেতে পারে। এ দু'ধর্ম সম্প্রদায় আবার উপসম্প্রদায়ে ও বিভিন্ন ইমামের অনুসারী। অনুসারীরা খুবই শক্তিশালী ও আপসহীন হয়ে উঠে। তারা তাদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মোৎসর্গ করে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে শিয়ারা তাদের বিশ্বাসকে সুরক্ষার জন্য মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা করে না। তাদের বিশ্বাস, এ ধরনের আত্মোৎসর্গের পর পরকালে তারা পুরস্কার লাভ করবে।

সুন্নীরা শিয়াদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, কিন্তু তারা ইসলামের সেবায় কম ধর্মান্ধ। কিন্তু শিয়াদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ খুবই প্রবল। সুন্নীদের বিরুদ্ধে শিয়াদের তীব্র আক্রমণের প্রতিবাদে সুন্নীরাও একই রকমের তীব্র আক্রমণ করে থাকে। এক সময় শিয়ারা সৌদি কর্তৃপক্ষের অধীনে মক্কায় হজ্জ পালন করতে অঙ্গিকার কর।

ইসলাম হচ্ছে সহিষ্ণুধর্ম কিন্তু ইসলামের এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাদানকারীরা এতে খুব একটা খুশি নয়। তারা ও তাদের অনুসারীরা পছন্দ করে ধর্ম হবে দৃঢ় ও কঠিন। বিশেষ করে অমুসলিমদের প্রতি। এগুলো ইসলামের শিক্ষার বিপরীত কাজ।

www.pathagar.com

প্রথম যুগের মুসলিমরা অমুসলিমদের প্রতি সদয় ও অমায়িক ছিলেন। এ জন্যই খৃষ্টান ও ইহুদিরা মুসলিম দেশে উন্নতি লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিরা মুসলিমদের সহিষ্ণুতার ফলে তারা ইউরোপীয়ান খৃষ্টানদের অত্যাচারের ফলে উত্তর আফ্রিকা ও পূর্বাঞ্চলের ইউরোপীয় তুরস্কের মুসলিম দেশগুলোতে পালিয়ে যায়।

যখন খৃষ্টান স্পেনিশরা পুনরায় স্পেন দখল করে তখন ইহুদি ও মুসলিমদেরকে খৃষ্টান ধর্মান্তর করতে, নয় মৃত্যুবরণ কিংবা ক্যাথলিক স্পেন থেকে বহিস্কৃত হবার জন্য চাপ দিলে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের সঙ্গে ইহুদিরা উত্তর আফ্রিকাতে চলে যায়।

ইরান কট্টর ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এখনো সেখানে ইহুদিরা বসবাস করে। তাদের ধর্মস্থানকে সরকার সুরক্ষা করে থাকে। এমনকি ইহুদিরা পার্লামেন্টেও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ইসরাইল ও আমেরিকার সাথে ইরানীদের শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও অন্যধর্মে বিশ্বাসী লোকদের প্রতি কোরআনের নির্দেশ মান্য করে তারা তাদেরকে সম্মান করে থাকে।

কিন্তু মুসলিম বিশ্বে অন্য কোথাও ইহুদিদের আজকাল কদর নেই। এর মধ্যে মালয়েশিয়াও অন্তর্ভুক্ত। আমি যখন প্যালেস্টাইনে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ইসরায়েলি স্কুলছাত্রদেরকে এবং ইসরায়েলি ক্রিকেট টিমকে মালয়েশিয়া সফরের অনুমতি দিলাম তখন আমি মালয়ী মুসলমানদের দ্বারা নিন্দনীয় হলাম। কোরআনে এমনটা বলা আছে যে যখন কোন শত্রু শান্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তাব দেয় তখন আমাদেরকে ইতিবাচক সম্মতি দিতে হবে।

অমুসলিমদের প্রতি অসহিষ্ণু না হবার কথাও বলা হয়েছে। ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ও রীতিনীতি পালনের ব্যাপারে আমরাও আমাদের মুসলিম ভাইদের নিয়ে সমালোচনামূলক অবস্থায় থাকতে হয়। কোরআনে বলা হয়েছে ইসলাম বিশ্বাসীদের প্রতি বোঝা স্বরূপ নয়। অনেক মুসলিম একে একটা বোঝা হিসাবে মনে করতে চায়। সাধারণ বিষয়ে কোরআনের নিষেধাজ্ঞা ও নির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে কোরআনের শিক্ষার নমনীয়তাকে তারা মানে না।

আমরা দিনে পাঁচবার নামাজ আদায় করি। পাঁচবার নামাজ আদায় ছাড়াও আমরা আরো অনেকবার আল্লাহর এবাদত করতে পারি। পাঁচবার নামাজের বাইরে অতিরিক্ত আল্লাহর এবাদত করা ঐচ্ছিক হিসাবে বিবেচিত। কিন্তু শিক্ষিত ধর্মীয় ব্যক্তিরা একে বাধ্যতামূলক করতে চায়।

ইএমএনও এর রাজনীতিবিদ হিসাবে **পিএএস** এর বক্তৃতায় ধর্মীয় উদ্ধৃতি প্রদান করতে হতো। মালয়ী ভাষায় তর্জমা সহ কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করতাম আমি

www.pathagar.com

আমার বক্তৃতায়। আমি মালয়ী ভাষার তরজমা সহ কোরআনের আয়াত মুখস্ত করেছিলাম। আমি শুদ্ধ উচ্চারণে কোরআনের আয়াত থেকে উদ্ধৃত করতে পারলেও ততটা অনর্গল ভাবে আবৃত্তি করতে পারতাম না সেটাই ছিল আমার অসুবিধা। আমি কোরআন পড়তে শুরু করেছিলাম। পরে আমি কোরআনের মালয়ী ও ইংরেজি ভাষার অনুবাদ পড়লাম। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার সম্পূর্ণরূপে কোরআন পাঠ করে আমি সত্যি সত্যি ধর্মের মৌলিক শিক্ষা লাভ করলাম। সে থেকে আমি জানতে পারলাম আমার টিউটর ও শিক্ষকরা আমাকে শুধুমাত্র কোরআনের নির্দিষ্ট আয়াত শিখিয়েছিলেন। ইবাদত করার জন্য আমি সেগুলো কণ্ঠস্থ করেছিলাম।

আসলে আমি যে ভাষা বুঝি সে সময় আমি সে ভাষার অনুবাদে কোরআন পাঠ করছিলাম। ধর্মীয় শিক্ষকরা মন্তব্য করেছিলেন যে অনুবাদে তোমরা যে কোরআন পড়ছো আসল কোরআন তা নয়। সে সময় আমি বলেছিলাম তারাও আমাকে মালয়ী ভাষার অনুবাদে কোরআন পাঠ করতে শিখিয়েছিলেন, যা আমি শুধুমাত্র বুঝতাম। তারা তাদের যুক্তিতর্ক দিয়ে আমাকে বললেন তাদের অনুবাদগুলো কোরআনের শব্দাবলী নয়, সত্যি সত্যি অনুবাদগুলো আল্লাহর বার্তা নয়।

পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যাদের মাতৃভাষা আরবী তারাও কোরআনে অনেক অনুচ্ছেদের মর্মার্থ যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাদেরকে অর্থ যথার্থভাবে বুঝতে হলে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন জন কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ভিন্ন ভাবে করেছেন। ফলে একের সাথে অন্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পার্থক্য লক্ষিত হয়। আমার মনে হলো ওই কারণেই মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নতা। তাদের শিক্ষাদীক্ষার মাঝেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

তথাপিও কোরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে তরজমাকারীদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল কারণ আরবী আমাদের মাতৃভাষা না হওয়ায় কিংবা আমরা ভালভাবে আরবীভাষা বুঝতে না পারার জন্য আমাকে কোরআনের মালয়ীও ইংরেজি ভাষার অনুবাদের উপর ভরসা করতে হয়।

কোরআনে বলা হচ্ছে "একজন মুসলমান অন্য এক একজন মুসলমানের ভাই।" কোরআনে আরো বলা হয়েছে "একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে অবশ্যই হত্যা করবে না।" তবুও আমরা দেখছি মুসলমানরা পরস্পরের সাথে লড়াই করে অন্য মুসলমানকে হত্যা করছে। তারা কি আইন লঙ্ঘনকারী নয়? অবশ্যই আইন লঙ্ঘনকারী। অথচ কোরআনের অন্যান্য আয়াতে আদেশ করা হয়েছে যে মুসলমানরা অঙ্গীকার ও শপথকে সম্মান দেখাবে, দম্ভ করবে না,জ্ঞানার্জন করবে,উম্মাহ (বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়)কে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে, এতিমদের প্রতি যত্নবান হবে, উত্তরাধিকারীত্বের নির্ধারিত বিধান মানবে,

www.pathagar.com

শান্তির আবেদন গ্রহণ করবে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করবে না। একজন মুসলমানের জীবনের পাথেয় হিসাবে আরো আরো দিক নির্দেশনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে নিজেকে সম্মানীয় ও সহজ সরল মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য। সে তার জীবনকে সাফল্যের পথে চালিত করবে তার উদ্যমশীল প্রচেষ্টার দ্বারা। সে কিন্তু কখনোই পরকালের কথা ভুলে যাবে না যখন তার জীবনের হিসাব নিকাশ হবে। তার কাজের ফল স্বরূপ সেখানে সে শাস্তি ভোগ কিংবা পুরস্কার লাভ করবে।

অনেক মুসলিম বারবার বলে থাকে ইসলাম হচ্ছে "জীবনের পাথেয়।" শুধুমাত্র এটা বিশ্বাসই নয়, একজন মুসলিম কিভাবে জীবন যাপন করবে তার পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনও। নির্ধারিত পন্থায় জীবনযাপনে তার পরকাল, তার আখিরাত কেমন হবে সে সম্বন্ধে উত্তম রূপে কোরআনে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। "জীবনের পাথেয়" হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয় বিধি বিধান।

কোরআনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে পড়ার (ইক্‌রা) প্রয়োজনীয়তার উপর। কেউ পড়তে জানলে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে পারবে। এজন্য প্রথম কালপর্বে মুসলিমরা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এ আদেশকে মান্য করেছিল।

নবীর সময় থেকে ইসলাম সম্বন্ধে কোন কিছু লিখিত হয়েছিল না। পড় এ নির্দেশ আসার পর থেকে প্রথম কালপর্বে মুসলিমরা স্পষ্টত গ্রীক, ভারতীয়, চীনা এবং পার্সিয়ানদের গ্রন্থ পড়লেন। আর এর ফলে তারা ওই সব ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করলেন। আমরা এখন জানি যে সেকালপর্বে মুসলিম পন্ডিতরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং লোকজনের জন্য অসংখ্য পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তাছাড়াও তাদের পড়াশোনা ও গবেষণার মাধ্যমে নানা ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন। মুসলিম পন্ডিতরা ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান, অ্যালজেবরা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির অগ্রদূত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমরা অন্যান্য সভ্যতার থেকে অনেক অনেক অগ্রগামী ছিলেন বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও গণিত শাস্ত্রে পান্ডিত্যের জন্য। পনের শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় নতুন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ শুরু হয়। যাতে বলা হয় ইকরা অর্থ ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য পড়। শুধুমাত্র ধর্মীয় পঠনপাঠনের ফলে মেধা অর্জন করে পান্ডিত্যলাভ করা যায়। অন্য সব ক্ষেত্রে পঠনপাঠন করে জ্ঞানার্জন করে কোন মেধা অর্জন করা যায় না। যে সব লোকেরা এ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ দিয়েছিলেন তারা প্রগাঢ়ভাবে ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। স্পষ্টতই তারা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টায়।

প্রগাঢ় ভাবে ধর্মীয় বিষয় পঠনপাঠনের জন্য গুরুত্বের পিছনে যে কারণই থাক না কেন মুসলিম পন্ডিতরা অন্যান্য বিষয়ে পঠনপাঠন থেকে বিরত থাকতে শুরু করেন পনের শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। ফলে তারা পরবর্তীতে আগে পঠিত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

যখন মুসলিমরা বিজ্ঞান পাঠ করা থেকে বিরত হয় তখন ইউরোপীয় খৃষ্টানরা অন্ধকার যুগে বসবাস করতো। মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে অবলোকন করে তারা মুসলিমদের লিখিত বিষয়ে জ্ঞানার্জনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। খৃষ্টানযাজকগণ মুসলিম বিশ্বের বড় বড় পাঠাগারের আরবী ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করতে শুরু করলো।

ইউরোপীয়ান খৃষ্টানরা পঠনপাঠনের ফলে দ্রুত জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়। তারা তাদের অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে প্রথমে গ্রন্থগুলোকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে। পরে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও অনুবাদ করে। এ সমস্ত অনুবাদকৃত গ্রন্থ শুধুমাত্র মধ্যযুগের চার্চের খৃষ্টান ধর্মযাজকরাই অধ্যয়ন করে না জনসাধারণও অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে মুসলিমদের পশ্চাদ্‌পদতার ফলে বিজ্ঞানাদিতে জ্ঞানের অভাবে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে দুর্বল ও অযোগ্য হয়ে পড়ে। তারা প্রতিরক্ষার জন্য নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও রণকৌশলে উন্নতি সাধন করতে ব্যর্থ হয়। একের পর এক মুসলিম ভূখন্ড হারাতে হয় ইউরোপীয়ানদের উন্নত সমরাস্ত্রের মুখে টিকে না থাকতে পেরে।

কোরআনের আয়াতের ওই ধরনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের ফল ইরাকের ক্ষেত্রে অশুভ ফল বয়ে আনে। বস্তুত অনেকে ঘোষণা করেছিলেন যে ইক্‌রা বা "পড়" এর প্রকৃত অর্থ বুঝেছিল না। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যালঘিষ্ট।

কোরআনের অন্য আর একটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও মুসলিমদেরকে পশ্চাদপদ অবস্থার মধ্যে নিপতিত করে। কোরআনে বলা হয় নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য মুসলিমদের যোগ্যতা থাকতে হবে। এজন্যই কোরআনে উল্লেখ আছে যুদ্ধের অশ্বাবলীর মালিক হবার কথা। নবীর যুদ্ধের অশ্বাবলী ছিল তার সাথে। সে সময়ের যুদ্ধাস্ত্রও ছিল মুসলিম সম্প্রদায়কে সুরক্ষার জন্যই। দুর্ভাগ্যবশত এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থ করায় মুসলিমরা প্রতিরক্ষামূলক যোগ্যতা অর্জন করাকে উপেক্ষা করে। পরিবর্তে তারা আক্ষরিক অর্থের উপর গুরুত্ব প্রদান করে যুদ্ধের অশ্বাবলীর মালিক এবং নবী যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন সে সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে মালিক হয়। মুসলিমরা ঐতিহ্যের ধারা নিশ্চিত ভাবে অনুসরণ করেন। অন্য দিকে তাদের ইউরোপীয় শত্রুরা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে।

বিজ্ঞান ও গণিত অধ্যয়নকে উপেক্ষা করার ফলে মুসলিমরা নতুন নতুন সমরাস্ত্র আবিষ্কার ও উন্নয়ন সাধন করতে অসমর্থ হয়। পরিশেষে, তারা তাদের নিন্দাকারীদের কাছ থেকে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। নিজেদেরকে

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষার জন্য কোরআনের দ্বারা নির্দেশিত যোগ্যতা নিজেরা অর্জন করতে না পারায় সম্পূর্ণরূপে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিপদআপদ কিংবা ভয়ভীতির হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে এবাদত বন্দেগী করতে ধর্মীয় শিক্ষকরা গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কিন্তু যা গুরুত্ব দিয়ে বলেন না কোরআনে নির্দেশিত হয়েছে যে আল্লাহ তোমার অবস্থার পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত তুমি সচেষ্ট না হও তোমার নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে। আমাদের চেষ্টা করা উচিত নিজেদেরকে নিজেদেরই সাহায্য করার জন্য।। শুধু এবাদতই আমাদের সহায়ক হবে না যদি আমরা নিজেরা নিজেদের জন্য কিছু না করি।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়া কালে ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি অনুভব করতাম। আমি ইসলামের কিছু শিক্ষা সম্বন্ধে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতাম।

স্পষ্টত বিশ্বাসই ইসলামের অঙ্গ। বিশ্বাসীগণ প্রশ্নাতীত ভাবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী। এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। যা কিছুই আমরা শিখি তার মূল হচ্ছে বিশ্বাস। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আমাকে শেখানো হয়েছিল সব কিছু প্রমাণ সাপেক্ষ। আমি বিজ্ঞানে বারবার যা দেখেছিলাম তা ছিল আমার ধর্মের শিক্ষার বিপরীত।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সব কিছু যুক্তিতর্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সবকিছুই কার্যকারণ সম্পর্কীত। ক্ষুদ্র অরগানিজমের দ্বারা রোগব্যাধির সৃষ্টি হয়। মানব দেহের অকার্যকারীতার ফলেও রোগ হতে পারে। রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য শরীর থেকে রোগের জীবাণু নির্মূল করতে হবে। শরীরের রোগ নির্ণয় করে ওষুধ প্রয়োগ করলে ব্যধি নিরাময় হতে পারে। কিংবা তুমি ব্যর্থও হতে পার আর তা ঘটলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তুমি সাহায্যের জন্য প্রর্থনা করতে পার। আরোগ্য লাভের জন্য তোমাকে কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসা নিতে হবে। যদি রোগী আরোগ্য লাভ করে টিকে থাকতে পারে আল্লাহকে প্রার্থনা করে বা না করে। আমি বিভ্রান্তি ও অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম। আমি কিন্তু বিশ্বাসকেও বাতিল করে দিতে পারছিলাম না। আমি ধর্মকে বাতিল করে দিতে পারলাম না। ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান মান্য করি ইসলামকে বিশ্বাস করেই। আমার ধর্মীয় শিক্ষক আমার ধারণা ও যুক্তির বিরুদ্ধে কড়া ভাবে প্রতিবাদ করলেন। তারা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করাতে চাইলেন। আমি আর যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করলাম না। আমাকে সহজেই বিশ্বাসী হতে হলো। কিন্তু আমার অনুসন্ধানী মন বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলো। আল্লাহর বাণী অবশ্যই যুক্তি সংগত, অবশ্যই কার্যকারণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সব কিছুর অবশ্যই কার্যকারণ আছে। আল্লাহ মানুষের চিন্তা করার যোগ্যতা দান করেছেন।

www.pathagar.com

দীর্ঘকাল যাবত আমি জীবনের অলৌকিকতা সম্বন্ধে কারণ খুঁজতে চেষ্টা করলাম। বিজ্ঞান আমাকে শিখিয়েছিল সব কিছুই শারিরীক ভাবে কাজ করে। আমরা আহার করি, নি:শ্বাস নেই, আমরা আমাদের দেহের বর্জপদার্থ ত্যাগ করি। কিন্তু কেন আমরা বেঁচে থাকি আহার ও শ্বাস:প্রশ্বাস গ্রহণ করি মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষে আমি বায়োলজি, কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্স পড়েছিলাম। জীবনের অলৌকিক বিষয়াদি জেনে ঘোরের মধ্যে পড়েছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে আমার ঘোর কেটে গিয়েছিল এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে বিজ্ঞানও ব্যাখ্যা করতে পারে না "কেন", ব্যাখ্যা করতে পারে না কেমন করে জিনিসগুলো ঘটে।

আমাদের বলা হয়েছিল যে আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং তা আমাদের দেহকে বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের দেহের টিস্যুগুলোর সেলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে। সেলগুলো রক্তের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করে অক্সিডেশন প্রক্রিয়ায় বর্জ হিসাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড আকারে নির্গত হয়। অন্যান্য বর্জগুলো তারপর লান্স, কিডনি কিংবা অন্যান্য অংশ দিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবেই অর্গানিজম, প্রাণী কিংবা মানুষ বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়।

কিন্তু কেন এমনটা ঘটে? উপরে যে প্রক্রিয়ার কথা বর্ণনা করা হলো তাকে বলা যেতে পারে "কেমন" করে দেহ অক্সিজেন গ্রহণ করে দেহাভন্তরে ক্রিয়াদি সম্পন্ননান্তে দেহে বর্জ চালিত করে, এরও কিন্তু কোন উত্তর নেই! "কেন" এ প্রক্রিয়ায় অরগানিজমের জীবন বাঁচিয়ে রাখে।

কেন অক্সিজেন? কেন ক্লোরিন কিংবা অন্যকোন গ্যাস নয়। বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে বলেছে যে ক্লোরিন দেহে বিষক্রিয়া করে। বিজ্ঞান আরো দেখিয়েছে যে ক্লোরিন জীবন্ত অরগানিজমকে মেরে ফেলে। প্রত্যেক বারই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন কোন কিছু এ ধরনের আচরণ করে। যা কিনা একটা "জীবন্ত" কিংবা " মৃত" প্রক্রিয়া চালিত হয়, কেমন ভাবে এ প্রক্রিয়াটা চালিত হয়।

পরিশেষে আমি উপসংহারে উপনীত হতে বাধ্য হই যে একটা শক্তি আছে যা স্থির করে কেন প্রত্যেকটা জিনিস কোন পথে চালিত হবে। বিজ্ঞানীরা একেই "নেচার" নামে অভিহিত করে। নেচার কী? কেন এটা জিনিসগুলোকে একটা পথে চালিত করে?

আমি উপসংহারে পৌঁছি যে নেচারের পাওয়ারকে সনাক্তকরণ প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা বিষয়টা পরিত্যাগ করে যে একটা পাওয়ার আছে যার ফলে বিশ্বে সবকিছুই ঘটে। তারা তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না। এ পাওয়ার সুদৃঢ় হয় ল অব সায়েন্স দ্বারা। আর তারা পরিচালনা করে প্রত্যেকটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর সব কিছুই ইলেক্ট্রোন, প্রোটন এবং অন্যান্য পার্টিকেলস দ্বারা গঠিত। সেগুলো খুবই ক্ষুদ্র, যা চোখে দেখা যায় না। পাওয়ার সৃষ্টি করেছে প্রকান্ড বিশ্বব্রহ্মান্ডকে এবং এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এটোম, ইলেক্ট্রোন,প্রোটন এবং অন্যান্য পার্টিকেলস। পাওয়ার সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পাওয়ার অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা। যদি আমরা বিশ্বাস না করি একজন সৃষ্টিকর্তা আছে তবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না কেন সব কিছু ঘটছে এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে। আমি এটা আবিষ্কার করতে পেরে স্বস্তি পেলাম। আমাদের বিজ্ঞানীরা এখন জীবন " সৃষ্টি" করছে স্টিম সেলের মাধ্যমে ক্লোন করে। তাদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে তারা নতুন জীবন সৃষ্টি না করে কেন ক্লোনের মাধ্যমে এটা করছে। এর উত্তর তারা দিতে পারে না।

পর্যায় ক্রমে প্রথম আমি জানলাম বিজ্ঞানের ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়াকে। আমি আমার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হলাম। আমার বিশ্বাস আগের চেয়ে সুদৃঢ় হলো কারণ এখন আমি জানতে পারলাম আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। আল্লাহ অসীম বিশ্বব্রহ্মান্ডের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। বিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারে না। বিজ্ঞান বিশ্বাসকে অবহেলা করতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে ভয়ের কোন কারণ নেই। বিজ্ঞানের শিক্ষা বিশ্বাসকে ভঙ্গ করে না। সুতরাং মুসলিমদের বিজ্ঞান শিক্ষা না করার কোন কারণ নেই।

আমি এ বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করলাম কারণ মুসলিমরা সায়েন্টিফিক ফিল্ডে জ্ঞানের অভাবেই তারা পশ্চাদপদ হবার কারণ। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটে এটাই সত্য। আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য সব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি।

ইসলামিক সভ্যতায় বিজ্ঞান শিক্ষা অবহেলিত থেকে যায় কারণ তারা মনে করেছিল বিজ্ঞান শিক্ষা ধর্ম নিরপেক্ষ আর ধর্ম ভিত্তিক নয়। এ ধরনের শিক্ষার ফলে মুসলিম সভ্যতা বস্তুতপক্ষে পশ্চাদপদ অবস্থায় থাকার ফলে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিজেদেরকে সুরক্ষার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে না।

আল্লাহর ইচ্ছায়ই এ পশ্চাদপদতা শিক্ষিতজনরা বলে থাকেন। তারা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে। আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ শুধুমাত্র উম্মাহকে সাহায্য করেন যদি তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করে। নিশ্চিতভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই উম্মাহকে সুরক্ষার জন্য মুসলিমদেরকে যোগ্যতা দান করবে।

আমি বুঝতে পারলাম ভাল প্রশাসন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সৈনিক এবং নেতারা মুসলিম সমাজকে পাপ থেকে দূরে রাখতে পারবে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করে। এ সমস্ত লোকেরা যদি সত্যি সত্যি ইসলামের নির্দেশ মান্য করে থাকে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্জ ব্যক্তিকে পূণ্য দান করে। এগুলো দ্বারা ব্যক্তির পূণ্য সঞ্চয় হলেও তা কিন্তু পাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মুসলিম সমাজকে উপকৃত করে। মুসলিমরা ভাল ভাবেই জানে যে ইসলাম কিংবা ইসলামিক সমাজকে রক্ষার জন্য যে সব সৈনিক মৃত্যুবরণ করে তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

আমার কোরআন পঠনপাঠন আমার ব্যক্তিগত জীবনের নির্দেশনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক দেশের নেতা হিসাবে আমি কোরআনের নির্দেশনাকে পাথেয় করে কাজ সমাধা করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। আমি অনুভব করলাম অন্যেরাও কোরআনের আলোকে চললে আমরা উপকৃত হবো।

আমি সাংবিধানিক বিধিবিধানের আরো আরো ব্যাখ্যা দানের জন্য যখন সিদ্ধান্ত নেই তখন আমি মনে রাখলাম যে ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্রিয় ধর্ম। আমি এর দ্বারা এটা বুঝাতে চাইনি যে মালয়েশিয়ার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে মুসলিম হতে হবে। আমরা সবাই চাইলাম মালয়েশিয়ানদেরকে ইসলামিক মূল্যবোধ মেনে চলতে হবে, যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী না তাদেরকেও। আমার প্রধানমন্ত্রীত্বের দ্বিতীয় বছরে আমি ঘোষণা করলাম যে মালয়েশিয়ান সরকার ইসলামী মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হবে।

মালয়েশিয়াতে বসবাসকারী অন্যান্য লোকজনরা বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী হলেও আমি কিন্তু ভাবনায় পরি নি যে ভিন্নতার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। সাধারণত বলতে গেলে উত্তম ইসলামী মূল্যবোধের সাথে পশ্চিমাদের মূল্যবোধের কিছু কিছু ভাল দিক আছে। একারণে মালয়েশিয়ার অন্যধর্মাবলম্বীদের সমস্যায় পড়ার কোন কথা নেই।

এক সময় মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর চাইতে সমৃদ্ধ ছিল। আমি স্পেনের আন্দালুসিয়ার মুসলিম বসতি স্থাপনকারীদের কথা পড়েছিলাম। তারা ইউরোপীয়ানদের চাইতে কৃষিতে উন্নত ছিল। তারা জমিতে সেচ দেবার জন্য পাহাড় থেকে পানি বহন করে আনার উদ্দেশ্যে রাস্তায় সেতু তৈরি করেছিল। তারা নির্মাণ কাজে দক্ষতা সম্পন্ন ছিল। তার নজির এখনো গ্রেনাডার আলহামারাতে রয়েছে। তারা ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ীদের চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করেছিল। তারা ব্যবসায়ীদের জন্য হোটেল তৈরি করে। তারা তাদের উট ও অশ্বের কমপাউন্ড নির্মাণ করেছিল। তাদের মার্কেটগুলোতে স্থায়ী দোকান ছিল।

www.pathagar.com

তারা সমুদ্র পাড়ি, মরুভূমি অতিক্রম করতো আকাশের তারকারাজির দিকদর্শন করে। আরব বণিকেরা বিশাল ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার চীন ও ভারতের বন্দরগুলোতে নৌযান ভিড়িয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও মালামাল বিনিময়ের উদ্দেশ্যে।

তাদের শহর ও নগরী এবং মসজিদগুলোতে তাদের দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধের ছাপ ছিল। তাদের সেনাবাহিনী সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ছিল। তাদের নৌবাহিনীও ছিল চৌকষ।

সব কিছুতেই মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব লেগেছিল। তারা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যথাযথ পালন করতো। তাদের পন্ডিতরা ধর্মীয় বিষয়ে মনোনিবেশ সহকারে পড়াশোনা করতেন। তারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেন। তারা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিষয়াদিতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখেন।

সে সময় বিশ্ব ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাফল্যই এটা করার কারণ।

প্রত্যেকটা সফল রাষ্ট্র বলতে ইসলামিক রাষ্ট্রকেই বুঝাতো। যে রাষ্ট্র ইসলামের শিক্ষাকে উপেক্ষা করবে সে রাষ্ট্র অইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

১৯৯৬ সালে অমুসলিম পলিটিক্যাল মিটিংয়ে আমি আমার বক্তৃতায় ঘোষণা করলাম যে মালয়েশিয়া একটা ইসলামিক দেশ। অমুসলিমরা কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করলো না। কারণ তারা জানতো মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাই সরকার গঠন করে সুন্দর ভাবে দেশ পরিচালনা করে আসছে।

কোরআনে বলা হয়েছে ইসলামিক সমাজের কথা, ইসলামিক রাষ্ট্রের কথা নয়। কোরআনে শাস্তির উপর জোর দেওয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে মুসলিমরা ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। কোরআনের *সূরা আল মায়িদা* এর ৪৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে অত:পর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই অত্যাচারী।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩৭

বেসরকারীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ

যখন সোসালিজম ও কম্যুনিজম এর জয়জয়কার চলছিল তখন ন্যাশনালিজম লোককথা হিসাবে বিবেচিত হতো। জাতীয় উন্নয়নের জন্য এটা ছিল একটা আদর্শ ব্যবস্থাপত্র- এটা বিশ্বাস করা হতো যে যদি রাষ্ট্রকে উৎপাদনের মালিক হতে হয় তবে উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত সমস্ত লাভ সরকারই পাবে। মধ্য স্বত্বভোগী কিংবা স্বার্থপর বেসরকারীদের সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত করতে হবে। লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে শ্রমিকদের সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। ফলে এ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সমান ভাগে সব নাগরিকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কয়েকটি কারণের জন্য এ প্রস্তাবটা পেন্ডুলামের এদিকে ওদিকে দুলতে থাকে। বেসরকারীকরণ ও বিকেন্দ্রীয়করণ করার বিষয়টা আর গুরুত্ব সহকারে একবার বিবেচনা করার জন্য রেখে দেওয়া হলো।

মালয়েশিয়ার কয়েকটি সরকারি মালিকানাধীন ব্যবসা ছিল। কিন্তু সেগুলো ভাল ব্যবসা করতে পারছিল না। সুতরাং এ সব ব্যবসা প্রাইভেট কর্পোরেশনের মাধ্যমে চালাতে আমরা চিন্তা করতে শুরু করলাম। প্রাইভেট ও স্টেট এন্টারপ্রাইজে পার্থক্য ছিল প্রোফিট প্রাসংগিক। অন্যদিকে জাতীয়করণকৃত ব্যবসাবাণিজ্যের প্রোফিট সরাসরি সরকারের ঘরে যেত। প্রাইভেট সেক্টরে ট্যাক্স কেটে নেবার পর প্রোফিট মালিক কিংবা শেয়ার হোল্ডারের হাতে চলে যায়। প্রোফিট থেকে ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীরা তাদের বেতনাদি পায়। প্রোফিটের উপর তাদের ইনসেন্টিভ প্রাপ্তি নির্ভর করে বলে শ্রমিক ও ম্যানেজার বেশি বেশি পরিশ্রম করে থাকে। এর ফলে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের বেশি অগ্রগতি ও লাভ অর্জিত হয়।

মালয়েশিয়াতে ওই সময় বেসরকারীকরণের কোন মডেল অনুসরণ করার মত অবস্থা ছিল না। ফলে আমাদেরকে নিজেদের পন্থা অনুযায়ীই চলতে হয়। সরকারি শ্রমিকদের নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা ছিল। শ্রমিকরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে না এটা নিশ্চিতকরণটাই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বেসরকারীকরণের পর তারা কোন অবস্থাতেই সরকারের কাছ থেকে বেতন আর ভাতা পাবে না। একারণে আমরা বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছিলাম।

প্রথমত, কর্মীরা ইচ্ছে করলে সরকারি স্যালারী স্কিমে অপশন দিতে পারবে। সরকারি স্কিমের সংস্কার করা হবে উপরের দিকে। তারা কোনক্রমেই সরকারি কর্মী না থেকেও সরকারের রিভাইজড বেতন পাবে। যদি তারা কোম্পানীর পে স্কিম গ্রহণ করে তবে কোম্পানী ভাল প্রোফিট করতে পারলে তারা বোনাস ভোগ

www.pathagar.com

করতে পারবে। তারা কোম্পানীর সংশোধিত বেতনও পাবে। যাহোক, তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন স্কিম এর অধীনে তারা যাবে। যদি তারা বেসরকারী সংস্থায় যেতে না চায় তবে অন্যকোন চাকরী না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সরকারের সাথেই থাকতে হবে। তারা ইচ্ছে করলে ভলেন্টারী স্কিমের আওতায় একটা থোক বেতন নিয়ে চাকুরী ছেড়ে যেতে পারবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ কেউ সরকারের সুপারভিসোরি ওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে।

আমরা প্রথমে আমাদের টেলিকম ডিপার্টমেন্টকে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নিলাম। ডিপার্টমেন্টের সেবা সন্তোষজনক ছিল না। একটা টেলিফোন নিতে হলে আবেদনকারীকে দু'বছর অপেক্ষা করতে হতো। ওখানে দুর্নীতির অভিযোগেরও সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল। সরকার প্রায় আরএস ১২০০ মিলিয়ন অর্থ বছরে বরাদ্দ দিতো। ডিপার্টমেন্টের সমৃদ্ধির জন্য সরকার আরো বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। সরকার কিন্তু টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ থেকে আসলে কোন লাভ পায় নি।

প্রথম পদক্ষেপে, ডিপার্টমেন্ট ১৯৮৭ সালে সিয়ারিকাত টেলিকম মালয়েশিয়া বেরহাদ (**এসটিএসবি**) নামে একটা কর্পোরেশনে পরিণত হলো। এটাই ছিল মালয়েশিয়ার প্রথম বেসরকারী সংস্থা। এর অ্যাসেট, ইনস্টল ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্টকে একটা নমিন্যাল মূল্য ধরে কর্পোরেশনে হস্তান্তর করা হলো। বরাদ্দকৃত ক্যাপিটাল আরএম১ অর্থ শেয়ারে বিভক্ত করা হলো। যদিও ৭০ পার্সেন্ট শেয়ার সরকারের হাতেই থাকলো।

প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবে সার্ভিসের উন্নতি হলো। এক বছরে কোম্পানী আরএম৩০০ মিলিয়ন এ উন্নতি হলো। লভ্যাংশ থেকে সরকার শুধুমাত্র লাভবানই হলো না। পুরানো টেলিকম কোম্পানীকে আরএম২০০ মিলিয়ন বরাদ্দও দিল। সরকার অবশ্যই টেলিকম কোম্পানীকে আগে প্রদান করা বেতনাদি সেভ করতে পারলো। নতুন টেলিকমুনিকেশন টেকনোলজি এক সময় ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিল কী করতে হবে। আজকের দিনে টেলিকমুনিকেশন ব্যবসাতে লাভজনক অর্থ আয়ের উৎস হিসাবে বিবেচিত। পরবর্তীতে সেলুলার ফোন জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। পরিশেষে এ সেক্টর লাভের মুখ দেখলো।

পরবর্তীতে আমরা রোড সিস্টেমের উপর মনোযোগ দিলাম। রোডগুলোকে উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। পুরনো রাস্তাগুলোকে এক্সপ্রেসিভ রোডে উন্নীত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হলো। যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরু আর দু'লেন বিশিষ্ট রাস্তা দিয়ে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছিল। আমরা বিশ্বাস করলাম যে ভাল রাস্তা তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তা করতে পারলে আমাদের দেশের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায়

www.pathagar.com

হাইওয়ে তৈরির কাজ ধীর গতিতে চলছিল এবং অনেক বছর লেগে যাচ্ছিল। দেশের উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছিল।

তখন টোল আদায় সম্পর্কে মালয়েশিয়ানদের কোন ধারণা ছিল না। আগের দিনে পূর্ব উপকূলে ভ্রমণ করতে হলে ফেরিতে অনেকগুলো নদী পার হতে হতো। প্রত্যেকটি যানবাহনের জন্য অর্থ আদায় করা হতো। লোকজন তা প্রদান করতে অনীহা প্রদর্শন করতো না। পেরাকে একটা ব্রীজ ছিল সেখানে টোল আদায় করা হতো। কেলাঙতান নদীর কোতা বারুতে ১৯৬০ সালে ব্রীজ তৈরি করা হলে তা পারাপারের জন্য **পিএএস** টোল আদায়ের ব্যবস্থা করে। এ থেকে বোঝা যায় আসলে মালয়েশিয়ায় টোল আদায়ের অভিজ্ঞতা ছিল।

মোটরচালকরা টোল দিতে পছন্দ করতো না। আমার বিশ্বাস জন্মালো তারা তাদের গাড়ি চালানোর জন্য ভাল রাস্তা চায়। যদি সরকার একটা রাস্তা তৈরি করে তবে গাড়ির মালিকরা খরচ বাবদ ট্যাক্স দিতে চাইবে না। তাদের কাছ থেকে এভাবে ট্যাক্স আদায় করা ন্যায় সংগত হবে না, কারণ মোটরচালকদের সংখ্যাগরিষ্ঠরাই নতুন তৈরি ওই হাইওয়ে ব্যবহার করে না। আমাদের শহর ও নগরীর সে সব রাস্তাগুলোয় দিনে বহুবার গাড়ি চলাচল করে সেগুলো সংস্কারের মাধ্যমে উন্নত করার প্রয়োজনও দেখা দিল।। সে সব রাস্তায় টোল আদায় করা সম্ভব নয়। সরকার শহর, নগর ও শহরতলিতে টোল ফ্রি রাস্তা করেছে। আমার মনে হলো এ সব রাস্তার ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীদের সামান্য অর্থ প্রদান করা উচিত। আমি অনুভব করলাম চওড়া ছয় লেন ডিভাইডার বিশিষ্ট হাইওয়ের ক্ষেত্রে এটা করা যেতে পারে। তারা ইচ্ছে করলে এ সব রাস্তা ব্যবহার না করে ট্যাক্স ফ্রি পুরনো রাস্তাও ব্যবহার করতে পারে।

ক্যাবিনেট রাজি হলো যে নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়েতে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু কয়েকজন কন্ট্রাক্টর নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আগ্রহ দেখালো। বস্তুতপক্ষে একদল মালয়ী কন্ট্রাক্টর নতুন এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করে সেগুলো অপারেট করতে চাইলো। তারা জানালো এ ব্যবস্থা নিলে লাভজনক হবে। যদি সরকার টোলের রেট ধার্য করে দেয় তবে এ ধরনের প্রোজেক্ট ফলপ্রসূ হবে। সরকার ভয় পেল এটা ভেবে টোল রেট বেশি হলে মোটর চালক ও মালিকদের কাছ থেকে প্রতিবাদ দেখা দিতে পারে। তার ফলে সরকার জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় থাকবে না। আমরা তাদেরকে বললাম যে আমরা লো টোল রেট ধার্য করতে পারি। আমরা তাদের বোঝালাম এতে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। আমরা তাদেরকে নতুন রাস্তা অপারেট করতে দিতে রাজি হলাম। সরকারকেই রাস্তা তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করে দিতে হবে। হাইওয়ে কোম্পানীকে সহজ সুদে লোন দেবার ব্যবস্থাও করা হলো। লো টোল রেট ধার্য করা হলেও হাইওয়ে কোম্পানী লাভবান হবে।

www.pathagar.com

কোম্পানীগুলোকে কোন প্রকার ভতুর্কি দেবার ব্যবস্থা রাখা হলো না। ভতুর্কি প্রদান করলে টোলের পরিমাণ বেশি হবে। যদি টোলের রেট বেশি হয় তবে মোটর চালকরা এ সব হাইওয়ে ব্যবহার করবে না, ফলে কোম্পানীর লোকশান হবে। এ জন্য ভর্তুকি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি এ সব রাস্তা তৈরি করা হয় তাহলেও কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি প্রোজেক্টে ব্যয় বেশি হয় তবে সরকার অতিরিক্ত আয়ের জন্য কিছু শেয়ার নেবে।

১৯৮৮ সালে নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শুরু হয়, আর কাজ শেষ হয় ১৯৯৫ সালে। সিডিউল অনুযায়ী ১৫ মাস আগেই কাজ সম্পন্ন হয়। এখন থাইল্যান্ড থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এ রাস্তা ৭৭২ কি.মি দীর্ঘ। আসলেই নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়ে একটা সাফল্য বয়ে আনলো। ১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে কোম্পানীর আয়ে ঘাটতি দেখা দিলে সরকার কোম্পানীর দায়দয়িত্ব গ্রহণ করে। এখন আবার তা লাভজনক হয়ে উঠেছে।

নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়ে লাভবান হওয়ায় প্রাইভেট সেক্টর থেকে আরো কোম্পানী এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করতে এগিয়ে আসে। বর্তমানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে মালয়েশিয়া সবচেয়ে ভাল রোড সিস্টেমের অধিকারী। সরকার শহরতলি ও গ্রাম্য এলাকার রাস্তা নির্মানেও এগিয়ে আসে। এখন মালয়েশিয়ায় সারাদেশ ব্যাপী পাকা রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত। নগরী ও শহরগুলোতে এলিভেটেড হাইওয়ে তৈরি করার ফলে জনসাধারণের যাতায়াতের পথ সুগম হয়েছে। শহরতলিতেও আমরা এখন টোল প্রদেয় রাস্তা তৈরি করেছি। ওই সব রাস্তায় যৎসামান্য টোল আদায় করা হয়। মোটর গাড়ির মালিকরা জ্বালানীর জন্য যেমন অর্থ দেয় সেভাবে টোল দিয়ে থাকে।

বেসরকারীকরণের নীতিমালা গৃহীত হলো। সরকার বেসরকারীকরণের সব রকমের সুযোগসুবিধা পর্যালোচনা করে দেখেই সরকারি সেক্টর থেকে প্রাইভেট সেক্টরে স্থানান্তরে সম্ভাবনা যাচাই করে দেখলো। পাওয়ার জেনারেশন এন্ড সাপ্লাই, ওয়াটার সাপ্লাই, পোস্ট অফিস, জাতীয় এয়ার লাইনস, অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্যান্য বহু সরকারি কোম্পানীকে বেসরকারীকরণ করা হলো। কতকগুলো সংস্থাকে আংশিকভাবে বেসরকারীকরণ করা হলো। অন্যদিকে অন্যগুলোকে ইনস্টিটিউট জানতুঙ নেগারা (**আইজেএন**) কিংবা ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউট এর মত কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হলো। কয়েকটা সরকারি মালিকাধীন কোম্পানী সরকারিই থাকলো। এগুলোর মধ্যে বৃহত্তম পেট্রোনাস কোম্পানী ছিল ব্যতিক্রমী। ১০০ পার্সেন্ট শেয়ার সরকারের হাতে থাকায় সরকার এ কোম্পানী পরিচালনা করে লাভবান হয়। কতকগুলো কোম্পানী ১৯৯৭ সালে আর্থিক সংকটের সময়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ব্যাপকভাবে কোম্পানীগুলোকে বেসরকারীকরণের ফলে মালয়েশিয়ার উন্নয়ন তরান্বিত হয়। কোম্পানীগুলো সরকারের মালিকানায়

www.pathagar.com

থাকাকালে বন্দরগুলো দিয়ে মাত্র কয়েক শত হাজার কন্টেনার বিদেশে রপ্তানী করা হতো। কোম্পানীগুলোকে বেসরকারীকরণের পর বর্তমানে চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন কন্টেনার প্রতি বছর বন্দরগুলো দিয়ে বিদেশে যায়। আগে বন্দরগুলো দেনাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্দর কর্তৃপক্ষ সে সব দেনা পরিশোধ করে দিতে সমর্থ হয়। আমরা সরকারি অ্যাসেট প্রাভেটাইজড কোম্পানীর কাছে বাজার মূল্যে হস্তান্তর করলাম।

লোকজনদের মধ্যে অনেকেই ভাবলো বেসরকারীকরণ হচ্ছে ধনতন্ত্রের আর একটা রূপ। আমরা কিন্তু বেসরকারীকরণের দিকে যাবার কারণে জাতীয়করণের ফলে আমাদেরকে বারবার ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছিল। এমন কি কম্যুনিস্ট দেশগুলো অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে উত্তরণের ফলে তাদের সংস্থাগুলোকেও বেসরকারীকরণের আওতায় আনা হয়। ইনসেন্টিভ না দেবার ফলে জাতীয়করণকৃত কোম্পানীতে ভাল কাজ হয় না। আমলাতন্ত্রও জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানে কাজকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা দান করে। লাভের অভিপ্রায় না থাকায় সেবাদান করে বড় ধরনের লাভের জন্য কোন প্রকার অতিরিক্ত কাজ করতে কর্মীরা প্রবৃত্ত হয় না। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত লাভলোকশানের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে কর্মীরা উৎসাহীও হয় না। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে। সরকার কোম্পানীকে চালু রাখার জন্য ভর্তুকিও দিয়ে থাকে। সরকার বারবার বাৎসরিক বাজেটে সরকারি কোম্পানীগুলোতে বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

বেসরকারীকরণ সাফল্যের গ্যারান্টি না দিলেও কিন্তু অল্প খরচে সাধারণত ভাল সেবা দান করে। কোম্পানীকে চালু রাখার জন্য সরকার বিপুল খরচ বহনের হাত থেকে মুক্তি পায়। সরকারি কোম্পানীর সরকারি স্টাফ হ্রাস পায় এবং স্টাফের খরচ বাবদ বেতন, মজুরী ও ভাতাও হ্রাস পায়। প্রায়ই সরকার দ্রুততার সঙ্গে কোম্পানীর লাভ এবং তার অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আর্থিক সমর্থনকে পুনোরুদ্ধার করে। আদর্শগত কারণে বেসরকারীকরণকে বাতিল করে দেওয়া বোকামীই হবে।

বেসরকারীকরণ সম্বন্ধে আর একটা সমালোচনা করা হয়ে থাকে যে এর ফলে সরকার স্বজনপোষণ করে উপকৃত হয়। এ অভিযোগ সহজভাবে ভুল প্রমাণিত করা কষ্টকর কারণ যে কেউ কোন প্রাইভেট প্রোজেক্ট বেসরকারীকরণের আওতায় গ্রহণ করা মাত্র তাৎক্ষণিক ভাবে সরকারের স্বজনতোষণ নীতি চলতে থাকে। যদি প্রত্যেকটা বেসরকারীকরণের পিছনে স্বজনপোষণ চলতে থাকে তবে বেসরকারীকরণ বাতিল করা যেতে পারে। বেসরকারীকরণ ছাড়া কিন্তু সরকার সব রকমের সেবাদান করতে পারে না এবং দ্রততার সঙ্গে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে

www.pathagar.com

পারে না। আমরা সহজে অর্থ উপার্জন করতে পারি না এবং ধারকর্জের ও একটা সীমা ও সমস্যা আছে। পরিশেষে বলা যায় বেসরকারীকরণই হচ্ছে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পন্থা।

যাহোক, বড় ধরনের বেসরকারীকরণকৃত প্রোজেক্ট প্রত্যেকের জন্য নয়- এটা অবশ্যই সেই সব লোকজনের জন্য যারা যোগ্যতার বলে সাফল্যে পৌঁছাতে পারবে। **এনইপি** এর প্রয়োজন অলাভজনক কোম্পানীগুলোর সংখ্যা হ্রাস করা। এ ক্ষেত্রে মনে হয় একটা ওপেন টেন্ডারই সঠিক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। টেন্ডারের মাধ্যমে সঠিক বিডারকে বেছে নেওয়া কষ্টকর ব্যাপার। টেন্ডার জিতবার জন্য বিডারদেরকে আন্ডারকোট মূল্যে টেন্ডার দাখিল করার প্রবণতা দেখা যায়। যদি লোয়েস্ট বিডারকে প্রোজেক্ট দেওয়া না হয় তবে হৈচৈ পড়ে যায়। তখন তা দখল করার জন্য অসদুপায় গ্রহণ ও দুর্নীতির আশ্রয় নেবার প্রবণতাও দৃষ্ট হয়। পরিশেষে, সরকারি সিদ্ধান্তই শেষ আশাভরসা হয়ে দাঁড়ায়। তখন একটাই পথ থাকে এমন লোকদের খুঁজে বের করা, যারা প্রোজেক্টকে অর্থবহ করে সফল হতে পারে এবং তারাই কোম্পানীর বোঝা থেকে সরকারকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। এর দ্বারা ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হয়। কন্ট্রাক্ট থেকে কন্ট্রাক্টর একটা গ্রহণযোগ্য লাভ পায়। আমরা সমঝোতামূলক টেন্ডার বিধিমালা প্রবর্তন করলাম। এ বিধিমালায় কয়েকটা কোম্পানীকে টেন্ডার জমা দিতে বলা হলো। তাদের মাঝ থেকে প্রিডিটারমাইন্ড ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কস্ট হ্রাস করে সমঝোতার মাধ্যমে টেন্ডার নিষ্পত্তি করা হবে। একবার একজন বিডার ভাল বিড দিলেও তাকে অন্য প্রোজেক্ট দেওয়া সম্ভব হয় না। টেন্ডারগুলো নিয়ে আরো সমস্যায় পড়তে হয়- একজন বিডারই টেন্ডার জমা দেয় না, আরো তিন কিংবা চার জন বিডার টেন্ডার জমা দেয়। টেন্ডারের সমস্যা মোকাবিলা করতে হিমশিম খেতে হয়।

আমার সন্দেহ হয় যে বিদেশী সমালোচকরা মালয়েশিয়ার বেসরকারীকরণ সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছে। বেসরকারীকরণে অংশগ্রহণ করে কোম্পানীর মলিকানা লাভের জন্য আমরা বিদেশী কর্পোরেশনকে নিলাম ডাকার আহ্বান করি।

তর্কবিতর্ক বা সমালোচনা যাই ঘটুক না কেন, কোন সন্দেহ নেই বেসরকারীকরণ ছাড়া মালয়েশিয়ার তাড়াতাড়ি উন্নতি করা সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়নের জন্য এটা একান্তই প্রয়োজন। ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের দেশটি একটা গরীব দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। এখন সে দেশটি বিশ্বের ১৭তম বৃহত্তম ট্রেডিং নেশন হিসাবে পরিচিত। দেশটির ম্যানুফ্যাকচারিং গুডস এর মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৮২ পার্সেন্ট, যার মূল্য ইউএসডি ১০০ বিলিয়ন। মালয়েশিয়ার অবকাঠামো উন্নত দেশগুলোর সাথে তুলনীয়। মালয়েশিয়াতে প্রথম শ্রেণীর হাইওয়েগুলো সারাদেশে জালের মত ছড়ানো। বিদ্যুতায়ন ও পানি সরবরাহ অতি উন্নত।

www.pathagar.com

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর নতুন করে বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠে। ওই সব সমালোচনার মধ্যে রাজনৈতিক অনুষঙ্গও ছিল। স্থানীয় একটা খবরের কাগজে একটা আর্টিকেলে ঘোষণা করা হয় যে ন্যাশনাল পাওয়ার অথরিটির সাবেক প্রধান পাওয়ার জেনারেশনকে বেসরকারীকরণের বিপক্ষে ছিলেন। ওই লোকটাই ছিল বিদ্যুৎ বিভাগের প্রধান হিসাবে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে। আর সে সময়ই সারা মালয়েশিয়া ব্লাকআউটের ফলে ভোগান্তির শিকার হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো উৎপাদন বন্ধ থাকায় লক্ষ লক্ষ রিঙ্গীট অর্থ ক্ষতি সাধিত হয়। ইন্ডাস্ট্রিগুলো সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করে। বিদ্যুতের চরম ঘাটতির কারণে সরকার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রোডিউসার (**আইপিপি**) প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে **আইপিপি** এর সাথে সরকারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের চুক্তি ফলপ্রসূ হয় না। তারা **ইউএস** মডেলের টেক অব পে ক্লজ অনুসরণ করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের দ্বারা ন্যাশনাল পাওয়ার কোম্পানীর কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে তা সরবরাহ করে। এতে **আইপিপি** প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আমরা পুনরায় তাদের সাথে চুক্তি করতে চাই। কিন্তু **আইপিপি** কোম্পানী আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। ফলে **আইপিপি** এ এগ্রিমেন্ট না মানার ফলে তা ভেঙ্গে যায়।

মাঝে মধ্যে প্রাইভেট সেক্টর নতুন প্রোজেক্টের প্রস্তাব রাখে। আমরা খোলা মনে তাদের প্রস্তাব অনুমোদন করি। তাদের প্রোজেক্টের মধ্যে অন্যতম ছিল **ইআরএল**, বা এক্সপ্রেস রেল লিঙ্ক যা নতুন সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন থেকে নতুন কুয়ালা লামপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। মালয়েশিয়ার ওল্ড রেলওয়ে সিস্টেমে একটা মিটার গেজ লাইন ছিল। **ইআরএল** ওটাকে ব্রডগেজে রূপান্তর করার প্রস্তাব করে। বাই রোডে সিটি সেন্টার থেকে এয়ার পোর্টের দূরত্ব ৫০ কি.মি.। এ পথ পাড়ি দিতে বেশ সময় লাগতো। এ রেল রোডকে ব্রডগেজে রূপান্তর করে ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ফলে কুয়ালা লামপুরের সেন্ট্রাল স্টেশন বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

সরকার কমপ্লেক্সে প্রাইভেটাইজেশন প্রোসেজের মাধ্যমে **এনইপি** কে সম্পৃক্ত করে। বেসরকারীকরণের আওতায় বুমিপুতেরা ব্যবসায়ীদেরকে দ্রুত বড় বড় ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা করে। বেসরকারীকরণের ফলে নন বুমিপুতেরাদের কোম্পানীগুলোও ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করে। **এনইপি** টার্গেট বাস্তবায়ন করার জন্য বেসরকারীকরণের ফলে বুমিপুতেরা লাভবান হয়। কিন্তু অনেক অনেক সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও বুমিপুতেরা কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত সমালোচনা ধোপে টেকে না। তারা উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করতেই থাকে।

www.pathagar.com

বিশেষ ভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে বড়মাপের প্রোজেক্ট বুমিপুতেরা নন বুমিপুতেরাদের সাব কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছিল। অন্যদিকে যখন নন বুমিপুতেরাদেরকে প্রোজেক্ট বরাদ্দ করা হচ্ছিল তখন বুমিপুতেরা কিন্তু উপকৃত হচ্ছিল না। প্রোজেক্ট এর কোন শেয়ার না দেওয়ার ফলে বুমিপুতেরা কোন সাব কন্ট্রাক্ট লাভ করতে পারছিল না।

এখানে আমার যুক্তিটা হচ্ছে বেসরকারীকরণটা মালয়ীদের উদ্দেশ্যে হলেও নন বুমিপুতেরা তাদের কাছ থেকে সাব কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করে লাভের মুখ দেখে। সমালোচকরা প্রশ্ন তোলে এ অবস্থায় নন বুমিপুতেরা আসলে বেশি লাভবান হচ্ছে।

রাজনৈতিক স্বজনপোষণ মাঝেমধ্যে ব্যক্তিস্তরে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল- প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে **ইউএমএনও**র বিরুদ্ধেও কথা উঠে। প্রায়ই অভিযোগ আনা হতো যে কোম্পানীগুলোকে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে **ইউএমএনও** এবং সরকারের কোয়ালিশন পার্টির সাথে সংযোজন স্থাপন করে। প্রথম দিকে **ইউএমএনও** এর কার্যক্রম চালানোর জন্য ফান্ডের প্রয়োজন ছিল এবং কতগুলো কোম্পানীকে নোমিনী হিসাবে পাবারও দরকার ছিল বিনিয়োগ ও কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে যাতে তারা পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এ সব বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তি খুব একটা ভাল ছিল না। সচেতনার অভাবে বারবার পার্টি প্রমাণ করতে পারছিল না যে শেয়ার কিংবা কোম্পানী বা জমির মালিক **ইউএমএনও** হতে পারছিল। যখনই নোমিনীরা মারা যেত তখনই তাদের সন্তানরা **ইউএমএনও** এর দাবী স্বীকার না করে প্রত্যাখান করতো। এ সব ঘটনা অনেক আগে ঘটতো। নির্বাচনের জন্য **ইউএমএনও** কে প্রায়ই অর্থ ডোনেট করে কোম্পানীকে বেসরকারীকরণের আওতায় আসতে হতো। একমাত্র তাদেরকেই ডোনেট করতে হতো না। বহু কোম্পানী নির্বাচনের সময় পার্টিকে ডোনেশন হিসাবে অর্থ প্রদান করতো। তারা আমাদেরকে বলে যে তারা বিরোধী পার্টিকেও ডোনেশন দিতো। রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কোম্পানীকে তার সুনাম বজায় রাখার জন্য এ সব করা লাগতো।

কিন্তু **ইউএমএনও** সাথে যোগাযোগ রাখা ছাড়া ওই সব ব্যবসায়ীদের কিছুই করার ছিল না। অনেকেই **ইউএমএনও**র নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতো ব্যবসার ভাল পরিবেশ ও তাদের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগসুবিধা পাবার লক্ষ্যে। মালয়েশিয়ানদের জন্য এটা একটা চমৎকার ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই রাজনৈতিকদলকে ডোনেশন দেবার প্রথা চালু ছিল। আমার বিশ্বাস ইউনাইটেড স্টেটস ব্রিটেন এবং অন্যান্য উন্নত দেশের রাজনৈতিক পার্টিগুলোও বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থনৈতিক তহবিল গঠনের জন্য সমর্থন লাভ করে থাকে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে, আর সে জন্যই তারা ফান্ডের অর্থ বাড়ায়। আমরা শুনেছি ব্রিটেনের নিউ লেবার গভর্নমেন্ট এমনটা করে থাকে। সম্ভবত কনজারভেটিব পার্টিও একই রকম কাজ করে থাকে। ইউনাইটেড স্টেটসে ডোনাররা রাষ্ট্রদূতের পদ পায়। কন্ট্রাক্টররা জানে যে তাদের একমাত্র খরিদ্দার হচ্ছে সরকার। তাদের লবি খুই শক্তিশালী। একজন ভেবে অবাক হবেন "কে" স্ট্রিট এবং ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিল লবিস্টরা যদি তাদের মক্কেলদের জন্য লবিং করার জন্য প্রতিনিধিত্ব না করে তবে? একজন অনুমান করতে পারে যে বিশাল লবিং ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বের বাকী অংশের দেশের রাজনৈতিক নেতারা গণতন্ত্রচর্চা কিংবা পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ সরকার পরিচালনা করুক আর না করুক সেটা তাদের বিষয় নয়। পার্টির সাথে সম্পৃক্ত কোম্পানীগুলোকে আনুকূল্য দেখানোর জন্য মালয়েশিয়ার সরকার নিন্দার পাত্র হয়। আমরা বিশ্বাস করি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবসায়। এটা কোন প্রকারের খারাপ কাজ নয়, বিশেষ করে যখন জনগণের উন্নত জীবনমানের নিশ্চয়তা দেবার প্রশ্ন উঠে। আমরা এ বিশ্বাসের কারণেই মালয়েশিয়াতে ইনকর্পোরেট কনসেপ্ট গ্রহণ করি। আমরা এটা গ্রহণ করি জাতীয় কোম্পানীগুলোর সাফল্য লাভের খাতিরে কোম্পানীর লাভের ২৮ পার্সেন্ট কর্পোরেট ট্যাক্স হিসাবে সরকারের ঘরে আসে। আমরা প্রত্যাশা করি কোম্পানীগুলো তাদের ব্যবসার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করুক, আর তার ফলে আমাদের ট্যাক্স রেভিন্যু পুনরায় বৃদ্ধি হোক।

বেসরকারীকরণের ফলে কোম্পানীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা গড়ে উঠে আর যখনই তা ভাল আদর্শে চালিত হয় তখনই কোম্পানীগুলো ভাল লাভ করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে মাত্রারিক্ত প্রতিযোগিতার ফলে কোম্পানীগুলোতে ব্যর্থতা নেমে আসে। ক্লায়েন্ট ও মার্কেট শেয়ার আকর্ষণ করার জন্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যদি মূল্য বেশই কম হয় তবে কোম্পানীগুলো যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করতে পারে না। যে সব কোম্পানী অসফল হয় তাদের নিয়ে নানাভাবে আমাদের সমস্যার সৃষ্টি হয়। ব্যর্থ কোম্পানীগুলো থেকে সরকার ট্যাক্স সংগ্রহ করতে পারে না। কোম্পানীগুলোতেও সমস্যা লেগেই থাকে।

যদি কোন কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে পড়ে, তবে অন্যদেরকেও টেনে নামানোর প্রবণতা দেখা দেয়। ওয়ার্কাররা চাকুরী হারায় সাব-কন্ট্রাক্টররাও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। লোন অনাদায়ী খাতে চলে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোও ক্ষতির মুখোমুখি হয়। এটা উপলব্ধি করা কষ্টকর যে, একটা দেউলিয়া কোম্পানী কম্যুনিটি ও দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপর কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। বিপুল সংখ্যক কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে পড়লে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়, তার খারাপ প্রতিক্রিয়া

www.pathagar.com

পড়ে প্রত্যেকের উপর, এমন কি জাতির উপরও। যদি ওটাকে বাদ দেওয়া হয় কিংবা যদি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় তবে কোনই কারণ থাকে না দেউলিয়াত্ব ঘুচানো উদ্যোগী কোম্পানীকে কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দিতে। আমরা এখন ইউনাইটেড স্টেটস এর অর্থনীতিতে ওখানকার কোম্পানীগুলোর দেউলিয়াত্বের প্রতিফলন লক্ষ্য করে থাকি।

কোম্পানীগুলোকে জামিন দিয়ে চাঙ্গা করার অভিযোগ মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে উঠেছে, দেউলিয়াত্বপ্রাপ্ত কোম্পানীগুলোকে আবার লাভজনক কোম্পানীতে পরিণত করার জন্য সরকার চেষ্টা চালিয়েছে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ট্যাক্সপ্রাপ্তির স্বার্থের সাপেক্ষে। যদি ওই সব কোম্পানীকে চাঙ্গা করানোর জন্য সরকার পদক্ষেপ না নিত, তবে ওই কোম্পানীগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে যেত। এর প্রতিক্রিয়া অন্যান্য কোম্পানীর উপর পড়তো এবং ফলে অর্থনীতি বিকল হয়ে যেত। একবার কোম্পানীগুলো টিকিয়ে রাখা হয়েছিল প্রতিযোগিতা হ্রাস করে। এর ফলে আরো লাভ করা যেত। কোম্পানীগুলো বন্ধ হয়ে গেলে তারা তা থেকে উত্তরণের জন্য কী করতে পারে!

সার্বিকভাবে কোম্পানীগুলো দেউলিয়া হবার ফলে প্রচুর সংখ্যক কর্মী, তাদের পরিবার, কম্যুনিটি ও সরকারের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সরকারগুলো এ অবস্থায় ব্যর্থ কোম্পানীগুলোকে আর্থিক সহায়তা দান করে ওই সব কোম্পানীগুলোর খারাপ অবস্থাকে পুনরুদ্ধার করে।

ব্যর্থ কোম্পানীগুলো সম্পর্কে মালয়েশিয়ার আর্থিক সহায়তা দেওয়া সম্বন্ধে সমালোচকরা সমর্থন জানাতে ইতস্তত করে না, যদি তাদের নিজেদের কোম্পানী এ অবস্থায় পড়ে। ১৯৯৮ সালে **ইউএস** এতে লং টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর (**এলটিসিএম**) কথা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। তারা বিপুল পরিমাণের ব্যাংক লোন ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। কোম্পানীটিকে দেউলিয়াত্ব কাটিয়ে উঠবার জন্য ধনী ব্যাঙ্কাররা **এলটিসিএম** এ বিনিয়োগ করে। এমনকি সরকার **এলটিসিএম** কোম্পানীকে চাঙ্গা করার জন্য ব্যাংকগুলোকে চাপ দেবার জন্য আবেদন করে।

ফ্যানি ম্যায়ি ও ফ্রেডিডই মর্টগেজ কোম্পানীর মত **ইউএস** কোম্পানীগুলোকে রক্ষা করার জন্য ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে জর্জ ডবলু বুশের প্রশাসন ইউএসডি ৭০০ বিলিয়ন ফাইনানশিয়াল প্যাকেজ কংগ্রেসের অনুমোদনের জন্য পাঠায়। মালয়েশিয়া ও তার সরকার ওদের মত বড় নয়। আমরা আমাদের ২২ মিলিয়ন লোকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমাদের ২ মিলিয়ন লোক আমাদের শিল্পাঞ্চলে কাজ পাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

বেসরকারীকরণ একটা অনুপযুক্ত সাফল্য হতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারীকরণকৃত কোম্পানীকে পুনরায় সরকারিকরণ করে থাকে। আর বড় ধরনের বেসরকারীকরণ থেকে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ঘটে। বাজেট বরাদ্দে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে। ফলশ্রুতিতে ট্যাক্স ও লভ্যাংশ থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

অপরপক্ষে, বেসকারীকরণের ফলে প্রাইভেট সেক্টর উদ্দীপনা লাভ করে, ফলে তাদের কোম্পানীগুলোর প্রবৃদ্ধি ঘটে। তাদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নত হয়। এ ধরনের কোম্পানীগুলো বিদেশে বড় বড় কোম্পানী গড়ে তোলে। আমাদের কোম্পানীগুলো বেসকারীকরণের বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাবে এ উদাহরণটাই যথার্থ। এ সব কোম্পানী বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তাদের মালয়েশিয়ার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। বিদেশী রাষ্ট্রগুলোকে তাদেরকে বন্ধুভাবাপন্ন সরকারের মন্ত্রী কিংবা স্বজনদের উপর নির্ভর করতে হয় না। আমলাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না। তাদেরকে ওখানে নিজের দেশের মত আইনকানুনের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকতে হয় না। নিজেদের কাজের সাফল্যের মধ্যেই উন্নতি নির্ভর করে।

এ সব কর্পোরেশন মালয়েশিয়ার মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নতি ঘটাতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। বহু উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যে আমরা মডেল হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হই। আমরা মালয়েশিয়ার উন্নতির জন্য উন্নয়নের মডেলগুলো খুঁজে বের করে নিজেদের প্রচেষ্টায় সফল হতে সমর্থ হই।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩৮
আমাদের ইঞ্জিনগুলোর গতিবৃদ্ধিকরণ

বেসরকারীকরণের ফলে আমাদের উন্নয়নের ধারার গতি বৃদ্ধি পেল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এটাই সময় উন্নয়নের জন্য কাজে হাত দেবার, যা ছিল স্বপ্নের মতো ব্যাপার। মালয়েশিয়াতে যে সব ড্রাইভিং কার চলাচল করে সেগুলো আর আমি দেখতে চাইলাম না- আমি এমন ধরনের ড্রাইভিং কার চাইলাম যা আমাদের দেশে আমরাই তৈরি করবো। এজন্য আমাদের শিল্পোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। ১৯৬০ সাল থেকে মালয়েশিয়ান কোম্পানীগুলো ফরেন প্যাসেঞ্জার কার সংযোজন করতো। আমি ভাবলাম আমরা কার সংযোজনের চাইতেও বেশি কিছু করতে পারি। কার সংযোজনের পরিবর্তে আমরা নিজস্ব কার তৈরি করতে পারি।

আমরা কার তৈরির আগে আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার কয়েকটি নির্দিষ্ট দিক সম্বন্ধে ভেবে দেখলাম। মালয়ী ও এশিয়ানরা ঐতিহ্যকে লালন করে থাকে। তারা তাদের অতীতের ঐতিহ্যকে ধারণ করে রাখতে পছন্দ করে বর্তমানের কাজ কর্মে। সাধারণত তারা কোন পরিবর্তন চায় না। এটা তাদের জীবনধারা। তারা যা তৈরি করে তার মধ্যে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে। তাদের পূর্ব পুরুষেরা যে ডিজাইনের কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করতো সেই ডিজাইন থেকে সরে আসতে তারা রাজি নয়। তারা একই ধরনের লাঙ্গলের ব্যবহার করতো লাঙ্গলের কোন প্রকার ডিজাইন পরিবর্তন না করে।

আমি লক্ষ্য করলাম ইউরোপীয়রা প্রথম দিকে ঠিক এর বিপরীত মুখী ছিল। তারা সব কিছুর পরিবর্তন করতে চাইলো। তারা প্রত্যেকটা জিনিসের উন্নয়ন ঘটাতে চাইলো। মালয়েশিয়াতে ওরাঙ অসলি বা আদিবাসীরা গাছের খুঁটি গেড়ে গেড়ে তার উপর ঘর তৈরি করতো। তারা গাছের গুড়ির উপর দিয়ে ঘরে ঢুকতো। মালয়ীরা ঘর তৈরিতে উন্নতি ঘটায়। এবার তারা গাছের তক্তার পাটাতনের উপর ঘর বানালো। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা তাদের অট্টালিকায় সুন্দর সুন্দর সিঁড়ি থাকা সত্ত্বেও সে সময় তারা আবিষ্কার করে লিফট এবং এক্সালেটর।

ইউরোপীয়ানরা তাদের কৃষ্টি সভ্যতার আলোকে উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠে। তারা সদা সর্বদা ভাল কিছু তৈরির জন্য উৎসুক হয়। আজকের দিনে তারা গবেষণার মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলোর আরো

www.pathagar.com

উন্নতি ঘটানোর জন্য সর্বদাই সচেষ্ট হয়। কিছু কিছু এশিয়ান এখন ইউরোপীয়দের ভাবধারাকে অনুসরণ করে ভাল কিছু করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এশিয়ার ঐতিহ্য প্রেমীরা কোন ধরনের পরিবর্তনকে পছন্দ করে না। ঐতিহ্যপ্রেমী ও প্রগতিবাদীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা অবশ্যই আছে। আজ এটা পরিষ্কার প্রগতিবাদীরা এ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে। তাদের ধ্যানধারণা বিশালভাবে তাদের উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমরা আমাদের ন্যাশনাল কার তৈরির সিদ্ধান্ত নিলাম। সে সময় শুধুই আমাদের লক্ষ্য ছিল না অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা, আমরা সে সাথে আমাদের উৎপাদিত পণ্যের মানন্নোয়নেরও আশা করেছিলাম। আমরা শুধুমাত্র উন্নত মোটরগাড়ি তৈরি ও তার উন্নতি করতেই চাই নি, আমরা চেয়েছিলাম কাজের গতিধারা ও পুরো কালচারটাকে পরিবর্তন করতে। এক সময় আমরা ন্যাশনাল কার তৈরি শুরু করলাম। আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে এর ডিজাইন, কর্মক্ষমতা আর গতি সর্বোপরি প্রত্যেকটা নতুন মডেলের গাড়ির গুণগত মান বৃদ্ধি করতে চাইলাম। আমরা এগুলো করতে সক্ষম হয়ে প্রগতিশীল সোসাইটির সমকক্ষ হতে সমর্থ হলাম।

এ স্বপ্নের বীজ বোনা হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। সে সময় প্রথম আমি মালয়েশিয়ান ইয়ুথ কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হিসাবে ওয়ার্ল্ড এসেম্বিলি অব ইয়ুথ এ যোগ দিতে নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে বিমান থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বিমানবন্দরের চারদিকের রাস্তা দিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অসংখ্য কার স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। আমি আগে কখনো এমন দৃশ্য দেখিনি, এমনকি জাপান কিংবা ইউরোপেও না। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো ইউনাইটেড স্টেটসের এক তৃতীয়াংশ লোক অবশ্যই কোন না কোন সময়ে কারে চড়ে। আমার কাছে ওই কারগুলোই তাদের ধনসম্পদ ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটা ধারণা দিল। আমি ভাবলাম আমরা যদি মালয়েশিয়াতে এমনটা করতে পারি তবে তা হবে বিস্ময়কর। আজকে আমরা সেটাই করেছি যদিও আমি কখনো ভাবতেই পারি নি আমরা পারবো।

আমাদের ন্যাশনাল কার তৈরির আগে আমরা সতর্কতার সাথে নির্মাণ কৌশলাদি পর্যবেক্ষণ করলাম। যখন ফিমায় ছিলাম তখন আমি অনেক জাপানী ব্যবসায়ীদের সাথে পরিচিত হই। ক্যান-মেকিং এর জন্য টিন প্লেট কেনার জন্য একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আমাকে জাপান সফর করতে হয়। তারা আমাকে টোকিওর নিকবর্তী চিবা প্রোফেকচারে অবস্থিত কাওয়াসাকি স্টীল মিল দেখাতে নিয়ে গেল। সেখানকার স্টীল প্লান্টগুলোর প্রত্যেকটি আধা কিলোমিটার দীর্ঘ। ওখানে স্টীল প্লেটগুলো তৈরি করার পর প্রায় কোন ওয়ার্কার ছাড়াই

www.pathagar.com

মেশিনে কয়েল্ড হতে দেখলাম। এগুলো ছিল চিত্তাকর্ষক। এটা ছিল আধুনিক টেক্‌নোলজির সুন্দর একটা নমুনা। পরে আমি অটোমোটিভ প্লান্ট পরিদর্শন করলাম। আমার মনে পড়ে যদি আমরা কার সংযোজন করতে পারি তবে আমরা অবশ্যই কার তৈরি করতে কেন পারবো না। আমি জানতাম এটা করা কষ্টসাধ্য তবুও আমরা ভাবলাম যদি আমরা সত্যি সত্যি আমাদের নিজস্ব কার তৈরি করতে চাই তবে অবশ্যই পারবো।

একটা মালয়েশিয়ান কার তৈরি আসলেই কম কথা নয়। আমি চাইলাম মালয়েশিয়ানরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করুক। তারা ম্যানুফ্রাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সম্বন্ধেও শিক্ষা লাভ করুক। আমি বিশ্বাস করতাম না আমরা কখনো আমাদের দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবো যে পর্যন্ত না ক্রেতারা বিদেশী ইন্ডাস্ট্রির পণ্যসামগ্রী ব্যবহার বন্ধ করবে। আমি চেয়েছিলাম না আমাদের দেশ শুধুই সবচেয়ে ভাল উন্নয়নশীল দেশ হোক, কারণ তা হলে আমাদের দেশ ধনী হতে পারবে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কোন জিনিস উৎপাদন করতে পারবো না। বিশ্ব এখন কসমোপলিটিয়ান হওয়ায় সারাবিশ্বে আধুনিক পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করছে। এতে আমাদের কোন উন্নতি হবে। আমি বিশ্বাস করতাম যে আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে হলে শিল্পের অগ্রগতি প্রয়োজন। আর এর ফলেই আমাদের দেশের সমৃদ্ধি ঘটবে।

প্রথম দিকে ন্যাশনাল কার তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমর্থন পাওয়া গেল না। নেতিবাচক মন্তব্যই এ বিষয়ে উচ্চারিত হলো। বিরোধী দল, সংবাদপত্র, কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ আমাদের প্রস্তাবের বিপক্ষে কথা বললো। বিরোধীদলের নেতারা বললো একটা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে ন্যাশনাল কার তৈরি করা সম্ভব নয়। তারা আমাদেরকে ন্যাশনাল কার তৈরি থেকে বিরত করার চেষ্টা করলো। ক্যাবিনেটের কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল।

উপলব্ধি করলাম আমি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছি। কারণ আমি মালয়েশিয়ানদের মন জানতাম আর জানতাম তারা কেমন আরামদায়ক গন্ডির মধ্যে থাকতে চায়। তারা একটা মালয়েশিয়ান কার তৈরির কথা মেনে নিতে পারল না কারণ আগে কখনো এমন কিছু তৈরির কথা কেউ ভাবে নি। আমি আশা করেছিলাম এক সময় আমার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার আমাকে সমর্থন করবেন। কিন্তু আমার মনে হলো তুন মুসা আমার আইডিয়ায় খুশি নন। তিনি আমার পক্ষ হয়ে একটা কথাও বললেন না।

আমাদের এক বিখ্যাত কাটুনিস্ট লাট একটা কার্টুন আঁকলেন, তাতে তিনি দেখালেন যে মালয়েশিয়ান কার মালাক্কার গরুর গাড়ির ছইয়ের উপরে শোভা

www.pathagar.com

পাচ্ছে। ওই কার্টুনটি আমাকে মানসিক ভাবে অস্থির করে তুললো। আমার মনের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দিল। মনে হলো আমাদের দেশের লোকেরাই আমার মানসিক অবস্থাকে টালমাটাল করে তুলবে। আমি এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো প্রয়োজন বোধ করলাম। যদি ঝুঁকি না নেন তবে আপনি কখনোই জানতে পারবেন না কোন কিছু আপনি অর্জন করতে পারবেন কিনা। আমাকে সযত্নে অর্থ ব্যয় করতে হবে। আমি নিশ্চিত থাকলাম সরকারি অর্থ যেন বৃথা নষ্ট না হয়।

ওই সমস্ত নেতিবাচক মন্তব্য ও বিরোধিতার জন্য ন্যাশনাল কার তৈরি করতে আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার এ আইডিয়াকে সফল করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। মিৎসুবিসি মোটর এবং মিৎসুবিসি কর্পোরেশনের সাথে জয়েন্ট ভেন্চারে **১৯৮৩** সালের ৭ মে প্রথমে মালয়েশিয়ান কার মেকার পেরুসাহান অটোমোবাইল ন্যাসিওনাল বেরহাদ বা প্রোটন প্রতিষ্ঠিত হলো। আমাদের ন্যাশনাল কার তৈরি প্রকল্পের জন্য তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন ছিল। মিৎসুবিসি জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ অটোমোটিভ কোম্পানী না হলেও তারাই একমাত্র আমাদের ন্যাশনাল কার তৈরির আইডিয়াকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আমি কখনোই ইউরোপীয়ান কিংবা আমেরিকানদেরকে এ কাজের জন্য বিবেচনা করবো না। কারণ তারা ইতিমধ্যেই মালয়েশিয়ায় ও অন্যত্র লোকসান দেবার ফলে বাজার হারিয়েছে।

আমি প্রোজেক্টটি **এমএমসি** কে দেবার জন্য প্রস্তাব দিলাম। ছোট কার টয়েটার মেকার দাইহাতসুর সাথে কথা বললাম। তারা আমাদের এখানে তাদের কার তৈরি করে দিতে পারে, তবে অন্যকোন মডেলের কার তারা তৈরি করতে রাজি নয়। আমি উপলব্ধি করলাম আমাদেরকে ধাপে ধাপে এগোতে হবে। ফলশ্রুতিতে মালয়েশিয়া একদিন ন্যাশনাল কারের ডিজাইন করতে যোগ্যতা অর্জন করলো। একদিন আমরা আমাদের নিজস্ব কারও তৈরি করলাম। আমরা কাজটা সাহসের সাথেই শুরু করেছিলাম।

মিৎসুবিসি অন্যান্য মার্কেটে খুবই গ্রহণযোগ্য ছিল। আমার সন্দেহ ছিল যে তারা কার তৈরির ব্যাপারে আমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় সক্ষমতা দান করার পর তাদের কারের সাথে একে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাবে। কিন্তু তারা দীর্ঘদিন যাবত আমাদের পার্টনার হিসাবে কাজ করেছিল। তারা মালয়েশিয়া থেকে তাদের নিজস্ব কার তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। যাতে আমাদের পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে না হয়। প্রথম দিকে মিৎসুবিসি আমাদের প্রোজেক্টে যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করে। তারা আমাদের কাছে এ প্রোজেক্টের জন্য ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সরবরাহও করে। আমাদের দেশে তাদের কার বিক্রির চেয়ে এটা করা তাদের জন্য লাভজনক ছিল। প্রোটন দ্রুততার সাথেই উদীয়মান কার মার্কেটের

www.pathagar.com

৮০ পার্সেন্ট দখল করে নিল। মিৎসুবিসির জন্য মালয়েশিয়ান ন্যাশনাল কার প্রোজেক্ট ছিল টেকসই উদ্যোগ। পরে আমি যখন ছোট ধরনের কার তৈরি করতে চাইলাম তখন মিৎসুবিসি আমাদের ন্যাশনাল কার প্রোজেক্ট থেকে লাভ হয়েছে দেখে দাইহাতসু খুবই আগ্রহ দেখালো। এখন প্রোটনের অধিক বিক্রিত কার হচ্ছে দ্বিতীয় ন্যাশনাল কার।

আমি মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খী ছিলাম না। ১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আমার নির্বাচনী এলাকা থেকে আমাকে একটা টয়েটা কার দেওয়া হয়েছিল। এটা সস্তা দামের ছোট একটা কার। ওই সময়ে ইউরোপে যে সব কার তৈরি হতো সেগুলোর সমকক্ষ ওটা নয়। আমি ভেবেছিলাম ওই কারের ব্লুপ্রিন্ট সংগ্রহ করে সাজসজ্জায় কিছুটা পরিবর্তনের পর আমাদের প্রথম কার তৈরি করতে পারি। মিৎসুবিসি মালয়েশিয়ান মার্কেটে একটা সার্ভে পরিচালনার পর তারা সুপারিশ পেশ করলো যে ৩০০সিসি থেকে ১,৫০০ সিসির মধ্যে অধিকতর সুচারু কার তৈরি করলে মালয়েশিয়ান মার্কেটে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

প্রোটনের প্রথম মডেল প্রোটন সাগা ১৯৮৫ সালের ৯ জুলাই বাজারে ছাড়ে। এ কারের নাম শক্ত সাগা সীডের নামানুসারে রাখা হয়। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম আমাদের কার শক্ত সাগা সিডের মতো মজবুত হবে। কিন্তু সত্যি করে বলতে প্রথম প্রোটন সাগা তেমনটা সাড়া পেল না। হিমকোম প্রথম সিইও মনোনীত হন। কার্যত: তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। এ কার মানসম্মত না হওয়ায় তিনি কারের দর্শনার্থীদের কাছে সহজভাবে নতি স্বীকার করলেন। জাপানী সুপারভাইজারদের চোখে যদিও এ কারের কাঠামোতে কিছুটা ত্রুটি ধরা পড়ে, সাধারণের দৃষ্টিতে তা ধরা সম্ভব ছিল না। যৎসামান্য ম্যাকানিকাল ত্রুটি থাকলেও আমি ভাবলাম প্রথমবারের মত আমরা খুব একটা খারাপ করিনি। কারের প্রাথমিক সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব হবে। এক পর্যায়ে আমাদের কারের প্রধান ডিস্ট্রিবিউটর ইওন বেরহাদ পুনরায় গাড়ির ডেলিভারী নিতে অস্বীকার করলো এ অজুহাত দেখিয়ে যে স্টকে অনেক কার মজুত আছে।

ওই সময় বছরে আমাদের ন্যাশনাল অটোমোবাইলের বাজারে চাহিদা ছিল মাত্র ৫০,০০০ ইউনিট। প্রোটন তৈরি করছিল ২৫,০০০ ইউনিট। মোটর কারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভাবলো কম দাম হওয়া সত্ত্বেও জাপানী কারের স্থলে প্রোটনের কার দেওয়া ঠিক হবে না। কোম্পানীর লোকসান হচ্ছিল- যদি এ প্রোজেক্টটা লোকসানের খাতে যায় তবে আমাকে যার পর নাই সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। সরকারের সমর্থকরাও আমাকে ছাড় দিবে না। বিরোধীদের তো কথাই নেই। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে কিছু করতে হবে। ফ্যাক্টরি ভাল

www.pathagar.com

ভাবে পরিচালনার জন্য আমি প্রথমে মালয়েশিয়ান সিইওকে সরিয়ে জাপানী সিইও আনলাম। সুপারভাইজারদের চোখে এটা ভাল লাগলো না।

জাপানী ব্যবসায়িক বিধিবিধানের ভিত্তিতে মিৎসুবিসি তাদের একজন অভিজ্ঞ এক্সিকিউটিভকে কিছুদিনের জন্য ধার দিতে রাজি হলো। তাকে উচ্চহারে বেতন দিতে হলো, তাছাড়াও তার বেতন জাপানে পরিশোধের ব্যবস্থাও করা হলো। এটা ব্যয়বহুল হলেও সিদ্ধান্তটা ছিল সঠিক। চার বছর প্রোটন জাপানী ব্যবস্থাপনার অধীনে ছিল। এক বছরের মধ্যেই কারের গুণগত মান বৃদ্ধি পেল। ধীরে ধীরে আমাদের কার জাপানী সিইও এর ব্যবস্থাপনায় মানসম্মত কারে উন্নীত হলো। কারের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আমাদের ওয়ার্কাররা তাদের মত কাজ করতে পারতো না। নতুন জাপানী ম্যানেজার প্রোটন ফ্যাক্টরির কার্যক্রম সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে আমাকে রিপোর্ট দিতে থাকলেন। এর ফলে আমি কারের উৎপাদন সম্পর্কে সব কিছু জানতে থাকলাম। আমি মাঝে মধ্যে ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করতাম। জাপানী ম্যানেজারের অধীনে ফ্যাক্টরির উন্নতি হওয়ায় আমি খুশি হলাম।

কার ম্যানুফ্যাকচারিংই ছিল সম্ভবত আমাদের দেশের প্রচুর সংখ্যায় কার উৎপাদনের ফ্যাক্টরি। এর ফলে কারের মূল্য প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পেল। পরিদর্শনকারীরা কার ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে মুগ্ধ হলেন। আমি ভাবলাম এ ভাবে মাঝেমধ্যে আমাদের এ ফ্যাক্টরি পরিদর্শনের পর মতামত প্রদান করলে ফ্যাক্টরির তরুণকর্মীরা কাজের প্রতি উৎসাহিত হবে এবং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধও বৃদ্ধি পাবে। এক সময় মালয়েশিয়া ছিল কৃষি প্রধান দেশ। ন্যাশনাল কার প্রোজেক্ট সফল হওয়ায় আমরা সার্বিক ভাবে আমাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি সহ নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলাম।

জাপানীরা ফ্যাক্টরিকে সঠিকভাবে চালু করে দেবার পর এক সময় ফ্যাক্টরি মালয়েশিয়ানদের ব্যবস্থাপনায় এলো। জাপানীদেরকে ওই পদে আর থাকার প্রয়োজন পড়লো না। এক সময় আমরা বছরে ২০০,০০০ কার উৎপাদন করতে সক্ষম হলাম। মাঝে মধ্যেই নিয়মিত কারের মডেল পরিবর্তন করা হতে লাগলো। আমাদের মালয়েশিয়ান ডিজাইনার ও ইঞ্জিনিয়াররা স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করলো। ১৯৮৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে আমরা অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনীয় টেকনোলজি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে পারলাম। এ এমন একটা সেক্টর সেখানে নিত্য নতুন পরিবর্তন হয়। আমাদের সব সময়ই প্রয়োজন ছিল নতুন আউটপুটের, তাই আমরা স্পোর্টস এন্ড রেসিং কার ইঞ্জিনের উন্নতি সাধনের জন্য ইউনাইটেড কিংডমের লোটাস ইঞ্জিনিয়ারিং এর অর্জিত জ্ঞান লাভ করলাম। তার ফলে আমরা নিজেদের ইঞ্জিনের উন্নয়নে সহায়তা পেলাম। জার্মান ও জাপানীরা

www.pathagar.com

অবিরত ভাবে তাদের কারের উন্নতি করতে লাগলো। আমরা ভাবলাম আমাদের কারের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে আমাদের মালয়েশিয়ার কারের বাজার হারাতে হতে পারে।

শিল্পায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে কারো কারো মন্তব্য এখানে তুলে ধরতে হয়। মালয়েশিয়ানদের কারা আমাদের ন্যাশনাল কারকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সম্ভবত তারা কল্পনা করেছিল অন্য কোন দেশ আমাদের শিল্প ও অর্থনীতিকে রক্ষা করবে না। এটা সত্যি ছিল যে শিল্পোন্নত দেশগুলোর রাজনীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বিশেষ করে প্রথম যুগে।

আমি বেড়ে উঠেছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজকীয় শাসন আমলে, সে সময় তাদের পণ্যসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা পলিসি ছিল। আজকের দিনে উন্নত দেশগুলোতে ট্যারিফ, নন ট্যারিফ বাধা বিঘ্নের ফলে তাদের পণ্যসামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে হয়। কৃষিতে ইউএসর রক্ষাকবচ হচ্ছে ভতুর্কি। রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধির দিকে তাদের নজরও দিতে হয়। মালয়েশিয়ান পাম অয়েল স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর বলে প্রচার করে যাতে ইউএস সোয়াবিন অয়েল ইন্ডাস্ট্রিকে সুরক্ষা করা যায়- দীর্ঘদিন পরে ঘোষণা করা হয় পাম অয়েল নিরাপদ। ইউএস নাগরিকরা এখনো পাম অয়েল ব্যবহার করে না। ইউএস কার আমদানীর ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপ করে যখন জাপানী কার আমেরিকার বাজারে বেশি বেশি করে ঢুকতে শুরু করলো।

মালয়েশিয়া একটা উন্নয়নশীল দেশ বিধায় তাদের নিজস্ব বাজার ছোট। আমরা শিল্পোন্নয়নের পথে যাবার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের শিল্পকে সুরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিল। আমাদের ন্যাশনাল কারের বাজার ধরে রাখার জন্য আমরা বিদেশী কারের তুলনায় এক্সাইজ ডিউটি অপেক্ষাকৃত আমদানী শুল্ক কম ধার্য করা হলো। ফলে প্রোটনের তৈরি মালয়েশিয়ান কারের বাজার দ্রুত তেজি হয়ে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে তা ৮০ পার্সেন্টে গিয়ে পৌঁছে। কেউই আমাদের ন্যাশনাল কার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করে না কারণ এ ধরনের অন্য কারের জন্য বেশি মূল্য দিতে হয়। প্রোটনের বিক্রি বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের কারের বাজার সম্প্রসারিত হলো। ফলে আমরা বেশি বেশি রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হলাম।

বিশ্বায়িত বিশ্বে-বর্ডারলেস ক্যাশ প্রবাহ- সুরক্ষিত ট্যারিফস প্রশ্নবিদ্ধ হলেও সেগুলো মোডিফাইড করা হয়। ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলো চেষ্টা করে নানা রকমের ফ্রি সুযোগসুবিধা প্রদান করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজারে প্রবেশ করতে। বিশ্বায়নের সুযোগে গরীব দেশগুলোর কাঁচামাল কোন প্রকার প্রতিযোগিতা ছাড়াই

www.pathagar.com

উন্নত দেশগুলোতে চলে যায়। ধনীদেশগুলো উৎপাদিত পণ্যে অপেক্ষাকৃত কম ট্যারিফ উপভোগ করে। আমরা কোরিয়া ও জাপানের থেকে আমদানীকৃত কারের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারি না বিশ্বায়নের ফলে অপেক্ষাকৃত আমদানী শুল্ক ধার্য্য করায়।

এ কারণের ফলে,আমি প্রায়ই বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে কথা বলতাম। বস্তুতপক্ষে, বিশ্বায়নের ফলে বহু শিল্পোন্নত দেশ দেখতে পেল বিশ্বায়নপন্থী ধনীদেশগুলোর চাতুর্যকে। গরীবদের বাজারগুলোতে শোষণ নীতি চালিয়েও ধনীরা অনুতপ্ত নয়। ধনীদেশগুলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ফ্রেম ওয়ার্কের বাইরে নিজেদের স্বার্থে দেশে দেশে পারস্পারিক ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (**এফটিএ**)করার জন্য প্রস্তাব রাখে এবং সফলও হয়। প্রথম দেশগুলোর মধ্যে প্রবেশ করা **এফটিএ** দেশ ছিল সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর ইতিমধ্যেই একটা ফ্রি পোর্ট হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। **এফএটি** এর আওতায় তারা কোন প্রকার খরচপাতি পায় না। সিঙ্গাপুর ও ইউনাইটেড স্টেটসর মধ্যে **এফটিএ** এর মত মডেলে অন্যান্য **আসিয়ান** দেশগুলোতেও ধনীদেশগুলো বাণিজ্য করতে চায়।

কিন্তু প্যাচটা ছিল "ন্যাশনাল" ডেফিনেশনের মাঝে। **আসিয়ান** সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোন দেশের উৎপাদিত পণ্যের ৪০ পার্সেন্ট দেশের ব্যবহারের জন্য " ন্যাশনাল" পণ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। ফরেন ম্যানুফ্যাকচাররা তাৎক্ষণিক ভাবে কম মূল্যে **আসিয়ান** দেশগুলোতে রপ্তানী করবে। তারা কার তৈরি করতে শুরু করলো এবং ন্যাশনাল পণ্যের সুবিধার আওতাধীনে তারা ৯০ পার্সেন্ট লোকাল কনটেন্ট ধরে **আসিয়ান** দেশগুলোতে বিক্রি করতে লাগলো। প্রোটনের কারের মূল্য বেশি হওয়ায় জাপান, জার্মান, ফ্রান্স ও আমেরিকা আসিয়ানের অন্যান্য দেশগুলোতে কার তৈরি শুরু করলো। আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলোতে প্রোটনের কার রপ্তানী করা অসম্ভব হয়ে পড়লো।

উপলব্ধি করা গেল কতগুলো বাধাবিপত্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো শিল্পোন্নয়ন ঘটাতে পারে না। আমি একটা ন্যাশনাল কার তৈরির প্রস্তাব রেখেছিলাম কারণ আমি বিশ্বাস করতাম এটার সুরক্ষা দেওয়া যাবে যে পর্যন্ত না এর উৎপাদন ভ্যলুম বেশি না হবে। কিন্তু এর সুরক্ষা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকলো। যখন ধনীদেশগুলো তাদের কৃষি পণ্যকে সুরক্ষা দিতে শুরু করলো তখন আমরা আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোকে সুরক্ষার অনুমতি দিতে পারলাম না।

বাস্তবে প্রোটন কার এর স্থানীয় চাহিদা ছিল ১৮ পার্সেন্ট। সরকার দেশে তৈরি গাড়ি ও যন্ত্রাংশ বিক্রি বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নিল। আমরা সবচেয়ে কম ট্যাক্স ধায্য করে কার বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা চালাতে লাগলাম। প্রথমে জাপান থেকে ইঞ্জিন ও

www.pathagar.com

যন্ত্রাংশ আনা হয়েছিল। এবার আমরা নিজেরাই মালয়েশিয়াতে ওগুলো তৈরি করতে সক্ষম হলাম। ১০০ পার্সেন্ট উপাদান ও টেকনোলজি দেশের হওয়ায় আমরা কারের উৎপাদন বৃদ্ধি করলাম। সে সময় আমাদের দেশের স্থানীয় বাজার বড় না হওয়ায় বিদেশী শেয়ার গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। বিঘ্ন সৃষ্টি হলো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আনফেয়ার রুলের কারণে। যখন জাপানীরা তাদের অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি শুরু করলো তখন স্থানীয় বাজার তাদের দখলে গেল। সাউথ কোরিয়াতেও একই অবস্থা হলো। তারা বিদেশী কার আমদানী না করতে নিশ্চিত হলো। তাদের লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় তারা লোকাল মার্কেটে তাদের গাড়ি বিক্রি করার সুবিধা পেল।

প্রত্যেক দেশ, ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তারা অর্থনীতি ও তার শিল্পকারখানাকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। সুতরাং মালয়েশিয়াও তা করা থেকে বিরত থাকতে পারে। তাই মালয়েশিয়া তার ন্যাশনাল কারের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হলো। যখনই কোন ধনীদেশের থেকে অন্য কোন দেশের প্রতি কোন প্রস্তাব আসে তখনই উপলব্ধি করা যায় সে প্রস্তাবের মধ্যে তাদের স্বার্থ আছে। যখন তারা বিশ্বায়নের পক্ষে কিংবা একটা বডারলেস বিশ্বের কথা বলে প্রস্তাব রাখে তখন তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবে আমাদের কথা ভাবে না।

প্রোটন আরো কিছু সংখ্যক অন্যান্য মডেলের কার তৈরি করে। সেই সব মডেলের কারগুলোর নাম হচ্ছে ওয়াজা, সাতরিয়া, জেন-২, ওয়ারা, ইস্বারা, এরেনা, পেরদানা এবং জুয়ারা। প্রত্যেকটা মডেলের উৎপাদন ও উন্নয়ন খরচ আরএম৫০০ মিলিয়ন অর্থের চেয়েও বেশি। আমার প্রথম প্রিয় গাড়ির নাম ছিল সাগা। যখন ১৯৮৫ সালে আমি গাঢ় নীল রঙের সাগা কার চালিয়ে পেনাং ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন লোকজনের মুখগুলোর কথা এখনো আমার মনে পড়ে- ন্যাশনাল কার অবলোকন করে তাদের চোখে মুখে গর্বের আভাস ফুটে উঠেছিল। আমি গাড়ি চালিয়ে যাবার কালে রাস্তার অনেকেই থাম্বস আপ সাইন দেখিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

ওই দিন আমি ১৩.৫ কি.মি. দীর্ঘ ব্রীজ দিয়ে সাগা কার চালিয়ে যার পর নাই খুশি হয়েছিলাম। ওই ব্রীজটি আমরা ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি ভাবে খুলে দিয়েছিলাম। গত ২০ বছর যাবত এ ডুয়েল ক্যারেজওয়ে ব্রীজ মালয়েশিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডমার্ক হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পেনাংয়েরদ্বীপের সাথে বাকী উপদ্বীপের সংযোজক হিসাবে এ ব্রীজ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশ্বের দীর্ঘতম সেতুর মধ্যে এটি অন্যতম। এ ব্রীজ তৈরি করতে আমরা আরএম৮০০ মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করেছিলাম। যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমরা এখন দ্বিতীয় আর একটা ব্রীজ তৈরি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

www.pathagar.com

সরকার শাহ আলমে প্রোটন ফ্যাক্টরি নির্মাণের জন্য আরএম ৪৮০ মিলিয়ন অর্থ বিনিয়োগ করে। কোম্পানিগুলো থেকে আরো আরএম৮০০ মিলিয়ন অর্থ পাওয়া যায়। ১০ বছরে প্রোটন থেকে ট্যাক্স সংগৃহীত হয় আরএম১৮ বিলিয়ন, যা ছিল প্রোটনে সরকারের বিনিয়োগকৃত অর্থের ৩,০০০ পার্সেন্টেরও বেশি। প্রোটনের কারণেই অধিক সংখ্যক মালয়েশিয়ান কার কিনতে সক্ষম হয়। এটা শুধুমাত্র শিল্পায়নই ছিল না এটা ছিল মালয়েশিয়ার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও বটে।

প্রোটন ১৯৯৬ সালে পেরাক এর তানজাং মালিম এ দ্বিতীয় শিল্প আর্ট এন্ড অ্যাসেম্বিলি প্লান্ট গড়ে তোলে। সরকার কিংবা ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়েই আরএম ১.৮ বিলিয়ন কনস্ট্রাকশন বিল প্রদান করে। এ প্লান্টের কাজ ৬০ পার্সেন্ট স্বয়ংক্রিয় ভাবে এবং ১৮০ যথাযথ কর্মক্ষম রোবট ও ২,০০০ কর্মী কাজ করে। ন্যাশনাল কার প্রোজেক্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২৩ বছর কাজ করে চলেছে। তারা আরো ২০০ এর অধিক স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। যে গুলোর মালিক ও পরিচালক মালয়ীরা। প্রোটন আমাদেরকে উপলব্ধি করাতে শিখিয়েছে মালয়েশিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধ্যান ধারণা ও উদ্দেশ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। **এনইপি** এর সাথে সাথে বুমিপুতেরাদেরকেও ব্যবসায় আত্ম নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেছে।

মালয়েশিয়ানরা নিজেদের কার কে মন্দ বলতে পছন্দ করতো। তারা আসলে যা তার চেয়ে নিজেদের খারাপ বলে ভাবাই মালয়েশিয়ার পন্থা। আমরা যা করেছি তার জন্য গর্ববোধ করা আমাদের উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে মালয়েশিয়ানরা বললো কারের ডিজাইন ভাল নয়। ছাদ খুবই নিচু ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তাদের মনোভাব ভালভাবে বুঝতে পারলাম না। আমরা মনে করলাম আমরা আমাদের সামর্থের সাহায্যে যা যা করেছি তা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে বসেছে। আমরা ঘোষণা করলাম যে আমাদের চেয়ে অন্যদেরটা অধিকতর ভাল হতে পারে। তাদের পণ্য ও তাদের অর্জন আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হতে পারে।

কিছু কিছু লোক বললো যদি আমাদের কার খারাপ হয়ে থাকে তবে আমরা কিভাবে বাইরের দেশগুলোতে বিক্রি করতে পারছি? আমরা ইউরোপের মতো স্থিতিশীল দেশেও আমাদের কার বিক্রি করতে পারছি। আমরা অনেকগুলো ইউনিট বিক্রি করি নি আর আমরা এ মার্কেট থেকে অর্থ পাই নি, কিন্তু এটা প্রমাণ করেছে যে আমরা বিশ্বমানের কার তৈরি করতে পেরেছি।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি অবশ্যই স্বীকার করবো যে আমাদের কারগুলোর গুণগতমান পরে খারাপ হয়ে যায়। আমি খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি যখন আমি জানতে পারলাম যে জেন-২ ইংল্যান্ডে বাজার পেয়েছে জনগণকে মাত্র এক পাউন্ড জমা দিয়ে গাড়ি কেনা অফার দিয়ে। আমরা যে সময় প্রথম ইংল্যান্ডে আমাদের গাড়িগুলো রপ্তানি করেছিলাম তখনকার চেয়ে গাড়ির দাম পড়ে যাওয়ায় দু:খ পাবার কথাই। বার্মিংহাম মোটর শোতে আমরা পুরস্কার পেয়েছিলাম। প্রোটন একটা জার্মান ফার্মকে নিয়োগ করতো তাদের কার পরীক্ষানিরীক্ষান্তে বিশ্বমানের কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু নতুন ম্যানেজমেন্ট সম্ভবত অর্থ সাশ্রয় করার জন্য এ কোম্পানির সার্ভিস গ্রহণ করে না। আমাকে বলা হয় বিদেশে আমাদের কারের বিক্রি আগের চেয়ে কম। একথা যাচাই করে দেখবার কোন অর্থ হয় না।

মিনিস্ট্রি অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বিদেশী কার আমদানী করার জন্য হাজার হাজার অ্যাপ্রুভড পারমিশন বা এপিস ইস্যু করলে দ্রুত প্রোটনের স্থানীয় বাজার পড়ে গেল। অধিকাংশ কার সেই সব দেশ থেকে আনা হলো যে সব দেশে প্রোটন তাদের গাড়ি রপ্তানী করে না। বিদেশী কারের আমদানীকারকরা তাদের আমদানীকৃত গাড়ির দাম কমিয়ে দিল। ফলে প্রোটনের পক্ষে কোরিয়া ও জাপানের কারের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হলো না। তাদের দ্বিতীয় ন্যাশনাল কার পারোদুয়া বেচাবিক্রি ভাল থাকলেও প্রোটনের মার্কেট শেয়ার ৮০ পার্সেন্ট থেকে ৪০ পার্সেন্টে নেমে এলো।

পারুসাহান অটোমোবাইল কেদুয়া এসডিএন বিএইচডি, কিংবা পারোদুয়া ১৯৯৪ সালের ১ আগস্ট তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট স্থাপন করে। দ্বিতীয় কার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল ছোট সাইজের কার ভাল মার্কেট পাবে। ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে প্রোটনকে এ প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু কোম্পানী বিশ্বাস করতো এ ধরনের কার তাদের তৈরি কারগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

আমি তারপর দাইহাতসু এর সাথে ছোট সাইজের কার তৈরির বিষয়ে কথা বলেছিলাম। আমি যখন প্রথম একটা ন্যাশনাল কার তৈরির কথা ভাবি তখনও তার সাথে প্রথম কথা বলেছিলাম। যখন তারা প্রোটনের সফলতা দেখলো তখন দ্রুততার সাথে ৬৬০ সিসি মিনি কার তৈরি করলো। তারা অরিজিনাল ডিজাইন পরিবর্তন করে ৬৬০ সিসি ইঞ্জিনের কানসিল নামের মিনি কার নির্মাণ করেছিল। তার কোম্পানী রুসা, কেমবারার মত কারও তৈরি করলো। এটাই ছিল চার চাকা বিশিষ্ট আমাদের প্রথম কার। তারা কারের নাম দিল কেনারী, কেলিসা। এবং সবচেয়ে শেষে তারা তৈরি করলো মাইভি।

www.pathagar.com

১৯৯৫ সালে তান শ্রী ইয়াহিয়া আহমদ প্রোটনের নিয়ন্ত্রণ করার মতো শেয়ার ক্রয় করলো। কোম্পানীর সমৃদ্ধির জন্য তিনি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনলেন। তিনি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে টেঙ্কু তান শ্রী মাহালিল টেঙ্কু আরিফ কোম্পানীর সিইও নিযুক্ত হলেন। তার ব্যবস্থাপনায় কোম্পানীর রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ালো আরএম ৪ বিলিয়ন। দুটো কার প্রোজেক্টে সমৃদ্ধি এলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম একটা ন্যাশনাল মোটর সাইকেল তৈরির। আমি আমার আইডিয়াটা ইয়াহিয়াকে জানালে তিনি উৎসাহিত হলেন। তিনি কাওয়াসাকি মোটরসাইকেলের ডিলার ছিলেন। আমরা কাওয়াসাকি প্লান্ট দেখতে গিয়ে তাদের ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বললাম। তারা মালয়েশিয়ান মোটর সাইকেল তৈরিতে আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইলেন। ইঞ্জিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী মোডেনাসে চার স্ট্রোক বিশিষ্ট মোটর সাইকেল তৈরি শুরু করলাম। তারা কেডাহ ও কাওয়াসাকি তৈরি করে সাফল্য লাভ করলো।

মোটর সাইকেলের ট্যাক্স কম রাখায় মোডেনাস মার্কেটে ভাল প্রতিযোগিতা করতে পারলো। তারা একটা স্কুটার ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করতে চাইলো। তারা এখন স্কুটারের ডিজাইন তৈরি করে তিন চাকার স্কুটার তৈরি করলো।

আমার জন্যই মোডেনাস মালয়েশিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুললো। আমাদের এক সময় কিছুই ছিল না। এখন আমরা স্যালুন কার, মিনি কার ও মোটর সাইকেলের মালিক। তারপর আমরা ছোট ছোট ইঞ্জিন তৈরির দিকে মন দিলাম। প্রকৃতপক্ষে, সে সময়ই আমরা **এমভি** অগাস্টা মোটরের ৫৪ পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নিলাম। সেটা ছিল ২০০৪ সাল, ইতালিয়ান মোটর ম্যানুফ্যাকচারিং এর কাছ থেকে ৭০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে ওই শেয়ারগুলো আমরা কিনলাম। হোন্ডা ও **বিএমডবলু** প্রথমে মোটর সাইকেল উৎপাদন শুরু করে। ২০০৬ সালে প্রোটনের নতুন ম্যানেজমেন্ট অগস্টা কোম্পানী কিনে নেয়।

আমরা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির দিকেও মন দিতে চাইলাম। আমি আশা করলাম আমাদের দেশের জন্য এক্সপার্ট ও ওয়ার্কারদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল স্থানীয় কোম্পানী হচ্ছে কমপোজিট টেকনোলজি রিসার্চ মালয়েশিয়া।(**সিটিআরএম**)। তারা হচ্ছে মালাক্কা'স কমপোজিট টেকনোলজি সিটির প্রধান ক্রেতা। এয়ারবাস, **বিএই** সিস্টেম এবং বোম্বাডিয়ার এ্যারোস্পেস এর মত প্রধান প্রধান এয়ার ক্র্যাফ্‌ট প্রস্তুতকারকদের জন্য কমপোজিট কমপোনেন্ট পার্টস তৈরি করে **সিটিআরএম** আয় করে **আরএম ১** বিলিয়ন অর্থ। তারা সিঙ্গেল ইঞ্জিনের ঈগল ১৫০ বি, টু সিটারলাইট এয়ারক্রাফ্‌টও তৈরি করেছিল। আজকের দিনে আমরাও বিশ্বমানের প্লাইট সিমুলেটরস ও আমাদের

www.pathagar.com

নিজস্ব আনম্যানড এরিয়াল ভীইকল নির্মাণ করতে পারি। আমাদের পাইলটও আছে- আমি একবার বোয়িং ৭৪৭ এ কুয়ালা লামপুর থেকে লন্ডন গিয়েছিলাম। আমি জানতে পারলাম পাইলটদের বাড়ি কেদাহর কুবাঙ পাসুর আমার নির্বাচনী এলাকার ছোট্ট শহর কোদিয়াঙ এ। শহরটি স্টেটের সবচেয়ে পিছনে পরে থাকা একটি জায়গায় অবস্থিত। ওখানকার লোকজনের আয়ের উৎস চাষাবাদ। কেউ ভাবতে পারে নি ওখানকার একটা গ্রাম থেকে একটা বি ৭৪৭ বোয়িং এর পাইলট হতে পারে।

এক সময় এভিয়েশনের ব্যাপারে মনোযোগ দেবার পর মালয়েশিয়ার দেখানোর মত একটা অনুষ্ঠান হলো ল্যাংকায়ি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম এন্ড অ্যারোস্পেস এক্সিজিবিশন(**এলআইএমএ**), যা **১৯৯১** সালে আয়োজিত হয়েছিল। আমি যেন ল্যাংকায়ির প্রেমে পড়ে গেলাম আমি ডাক্তার হয়ে ফিরে এসে ওখানে **১৯৫৬** সালে ডাক্তারী শুরু করেছিলাম। আমি ওই দ্বীপটির উন্নতি করতে চেয়েছিলাম। তার অর্থ আমরা সেখানে এমন কিছু করতে চাইলাম যাতে লোকজন ওখানে যেতে বাধ্য হয়। আমি ইউএসএর ওশকোশ এ অনুষ্ঠিত এয়ার শো সম্বন্ধে আমি পড়ে ছিলাম। সেখানে প্রতিবছর লোকজন ছোট্ট এয়ারক্রাফটে যেত। তাদের অনেকেই সেখানে বাড়ি বানিয়েছিল। আমি ছোট্ট এয়ার ক্রাফ্টের প্রদর্শনী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে বড় এয়ারক্রাফ্ট এর প্রদর্শনী হয়েছিল। আমরাও পরে দু'বছরের মধ্যে প্রদর্শনীটি করলাম। **এলআইএম** স্টেজ করার মত সরকারের সম্পদ ছিল না। তাই আমি ইউসুফ মানান ইউসুফ নামের একজন ব্যবসায়ীর স্মরণাপন্ন হলাম। তিনি জার্মানী থেকে লেখাপড়া করেছেন। জার্মানী ভাষায় কথা বলতে পারেন। তার ও তার ভাই দাতুক রাদিজি মানানকে একত্রে এ প্রদর্শনী করার দায়িত্ব দিলাম। মিলিটারী এয়ারক্রাফ্ট প্রদর্শনের পরামর্শও দেওয়া হলো। অনেকেই একই সাথে নৌবন্দরের সরঞ্জাম প্রদর্শনেরও পরামর্শ দিল। এ থেকেই এলআইএমএ এর জন্ম হলো। প্রথম দিকে এ প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ থাকলেও **১৯৯১** সালের এ প্রদর্শনী সুচারু রূপে সুসম্পন্ন হয়।

যদিও আমরা প্রথমে ভাবিত ছিলাম সিঙ্গাপুরের এয়ার শোর সাথে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে। সত্যি কথাটা হলো ল্যাংকায়ির একটা সুবিধা ছিল। এটা ব্যস্ত বিমান বন্দর ছিল না, আর ল্যাংকায়ি ছিল সমুদ্রবেষ্টিত। এক অর্থে সারাদিন ধরে কোন প্রকার বাণিজিক ফ্লাইট কিংবা বিমানের উড়াউড়ির বিপত্তি না থাকায় এয়ারক্রাফ্‌ট ম্যানুফাকচাররা এরিয়াল ডেমোনেস্টেশন পরিচালনা করেছিল।

প্রদর্শনীটিও কয়েকটি দেশের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল- উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়ার নাম করতে হয়। তারা আগেও এয়ার প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিল। **১৯৯১** সালের **এলআইএমএ** এর এয়ারক্রাফ্ট প্রদর্শনীতে রাশিয়ার কন্‌টিনজেন্ট ছিল

www.pathagar.com

বৃহত্তম। তারা বিখ্যাত সুখোই এবং মিগ এয়ারক্রাফ্‌ট সাথে নিয়ে এসেছিল। রাশিয়ানরা কখনো ল্যাংকায়ির মতো জায়গায় আসে নি। তারা ওখানে এসে আনন্দিত হলো। মালয়েশিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে মিগ কিনলো। পূর্ব এশিয়ায় সেটাই ছিল রাশিয়ানদের প্রথম এয়ারক্রাফ্‌ট বিক্রি। তারা তাদের এয়ারক্রাফ্‌ট ও টেক্‌নোলজি বিক্রি করার জন্য আগ্রহী ছিল। রাশিয়ার অংশ গ্রহণে **এলআইএমএ** বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও সমর্থন পেয়েছিলাম। তাদের খুব বড় একটা এয়ারক্রাফ্‌ট ইন্ডাস্ট্রি ছিল। বিশ্বের অন্যতম অ্যারোবেটিক টিম এর ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্স থেকে রেড এ্যারোস প্রথম দিক থেকেই আমাদের সাথে ছিল। তাদের এরিয়াল ডিসপ্লের খবর প্রত্যেকদিন **এলআইএসএ** কে হাইলাইট করা হতো। টার্মাকের কাছের ইনডোর এক্সিবিশনের সব কিছু অবলোকন করেছিল।

বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ ও অন্যান্য উপকরণ দেখে আমরা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বিভিন্ন দেশের নেভাল সিপগুলো প্রায়ই সমুদ্রে অনুশীলন করে। **এলআইএমএ** কে অংশগ্রহণ করায় তারা অভিনন্দিত হয়েছিল। তারা তাদের জাহাজ বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। অবশ্যই মালয়েশিয়ান জাহাজও নৌমহড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

আমরা পরিকল্পিত ভাবে জাকজমকের সাথে **এলআইএমএ** কে সুসজ্জিত করতে না পরলেও এক্সিবিশন সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। আমি **এলআইএমএ** তে কমপক্ষে তিন দিন সব সময় কাটিয়েছিলাম। আমি সমস্ত প্রদর্শনী দেখেছিলাম। এরিয়াল ডিসপ্লে অবলোকন করেছিলাম। জাহাজগুলো পরিদর্শনও করেছিলাম। আমি সরকারের সমর্থন প্রদর্শন করতে চেয়েছিলাম, আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এয়ারক্রাফ্‌ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্‌নোলজিতে আগ্রহী ছিলাম। মালয়েশিয়ানরা তাদের অ্যারো ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা প্রদর্শন খুশি হবার মতোই ছিল। মালয়েশিয়ানদের এরিয়াল সার্ভিস, কমপোনেন্ট এবং সিমুলেটরস আকর্শনীয় হওয়ায় প্রচুর মনোযোগ ও বেচাবিক্রি হয়েছিল।

আমি এমনটাই আশা করেছিলাম, **এলআইএমএ** থেকে ল্যাংকায়ি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। এ জায়গাটা অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে দ্বীপটির প্রদর্শনীতে সফরকারীদের যাতায়াতের জন্য সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক ট্যাক্সিও ছিল না। আমরা বিদেশী এয়ার ফোর্সের ব্যক্তিদের জায়গা দেবার জন্য দু'মাসের মধ্যে ২০০ রুমের হোটেল গড়ে তুলেছিলাম। এটা থাকার জায়গা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। স্থানীয় ভিজিটররা রাতে মসজিদে ঘুমিয়ে ছিল। জায়গাটা আদর্শ স্থান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমরা পরে সেখানে অনেক হোটেল এবং বোয়িং ৭৪৭

www.pathagar.com

উঠানামার জন্য দীর্ঘ এয়ারপোর্ট'স রানওয়ে তৈরি করি। ১৯৯১ সালে আমরা অংশগ্রহণকারীদের জন্য তাবু খাটিয়ে পার্টিসিপেন্ট বুথ বানিয়েছিলাম। কিন্তু ১৯৯৩ সালের দ্বিতীয় **এলআইএমএ** তে আমরা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদের স্থায়ী হল নির্মাণ করেছিলাম।

১৯৯৫ সালের মধ্যে আমরা হলের আকার দ্বিগুণ করেছিলাম। বেশি সংখ্যায় এয়ারক্রাফ্‌টের জায়গা দেবার উদ্দেশ্যে সফরকারী এয়ারক্রাফ্‌ট এর জন্য পার্কিং স্পেসকেও বড় করেছিলাম, আমরা কখনোই আশা করেছিলাম না ল্যাংকায়ি এমনটা সাজে সেজে উঠবে। আজকের দিনে আমি ল্যাংকায়ি ডেভলেপমেন্ট অথরিটির একজন উপদেষ্টা। আমি দেখতে পছন্দ করি ল্যাংকায়ি কিভাবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। জমি খুবই মূল্যবান হওয়ায় কিছু লোক তাদের জমি প্রতি একর **আরএম ১** মিলিয়ন দামে বিক্রি করতে সমর্থ হয়। দ্বীপটির বৃহত্তম শহর কুয়াহ্‌ আগের চাইতে পাঁচ গুণ বড়। ওখানে এমন সব অট্টালিকা দেখতে পাবেন যা আলোর স্টার এও নেই। ওখানকার রেস্টুরেন্টগুলোতে বিদেশী খাবার বিক্রি হতে দেখবেন। এখন ল্যাংকায়িতে বিশ্বের সুন্দরতম হোটেলগুলোর অন্যতম হোটেলও আপনি দেখতে পাবেন।

স্থানীয় লোকেরাও উপকৃত হয়েছে- তারা এখন রেস্টুরেন্ট ও খাবার দাবারে হোটেলের মালিক। ওখানে অনেকেই সহজে চাকুরী পেয়ে থাকে। তারা তাদের জমি বিক্রি করে আধুনিক অট্টালিকা তৈরি করেছে, কার কিনেছে এবং তারা এখন মেইন ল্যান্ডে বারবারই যাতায়াত করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কেদাহ স্টেটের বাকী অংশের চেয়ে।

এলআইএমএ-তে অংশ গ্রহণকারীরা তাৎক্ষণিক বেচাবিক্রির জন্য ল্যাংকায়ি তে আসতো না। তারা তাদের এয়ারক্রাফ্‌ট ও হেলিকপ্টারের মান উন্নয়ন করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। **এলআইএমএ** তে উপস্থিত হয়ে তাদের এয়ারক্রাফ্‌টও বিক্রি ও প্রতিরক্ষা চুক্তি করা ছিল সুবিধাজনক কাজ। কিন্তু এ অবস্থারও পরিবর্তন হয়। **এলআইএমএ** ২০০৫ সালে সফল হয় না। কারণ লোকজন আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকে। অংশ গ্রহণও হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি রেড অ্যারো তাদের অ্যারোবেটিক পারফর্মেন্স প্রদর্শন করতে আসে না।

লোকজন বুঝতে পারে যে তুন আব্দুল্লাহ বাদায়ি সরকার এ প্রদর্শনীর সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট না। **এলআইএমএ** এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। বিষয়টা লজ্জার ছিল। মালয়েশিয়ার লোকজন **এলআইএমএ** এর অনুষ্ঠানের জন্য উৎসুক হয়ে থাকতো। দু'বছর পর পর তাদের সুযোগ আসতো তাদের এলাকাতে বিশ্বের সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে দামী বিমানের প্রদর্শনী দেখবার।

www.pathagar.com

একটা কৃষিপ্রধান দেশ থেকে মালয়েশিয়া অটোমোটিভ এবং অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। আজ মালয়েশিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক অনেক সুযোগসুবিধা লাভ করেছে। এখন মালয়েশিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলো বিদেশের দেশগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যক্রম নির্মাণ কাজ সমাধার জন্য কনট্রাক্টসমূহে নিলামে অংশ গ্রহণ করে। যদি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান অর্জন করতে না পারতাম তবে আমরা ন্যাশনাল কার প্রোজেক্টের মাধ্যমে আমাদের ধীরগতি সম্পন্ন অর্থনীতিকে আমাদের জনগণের জন্য কিভাবে সমৃদ্ধ করতাম।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩৯
দাইম অর্থমন্ত্রী হন

আমি একজন মানুষকে চিনি যার সাথে আমি বহু বছর কাজ করেছি। বহু মানুষের কাছে তিনি আকর্ষণীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তারা তুন দাইম জৈনুদ্দিনকে হেয়ালিপূর্ণ মানুষ হিসাবে মনে করতো। তাকে একজন বিতৃষ্ণ রাজনীতিবিদ বলেও মনে হয়। তবুও তিনি মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সংকটপূর্ণ বছরগুলোতে তিনি মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে পরিচালিত করলেও শেষ পর্যন্ত তার পলিসি সাফল্যের মুখ দেখেনি। তিনি পদত্যাগ করলেও সরকারি কাজকর্মের জন্য হুকুম তামিল করতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। কোন প্রকার ভয়ভীতি ও আনুকূল্য ছাড়াই সমালোচনা ও প্রশংসা করতেও তিনি পিছপা হননি। যখন তাকে পুনরায় ডাকা হলো তখন ইচ্ছাকৃতভাবেই আবার তিনি মন্ত্রী পদে ফিরে এলেন। আবার সময় মত তিনি মন্ত্রীর পদ থেকে সরেও দাঁড়ালেন। তিনি তার ইচ্ছেমত অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে দ্বিধা করতেন না– নাটকীয়তা নয়, চোখের জল নয়, যারা তাকে নিন্দাবান্দা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা দ্বেষ তার ছিল না। আমি আগ থেকেই তুন দাইম এর পরিবারবর্গকে চিনতাম। তাদের বাড়ি ছিল সেবেরাঙ পেরাকে, সেখানটাতে আমি এক সময় বসবাস করতাম। তার বড় ভাই সেনায়ি আমার শ্যালক আব্দুল গণির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি আব্দুল গণির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমি কেসা তুয়ান পেমুদা মেলয়ু কেদাহ (কেদাহ মালয় ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন) সংগঠিত করার সময়ে আমি সেনায়িকে কোষাধ্যক্ষ হবার জন্য বলেছিলাম।

সংসদ সদস্য হবার পর আমি প্রথম সেনায়ি'র ছোট ভাই সম্বন্ধে শুনেছিলাম। তুন দাইম একটা লবণের ফার্ম করেন। কিন্তু লবণের ফার্মের ব্যবসায় ফেল মারেন। তারপর তিনি হাউসিং ব্যবসা শুরু করে ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন। আলোর স্টারে আমার নিজেরও একটা হাউসিং প্রোজেক্ট ছিল। সেখান থেকে আমার কিছু আয় উপার্জন হতো আমার যৎসামান্য কারবার সত্ত্বেও। তুন দাইম প্রচুর আয় উপার্জন করতে সমর্থ হন তার বড় কারবারের কারণে। প্রকৃতপক্ষে, আমার বিশ্বাস তিনি ছিলেন প্রথম মালয়ী মিলিয়নিয়ারদের মধ্যে অন্যতম।

তখন তিনি দাতুক হারুণ ইদ্রিসের ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। তখন দাতুক হারুণ সেলাঙগোরের থাকায় তার কাছে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হারুন তাকে কুয়ালা

www.pathagar.com

লামপুরে জমি বরাদ্দ দেন। ওই সময় ওখানকার জমির দাম বেশি ছিল না। তুন হুসাইন প্রধানমন্ত্রী হবার পর হারুণের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। দুর্নীতির দায়ে হারুণের জেল হয়ে যাবার মত অবস্থা হয়েছিল।

তুন দাইম আমাকে দেখতে আসেন। ওই সময় আমি ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার। তিনি ভেবেছিলেন আমি তুন হুসাইনের সাথে কথা বলে তাকে হারুণের প্রতি নমনীয় করতে পারব।

তুন দাইম সাধারণ পোশাকে আমাদের মিটিংয়ে আসতেন– নেকটাইবিহীন, একটা সাধারণ শার্ট গায়ে, পায়ে একটা স্যান্ডেল। তিনি আমার প্রতি খুবই আশাবাদী ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন আমি তার আশা পূরণ করতে পারবো। আমি তার কথা শুনে তাকে বুঝিয়ে বললাম যে হারুনের ফাইল আমার কাছে এসেছিল, আমি ইতিমধ্যে তাতে আমার মতামত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। হারুণ সম্পর্কে আমি এ কথা বলার পর তুন হুসাইন ক্রোধান্বিত হলেন। এটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো হারুণের বিষয়ে নমণীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য যদি আমি আবারও অনুরোধ করি তাহলেও তিনি তার মত পরিবর্তন করবেন না।

তুন হুসাইন ১৯৮০ সালে তুন দাইমকে সিনেটর নিয়োগ করলেন। পরের বছরে আমি প্রাইম মিনিস্টার হলে তিনি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে আমার প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ রাখলেন।

সে সময় ইউনাইটেড স্টেটসের সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটলো। আমাদের টিনের বাজার পড়তির মুখে পড়লো। ইউএস এর জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কারসাজিতে এটা ঘটলো বলে মনে হলো। ইউএসএতে প্রতিনিধি পাঠিয়েও কোন কাজ হলো না। ওই সময় মালয়েশিয়ার টিন ও রবার এ দুটোই রপ্তানী পণ্য ছিল। এর ফলে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি ও সরকারি রাজস্বের উপর প্রভাব পড়লো।

তুন দাইম ওই সময় সরকারি কোন পদে না থাকলেও তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে একটা আনঅফিসিয়াল টিম পাঠাতে ইউএস অফিসিয়ালদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার উদ্দেশ্যে। ইউএসএর অফিসিয়ালরা মালয়েশিয়ার কাদেরকেই বা চেনে, যারা এ বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলতে পারে? আমি তাকে তান শ্রী এলেক্স লি এর সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে গিয়ে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। তারা ওখানে গিয়েও কিছু করতে পারলেন না। আমেরিকা প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিল যে মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়া নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।

www.pathagar.com

তারপর তুন দাইন তার তুরুপের তাস ফেললেন। তিনি মন্তব্য করলেন যে টিনের কম মূল্যের জন্য খনি শ্রমিকদের জীবনযাপনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা কম্যুনিস্টদের কারসাজি মালয়েশিয়ার সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য। এ বিষয়টা ইউএস কর্তৃপক্ষের মনে ধরলো। তাদের একগুঁয়েমির ফলে ভিয়েতনামে তারা পরাজিত হয়েছে। কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আমেরিকানদের ভীতি ছিল। তুন দাইম ইউনাইটেড স্টেটসের গুদামজাত টিন বাজারে বিক্রি করা থেকে বিরত করতে সমর্থ হলেন। তারা আনঅফিসিয়ালি সফল হলেও ওয়াশিংটন ডিসি'র কর্তৃপক্ষের মন গলাতে সক্ষম হওয়ায় আমি অভিভূত হয়ে ভাবলাম ইউএস সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তিনি মন গলাতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি "বাই ব্রিটিশ লাস্ট" পলিসির পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হলেন।

আমি ১৯৮২ সালে সাধারণ নির্বাচন দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি এটাও ঠিক করলাম যে তুন দাইমের উচিত সিনেটরের পদ ছেড়ে এসে দেওয়ান রাকায়াতের একটা সিটে নির্বাচন করা। আমি তাকে কাছে পেতে চাইলাম, তাই তাকে সরকারের একটা পদে বসাতে ইচ্ছা করলাম।

তুন দাইম খেদাহের কুয়ালা মুদা নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন ওই আসনে তান শ্রী খির জোহারির পর। তান খিন জোহারি একজন নিবেদিত ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন। তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে ওই আসনে মেম্বার অব পার্লামেন্ট এবং মেম্বার অব দি ফেডারেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এর পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলেন না। তুন দাইম যদিও স্থানীয় ইউএমএনও ডিভিশনের সদস্য না থাকলেও তার প্রার্থী হওয়া বিষয়ে কোন বিরোধিতা ছিল না। তিনি পিএস এর বিরোধীকে পরাজিত করে জয়লাভ করলেন।

তিনি জয়লাভ করার জন্য খুব বেশি চেষ্টা চালালেন না। তার মধ্যে কেতাদূরস্ত রাজনীতিবিদের গুণাবলী ছিল। তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অর্থ দানধ্যানসহ মসজিদ নির্মাণ করলেন। তিনি জনপ্রিয়তা লাভের জন্য তেমনভাবে নির্বাচনী ক্যাম্পেন না করেও জয়লাভ করেন।

পার্লামেন্টের মেম্বার হবার পর আমি তাকে ব্যাংক বুমিপুতেরা কিংবা প্রধান কোঅপারেটিভ কো-অপ বেরসাতু এর প্রধান হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি দুটোর একটি পদও গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তার পরিবর্তে তিনি ফ্লিট গ্রুপের দায়িত্ব নিতে চাইলেন। এ গ্রুপ নিউ স্ট্রেইট টাইমস স্টেবেল এর সংবাদপত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো।

www.pathagar.com

১৯৮৪ সালের পর আমি টেঙ্কু রাজা লেইপ হামজাকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দপ্তরে স্থানান্তর করলাম। তিনি আগে মিনিস্টার অব ফাইনান্স দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। এ দপ্তর খালি হলে আমি কোন প্রকার ইতস্তত না করে তুন দাইমকে এ পদে নিয়োগদান করলাম। তিনি প্রথম দিকে এ দায়িত্ব নিতে বিতৃষ্ণ ছিলেন। আমি তার কোন ওজরআপত্তি শুনলাম না। তার নিজের প্রচুর অর্থ কড়ি ছিল, আমি ভাবলাম– তিনি জনগণ ও সরকারের জন্য কাজ করার জন্য সময় দিবেন। বিদেশী ঋণ থাকায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। বেশ কয়েকটা ব্যাংক নানা রকমের বদনাম, সংকট ও ব্যর্থতা লেগেই ছিল।

কিছু লোক তার নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশ্ন তুললো। অনেকে মন্তব্য করলো আমি আমার একজন বন্ধুকে আনুকূল্য দেখিয়েছি। আমি কিন্তু একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে নিয়োগ করিনি। আমি তাকে চিনতাম একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের মত ব্যক্তি হিসেবেই। তার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার আলোকে এ মন্ত্রণালয় সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।

তুন দাইম যখন মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্স এর দাযিত্ব গ্রহণ করলেন তখন ফরেন রিজার্ভের পরিমাণ ছিল আরএম ৯ বিলিয়ন, আর অন্যদিকে বিদেশী ঋণ ছিল আরএম ২০ বিলিয়ন। তিনি তার মন্ত্রীত্বকালে ব্যাংক বুমিপুতেরা মালয়েশিয়া বিএইচডি (বিবিএমবি) সাথে বুমিপুতেরা মালয়েশিয়া ফাইনান্স (বিএমএফ) সম্পৃক্ত থাকার অপবাদকে তিনি সমাধান করেন। ব্যাংক হংকং এ আরএম ২ বিলিয়ন অর্থ হারায়। ক্যারিয়ান গ্রুপ অব কোম্পানিকে তারা প্রচুর অর্থ ধার দিয়েছিল। সরকার ব্যাংক ভূমিপুতেরা পেট্রোনাস (পিইটিআরওএনএএস) কাছে বিক্রি করে দিয়ে ঋণের দায় থেকে খালাস দিয়েছিল।

বিএমএ ফিয়াসকো মালয়েশিয়ার খ্যাতিমান ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছিল। সে সব ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন দাতুক হাসিম সামসুদ্দিন, লোরাইনে এসমে ওসমান, ডা. রাইস সানিম্যান (বিবিএমবি'এস)। তারা ছিলেন যথাক্রমে সাবেক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, সাবেক চেয়ারম্যান এবং সাবেক অলটারনেট ডিরেক্টর। *বিএমএফ* কিন্তু এ কেসে নির্লিপ্ত ছিল না। তুন দাইম ফাইনান্স মিনিস্টার হিসাবে অন্যান্য কিছু সংখ্যক ব্যাংকের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। পারয়িরা হাবিব ব্যাংক, সুপ্রিম ফাইনান্স, মালয়েশিয়ান ফাইনান্স, কুয়ালা লামপুর ফাইনান্স, কেয়াঙান উসাহা বারসাতু (কেইউবিবি) এবং কোঅপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো সমস্যার মধ্যে নিপতিত ছিল। তুন দাইমা তাদের সমস্যার সমাধান করেন।

www.pathagar.com

তিনি সরকারের ব্যয় সংকোচন করার জন্য ব্যবস্থা নেন মিনিস্টার ও সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টদের ভাতাদির পুনর্বিন্যাস করে। এমনকি তিনি পেনশন স্কীমের সমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন।

তিনি ও মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স, তেনাগা ন্যাশনাল, নথ-সাউথ এক্সপ্রেসওয়ে, টেলিকমস ডিপার্টমেন্ট, এমআইএসসি, এইচসিওএম, পোর্ট কেলাঙ কনটেইনার টার্মিনাল এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠানকে তিনি বেসরকারীকরণ করেন। এমনকি মালয়ান রেলওয়েকে আর এমআই হিসাবে বেসরকারীকরণের প্রস্তাব রাখেন।

দ্য নিউ স্ট্রেইটস টাইমসের সাবেক অফিসার-ইন-চিফ দাতুক সেরি কলিমুল্লাহ হাসান দ্বারা এ অফার একদা এসেছিল। প্রোটনের শেয়ার ইতালিয়ান মোটরসাইকেল কোম্পানী এমভি অগাস্টাকে এক ইউরোতে বিক্রি সঠিক বলে মন্তব্য করা হয়। কিন্তু এটা একই রকমের ছিল না। মালয়ান রেলওয়ের ক্রেতাদের অ্যাসেট বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি তখনো রেলওয়ে সার্ভিস অপারেট করতেন। তিনি মালয়ান রেলওয়ের ঋণ মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। ঋণের পরিমাণ ছিল বেশি। প্রোফিটের কথা না বললেই নয়। এটা ছিল পাবলিকের একটা প্রস্তাব, অন্যদিকে অগাস্টার কেসটাতে পাবলিকের অফার ছিল না। প্রোটন অগাস্টা বিক্রি করে অগাস্টার ঋণ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আমরা জানতে পারি অগাস্টার ক্রেতা অগাস্টার সাথে মিলিতভাবে ইউএসডি ১০৯ মিলিয়ন ঋণ শোধ করে বেচাবিক্রির মাধ্যমে।

ইতিমধ্যে তুন দাইম যদিও বহু পাবলিক এজেন্সিকে বেসরকারীকরণ করেন। সরকার শেষে বলেছিল এর ফলে অসাধারণ কিছু ঘটতে পারে। এ কারণে সরকারের অনুমতি ছাড়া বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করা হয়। বেসরকারী কোম্পানীর তালিকাভুক্ত শেয়ার দাম কুয়ালা লামপুর স্টক এক্সচেঞ্জ (কেএলএসই) এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বৃদ্ধি পায়। ওই সময়, কেএলএসই এবং সিঙ্গাপুর স্টক এক্সচেঞ্জ ছিল বৃহত্তর এর যোগ্যতার কারণে। এটার মূল্য মালয়েশিয়ান স্টক ব্রোকারদের অর্থ এবং তাদের সীমিত অপারেন্স ও প্রোসপেক্টের উপর নির্ভরশীল ছিল।

স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে তুন দাইম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি ছিল না। আমি কোন কারণ খুঁজে পেলাম না স্টক এক্সচেঞ্জ চালু রাখার। স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তে কেএলএসই এর ভ্যলুম বৃদ্ধি পেল। পূর্বে সিঙ্গাপুরে মালয়েশিয়ানদের অনেক কাউন্টার ছিল। সিঙ্গাপুর এক্সচেঞ্জও সম্ভাব্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গাপুর প্রবর্তন করে সেন্ট্রাল লিমিট অর্ডার বুক (সিএলওবি)। তারা বিশেষভাবে মালয়েশিয়ান শেয়ারগুলো থেকে সুবিধা আদায় করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়। বাস্তবিক পক্ষে, সিএলওবি এর বিরুদ্ধে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হলো ১৯৯৭-১৯৯৮ আর্থিক সংকটের কালে মালয়েশিয়ান শেয়ারের অবমূল্যায়ন করার কারণে।

তুন দাইম নিয়মমাফিক সব সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধানের তালিকা আমাকে দেখাতে আসতেন। তার কথা শোনার পর আমি তার পেশকৃত তালিকায় অনুমোদন প্রদানের আগে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতাম। তিনি কখনো সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অসুবিধার কথা না বলে থাকতে পারেনি। তিনি সাধারণত কৃতকার্য হলেন। কিন্তু তিনি অস্বস্তিবোধ করলেন লোকগুলোকে বাদ দিয়ে তার মনোনীত লোকদের সুবিধা করে দিয়ে সমস্যার সমাধান করায়। তিনি তার পছন্দের লোকদের মনোনীত করায় কথা উঠলো। কে কী বললো তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না। তিনি শুধু সামনে এগিয়ে যেতে চান তার সম্বন্ধে যে যাই বলুক না কেন।

তুন দাইম এর প্রোগ্রাম ধীরে ধীরে ফলপ্রসূ হতে লাগলো। সরকারের ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেতে লাগলো কিছু দেনা পরিশোধ করার ফলে। অর্থনীতি চাঙ্গা হতে শুরু করলো। ১৯৮৫ সালে প্রবৃদ্ধি ছিল মাইনাস ১.৬, কিন্তু ১৯৮৬ সালে প্রবৃদ্ধি প্লাস ১.২, ১৯৮৭ এ ১.৪, ১৯৮৯ এ ৯.২, ১৯৯০ এ ৯.৭, ১৯৯১ এ ৮.৭।

বিদেশী ঋণ– ১৯৮০ এবং ১৯৮৪ সালের মধ্যে ১৯৮১ সালে– অনেক হ্রাস পায়। ১৯৮৫ সালে তা দাঁড়ায় ১৪.২ পার্সেন্টে এবং ১৯৮৬ সালে তা দাঁড়ায় ১৮.৯ পার্সেন্টে। ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ এর মধ্যে প্রবৃদ্ধি উঠানামা করে নতুন ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৯৯১ সালে তা ৫.৫ পার্সেন্টে নেমে আসে।

তুন দাইম যদিও বহু পার্টিকে খুশি করতে পারে না। তিনি ইউনাইটেড মালয়ান ব্যাংক কর্পোরেশনের সমস্যার সমাধান করেন। দাতুক সুহাইমি কমরউদ্দিন নেতৃত্বাধীন ইউএমএনও ইয়ুথ এর মালটি-পারপাস হোল্ডিং (এমপিএইচবি), ইনভেস্টমেন্ট আর্থ অব এমসিএ এর কাছে ব্যাংককে বিক্রির অভিযোগ করেন। ব্যাংকের ৫১ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক এমসিএ। পেরনাস এর ৩০ পার্সেন্ট শেয়ার থাকলেও এমসিএ ব্যাংকটি পরিচালনা করতো। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চাংমিং থিয়েন এর সাথে দাইম সমঝোতায় এলেন। পেরনাসকে ৪০.৬৮ পার্সেন্ট শেয়ার দেবার জন্য তিনি সম্মতি জানালেন। অন্যদিকে এমপিএইচবি এর ৪০.৬৫ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিকানার সীমা নির্ধারিত ছিল। বাকী শেয়ারগুলো সরকার অনুমোদিত একটা কোম্পানিকে দেওয়া হলো। ইউএমও ইয়ুথ শান্ত হলো।

তার এ সমস্ত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় অর্থনীতির সাফল্য ঘটলেও তুন দাইমের সমালোচনাও কম হলো না। তার এবং তার পরিবারের সম্পদাদির উপর মামলা

www.pathagar.com

হলো। তিনি ফ্লিট গ্রুপের চেয়ারম্যান থাকাকালে ফাবার মার্লিন কোম্পানী ক্রয় করা হয়েছিল, তাতে দাইমের শেয়ার আছে বলে সন্দেহ করা হলো। এটার প্রতি প্রাধান্য দেবার কারণ ছিল, ফাবার তুন দাইম এর বুলুক মালয়ি এর সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। তিনি ফ্লিটের চেয়ারম্যান হবার অনেক আগে ১৯৭৭ সালে এ সম্পত্তি তিনি ক্রয় করেন। এটা অবশ্যই ছিল মিনিস্টারস অব ফাইনান্স হবার অনেক আগের ঘটনা। তার সম্পত্তি বড় একটা লাভে ফাবার মার্লিনের কাছে বিক্রি করায় লোকজন তাকে অভিযোগ করেই চললো।

লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জ এবং বিএমএফ এর মামিনাকার লোকসানের জন্যও দাইম নিন্দিত হলেন। এটাও ছিল তিনি অর্থমন্ত্রী হবার আগের ঘটনা। মালয়ের ব্যবসায়ীদের সাথে তার সম্পৃক্ততা ছিল। ইউএমএলও এর কোষাধ্যক্ষ থাকাকাল থেকেই তাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। মালয়ের ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পৃক্ততা থাকার সম্পর্কেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে। তান শ্রী ওয়ান আজমী ওয়ান হামজাহ, তান শ্রী হালিম সাদ, দাতুক সামসুদ্দিন আবু হাসান এবং তান শ্রী তাজউদ্দিন রামলি এর সাথে তান দাইকের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার নিজের লোক বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলো।

সম্প্রতি তাজউদ্দিন আমাকে অভিযুক্ত করলো এ বলে যে তান দাইম তাকে বাধ্য করেছে শেয়ার ক্রয় করে এমএএস এর ইন্টারেস্টের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে। আমি সংবাদপত্রগুলোর প্রতিবেদনগুলো চেক করতাম। তাজউদ্দিন তার ক্রয়ের ব্যাপারে উদারভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি তার মালয়েশিয়ান হেলিকপ্টার শেয়ারগুলো (দু'টি এয়ারক্রাফটের একটা কোম্পানি) সাথে এম এ এস শেয়ারগুলো (সুসংগঠিত ৬০টি এয়ারক্রাফট) বিনিময় করতে চাইলেন। সরকার তার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে জানতে চাইলেন যে তিনি পরিবর্তে নগদ অর্থ নিতে পারেন কিনা। আর এ জন্য আরএম ১.৮ বিলিয়ন অর্থ ধার করার জন্য বাধ্য হন। সুতরাং সরকারের দ্বারা তিনি শেয়ার কিনতে বাধ্য হননি। তিনি নিজের ইচ্ছায় নগদ অর্থ ধার করেন।

আমি কখনো সরাসরি আসল বেচাবিক্রির সাথে জড়িত ছিলাম না। যদিও আমি ওই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। আমি এ কথা মনে করে অবাক হলাম তাজউদ্দিন কিভাবে এয়ারলাইন ক্রয় করতে সমর্থ হল। এ বিষয়ে আমি যখন তুন দাইমকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে তাজউদ্দিনের টেলিকমুনিকেশনস কোম্পানী সেলকোম (মালয়েশিয়া) বারহাদ ভাল আয় করে। অভিযোগগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তান দাইম পরে তাজউদ্দিনকে বাধ্য করে সরকারকে বাঁচাতে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের খালাস করতে। বিষয়টা হাস্যস্পদ বলে মনে হয়। তুন দাইম তখন আর ফাইনান্স মিনিস্টার ছিলেন না। সরকার কারেন্সি ব্যবসায় অর্থ ক্ষতি করেনি। কোন পাবলিক কিংবা প্রাইভেট কর্পোরেশনের চেয়ে সরকার অর্থ পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা রাখে।

www.pathagar.com

আমি নিজে তুন দাইমকে চারবার রক্ষা করার চেষ্টা করি। কিন্তু তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ বলে মনে হচ্ছিল না। একবার দ্য ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ প্রতিবেদন পেশ করে যে তিনি ইউএসডি ৫ মিলিয়ন অর্থ মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সগুলোর প্লেনস এর জন্য সররাহ করেন। এ অভিযোগের কোন জবাব তিনি দেন নি।

লোকজন অবিরতভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে তিনি তার স্বজনদের কোম্পানীগুলোকে আর্থিকভাবে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন।

এ পন্থায় বিশেষভাবে কোম্পানিগুলোকে তিনি বেসরকারীকরণ করেছেন। যারা বড় বড় বেসরকারীকৃত প্রোজেক্ট পেয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন বলে অভিযোগ উঠে। সে সব লোকগুলো তার অধীনে আরবান ডেভলেপমেন্ট অথরিটিতে কাজ করতেন। আমি বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে মালয়ীদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলাম। আমি সে সব লোকদের চিনতাম না। তাদের যোগ্যতাই প্রোজেক্টগুলো পাবার মাপকাঠি ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তুন দাইমকে এ কাজের দায়িত্ব এক সময় দিয়েছিলাম।

সম্ভব তিনি এমন সব লোকদের পছন্দ করেছিলেন যারা তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমি মনে করেছিলাম তিনি তাদেরকে প্রোজেক্ট দিয়েছিলেন যাদেরকে তিনি জানেন ও চেনেন এবং বিশ্বাস করেন এসব কাজ ভালভাবে করার যোগ্যতা রাখে।

সঠিকভাবে কাজ করিনি বলে আমার নিজের বিরুদ্ধেও প্রায় অভিযোগ উঠতো। যখন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তখন আমি তা প্রমাণ করার জন্য দাবী করে এসেছিলাম। যে পর্যন্ত না আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম যে সেখানে যথার্থতা আছে, সেখানেই আমি কোন অ্যাকশন নিতে অস্বীকার করেছিলাম। ১৯৯০ সালে তান দাইম সরকার থেকে পদত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু আমি তাকে থেকে যেতে বললাম। যাহোক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ধূমায়িত হয়ে উঠলে আমি কোনক্রমেই আর ছাড় দেইনি।

আমি কোন খারাপ কাজ সম্পর্কে কখনোই প্রমাণ করে দেখি নি। কিন্তু আমি নিজে কোন খারাপ কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চাইনি। আমার সমস্যা ছিল কঠিন কারণ তুন দাইম সহজভাবে নিজের সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করতেন। সম্ভবত তার প্রতি আমার বিরক্তি প্রকাশ করলে তিনি ১৯৯১ সালে পদত্যাগ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সে সময়টা ছিল ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাজেট উপস্থাপন করার পর। আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে তার কথায় রাজি হলাম। তবে আমি আমার মতামত তাকে খোলাখুলি প্রকাশ করে বললাম যে আমি তাকে আহ্বান করবো যদি আমার প্রয়োজন পড়ে তার উপদেশ কিংবা অংশগ্রহণের জন্য।

www.pathagar.com

সম্ভবত তিনি ভাবলেন তার স্থলাভিষিক্ত হবেন দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম। তিনি তার উপদেশ নিতে চাইলেন। আনোয়ার কিন্তু কোন উপদেশ দিলেন না।

১৯৯৭ সালে কারেন্সি ট্রেডাররা বিপর্যয়ের মুখে পড়লে অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়লো। রিনগ্গিট ৫০ পার্সেন্ট অবমূল্যায়নের ফলে মালয়েশিয়া হঠাৎ করে খুবই দরিদ্র অবস্থায় নিপতিত হলো। রপ্তানী বাণিজ্যেও বিপর্যয় ঘটলো। আমাদের কারেন্সির অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী ক্রেতারা আসাহত হলো।

সৌভাগ্যক্রমে মালয়েশিয়ার বেশি বিদেশী ঋণ ছিল না। ফলে আইএমএফএর চাপে পড়তে হয় না। তবুও অন্য ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ায় সমস্যার উদ্ভব হলো। আনোয়ার নিজেই আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করার জন্য তিনি আইএমএফ এর ফর্মূলা গ্রহণ করলেন। সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করে বাজেটে সার্প্লাস অর্জনের পদক্ষেপ নিলেন। সুদের হার বৃদ্ধি করলেন। অনাদায়ী ঋণ আদায়ের মেয়াদ ছয় মাস থেকে কমিয়ে তিন মাস করলেন।

১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যাকশন কাউন্সিল (এনইএসি) গঠিত হলো– বিরোধীদলের সদস্যবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন, প্রাইভেট সেক্টর ও একাডেমী ইত্যাদির সমন্বয়ে। এর ফলে মালয়েশিয়াতে মারাত্মক সমস্যার উদ্ভব ঘটলো। প্রতিদিন কারেন্সির ঘাটতি ও অর্থনীতির অবনতি ঘটতে থাকলো। আমি ছোট একটা টিমের সাথে দৈনন্দিন ভিত্তিতে অবস্থা পর্যবেক্ষন করতে শুরু করলাম। আমি এ টিমে তুন দাইমকে নিলাম। আনোয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ও ফাইনান্স মিনিস্টার এ টিমের অন্তর্ভুক্ত হলেন। পরে তুন আব্দুল্লাহ আহমদ বাদায়ী নতুন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হওয়ায় এ টিমের সদস্যও হয়েছিলেন।

তুন দাইম প্রতিদিনের সকালের মিটিংএ উপস্থিত হতে থাকলেন। তার অবদান ছিল মূল্যবান। আমি কারেন্সি নিয়ন্ত্রণের ধারণা লাভের জন্য তার সহযোগিতা প্রত্যাশা করলাম। তিনি যদিও তেমনটা মুখ খুলছিলেন না। এক সময় আনোয়ার সরকার থেকে বাদ পড়ে গেলে আমি নিজেই ফাইনান্স মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করতে শুরু করি। ফলে আমি বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যেভাবে কাগজপত্র দেখা উচিত সেভাবে আমি দেখতে পারছিলাম না। তাই আমি তুন দাইমকে পুনরায় সরকারে যোগদান করতে আহ্বান করলাম। তার দাপ্তরিক কাজকর্ম ছাড়াও তাকে স্পেশিয়াল ফাংসন মিনিস্টারের দায়িত্বও দেওয়া হলো। তার দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটা দায়িত্ব ছিল নিউ ইকনোমিক অ্যান্ড কারেন্সি ওয়াচ কমিটির পরিচালনা করা। এ কমিটিতে আরো কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। স্পেশিয়াল ফাংসন ছিল একটা সাধারণ বিষয়। দাইম এর প্রধান কাজ ছিল উপদেশ দান সংক্রান্ত।

www.pathagar.com

তিনি কারেন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাস্টি কমিটির শেয়ার হোল্ডারদের কাজ করতে থাকেন সিএলওবি'র সাহায্য নিয়ে। শেয়ার হোল্ডাররা তাদের শেয়ারকে বাতিল করার অনুমতি দিল না। আরএম ৩.৮০ কে ইউএস ডলারের সাথে নির্ধারিত হলো। আমাদের অর্থনীতিতে দ্রুত তেজি ভাব লক্ষ্য করা গেলে বিষয়টা আইএমএফকে জ্ঞাত করা হলো। কেএলএসই এর প্রধান সূচক ২৬২তে নেমে এলো। কারেন্সি সংকটের প্রাক্কালে এটাই ছিল সর্বনিম্ন সূচক।

তার সাহায্য সত্ত্বেও তুন দাইমের বিরুদ্ধে অতীতের অভিযোগগুলো আবার উত্থিত হলো। নিজের পকেট ভারী করার অভিযোগ বারবার উঠতে থাকলেও কোন পরিষ্কার সাক্ষ্য প্রমাণ মিললো না। তবে আবারো তার বিরুদ্ধে ফিসফিসানি শুরু হলো। তার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য লোকজন আমার কাছে এলে অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে বললাম। কিন্তু তারা কোন সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে পারলো না। তবুও আমি সহজে তাকে সুরক্ষা দিতে পারলাম না। তবে এমন অবস্থার উদ্ভব হলো যাতে আমি তার সুরক্ষা দেবার কোন মজবুত গ্রাউন্ড খুঁজে পেলাম না। আমি এ সব বিষয়ে তার সাথে কোন কথা বলিনি কারণ আমি জানতাম তিনি কী উত্তর দিবেন।

তুন দাইম তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ গায়েই মাখলেন না। তিনি অবশ্যই গুজবগুলো শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি সে সব বিষয়ে টু শব্দ করলেন না। যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো চরমে উঠলো তখন আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি তাকে পদত্যাগ করতে বললাম। পরিশেষে তার স্বজনপ্রীতির জন্য আমি ভীত হলাম না, ভীত হলাম তার আনুগত্যের অভাবের কথা মনে করে। আর্থিক সংকটকালে তিনি আমার সামনে আসলে সমর্থন করতেন।

জোহরের মেন্টেরি বেসার আব্দুল গনি ওসমান আমাকে বললেন দাইম অন্যান্য একদল মেন্টারি বেসারকে ডেকে বলেছেন কারেন্সি কন্ট্রোল সম্বন্ধে আমার আইডিয়াটা সঠিক নয়। এ অভিযোগের পক্ষে কেউ সাড়া না দিলে আমি এ বিষয় নিয়ে আর ভাবলাম না। তাকে অভিযুক্ত না করে আমি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে তাকে পদত্যাগ করার কথা জানালাম।

তুন দাইম তাৎক্ষণিকভাবে চিঠি লিখলেন এবং তারপর আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি কখনোই উল্লেখ করলেন না আমাদের বন্ধু তাকে কী বলেছিলেন। তিনি শুধু বললেন যে তিনি পদত্যাগ করতে চাচ্ছেন। তিনি সদাসর্বদাই বলতেন যে তিনি যে কোন সময় পদত্যাগ করতে পারেন। আমিও তাই চাইছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি পদত্যাগ করলেন।

আমি জানতাম তিনি মন্ত্রী না থাকলেও কিন্তু তিনি দুরবস্থার মধ্যে পড়বেন না। তিনি যখন প্রথম সরকারে যোগদান করেন, তিনি তার আগেই একজন

www.pathagar.com

মিলিওনিয়ার ছিলেন। তিনি যখন সরকার থেকে পদত্যাগ করলেন তখনো সম্পদশালী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার পদত্যাগ করার পরও সম্পদশালী ছিলেন।

তার বয়স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর এ দিকে অবসর জীবনটাও ভালভাবে কাটছিল। আনোয়ারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আমি তাকে ফিরিয়ে আনলাম না। আমি তার কাজকর্মকে প্রশংসা করতাম। তার একটা জিনিস আমি পছন্দ করতাম না। যাহোক, তার সাথে লি কুয়ান ইউ। এক সময় লি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন যে তুন দাইম একজন ভাল মানুষ তাই তাকে পদে বহাল রাখা উচিত। লি কারেন্সি কন্ট্রোলের বিষয়ে দাইমকে সাহায্য করেছিলেন, যদিও তিনি আসলে লি'র প্রতি আগ্রহী ছিলেন না।

তুন দাইম এবং আমি আজও পরস্পর বন্ধু আছি এবং তিনি আমাকে তার বুকা পুয়াসা (রমজানের ঈদ) তে প্রতিবছর তার বাড়িতে ঈদে আমন্ত্রণ জানাতেন। একটা উপলক্ষে হাসমাহ ও আমাকে তার রাজকীয় প্রাসাদে ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমরা তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সেখানে আমার পুরনো বন্ধুদের দেখতে পেয়ে আনন্দিত হলাম। শীঘ্রই পুরনো বন্ধুরাও উপস্থিত হলেন। তাদের মধ্যে একজন হুইলচেয়ারে এসেছিলেন। তুন দাইম এবং তার স্ত্রী তোহ পুয়ান মাহানী আমার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সাথে নিয়ে আমার জন্মদিন পালন করতে চাইলেন। সে সব ছিল পুরনো দিনের কথা। জন্মদিনের আনন্দঘন অনুষ্ঠান হয়েছিল। যদিও আমি দেখতে পেলাম আমার অনেক বন্ধু ও সহকর্মীরা অনুপস্থিত ছিলেন।

উভয় অনুষ্ঠানেই তুন দাইম সরকার থেকে পদত্যাগের কথা মুখেও আনেন নি। তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তাই তিনি মিনিস্টার থাকলেন কি থাকলেন না তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না। তিনি কিছু অবদান রাখতে চান তাই তিনি সরকারে ছিলেন। তুন দাইম জাতির জন্য সেবাদান করেছিলেন আর এ জন্য সবসময় আমি তার কথা মনে রাখার চেষ্টা করতাম।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪০
একটা বিভক্ত বাড়ি : টিম এ এবং টিম বি

প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমি প্রায়ই যথেচ্ছাচারী পদ্ধতি এবং অসহিষ্ণু বিপক্ষতার কথা বলতাম। যদি ওইটাই সত্যি হতো তবে কেন আমি ইউএসএনও থেকে এত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতাম। যেসব লোক আমার বিরূপ আচরণ করতো আমি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করতাম। এর ফলেই আমি পার্টির নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদনের পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। ডিক্টেটর কখনো অবসর নিতে পারে না– স্বেচ্ছাকৃতভাবে।

১৯৮৭ ইউএমএনও জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে আমি সবচেয়ে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার সাবেক ডেপুটি তুন মুসা হিতাম টেঙ্কু রাজা লেইগ হামজাহর সাথে এককাট্টা হয়ে আমাকে পার্টির প্রেসিডেন্ট পদ থেকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এক বছর আগে তুন মুসা ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। যদিও তিনি তখনো পার্টির ডেপুটি প্রেসিডেন্ট পদে বহাল ছিলেন।

আমি আশা করেছিলাম যে তুন মুসা ও আমি পরস্পর উত্তম বন্ধু হবো। তুন হুসাইন ওন এর চেয়েও তিনি আমার ভাল বন্ধু হবেন। আমি এক সময় তুন হুসাইন ওনের ডেপুটি ছিলাম। আমাদের তথাকথিত এমএম কিংবা ২এম প্রশাসনের মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। তুন মুসা আমাকে সমর্থন করলেন না ন্যাশনাল কার প্রোজেক্টের ব্যাপারে। টেঙ্কু রাজা লেইগকে ক্যাবিনেটে স্থান দেবার ব্যাপারে তিনি খুশি ছিলেন না। ১৯৮৬ সালে তিনি সরকারের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ও পার্টি পদ থেকে পদত্যাগ করে আমাকে চিঠি পাঠালে আমি বিস্মিত হলাম।

ইউএমএনও সুপ্রিম কাউন্সিল আমাকে পার্টি মেম্বারদের একটা দলকে তুন মুসার সাথে সাক্ষাতের জন্য ইংল্যান্ডে পাঠাতে বললো। তিনি পদত্যাগ করার পর ওখানে চলে যান। তাকে ফিরে এসে পার্টির ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করতেই তাদেরকে পাঠাতে হবে। তারা তাকে পার্টি থেকে বাদ দিতে চাইলেন না। একজন ডিক্টেটর মুসাকে ফিরিয়ে আনার জন্য অবশ্য সম্মত হলেন না। কারণ এটা পরিষ্কার যে তিনি প্রেসিডেন্সি ও প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

আমি মেম্বারদের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে সুপ্রিম কাউন্সিলের একটা প্রতিনিধি দলকে লন্ডনে পাঠানোর অনুমতি দিলাম তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। তিনি ইউএমএনও এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হলেন। কিন্তু আমার নেতৃত্বাধীন সরকারে যোগদান করতে রাজি হলেন না। তুন সাফার বাবাকে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার পদে নিয়োগ দিতে হলো। এবারই প্রথম ইউএমএনও এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সরকারের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হলেন না।

তুন মুসা প্রত্যাশা করেছিলেন তার ফিরে আসার একটা কিছু মঞ্চস্থ হবে কিন্তু তিনি পরবর্তীতে কী করবেন সে সম্বন্ধে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সুইজার ল্যান্ডের দাভোসে সফরকালে আমি টেঙ্কু রাজা লেইগ এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি ওখানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। আমি তাকে পরবর্তী পার্টি নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বললাম।

মুসা তুনের পদত্যাগ মুহূর্তে আমি তার মধ্যে হতাশা ভাব লক্ষ্য করেছিলাম। তুন মুসা হতাশাব্যঞ্জক একটা পত্র আমাকে লিখেছিলেন আমি টেঙ্কু রাজা লেইগ এর প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে তাকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মন্ত্রী বানানোর অভিযোগ তিনি করেছিলেন। তারা দু'জনেই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আর এ কারণেই তিনি এ সব প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

তুন মুসা প্রকাশ্যেই আমার বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকেন। আমি তুন গাফারকে পার্টির ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার পদে প্রতিযোগিতা করার জন্য বললাম। ইউএমএনও এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সরকারের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হয়ে থাকে। তুন মুসার পছন্দ নিজে পার্টির ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হওয়া আর তুন গাফারকে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদ দেওয়া যা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী কাজ। এ ব্যবস্থাকে সংগতিপূর্ণ করা হয় তুন গাফারকে পার্টির ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদও লাভ করতে হবে। এটা সহজতর ব্যাপার হয় যদি ইউএমএনও এর চিন্তাভাবনাকে সরকারে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত করা যায়। অবশ্য, যদি টেঙ্কু রাজা লেইগ ও তুন মুসা জয়লাভ করতেন তবে ব্যতিক্রম ঘটতো না। টেঙ্কু রাজা লেইগ জয়লাভ করে এবং তুন মুসা পরাজিত কিংবা টেঙ্কু রাজা লেইগ পরাজিত হন এবং তুন মুসা জয়লাভ করেন তবেও সমস্যা দেখা দেবে। দুটো পদেই একজন জয়লাভ কিংবা দুটো পদেই একজন পরাজিত হলে সমস্যা দূর হবে।

লড়াই জমে উঠলে ইউএমএনও এর সদস্যরা এক এক পক্ষ নিতে বাধ্য হলেন। প্রেস আমাদের টিম-এ নামে অভিহিত করে। অন্যদিকে টেঙ্কু রাজা লেইগ ও তুন মুসার গ্রুপ হলো টিম বি। এ দুটো নতুন পক্ষের মধ্যে টেনশন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাদের অতীতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আবার নতুনভাবে জেগে উঠলো।

www.pathagar.com

ক্যাম্পেনের প্রাক্কালে তারা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করলো। তুন আব্দুল্লাহ আহমদ বাদায়ীর সাহায্য পাওয়া গেল। তিনি দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে পছন্দ না করলেও। পেনাঙ স্টেট ইউএমএনও ক্ষমতা লাভের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইউএমএনওতে আনোয়ারের যোগদান মিনিস্টার হওয়াটাকে তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। প্রথমদিকের বছরগুলোতে যখন তুন আব্দুল্লাহ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তখন আনোয়ার ক্যাম্পাসে তেজি নেতা। তুন রাজাক তাকে আনোয়ারের বিরুদ্ধে লাগালেন। ফলে তাদের মধ্যে প্রীতি সম্পর্ক ছিল না।

প্রথম প্রাইম মিনিস্টার তুনকু আব্দুল রাজাক অবসর নেবার পর ১৭ বছর সক্রিয় রাজনীতির বাইরে ছিলেন। এবার তিনি টিম বি কে সমর্থন করলেন। আমি তাদের ক্যাম্পেনে সম্পৃক্ত থাকতে পারলাম না। আমি শুনতে পেলাম যে তুনকু তাদেরকে তার নিজের জায়গায় ধর্মীয় সমাবেশে ছদ্মাবরণে সমাবেশ করতে দিল। তুনকু ওদের পক্ষে সহানুভূতিশীল ছিলেন কারণ টেঙ্কু রাজা লেইগ তারই লোক। তাছাড়া রাজা লেইগ সব সময়ই তার প্রিয় ছিলেন– তারা দু'জনও বিভিন্ন রাজকীয় ঘরের লোক, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল একই। এ জন্য তার প্রতি রাজা লেইগের বিশেষভাবে সম্পৃতি ছিল।

টিম-বি এর ফান্ড সম্বন্ধে আমাকে বলা হলো টেঙ্কু রাজা লেইগ রেসকোর্স প্রোপার্টি আরএম ১৪ মিলিয়নে ব্রুনাই এর সুলতানের কাছে বিক্রি করেছিলেন।

আমরা আরো শুনলাম যে টিম বি আর এম ২০ মিলিয়ন তাদের ক্যাম্পেন বাবদ খরচ করেন। অধিকাংশ অর্থের যোগানদার ছিলেন টেঙ্কু রাজা লেইগ নিজেই। টিম বি এর ক্যাম্পেনের ইস্যু ছিল সহজ-সরল। তারা বলে বেড়াতে লাগলো আমি স্বেচ্ছাচারীভাবে কাজকর্ম করি। আমি ন্যাশনাল কারের মতো একটা অকেজো প্রোজেক্টে টাকা ব্যয় করেছি। প্রোটন ওই সময়টাতে মানসম্মত মডেলের কার তৈরি করতে পারছিল না। তারা একজন চীনা ভদ্রমহিলার সাথে আমার একটা ছবিও প্রচার করলো। তারা অভিযোগ করলো মহিলা আমার সিঙ্গাপুরী স্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো এক বন্ধুর স্ত্রী। ছবিটি তোলা হয়েছিল তার কন্যার বিয়ের সময়।

প্রথমদিকে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেলাম। ১২০ ইউএমএনও ডিভিশনের মধ্যে ৮০টা ডিভিশন আমাকে মনোনীত করে। মাত্র ৪০টা ডিভিশন টেঙ্কু রাজা লেইগকে প্রেসিডেন্টের জন্য মনোনীত করে। আত্মবিশ্বাস জন্মালো আমি জয়লাভ করবো। আমার খুব বেশি ক্যাম্পেন করার প্রয়োজন নেই। ওই সময় আনোয়ার ইউএমএনও ইয়ুথ এর প্রধান ছিলেন। তিনি জানতেন তার সৌভাগ্য আমার সাথে গাটছড়া বাঁধা, যদি আমি পরাজিত হই তবে তিনিও সম্ভবত ভূপাতিত হবেন। তিনি আমাকে সনির্বন্ধভাবে জোরালোভাবে ক্যাম্পেন করার জন্য অনুরোধ করলো। তিনি ইউএমএনও ডিভিশন কমিটির মেম্বারদের ও অন্যান্য পার্টির শক্ত

www.pathagar.com

সামর্থদেরকে তাদের প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমার কাছে হাজির করলেন। ফলে আমাকে ক্যাম্পেন শুরু করতে হলো। আমি ডেপুটি হলাম এবং তারপর আমি প্রেসিডেন্ট হলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আমি ১৯৭২ এবং ১৯৭৫ সালে ভাইস প্রেসিডেন্সির জন্য কোন ক্যাম্পেন করিনি।

আগেকার কিছু লোকজনকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলেন তারা নিয়োগ ও প্রার্থী পছন্দের ব্যাপারে আমাকে সমালোচনা করলো। পেনাঙের একজন ভদ্রমহিলা আমাকে নিন্দাবান্দ জানালো। একজন মুসলিমকে সিনেটর হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

এসব মিটিংএ আর একজন লোক এসেছিলেন তিনি হলেন দাতুক মাজলান ইদ্রিস। তিনি এক সময় পেহাঙ স্টেট এ্যাসেম্বলির সদস্য ছিলেন। তিনি আমার একজন অনুগত সমর্থক ছিলেন। কিন্তু যখন টিম বি তার কাছে এলো তখন তারা তাকে মেম্ভারি বেসার পদ দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলো। তিনি তাদের দলে যোগদান করলেন। তিনি কী করলেন তা কিন্তু বুঝতে পারলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের কাছ থেকে এ ধরণের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন।

ক্যাম্পেনে আমি সচেতন ছিলাম এ বিষয়ে যে আমি কাউকে কোন বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেব না। আমি যখন প্রত্যাশা করতে পারছিলাম আমি জিততে পারবো তখন প্রতিশ্রুতি দিয়ে কি লাভ হবে, আর যদি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারি। একটা কৌশল তুমি অবলম্বন করতে চাচ্ছ যাতে যেনতেন প্রকারে জয়লাভ করতে পার। প্রতিশ্রুতি দেবার পর তা পূরণ হবে কিনা সে সম্বন্ধে তোমার মোটেই মাথাব্যথা নেই। আমার বিশ্বাস জন্মালো যে ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়ী হবো। আমি ভাবলাম পার্টি মেম্বাররা এটা বুঝতে পেরেছিল যে টেঙ্কু রাজা লেইগ এবং তুন মুসা ছিলেন পুরনো শত্রু, এখন একত্রে মিলিত হয়েছেন। এ থেকে একটি সুযোগসন্ধানী মিত্রতাই গড়ে উঠতে পারে, তাছাড়া অন্য কিছু অর্জন সম্ভব নয়। আসলে তারা একত্রে কাজ করছেন না– ইউএমএনও প্রতিনিধি ও সদস্যবৃন্দ এটা ভালভাবেই বুঝতে পারলো।

পার্টি মেম্বাররা ১৯৮৭ সালের ২৪ এপ্রিল শুক্রবার ভোট প্রদান করলেন। জুমার নামাজের জন্য দিনের মাঝামাঝি সময়ে ভোট দান বন্ধ থাকলো। ওই সময় টিম বি এর সমর্থকরা ক্যাম্পেন শুরু করতে থাকলো। যে সমস্ত প্রতিনিধিদল তাদের হোটেলে, এমন কি টয়লেটে ছিলেন তাদেরকে তারা টার্গেট করলো। আমি জানতে পালাম প্রচুর অর্থ দিয়ে তাদের ভোট কেনা হয়েছিল।

দিনের শেষ দিকে আনোয়ার আমাকে জানালো যে ভোট শেষ হয়েছে। তিনি আমাকে আরো জানালেন যে টিম বি বিজয়লাভের ব্যাপারে খুবই আস্থাশীল। তারা ইতিমধ্যে আনন্দোল্লাস করতে শুরু করেছে। যে সব খবর আসতে লাগলো তার

www.pathagar.com

মধ্যে অনিশ্চয়তায় ভরা দুঃশ্চিন্তা লেগেছিল। এ থেকে আমি নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করলাম। আমি আগে থেকেই জানতাম যদি তুমি বেশি কিছু পেতে চাও তবে তুমি তা না পেলে বেশি মর্মবেদনা ভোগ করবে। আমি ছাত্র থাকাকালে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলাম। আইন পড়ার জন্য একটা স্কলারশিপের অপেক্ষা থেকে যতটা সময়ক্ষেপণ করলাম, তার মধ্যে আমার অন্যান্য বন্ধুরা বিদেশে পাড়ি জমালো পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে। আমি সব সময় প্রধানমন্ত্রীর পদ ও ইউএমএনও এর প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি খুশিমনে পদ ছেড়ে দেবার জন্য প্রস্তুত– কারোই পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার চিরদিনের জন্য স্থায়ী নয়। কিন্তু আমি মাত্র চার বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলাম। এখনো প্রচুর কিছু করার ছিল। আমার কাজ সমাধা করার জন্য আমাকে পদ ধরে রাখার প্রয়োজন ছিল।

আনোয়ারের কাছ থেকে ফোন পাবার দু'ঘণ্টা পরে আমরা চূড়ান্ত খবর পেলাম যে তুন গাফার এবং আমি জয়লাভ করেছি। আমি ৭৬১ ভোট পেয়েছি, আর রাজা লেইগ পেয়েছেন ৭১৮ ভোট। মাত্র ৪০ ভোটের ব্যবধানে আমি জয়লাভ করেছি। অন্যদিকে তুন গাফার তুন মুসাকে মাত্র ৪০ ভোটে পরাজিত করেছেন। আমি জয়লাভ করে স্বস্তিবোধ করলাম। তবে ভোটে যৎসামান্য ব্যবধানের জন্য হতাশাবোধ করলাম।

তবুও এটা একটা বিজয়। টিম এ এর প্রার্থীরাও সুপ্রিম কাউন্সিলের অধিকাংশ সিটে জয়লাভ করলেন। দুই তৃতীয়াংশ ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ টিম-এ পেল। টিম তুন আব্দুল্লাহ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিজয়ী হলেন। নির্বাচনের ফলাফলের বিপর্যয় ঘটায় টেঙ্কু রাজা লেইগ মিনিস্টার অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি থেকে পদত্যাগ করলেন। তার সঙ্গী টিম বি এর সদস্য সেরি ডা. রাইস ইয়াতিম ফরেন মিনিস্টারের পদ ছেড়েছেন। আমিও টিম বি তে যোগদানকারী তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার এবং চার জন ডেপুটি মিনিস্টার পদ থেকে সরিয়ে দিলাম। তারা হলেন ওয়েলফেয়ার সার্ভিস মিনিস্টার দাতুক শাহরির আব্দুল সামাদ, প্রাইম মিনিস্টারের ডিপার্টমেন্টের দাতুক আব্দুল আজিব আহমদ, ডিফেন্স মিনিস্টার তুন আব্দুল্লাহ, ফরেন অ্যাফেয়ার মিনিস্ট্রির ডেপুটি মিনিস্টার তান শ্রী আব্দুল কাদির শেখ ফাদজির, প্রাইমারী ইন্ডাস্ট্রিস মিনিস্টারির ডেপুটি মিনিস্টার দাতুক সেরি রাদজি শেখ আহম্মদ, ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার ডেপুটি মিনিস্টার দাতিন পাদুকা রহমান ওসমান এবং এনার্জি, টেলিকমুনিকেশন অ্যান্ড পোস্টস মিনিস্টার ডেপুটি মিনিস্টার দাতুক জয়নাল আবিদিন জিন। তাদের অপসারণ করা সঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করলাম। তারা আমাকে সমর্থন করেননি, তাই তারা আমার ক্যাবিনেটে কাজের যোগ্য হবেন না।

ইউএমএনও এর এটা নিয়ম যে সব ধরণের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ পার্টির অধীনেই সমাধা করতে হবে। কিন্তু এটা শীঘ্রই পরিষ্কার হলো যে টেঙ্কু রাজা লেইগ পরাজয়

www.pathagar.com

স্বীকার করে নিতে রাজি নন। পার্টির নির্বাচনের দু'মাস পরে ২৫ জুন তারিখে ১১ জন টিম বি এর সদস্য জেনারেল অ্যাসেম্বলির নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের জন্য হাইকোর্টে একটা মামলা দায়ের করলেন। তাদের অভিযোগ ৫৩ ইউএমএনও ব্যাঞ্চের সদস্যরা সঠিকভাবে নিবন্ধনকৃত নয়। এর ফলে তাদের ভোটগুলো বাতিল হলো। আমি আগে থেকেই তাদের এ মামলা সম্বন্ধে শুনেছিলাম। কিন্তু তখন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তারা সত্যি সত্যি মামলা রুজু করতে পারে। আমি ভাবলাম যদি তারা মামলা রুজু করে তবে হবে ছোটখাট একটা অভ্যন্তরীন বিষয় হওয়ায় কোর্ট তা বাতিল করে দেবে। বেশি হলেও কোর্ট চ্যালেঞ্জকৃত ইউএমএনও সদস্যরা অযোগ্য ঘোষিত হতে পারে, আর সেটা ঘটলে তাদের বাদ দিয়ে ভোট পুনর্গণনা করা হবে।

কিন্তু টিম বি দাবী করলো ইউএমএনওকে পুনরায় পার্টির নির্বাচনের কারণ অযোগ্য প্রতিনিধিরা নির্বাচনের ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর একটা নির্বাচনের কথা ভেবে আমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলাম তা আমি স্বীকার করছি। আমি জানতাম এটা একটা অশুভ তৎপরতা। কারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকেরা ভোট কেনার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করবে। পার্টির বিষয় কোর্ট পর্যন্ত গড়ানো ভাল ইঙ্গিত বহন করে না।

তুনকু আব্দুল রহমান ইতিমধ্যেই টিম বি এর জন্য সমর্থন যুগিয়ে চললেন। আমি তার কাছে একটা চিঠি লিখলাম এই বলে যে প্রকাশ্যে তার সমর্থন সহায়ক হবে না। তিনি জবাবে বললেন যে তিনিও ভাবছেন আর একটা নির্বাচন করাই সঠিক হবে। আমি এর পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হলাম।

মামলার বিচার কার্য শুরু হবার আগে কোর্ট ইউএমএনও কমিটিকে অভিযোগের আপোষ-মিমাংসা করার জন্য দু'সপ্তাহ সময় দিল। টিম এ এবং টিম বি কোর্টের বাইরে মামলাটার সমঝোতা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু টিম বি আর একটা নির্বাচনের জন্য জেদ ধরলো। তারা আরো সময় পেতে চাইছিল যাতে নতুন নির্বাচনের জন্য আরো আরো ভোট তাদের পক্ষে জোগাড় করতে সক্ষম হয়। আমিও বুঝতে পারলাম অর্থের মাধ্যমে ভোট কেনার জন্য তারা বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল। পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের তরফ থেকে সম্মতি দেবার কোন প্রশ্নই ছিল না। এটা মেনে নেবার অর্থ ওই পক্ষ যা চাইবে তাকেই মেনে নেওয়া। পরিশেষে, আমরা বিষয়টা সমাধানের জন্য কোর্টের উপর ছেড়ে দিলাম।

পরবর্তীতে কী ঘটতে পারে প্রত্যেকেই ভাবছিল, তার মধ্যে বিশেষ করে টিম বিও ছিল। হাইকোর্টের জজ তান শ্রী হারুন হাশিম ইউএমএনও এর ১১ জনের মামলা খারিজ করে দিল। অনিবন্ধিত শাখাগুলোর অবস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে ইউএমএনও সম্পূর্ণরূপে অবৈধ পার্টি। আমার জানামতে কোন দেশের ইতিহাসে এমন কোন নজির নেই যে কোন রুলিং পার্টিকে একজন বিচারক অবৈধ বলে

www.pathagar.com

ঘোষণা করেছেন। ইউএমএনও ছোট পার্টি নয়– আমাদের দুই মিলিয়ন সদস্য এবং ২০০০ এর চেয়ে বেশি শাখা আছে। আমরা কেমন করে নিশ্চিত করতে পারি যে প্রত্যেক ব্রাঞ্চ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিটি বিধান মেনে চলতে পারে? পুরো পার্টিকে নিন্দাজ্ঞাপন করায় বিপুল সংখ্যক সদস্য উপলব্ধি করে যে তাদের কোন অধিকার নেই। প্রত্যেকেই কোর্টের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কোর্টের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তটাকে মনে হলো আমার ক্ষেত্রে অসুন্দর ও অন্যায়। এটা কোন সিদ্ধান্তই নয় যা দেশের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে।

ইউএমএনও অবৈধ বলে ঘোষিত হওয়ামাত্র অ্যাসেট বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। এসব সম্পত্তির মধ্যে ছিল ইউএমএনও এর বিল্ডিং এবং কর্পোরেট শেয়ার। ওই সময় পার্টির ট্রেজারার ছিলেন টেঙ্কু রাজা লেইগ। তিনি এখন পর্যন্ত তহবিলের হিসাব দাখিল করেননি। অনেক পরে তিনি আমাকে জানান যে পার্টির ফান্ডে কোন অর্থ কড়ি নেই। একটা গল্প প্রচারিত হলো এই বলে যে আমরা ইউএমএনও এর হেডকোয়ার্টারের জন্য কাগজ কিনতে পারছি না পার্টির ফান্ড শূন্য হওয়ায়। আসলে আমাদের পার্টির হেডকোয়ার্টারের অবস্থা খারাপ ছিল না। ইউএমএনও হেডকোয়ার্টারে মাসিক ব্যয় ছিল যৎসামান্য; শুধুমাত্র পার্লামেন্টারী ইলেক্‌শনের সময় বেশি অর্থ ব্যয় হতো। আমাদের কোন ঋণ ছিল না। এমন কি আমাদের বিল্ডিং এর খরচও ইতিমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছিল।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির চেয়ে ইউএমএনও এর অ্যাসেট নিয়ে কমই সমস্যা। টিম এ এর নেতারা– আমি নিজে, তুন গাফার এবং আরো কয়েকজন– বুঝতে পারলাম প্রথমে আমাদেরকে পার্টির নামটিকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। আমরা টিম বি এর উদ্ভব হবার আগ থেকে ইউএমএনও ছিল একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দল যার মাধ্যমে এতদিন যাবৎ আমরা আমাদের দাবী-দাওয়া তুলে ধরে এসেছি। এখন টিম এ এবং টিম বি এর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হলো। আমরা নতুন করে ইউএমএনও গড়ার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম। পুরনো ইউএমএনও পার্টি কোর্ট কর্তৃক নিন্দনীয় হবার ফলে আমরা ইউএমএনওকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম। ওই সময় এটাও নিশ্চিত করা হলো যে এ পার্টির নাম ইউএমএনওই থাকবে। এর নামের একটা ইতিহাস এবং এর সম্পদও আছে।

১৯৮৮ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি আমরা রেজিস্টার অব সোসাইটিস এর কাছে আবেদন জমা দিলাম ইউএমএনও ৮৮ নামে একটি পার্টির নিবন্ধনের জন্য। কিন্তু তারা এ আবেদন বাতিল করেছিল এ অজুহাতে যে ইউএমএনও অফিসিয়ালি তখনো খারিজ হয়নি। টিম বি এর আবেদনও বাতিল হয়ে গেল একই কারণে। আমরা ১৩ ফেব্রুয়ারি আবার আবেদনপত্র জমাদান করলাম। এটা দু'দিন পরে অনুমোদিত হলো। নতুন পার্টির নাম হলো ইউনাইটেড মালয়স ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (নতুন) কিংবা ইউএমএনও চারু। একই দিনে বরিসান ন্যাসিওনাল কোয়ালিশনের

www.pathagar.com

জন্য আবেদন করা হলো। আমি নতুন পার্টি কাঠামো পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব রাখলাম। অল্প সংখ্যক সদস্য সমস্ত রকমের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দায়ী থাকবে। আমি অনুভব করলাম ইউএমএনও এর বিপুল সংখ্যক সদস্যদেরকে দায়িত্ব চাপানো সম্ভব নয়। সকল সদস্যের সমন্বয়ে ইউএমএনওকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

তারপর থেকে এ দৃশ্যপট সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্যাদি প্রচার হতে থাকলো। আমি শুনলাম লোকজন বলাবলি করছে যে আমি ইউএমএনওর নিবন্ধন খারিজ করিয়েছি কারণ আমি নাকি দেখেছিলাম এটাই সুযোগ নতুন পার্টি গড়ার। সদস্যদেরকে আমার প্রতি নমনীয় থাকার জন্য। এ থিওরি সমর্থন করে কেউ কেউ অভিযোগ করলো যে এটা ছিল ইউএমএনও এর পরামর্শক দাতুক গোপাল শ্রী রাম সোসাইটিস অ্যাক্টের সেকশনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সে অনুযায়ীই বিচারক তার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্যেরা পরামর্শ দেন যে আমি নিবন্ধন খারিজের বিষয়ে তেমনভাবে চেষ্টা করিনি।

আমি জানতে পারিনি যে আমাদের আইনজীবী বিচারকার্যে প্রভাবিত করেছিলেন কিংবা করেছিলেন না। যদি আমাদের আইনজীবী কোন পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তবে তা করেছিলেন আমার অগোচরে। ইউএমএনও এর নিবন্ধন খারিজের বিরুদ্ধে কড়াভাবে প্রতিবাদ করা দরকার ছিল। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম যে বিষয়টা দীর্ঘায়িত হোক। আমরা সব সময়ই দেশের প্রশাসনের স্বপক্ষে ছিলাম। ওইটাই ছিল ক্ষমতা গ্রহণ করার পরের দায়দায়িত্ব। যারা আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল না। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ছাড়াই টিম বি বৈধতা, কৌশলগত সুক্ষ্মতা এবং রাজনৈতিক হতাশার মাঝ দিয়ে সময় ক্ষেপণ করে।

এক সময় ইউএসএনও সংক্রান্ত বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি ঘটলো। আমি পার্টির মধ্যে বিরাজমান সমস্যাদি মিটিয়ে ফেলে পার্টিকে চাঙ্গা করার কাজে মনোনিবেশ করলাম। পুরনো ইউএমএনও এর অনেক মেম্বার নতুনভাবে ইউএমএনও বারুর সদস্য হওয়ায় আমি স্বস্তিবোধ করলাম। লোকজন বিশেষ করে আমাদের মালয় কন্‌স্টটিটিউয়েন্টস সদস্যরা ইউএমএনও বারুকে গ্রহণ করায় সমস্যার উদ্ভব হলো। এক বছরের মধ্যে আমি সমস্ত স্টেট ভ্রমণ করলাম নতুন পার্টিকে পুনরায় পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে। জন সমর্থন লাভ করলাম এবং পার্টির নেতারা তৃণমূল জনসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করলো। আমরা ব্যাখ্যা করে বললাম যে ইউএমএনও বারু আসলে পুরনো পার্টির সমতুল্য। ইউএমএনও এর একই আদর্শ ও একই সংগ্রামের জন্য তারা পরিচিত এবং সমর্থিত। আমরাও পরিচিতিমূলক ফ্লাগ ও সিম্বল নির্ধারণ করলাম। আমার লেটার হেডে "বারু" শব্দটা হালকাভাবে ছাপানো হলো। বস্তুতপক্ষে, লোকজন সবাই একত্রে শব্দটা ব্যবহার না করায় পার্টির নাম থেকে বারু শব্দটা বাদ পড়ে যায়। এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা ইউএমএনও হিসাবে পরিচিত হলাম যে ইউএমএনওকে লোকে চিনতো

www.pathagar.com

এবং জানতো। যদি আমাদের ইউএমএনও এর সাবেক সদস্যরা ফিরে এসে নতুন পার্টিতে যোগদান করতো তবে ভাল হতো।

নতুন পার্টি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। এমনকি যারা বিরোধী তারাও নতুন পার্টিতে যোগদান করতে পারতেন। আমি সর্বদা বিশ্বাস করতাম যে কাউকে নতুন পার্টিতে যোগদানে বাধা দিতে আমার কোন অধিকার নেই। সুতরাং আমি ইউএমএনও বারুতে যোগদানের জন্য স্বীকৃতি দিলাম। যারা টিম বি এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তারাও যোগদান করতে পারবেন। টিম বি এর মধ্যে তান শ্রী সৈয়দ হামিদ আলবার, আব্দুল্লাহ শেখ ফাদজির এবং তুন আব্দুল্লাহ অন্যতম ছিলেন। কিছুটা ইতস্তত করার পর তুন আব্দুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যিনি প্রথম ইউএমএনও বারুতে যোগদানের জন্য আবেদন করলেন। আমি ভাবলাম টিম এ এবং টিম বি এর মধ্যে প্রতিযোগিতার সময় তিনি সবচেয়ে অদ্ভুত ধরণের আচরণ করেছিলেন। তিনি টিম বি এর দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী একজন নেতা ছিলেন। তিনি টিম বি এর অনুসারী হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত হন। আমার মনে পড়ে যে একটা বিষয়ে, আমি পেনাঙের কেপালা বাপসের তুন আব্দুল্লাহের নির্বাচনী এলাকায় ক্যাম্পেন করেছিলাম। তিনি আমার সাথে একই প্লাটফরমে ভাষণ দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে ভাষণ দিয়েছিলেন। তার ভাষণে তিনি কোন টিমের পক্ষেই কোন কথা বলেননি। এতে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এটা ভেবে তিনি তাহলে কোন পক্ষে ছিলেন। আমি মনে করেছিলাম, যদি আমি জয়লাভ করি তবে তিনি রক্ষা পেতে পারেন।

টিম বি এর প্রত্যেকেই কিন্তু ইউএমএনও বারুতে যোগদান করতে চাননি। টেঙ্কু রাজা লেইগ সেমাঙাত ৪৬ (স্পির্ট অব ৪৬) নতুন পার্টি নিয়ে এগিয়ে চলছিলেন। তুন মুসা এবং তুন আব্দুল্লাহ যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকলেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে টেঙ্কু রাজা লেইগ বুঝতে পারলেন যে ইউএমএনও এর সাফল্য নির্ভর করছে মালয়ীদের সমর্থন এবং এমসিএ ও এমআইসি এর মিত্রতা এবং বরিসান ন্যাসিওনাল এর উপর। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন একইভাবে এগোতে– তিনি জানতেন যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে থাকায় বরিসান ন্যাসিওনালের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকলেও শেষ পর্যন্ত বরিসান ন্যাসিওনাল জয়লাভ করলো।

সুতরাং তিনি পিএএস এবং ডিএপিকে তার পার্টির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে একটামাত্র বিরোধী দল গঠন করে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় বরিসান ন্যাসিওনাল এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেন। বরিসান ন্যাসিওনালের মত নির্বাচনী এলাকাগুলোতে তাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা সমর্থনের মাধ্যমে মতামত শেয়ার করা প্রয়োজন। প্রত্যেকেই একে অপরের দলের প্রার্থীকে সমর্থন জানানো দরকার। কিন্তু পিএএস সাপোর্টাররা দেখতে পেল ডিএপিএর সমর্থন অভিশাপ হিসাবে দেখা দিল যখন পিএএস বৈরী ভূমিকায় হাজির হলো। তখনো পিএএস

www.pathagar.com

এবং সেমাঙাত ৪৬ এর সমর্থকরা বেশই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করছিল। তাদের সহযোগিতার ফলে পিএএস বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছিল– সেমাঙাত ৪৬ খুব কম সিটেই জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। এটা দ্রুতই পরিষ্কার হলো যে বিরোধী কোয়ালিশনের মধ্যে পিএএস প্রধানত সেমাঙাত ৪৬ মাধ্যমে নির্বাচনে ভাল ফলাফল করবে। ডিএপিও সেমাঙাত ৪৬ থেকে সমর্থন পেয়ে আসন লাভ করে। কিন্তু বিএএস এবং ডিএপি এর ভোটগুলো ইউএমএনও প্রার্থীদের পরাজিত করার জন্য সেমাঙাত ৪৬ এর যথেষ্ট সমর্থন ছিল না।

দুটো সাধারণ নির্বাচনের পর সেমাঙাত ৪৬ নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, পিএসএ ও ডিএপি এর সাথে প্যাক্ট করে কোন প্রকারে লাভ হবে না। এদের কতিপয় সদস্য তখনো ইউএমএনও এর বন্ধু ছিলেন। সেমাঙাত ৪৬ থেকে তারা ইউএমএনও এর কোর্টে ফিরে আসতে চাচ্ছিল।

এভাবে সদস্যদের নিরালা ও দুঃশ্চিন্তা সহ্য করা প্রত্যেকেরই সম্ভব নয়। আমি ভাবলাম এটা একটা ভাল আইডিয়া, সময়মত এটা ফলপ্রসূ হবে। এর ফলে পার্টি দুর্বল হওয়ায় ইউএমএনওর জন্য তা ভাল হলো। যারা আমার বিরুদ্ধে ছিল তাদেরকেও ইউএমএনওতে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা আমার ছিল। এমনকি তাদেরকে পার্টিতে পদ দেবার ইচ্ছেও আমার ছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব অনুসারিদেরকে তাদের সাথে নিয়ে ইউএমএনওতে যোগদান করতে সমর্থ হবে।

ওটাই ছিল আমার মতামত, ইউএমএনও এর প্রত্যেকেই কিন্তু একই কথা ভেবেছিল না। অনেকেই তখনো ওদের ফিরিয়ে আনার ইচ্ছায় ক্রোধান্বিত ছিল। তাদের ধারণা ছিল একটা গ্রুপকে পার্টিতে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ফলে খুবই সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে। অনেক ইউএমএনও বারু নেতা ও সদস্য একে ভাল চোখে নাও দেখতে পারে। কয়েকজন অনুভব করলেন তারা কখনোই সেমাঙাত ৪৬ এর সাথে কাজ করবেন না। বিশেষ করে সেমাঙাত ৪৬ এর সাবেক নেতাদের ইউএমএনওতে যোগদান করলে ইউএমএনও এর মধ্যে বিভক্তির ফলে নেতাদের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমি বড় একটা চিত্র দেখতে পেলাম। বাদ পড়া গ্রুপটা নির্বাচনী এলাকায় ক্ষতি সাধন করতে পারে যেখানে বিরোধীদের সাথে আমাদের ভোটের পার্থক্য অত্যন্ত সংকীর্ণ। এমনকি অল্পসংখ্যক সদস্যরা অন্যদিকে যেয়ে একটা নির্বাচনে বড় একটা ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে। আমি কখনোই ভুলতে পারলাম না ১৯৬৯ সালের পরাজয়ের কথা। যদি সংখ্যায় অল্প স্থানীয় এমসিএ সদস্যরা আমাকে ভোট দিতে অস্বীকার করে তার পরিবর্তে পিএএসকে ভোট দিয়েছিল।

যাহোক সেমাঙাত ৪৬ ইউএমএনওতে ফিরে এলেও ১৯৯৯ সালে কেলাঙতানের সাধারণ নির্বাচনে কিন্তু বরিসান ন্যাসিওনাল বিজয়ী হতে পারেনি। ইউএমএনও

www.pathagar.com

এর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হলে সব সময়ই ভাবনা-চিন্তা করে কাজ করতে হবে।

টেঙ্কু রাজা লেইগ এবং আমি একত্রে কেণ্ডানতানে ১৯৯৬ সালের ৩ অক্টোবর একটা পাবলিক র‍্যালি করেছিলাম পার্টির প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে।

সেমাঙাত ৪৬ গঠিত হয়েছিল। আমরা মালয়ীদের মধ্যে একতা এবং ইউএমএনওকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম। সেমাঙাত ৪৬ এর সুপ্রিম কাউন্সিল পাটিকে বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত নিল। টেঙ্কু রাজা লেইগ অভিযোগ করেন যে আমরা ১৯৮৭ সালের পার্টির নির্বাচনে বিজয়ী হতে চালাকীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।

এ সত্ত্বেও তাদেরকে ইউএমএনওতে ফিরে আসা আমাদের জন্য মূল্যবান ছিল। আমি জানতাম আমি তাদের সাথে কাজ করতে পারবো। আমি যে কোন লোকের সাথে কাজ করতে পারি যদি সে পার্টির জন্য নিবেদিত হয়। এমন কি আমি রাজা লেইগকে ক্যাবিনেটে পুনরায় নিয়োগ দিলাম। কিন্তু তিনি *ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ* ম্যাগাজিনে আমাকে এবং সরকারকে সম্পৃক্ত করে একটা জটিল সাক্ষাৎকার প্রদান করলেন। এর ফলে আমার মনে পরিবর্তন দেখা দিল। আমার প্রতি আনুগত্যের আভাস তার মধ্যে লক্ষ্য করেও তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেও না দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তার মধ্যে কিন্তু আনুগত্যের কোন প্রকার আভাস দেখতে পেলাম না। টেঙ্কু রাজা লেইগ খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন, সম্ভবত তিনি তুন মুসার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হবার বাসনা মনে পোষণ করলেন। এমন কি প্রাইম মিনিস্টার হবার ইচ্ছাও ছিল।

সাবেক ডেপুটি তুন মুসা আমার প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হলেও আমি কিন্তু তার প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখাইনি। তিনি ইউএমএনও ত্যাগ করার পরও আমি তার সাথে ভাল আচরণ করে বেশ কয়েকটা পদে নিয়োগ দিয়েছিলাম। সেই পদগুলোর মধ্যে ছিল জাতিসংঘে মিনিস্টারের র‍্যাংকের সমমর্যাদাসম্পন্ন মালয়েশিয়ার বিশেষ দূত হিসাবে নিয়োগদান করেছিলাম ১৯৯০ সালে। পরে ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়েছিলাম। সরকারে তার ভূমিকা রাখার জন্য তাকে অস্বীকার করার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

টিম বি এর বিপর্যয়ের পর তুন মুসা নিজেকে উভয় দল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চান। কিন্তু আমি দেখলাম তিনি সেমাঙাত ৪৬ এ যোগদান করতে ইচ্ছুক নন। তিনি ইউএমএনও এর বিরুদ্ধেও থাকতে চাইলেন না।

www.pathagar.com

যখন টিম বি এর সদস্যরা ইউএমএনও বারু যোগদান করলেন তখন তাদেরকে পার্টির সুপ্রিম কাউন্সিলে তাদের সিটে ফিরে আসার জন্য সুযোগ দেওয়া হলো। কিছু কিছু সমালোচক বললেন এটা ছিল একটা হিসাব-নিকাশ করে চলা যাতে আমার পার্টির ইমেজ সুদৃঢ় থাকে। ওই বিষয়টায় আমি ভাবিত ছিলাম না– আমি এটাই ভাবলাম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম পার্টির জন্য ভাল কিছু করতে। আমি কাজ করতে ইতস্তত করলাম না।

আমি জানতাম টিম বি এর সদস্যরা সবাই বাস্তবে ইউএমএনও এর লোক ছিল। এটা সত্যি ইউএমএনও এর সংগ্রাম ও আদর্শের যারা সমর্থন করে তাদের প্রত্যেককে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আমি সদাসর্বদাই সমস্ত মালয়ীর মালিকানাধীন ইউএমএনওকে পরিচালনা করেছিলাম। যদি কোন মালয়ী পার্টির উদ্দেশ্য ও আদর্শকে মেনে নিয়ে পার্টিতে যোগদান করতে চায় তবে তাকে সাদরে গ্রহণ করতে আমার কোন দ্বিধা ছিল না। সেমাঙাত ৪৬ থেকে সদস্যরা পুনরায় তাদের রাজনৈতিক আবাসে ফিরে আসায় ইউএমএনও বারু পুনরায় শক্তিশালী হলো।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪১
অপস লালাঙ

ইউএমএনও ছেড়ে আসার অল্প পরে আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। পুলিশ– ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (আইএসএ) অধীনে ১০০ জন লোককে গ্রেফতার করলো। পুলিশ অপারেসিং লালাঙ (অপস লালাঙ নামে অভিহিত, অর্থ করলে অপারেশন উইডিং বা আগাছা পরিষ্কার) নামের অভিযান শুরু করলো। ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে। গ্রেফতারকৃতদেরকে ডিটেনশনে রাখলো।

আমি কখনো আইএসএ ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলাম না। আমি ১৯৬৯ সালের কথা কখনো ভুলবো না। টুঙ্কু সরকারের দ্বারা আমি বিনাবিচারে আটক অবস্থায় ছিলাম। ওই সময় ডিটেনশন বা বিনাবিচারে আটক সম্বন্ধে খারাপ অভিজ্ঞতা লাভ করি। সে সময়ই আমি ভেবেছিলাম এভাবে কাউকে আটক করে রাখা ভীতিকর। আইএসএকে পছন্দ না করার কারণে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েই ২০ জন ডিটেনীকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম পরে এ অ্যাক্টকে পুরোপুরি বাতিল না করে এর বিধিবিধানকে মডিফাই করবো।

আমি সে সময়ের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ও মিনিস্টার অব হোম অ্যাফেয়ার তুন মুসা হিতামকে বললাম ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি)কে বলতে আমি আইএসএ ব্যবহার করতে পছন্দ করি না। সেটা ছিল আমার প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের প্রথম দিকের কথা। তার ছয় বছর পর মালয়েশিয়ার ইতিহাসে আমাকে অপস লালাঙ এর মত সবচেয়ে বড় পুলিশি অভিযানের অনুমতি দিতে হলো।

নির্বাচিত সরকার ও স্থায়ী প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক খুবই খারাপ ও জটিল ছিল। রয়াল মালয়েশিয়ান পুলিশ হচ্ছে প্রফেশনাল সংস্থা। এ সংস্থা সরকারের অধীনস্থ। এ সংস্থার কাজ নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা এবং প্রয়োজন হলে অ্যাকশন নেওয়া। স্বাভাবিকভাবে এক্স মিনিস্টার তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা সৃষ্টি হলে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যদি মিনিস্টার অহরহরই পুলিশ প্রধানের পরামর্শে কর্ণপাত না করেন তবে পুলিশ প্রধান তার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে কথা বলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কয়েকজন মিনিস্টার ও সরকারই প্রদান করে থাকেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই পুলিশের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদেরকে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

অতীতের কিছু ঘটনায় আমি প্রায়ই বিস্মিত হয়েছিলাম কেন পুলিশ, আর্মড ফোর্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সিভিল সার্ভেন্টরা নির্বাচিত সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করতো। পাশাপাশি আমাদের কোন উপায় ছিল না আমাদের সিদ্ধান্ত তাদের কাছে পেশ করার। শেষত, তাদের উপর আমাদের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার কোন উপায় ছিল না। মালয়েশিয়াতে আমাদের প্যালেস গার্ড ছিল না। প্যালেস গার্ডরা নেতার প্রতি পুরোপুরি অনুগত থাকে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত পালন করে।

আমাদের বড় বড় অনুষ্ঠানাদিতে পুলিশ বাহিনী ও আর্মড ফোর্স থেকে গার্ডদের আনা হয়ে থাকে। তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ পালন করে থাকে। ওই উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ কাজ করতে সম্মত থাকেন। তারা নির্বাচিত ন্যাশনাল নেতাদেরকে ভালভাবে চেনেন। তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

নির্বাচিত নেতারা স্পেশিয়াল সার্ভিসের উপর শুধুমাত্র নির্ভর করে না। তারা পুলিশ ও আর্মির ওপরও নির্ভর করে থাকে। আমরাও চুক্তি মোতাবেক পুলিশ ও আর্মির উপর নির্ভর করতাম। তাদের সম্পর্কে বিশেষ করে পুলিশের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল।

পাওয়ার রিলেশনের ব্যাপারে আমরা স্পর্শকাতর ছিলাম। আইজিপি, আর্ম ফোর্সের প্রধান এবং সরকারের চিফ সেক্রেটারির সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেকেই আমার প্রশাসনে ক্ষতি করতে পারতো যদি সে ইচ্ছা করতো। অতীতে এমন ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। তারা অতীতেও আনুগত্য প্রদর্শন করেছে বলে ভবিষ্যতেও করবে এমন কিন্তু নয়। আমি মিলিটারী ক্যু সম্বন্ধে অবগত ছিলাম, যা অন্যান্য দেশে মাঝেমধ্যে ঘটছিল। আমি জানতাম মালয়েশিয়ায় ওই অবস্থার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু আমার আশা ভঙ্গ হলো ২০০০ সালে আল মউনাহ গ্রুপ সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর একটা ক্যু করার জন্য চেষ্টা করে। ইসলামিক মিলিট্যান্টরা আমাদেরকে বললো যে কয়েকজন জুনিয়র অফিসার ও অন্যান্য র‌্যাংকের সৈন্যরা সর্বদা পেশাগতভাবে বিশ্বাসী নয়। আমি তাদেরকে আয়ত্তে আনতে পারলাম। গুরুত্ব সহকারে আমাকে আরো উপদেশ দেওয়া হলো। বিশেষ করে আমাদের সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার আইজিপি আমাকে উপদেশ দিলেন।

যে বছরে অপস লালাঙ ঘটলো ইউএমএনওর নেতৃত্বে একদল রাজনীতিবিদের মধ্যে ফাটল দেখা দেওয়ায় সরকার দুর্বল হয়ে পড়লো। তুন মুসা প্রথমে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। টিম-এ টিম-বি পার্টি থেকে সরে পড়ার জন্য শোডাউন করার সিদ্ধান্ত নিল। পরবর্তীতে কোর্টের কেস সরকারকে আরো দুর্বল করে ফেললো। আমি সর্বদাই অনুভব করতাম যে মালয়েশিয়াকে

www.pathagar.com

স্থিতিশীল রাখার জন্য একটা শক্তিশালী সরকার থাকা প্রয়োজন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি ভাল অবস্থায় থাকলো না। বেকারত্বের হার বেড়ে যেতে লাগলো।

এ অবস্থায় চরমপন্থীরা চীনা ভাষা, কালচার ও শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চীনা শিক্ষাবিদরা চীনা শিক্ষকদেরকে নিয়োগ করাতে প্রতিবাদ জানায়। তারা জানায় প্রাইমারী ন্যাশনাল টাইপ (চাইনীজ) মিডিয়াম স্কুলগুলোতে তারা পাঠদানের উপযুক্ত নয়। এ ইস্যুটি নিয়ে বিরোধীদল ডিএপিই শুধুমাত্র নয় এমসিএ এবং গেরাকান চীনাপন্থী বরিসান ন্যাশওনাল গভর্মেন্ট মাথা ঘামায়। এমসিএ এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট তান শ্রী লি কিম সাই নিন্দাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। চাইনীজ শিক্ষাবিদ, চীনের বহু সংখ্যক এনজিও, ডিএপি, এমসিও ও গেরাকানের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে একটা মন্দিরে জোরালো একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

মালাক্কাতে অবস্থিত বাকিত চিনা চাইনীজ সিমেটেরি প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যক্রম এবং এমসিএ এর ডিপোজিট-টেকিং কোঅপারেটিভ এর ব্যর্থতার ফলে সমস্যার উদ্ভব হলো। চাইনীজদের অনেকেই অনুভব করলেন যে সরকার ইচ্ছে করলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারতেন। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে চাইনীজ ও ইন্ডিয়ান স্টাডিজ পড়ানো সম্পর্কে ডিএপিএ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ন্যাশনাল কালচার এর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটা স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় ১৯৭০ এর দশক থেকে আমাদের উদীয়মান ন্যাশনাল কালচারের সাথে মালয় কালচার সম্পৃক্ত ছিল।

অনেক মালয়ী বিশেষ করে ইউএমএনও উত্তেজিত হলো। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অবৈধভাবে একটা র‍্যালি বের করলো। ১৯৬৯ সালের মে মাসে কুয়ালা লামপুরের ক্যামপাঙ বারু এলাকা দিয়ে যাবার সময়ে একটা বিক্ষোভ মিছিলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো। মালয়ীরা মারমুখী হওয়ায় অ-মালয়ীরা ভীত হয়ে পড়ে। পিএএস এবং ইউএমএনও উভয়েই খ্রিস্টান চার্চগুলোকে দোষারোপ করতে শুরু করে। ১৯৮৭ এর ১ নভেম্বর ৫০০,০০০ লোকের একটা বিশাল মিছিল করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। সরকার এতে উৎসাহিত হলেও অবস্থা খারাপ হতে পারে বলে আমরা মিছিল করার অনুমতি দেই না। এমনকি উত্তেজনা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে যখন একজন মালয়ী সৈন্য কুয়ালা লামপুরের জালান চোউ কিট এ তার এম-১৬ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি ছুঁড়ে একজন মালয়ী ও দু'জন চীনাকে মেরে ফেললে।

অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে পুলিশ ১৯৬৯ সালে ১৩ মে তারিখে পুনরায় দাঙ্গা হবার আশঙ্কা করে। আইজিপি আমাকে উপদেশ দিলেন যে আই এস এ এর অধীনে প্রি-এমটিভ অ্যারেস্ট দ্রুততার সাথে সারতে হবে যদি পাবলিক অর্ডার

www.pathagar.com

মানতে হয়। আমি ভাবলাম আইজিপি এর সুপারিশের সাথে একমত হলে আমার নিজস্ববোধ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আইএসএ এর কথা হলো প্রতিশেধকের ব্যবস্থা করা– কোন কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। আমরা যদি আগে যৌথ ব্যবস্থা না নেই তবে বিলম্বের কারণে লোকজন নিহত হতে পারে। যখন আমি গ্রেফতার ও ডিটেনশনে দেবার জন্য রাজি হলাম তখন আমি ভাবলাম শুধুমাত্র কয়েকজন রিংলিডারকে গ্রেফতার করা যাবে। আমি কয়েকজন ডিএমপি নেতার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে আশ্বাস দিলাম যে তাদেরকে ডিটেনশনে দেওয়া হবে না।

গ্রেফতার সঠিক সময়ে শুরু হলেও তা শেষ হতে বেশই সময় লাগলো। পুলিশ একনাগাড়ে গ্রেফতার করে চললো। তারা ইউএমএনওসহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের পার্লামেন্ট সদস্যদের গ্রেফতার করলো। চীনা শিক্ষাবিদ ও নন গভর্নমেন্ট (এনজিওস) অর্গানাইজেশনের বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকেও গ্রেফতার করলো। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মালয়েশিয়াতে চাইনিজ ভাষাকে অন্যতম অফিসিয়াল ভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণকারী চাইনিজ শিক্ষাবিদ সিম মোউ ইউ ও, বিখ্যাত রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও মানবাধিকার কর্মী ড. চন্দ্র মুজাফ্ফার এবং ইউএমএনও এর রাজনীতিবিদ দাতুক পাদুকা ইব্রাহিম আলীও ছিলেন। সবাই মিলে গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৬ জন। এক সপ্তাহের মধ্যে পুলিশ ৫০ জনের অধিক ব্যক্তিকে মুক্তি দিল। তার দু'মাস পরে শুধুমাত্র ৩৩ জনকে ডিটেনশনে রাখলো। প্রত্যেকেই কিন্তু মনে রাখলো ১০৬ জনক গ্রেফতার করা হয়েছে।

আমাকে পরিশেষে গ্রেফতারকৃত মোট সংখ্যা জানানো হলে আমি হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়লাম। আমি কিন্তু পুলিশকে আদেশ প্রত্যাহার করার কথা বলতে পারলাম না। পুলিশের নেয়া এ্যাকশনের দায়দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হলো। যথাসময়ে সরকার একটা শ্বেতপত্র ইস্যু করলো বিষয়টার পুরো ব্যাখ্যা প্রদান করে। মারাত্মক উত্তেজনা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজ করতে থাকলো।

গ্রেফতার ছাড়াও মালয় থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষার দৈনিক দি স্টার, চাইনিজ ভাষার সংবাদপত্র সিন চেউ জিত পোহ, সাপ্তাহিক নিউজ পেপারের লাইসেন্স বাতিল করাও হলো। আমরা অনুভব করলাম যে এই সংবাদপত্রগুলো কয়েকটি ইস্যুতে বিক্ষোভের খবর প্রকাশিত হওয়ায় চীনা কম্যুনিটি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শ করলো। মালয়ীদের সেনাদের সাথে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক ধরণের মালয়ীরা চীনাদের হত্যা করার চেষ্টা করলো।

এ বিষয়ে আমাকে জানানো হয়েছিল না যে, এ সংবাদপত্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমি জানতাম, সারা বিশ্বের সাংবাদিকরা আমাদেরকে নিন্দা জানাবে। তারা মালয়েশিয়াকে গালমন্দ করবে। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমি কিন্তু পুলিশকে বিশ্বাস করলাম।

www.pathagar.com

সারাবিশ্ব আমাদের উপর নজর রাখছিল। তারা বলছিল যে এখন আমি সত্যি সত্যি একজন ডিক্টেটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা ও অপস লালাঙ সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দেবার উপায় আমার ছিল না। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বহাল থাকাকালের বছরগুলোর সব হিসাব-নিকাশ অপস লালাঙ এর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। আমার সার্বিক রাজনৈতিক চরিত্র ও ক্যারিয়ার বাধাগ্রস্ত হয় আমাকে ডিক্টেটর হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে। যদিও আমি দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম এর বিরুদ্ধে আইএসএকে ব্যবহার করিনি।

আমার সুনাম শুধুমাত্র অপস লালাঙ দ্বারা বিনষ্ট হয় না। আমার প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা পুলিশ ফোর্সের দ্বারাও বিঘ্নিত হয়। অনেকেই অনুভব করলো পুলিশ মাত্রারিক্ত দমন চালিয়েছে। কারণ আমি তাদেরকে ব্যবহার করেছি। গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে পুলিশ কয়েদীদেরকে নির্যাতন করেছে এবং বিদেশী ওয়ার্কারদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে ডিটেনশনে থাকাকালে। এটা আসলে সত্যি ছিল না। আর এসব গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে তারা ডিক্টেটর হিসাবে অভিহিত করলো।

এনজিওগুলো সরকার কর্তৃক অবৈধ বিদেশী ওয়ার্কারদের ডিটেনশনে দেবার বিষয়ে নজরদারী করতে শুরু করলো। পুলিশের কাস্টোডিতে ডিটেনশনে থাকা অবৈধ বিদেশীদের মৃত্যু সম্পর্কে খবর সংবাদপত্রগুলো ফলাও করে প্রকাশ করলো। ডিটেনশনে থাকা অবৈধ বিদেশীদের দেখার জন্য সাংবাদিকরা সরকারের প্রতি দাবী জানালো। তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো ওদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য। সাংবাদিকরা সরকারকে নিন্দাজ্ঞাপন করে পুলিশকে ডিটেনশনে থাকা অবৈধ বিদেশীদের প্রতি সদয় হবার জন্যও দাবী করলো।

যখন আইএসএকে ব্যবহার করা হয়েছিল তখন কেউই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। এমনকি কোর্টও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি যে এ জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর অনুমতি লাগবে। কতিপয় আইনজীবী কিন্তু হেবিয়াস কর্পাসের রীট করেছিল এ অবৈধ বিধানের বিরুদ্ধে। কোর্টে রীট করার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ডিটেনশনী মুক্তি পেল। মুক্তি পাবার পর পুলিশ কয়েকজনকে তাৎক্ষণিকভাবে আবার গ্রেফতার করলো। এবার তারা তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ অভিযোগের ভিত্তিতে ডিটেনশন পেপার প্রস্তুত করলো। তারা এটা সঠিকভাবে করলেও জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হলো।

সরকারের সদস্যরা কখনোই জনসাধারণের কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলো না। কিন্তু তারা ক্যাবিনেট মিটিংএ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললো। আমরা

www.pathagar.com

আলোচনা করলাম যে পুলিশ আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমরা জানতাম তাদের মধ্যে কিছু খারাপ দিক ছিল, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে পারলাম না আমাদের পুলিশ ফোর্স পদ্ধতিগতভাবে কোন ভুল করেছে।

সরকার পুলিশকে মদদ দেবার অভিযোগগুলো সত্যি ছিল না। পুলিশের শৃঙ্খলার বিষয়টা সহজ ব্যাপার ছিল। পুলিশ ফোর্সের অধিকাংশই ছিল মালয়ী। পুলিশ সদস্যদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমাকে তা বলতে হতো আইজিপিকে। তিনি বিষয়টা তার অফিসারদের সাথে আলোচনা করে সঠিক পদক্ষেপ নেবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তারা ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ ফোর্স। তারা সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক ব্যবস্থা নিতো।

আমাদের পুলিশ ফোর্সের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক এজেন্ডা ছিল না। পুলিশ বিভাগের লোকজন নির্বাচিত সরকারের পক্ষে কাজ করে। সঠিক নয় মনে হলেও পুলিশকে অবশ্য আদেশ মান্য করতে হয়। সরকারকে কিছু কিছু ভয়ঙ্কর ও অবৈধ কাজ করতে হয় যদি পুলিশ আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করে। সিনিয়র অফিসাররা স্বস্তিবোধ না করলেও আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হয়। তারা যাই করুক বা নাই করুক তা ফোর্সের উপরই সম্পূর্ণরূপে বর্তায়। এ ধরণের ঘটনা ঘটলে দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়।

অপস লালাঙ এর সমালোচকরা যুক্তি দেখান এই বলে যে সেখানে কখনো কোন সংকট ছিল না। তারা ভুল করেছিল। অন্যান্যর মতামত প্রকাশ করেন এ কথা বলে যে সেখানে একটা সংকট ছিল। কিন্তু এটা সরকার, ইউএমএনও এবং আমার নিজের অতিরঞ্জন এবং রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা সৃষ্ট। তারা আরো ভুল ছিল।

আরো অধিক গ্রহণযোগ্য সমালোচকরা স্বীকৃতি প্রদান করে এই বলে যে সেখানে যথার্থ অবস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু সরকারের জবাব ছিল মাত্রাতিরিক্ত ও বেঠিক। তারা সঠিক হতে পারতো। এসব সমালোচকরা একপেশে সমালোচনা করেন। সরকার এসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেনি। আমরা অবস্থাটাকে মোকাবিলা করতে পারতাম। আমরা ইউএমএনও র‍্যালি ও গ্রেফতারও এড়াতে পারতাম। ১৯৬৯ সালে রাস্তায় দাঙ্গাহাঙ্গামা আসন্ন হয়ে উঠে। মালয়েশিয়ানরা আমাদেরকে ক্ষমা করতো না যদি আমরা দাঙ্গাহাঙ্গামা দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিতাম।

এ সময়ে এটা জানা কষ্টকর ছিল কী প্রয়োজনীয় এবং গ্রহণযোগ্য, কী সঠিক নয় এবং কী মাত্রাতিরিক্ত। আমাদের যা করার ছিল তাই আমরা করলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে হলো যে আমরা মারাত্মকভাবে বাঁধা পড়ে গেছি। আমরা যে অবস্থার মাঝ দিয়ে চলছিলাম তা থেকে প্রচুর শিক্ষা পেয়েছিলাম। আমাদের

www.pathagar.com

সরকার, পুলিশ, বরিসান নাসিওনাল এবং বিরোধীরা উভয় রাজনৈতিক দল, এনজিও এবং সাধারণ নাগরিকগণ শান্তিতেই বসবাস করছিলাম। সরকার সকলের জন্য সামাজিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল।

মালয়েশিয়া গণতান্ত্রিক দেশ এ কথা কেউ কেউ স্বীকার নাও করতে পার। একটা গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে লেজিসলেচার এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ারীর পৃথক পৃথকভাবে ক্ষমতা লাভ। এ তিনটি বিভাগের পৃথক পৃথক ক্ষমতাই শেষ কথা নয়। তারা যদি পৃথক পৃথক দিকে চালিত হয় তবে তা রাষ্ট্র পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না। তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল। তাদের কাজ ও ক্ষমতার মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ বিরাজিত ছিল।

১৯৮৭ সালে আমার মধ্যে এক ধরণের সন্দেহ ও আবেগ দেখা দিল। পুলিশের ভূমিকা সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। আমাদের সরকার পদ্ধতিতে তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা আছে। কোনই সন্দে নেই যে মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক ইতিহাসে অপস লালাঙ একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এ থেকে আমরা উচিত শিক্ষালাভ করলাম। আমরা যেন অপস লালাঙের মত অপারেশন আর না চালাই কারণ এ থেকে সরকার ও জনগণ আমরা উভয়েই উচিত শিক্ষা পেলাম।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪২
জুডিসিয়ারি

মালয়েশিয়ার জুডিসিয়াল সিস্টেম ব্রিটিনের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত। দেশটির প্রতিষ্ঠাতা জনকেরা এ আইন পরিবর্তনের কোন কারণ দেখেননি। ঔপনিবেশিক আমলে এ আইনকানুন ভালভাবে বলবৎ থাকলেও ব্রিটিশদের অপেক্ষা এখানে বৈষম্য করা হতো। তাদের নাগরিকরা স্থানীয় বিচারকদের দ্বারা বিচারের সম্মুখীন হতো না। ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক প্রভু হিসাবে সুযোগসুবিধা ভোগ করতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ কিংবা অন্যান্য ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে কোন মামলা হয়নি। অবশ্যই মালয়েশিয়ার জেলে কোন ব্রিটিশ কয়েদী ছিল না।

স্বাধীন মালয়েশিয়াতে অবশ্য প্রত্যেকের জন্য আইন এক। কোন জাতিগোষ্ঠীগত বৈষম্য নেই। সংবিধান আইনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত এবং সকলের দ্বারা গৃহীত। সংসদের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করা হয়ে থাকে।

মালয়েশিয়ার লিগ্যাল ও জুডিসিয়াল সিস্টেম ভালভাবে কাজ করে। সরকার জুডিসিয়ারির ভূমিকাকে উপলব্ধি করে। সরকারের তিনটি স্তম্ভ এক্সিকিউটিভ, লেজিস্‌লেচার এবং জুডিসিয়ারি।

প্রধানমন্ত্রী হবার পর আমি এ বিষয়ে প্রথমে একজন অজানা লোক ছিলাম। ইংল্যান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত আইনজীবীরা প্রথম তিনটি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। তারা অবশ্যই ইংলিশ কমন ল সম্বন্ধে জানতেন। এ আইন মালয়েশিয়াতে বলবৎ ছিল। একজন আইনজীবী না হবার ফলে ল অ্যান্ড লিগ্যাল সিস্টেম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান তাদের মত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট তুন মোহামেদ সুফিয়ান হাসিম আইন সম্পর্কে আমার সীমিত জ্ঞানের কথা বলেছিলেন।

একজন আইনজীবী হিসাবে আমি যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নই তেমন অর্থনীতিবিদ হিসাবেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নই। মালয়েশিয়াতে বিচারবিভাগের প্রশাসনিক আইন কানুন সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু ভুল ধারণা ছিল। একজন বিচারক কিংবা তার বিচার সম্বন্ধে অবশ্যই কোন সমালোচনা করা যাবে না। সমালোচনা করলে আইন অমান্যের দায়ে কোর্টে অভিযুক্ত হতে হবে। অপরপক্ষে, একজন বিচারক তার কোর্টের নিরাপত্তা, মন্তব্য কিংবা সরকারসহ অন্যকে নিন্দা করলে তা আইন আমলে আসবে না। আমি এটাকে সঠিক বলে ভাবতে পারলাম না।

www.pathagar.com

তারপর সাব জুডিসিয়ারি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। কোন কেস কোর্টে রজু করার আগে সেই কেস সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা যাবে না। এটা ভাল বলেই মনে হয়। কোর্টে কেস যাবার আগেই জনসাধারণের ভিতরে বিতর্কের জন্ম হয় মিডিয়ার মাধ্যমে। যেমনটা ইউনাইটেড স্টেটসে ঘটে থাকে।

তারপর কিন্তু কেস বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে বাদী বিবাদী উভয়পক্ষেরই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মামলা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সাক্ষীরা আসল ঘটনা ভুলে যায়। দশ বছর আগে আসলে কী ঘটেছিল তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে সাক্ষীরা ব্যর্থ হয়। ফলে ন্যায় বিচার সু প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সত্যি কথা বলতে বিচার বিলম্বিত হবার অর্থ ন্যায় বিচার না পাওয়া। মাঝে মধ্যে বিচারকগণ নিজেরাই বিচারকার্য বিলম্বিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সরকার মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হওয়ায় সবাইকে দোষারোপ করে। কিন্তু তারা বিচারকগণের কারণে এটা ঘটতে পারে সেটা খতিয়ে দেখে না।

আমার প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম দিকের দিনগুলোতে এ বিষয়ে তেমনটা মাথা ঘামাই নি। একবার আমি ক্যাবিনেটে শেক্সপিয়ারের হেনরি VI এর ডিক কৌতুক থেকে উদ্ধৃত করেছিলাম। “প্রথমে যা করতে হবে তা হচ্ছে– এসো আমরা আইনজীবীদের হত্যা করি।” আমি তার কৌতুকের সঠিক শব্দ বলতে পারবো না, তবে ডিকের বলা বাকীটুকু হচ্ছে, “আমাদের প্রথম কাজ আইনজীবীদের ফাঁসিতে ঝুলানো।”

ক্যাবিনেটের প্রসিডিং এ সম্ভবত আমার বলা এ কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছিল। তবে যে কোনভাবে আইনজীবীরা আমি কী বলেছিলাম তা জানতে পেরেছিলেন। জুডিসিয়ারির কয়েকজন সদস্যসহ তারা সবাই ভেবেছিলেন যে আমি আইনজীবীদেরকে নিন্দিত করেছি।

যদিও আমি সরকার ও সরকারের বাইরের লোকজনদেরকে চিনতাম, আমি অবশ্য স্বীকার করি আমি কখনোই জুডিসিয়ারির সদস্যদের ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। আমি বুকা পুয়াসা (রমজানের ঈদ) এর দিনে আমি জজদের মধ্যে একমাত্র লর্ড প্রেসিডেন্টকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। লর্ড প্রেসিডেন্ট জজদের প্রমোশনের জন্য তালিকা আমার সমীপে পেশ করলে আমি কোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তার সঙ্গে কখনোই আলোচনা করিনি। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার পর আমার কয়েকজন বন্ধু জজ হয়েছিলেন। আমি কখনো তাদের সাথে সাক্ষাৎ করিনি। তারা মনে করতে পারে উচ্চপদে আসীন হবার পর আমি খুব অহংকারী হয়ে পড়েছি।

www.pathagar.com

সাধারণেরা মনে করেছিল যে আমি জুডিসিয়ারির বিরুদ্ধে। আমি এক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ছিলাম না। এমনকি অনেক সিদ্ধান্ত আমার নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে গেলেও।

আমার সময়ের আগে ডিটেনশন সংক্রান্ত মিনিস্টারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ইন্টার সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে, যা কোর্টের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। চালাকচতুর আইনজীবীরা এই বিধানের বিরুদ্ধে ছিলেন হারিয়াস কোর্পস অধীনে রিট করেন ডিটেনশন আইএসএ বিধান মান্য করা হয়নি। কোর্ট কতকগুলো ব্যর্থতা লক্ষ্য করলো। তারা কয়েকশ ডিটেনীকে মুক্তি দিয়েছিল। তারপর থেকে এ ধরণের বহু কেস হয়েছিল যদিও ইনফোর্সিং অফিসার এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কার্যত, মিনিস্টারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার বিধান ছিল না।

অন্যান্য অনেক সিদ্ধান্তই সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, সরকার কিন্তু কোর্টের পদক্ষেপকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিল। কোর্টের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টাই নেওয়া হয়নি।

যাহোক, বিচারকরাও স্বীকার করেছিল যে তারা মানবিক গুণসম্পন্ন ছিল। মানুষ ও দেশের নাগরিক হিসাবে তারা নিজস্ব আবেগ অনুভূতি দ্বারা চালিত হতো। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না, তবে তাদের রাজনৈতিক সহানুভূতি ছিল। এটা তাদের বিচারকার্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

একজন বিচারকের এজলাসে একটা এক্সিডেন্ট সম্পর্কিত মামলা বিচারাধীন ছিল। নির্দিষ্ট পাটির একজন ছোটখাটো নেতার কার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যেকেই জানতো যে নেতাদেরই দোষ ছিল। তবুও বিচারক অন্য লোকটির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান দেয়। বিচারক দাবী করেন যে তিনি নিজেই ঘটনাটার সাক্ষী ছিলেন। তাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কোন আইনজীবীই এ বিচারের চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পেলেন না। অন্যান্য বিচারকেরা এ বিচারকার্য থেকে দূরে থাকলেন। তারা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণে এর বিচার কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

আমার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। ১৯৮৮ সালে ইউএমএনও নির্বাচনে পার্টি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হলাম। আমি অল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করলাম।

পরাজিত প্রার্থী টেঙ্কু রাজা লেইগ হাজাহ আমার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করলেন এই বলে যে নির্বাচন অবৈধ। কারণ ২০০০ এর অধিক শাখায় তারা তাদের মিটিং যথাযথভাবে করতে পারেনি। তাই এই শাখাগুলো অবৈধ এবং তাই তাদের প্রতিনিধিদের ভোট দেবার অধিকার নেই।

www.pathagar.com

বিচারক সিদ্ধান্ত দিলেন যে ইউএমএনও একটা অবৈধ পার্টি। এর ফলে পুরো সরকারটা বিপদে পড়লো। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি পার্লামেন্টের একজন স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। কিন্তু বরিসান ন্যাসিওনাল কোয়ালিসনের প্রধান হতে পারলাম না।

বিরোধী প্রার্থী আমাকে চ্যালেঞ্জ করে লোয়ার হাউসে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেও সফল হন না। সুতরাং আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে গেলাম। যদিও আমি অন্য কোনো পার্টি কিংবা বিএ এর চেয়ারম্যান না থাকলেও।

আমাকে ইউএমএনও বারু (নতুন ইউএমএনও) সদস্য পার্টিতে পুনরায় নিবন্ধন করার জন্য বাধ্য করা হলো। আমরা সারাদেশ ব্যাপী পার্টির সদস্য পুনরায় বাড়ানোর জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করলাম। টেঙ্কু রাজা লেইগ ইউএমএনও বারুতে যোগদান করতে পছন্দ করলেন না। তিনি তার নিজের পার্টি সেমাঙাত ৪৬ (স্পিরিট অব ৪৬) এ থেকে গেলেন। ইউএমএনও এর পুরনো পার্টি থেকে নতুন দুটো পার্টির সদস্য হবার জন্য অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠলো।

পরিশেষে, ভেঙ্গে যাওয়া ইউএমএনও এর সদস্যরা ইউএমএনও বারু যোগদান করলেন পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যসহ। ইউএমএনও বারু পুনরায় বরিসান নাসিওন্যালের সাথে সংযুক্ত হলো। আমি বিএ এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিজেকে দাবী করলাম।

কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউএমএনও অবৈধ পার্টি হিসাবে ঘোষিত হলো। এর ফলে আমার এবং সরকারের যথেষ্ট সমস্যা মোকাবিলা করতে হলো।

প্রত্যেকটা ঘটনায় বিচারকের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বেদনাদায়ক। আমিও ব্যথা পেয়েছিলাম কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যারা আমাকে টেনে নামাতে চেয়েছিল তাদের অনেককেই আমি আমার ক্যাবিনেটের পুনরায় মন্ত্রী পদে নিয়োগ দিলাম। বিচারকদেরকেও পদোন্নতি দেওয়া হলো। প্রয়াত বিচারক তান শ্রী হারুন হাসিমকেও এ ঘটনার পর পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

১৯৮৬ এর ইউএমএনও এর তাৎক্ষণিক নির্বাচনে তিক্ত প্রতিযোগিতার পর কিছু সংখ্যক লিগ্যাল বিষয়াদি কোর্টের মুখোমুখি হলো। এগুলোর মধ্যে র‍্যাফায়েল পুরা এবং জন বেরথেলসেনের সিদ্ধান্তগুলোও ছিল। তাছাড়াও ইউইএম এর সাথে নর্থ-সাউথ হাইওয়ে কন্ট্রাক্টগুলোও ছিল।

এ সব কেসও একের সাথে অন্যের তাদের সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করবেন। আমি বলতে পারি যে অনুপ্রাণিত করার মত কোন যোগাযোগ ছিল না এসব ঘটনার মধ্যে। লর্ড

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তুন মোহাম্মদ সালেহ আবাসের বরখাস্ত বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ও বিরোধিতার টানাপোড়েন ছিল। তুন সালেহের এ ধরণের ঘটনাগুলো সাধারণত সরকারের জন্য বিব্রতকর ছিল না।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যা সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের মোকদ্দমা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তিনি তুন সালেহ নন, তিনি ছিলেন তান শ্রী হারুন যিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিচারের রায় প্রদান করেন যাতে পুরো ইউএমএনও পার্টিকে অবৈধ সংগঠন হিসাবে রায় দেওয়া হয়।

সুতরাং তুন সালেহ এর সাথে আমার কোন বিরোধ ছিল না। সরকারের সাথে সম্পৃক্ত কেসে সদাসর্বদাই তিনি স্বচ্ছ ছিলেন। দুটো গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা– লিম কিট সিয়াঙ কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয়। লিম ইউইএম বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তুন সালেহ বিচারকদের মধ্যে অন্যতম যিনি সরকার ও আমার পক্ষে থাকতে দেখা যায়। অন্যান্য তিনটি মোকদ্দমার বিচারে তিনি কিন্তু তা করেননি। সুপ্রিম কোর্ট ক্রিমিনাল প্রোসিডিংগুলো সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্টে দায়ের করা বিষয়ে ক্রিমিনাল প্রোসিডিউরের একটা অধ্যাদেশ সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয় এটর্নি জেনারেলের একটা রীটের পরিপ্রেক্ষিতে। তুন সালেহের বিচারে প্রিজাইডিং জজ ও আরো দু'জনের মধ্যে মতভেদ ঘটে।

আমি সে সময় সচেতন ছিলাম না যে তিনি আমার সরকারের বিরুদ্ধে দুটো বক্তব্য পেশ করবেন। একটা ছিল ১৯৮৭ সালে ইউনিভার্সিটি অব মালয় থেকে লেটারস অব অনারারী ডক্টরেট এবং অন্যটি ছিল ১৯৮৮ সালে দেওয়া তার বক্তব্য *ল, জাজটিস অ্যান্ড দি জুডিসিয়ারি : ট্রানজিশনাল ট্রেন্ড* নামে একটা মালয়েশিয়ান লিগ্যাল পাবলিকেশন সম্পর্কিত। তিনি এসব বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ না নিয়ে তিনি এ বিষয়গুলো ইয়াঙ দি-পারতুয়ান অগোঙ।

এ সব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রুল অব ল এবং রুলারস ইন মালয়েশিয়ার মধ্যে সুসম্পর্কের অভাবের কথা যে কেউ উপলব্ধি করতে পারে। আমরা জানি মালয় স্টেটে স্বাধীনতার আগে গণতন্ত্র ছিল না– সেখানে ছিল শুধুমাত্র সামন্ততন্ত্র। সেখানে নাগরিকদের বাঁচা-মরার অধিকার ছিল শাসকের শক্তির হাতে আবদ্ধ। এ প্রসংগে বলা যায় প্রবাদ-প্রতিম মালয়ী যোদ্ধা হাঙ তুয়াহকে সুলতান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুলতানের পত্নীগণের একজনের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হবার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হলে তার বিচার কার্যের জন্য কোন প্রকার নির্ধারিত আইন কানুন মেনে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত শাসকেরা ইচ্ছামত ক্ষমতা খাটিয়েছেন। সংবিধানের আর্টিকেল ১৮১ ধারা পাশ হবার আগ পর্যন্ত শাসকরা যথেচ্ছা ক্ষমতা ভোগ করেন।

www.pathagar.com

১৯৯৩ সালের সংশোধনীর পর শাসক ও তার প্রজাদের মধ্যে সংবিধানে পরিষ্কার বিধিবিধান রাখা হয় প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে।

মালয়ী শাসক ও আগঙ এর সরাসরি শাস্তি দেবার ক্ষমতা কোর্টের উপর ন্যস্ত হলো ওই সংশোধনীর বলে। তবুও মালয়েশিয়ায় বিশেষ করে মালয়ীরা মালয় ঐতিহ্য বা অদাতের অজুহাতে প্রভাব খাটাতে পিছপা হতো না। আমি অবশ্য স্বীকার করি যে আমিও আদালতকে অমান্য করতে পারি না। আমি যতদূর সম্ভব শাসকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে চাইতাম না। আমি সংসদের মাধ্যমে আইনের অপব্যবহার রোধ করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতাম।

ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে প্রত্যেক বুধবার সকালে ক্যাবিনেট মিটিং এর আগে আগঙ এর সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। এটা ছিল সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। মাঝেমধ্যে কিন্তু আগঙ ক্যাবিনেট পেপারগুলো কিংবা উত্থাপিত বিষয়াদিতে তার মতামত দিতেন যেগুলো সম্পর্কে তিনি বুঝতে পারতেন প্রধানমন্ত্রীর এগুলো জানানো প্রয়োজন। ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকের এরূপ একটা মিটিং এর আগে আগঙ তাকে লেখা তুন সালেহের একটা চিঠি দেখালেন। সেই চিঠিতে সালেহের বাড়ির কাছের আগঙের প্রাইভেট রেসিডেন্স সংস্কারের জন্য সৃষ্ট শব্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। আগঙ অনুভব করলেন চিঠিটা তাকে অপমান করার সামিল। মালয়ের প্রথা অনুযায়ী অভিযোগ জানিয়ে একজন শাসকের কাছে এ ধরণের চিঠি লিখতে পারে না। সরকারের একজন বড়মাপের সিনিয়র অফিসার বিষয়টি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্থাপন করতে পারতেন। তুন সালেহ শুধুমাত্র চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হননি, তার কপিগুলো অন্যান্য শাসকদের কাছেও প্রেরণ করেছিলেন। এ বিষয়টা আমরা স্পর্শকাতর হিসাবে বিবেচনা করলাম। তাছাড়া ইন্টারপ্রিটেশন অ্যাক্ট সংবিধানে লিগ্যাল অথরিটিস অনুসারে প্রযোজ্য ছিল না।

তুন সালেহ দ্বিতীয় চিঠি লেখার পর আগঙের বিরক্তি বেড়ে গেল। এ সময় সরকারের বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হলো। তিনি এবারও অন্যান্য শাসকদের কাছে অনুলিপি পাঠালেন। দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি অভিযোগ করলেন যে প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছিলেন :

"------ বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য ও অভিযোগ---- জুডিসিয়ারির শুধুমাত্র বাইরে নয় পার্লামেন্টের মধ্যেও। আমরা সবাই (বিচারকগণ) ধৈর্যশীল বিধায় তারা প্রকাশ্যে এ ধরণের অভিযোগ পছন্দ করে না কারণ এ ধরণের কাজ শোভনীয় নয় কারণ–বিচারকগণ সংবিধানের অধীনস্ত। তাছাড়াও এরূপ কাজ মালয়ের ঐতিহ্য ও প্রথার পরিপন্থী----- এখন জাতির স্বার্থে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করাই সঠিক পন্থা।"
তিনি আরো লিখলেন,

www.pathagar.com

"এ ছাড়াও, অভিযোগ ও মন্তব্যাদি আমাদের উভয়পক্ষের জন্যই লজ্জাকর ব্যাপার। এর ফলে আমাদের মধ্যে মানসিক উদ্বেগ দেখা দেওয়ায় আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম সঠিকভাবে সমাধা করতে পারছিলাম না। আমরা সবাই লজ্জাবোধ করছি কারণ যারা সংবিধান অনুসারে আমাদের পজিশন উপলব্ধি করতে পারে না আমরা তাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখে চলতে চাই না।"

ট্রাইবুনাল কি সিদ্ধান্ত নেবে তা অনুমানের বিষয়। তা কি তুন সালেহ এর অনুকূলে যাবে। আগাঙ খুশি ছিলেন না। ট্রাইবুনালের দৃষ্টিতে যদি তাকে বরখাস্তের প্রয়োজন পড়ে তবে তিনি জুডিসিয়ারির একজন সিনিয়র সদস্য হিসাবে সঠিক আচরণ করবেন না।

আমি ভাবলাম বিষয়টা যদি ট্রাইবুনাল ছাড়াই নিষ্পত্তি করা যায় তবে ভাল হয়। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রকাশ পাবার পর তা জুডিসিয়ারি কিংবা সরকারের পক্ষে উত্তম হবে না। আর তা অবশ্য আমার পক্ষেও মঙ্গলজনক হবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি তুন সালেহকে নিজের থেকে পদত্যাগ করার জন্য বুঝাতে চেষ্টা করার।

১৯৮৮ সালের ২৭ মে আমার অফিসে এক সাক্ষাৎকালে আমি তুন সালেহকে বললাম তার পদ থেকে অপসারিত হবার পরিবর্তে পদত্যাগের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। আমি তাকে আগাঙ এর অনুরোধের কথা জানালাম। তুন সালেহ রাজি হলেন। তিনি পরের দিনের তারিখ দিয়ে পদত্যাগ পত্র লিখেছিলেন। তিনি তার পদত্যাগ পত্রে লিখলেন, "বিব্রতকর অবস্থা পরিত্যাগ করার জন্য আমি পদত্যাগ করতে সিদ্ধান্ত নিলাম। জাতীয় স্বার্থে আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে অবসর নেওয়াই শ্রেয়। আমার চাকুরী মেয়াদ শেষ হতে বাকী আছে ৯৬ দিন। আজ থেকেই আমার চাকুরী শেষ হলো।" তার চিঠির ভাষার মধ্যে ক্রোধের অনুষঙ্গ বর্তমান ছিল। আমি সমস্যা থেকে উপশম পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। দিনটি পার হবার আগে তুন সালেহ তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে জানালেন যে তিনি ট্রাইবুনালের মুখোমুখি হবেন।

তুন সালেহ দাবী করলেন যে ট্রাইবুন্যালের কাছ থেকে কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেবে। বস্তুতপক্ষে আমরা সাবেক প্রেসিডেন্টের জন্য কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। তার ঘনিষ্ঠ সাবেক সিনিয়র জজরা কিংবা যারা এখনো বিচারকের পদে বহাল আছে কী করেন সেটাই দেখার বিষয়। তুন হামিদ ওমর তখন ভারপ্রাপ্ত লর্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনিই ট্রাইবুন্যালে সভাপতিত্ব করেন। ট্রাইবুন্যালের অন্যান্য সদস্যরা হলেন সাবেক জজ তান শ্রী আব্দুল আজিজ জাইন, সাবেক জজ ও লোয়ার হাউসের স্পিকার তান বোরনিও তান শ্রী লি হুন হোই। তান সালেহের ন্যায্যবিচারের নিশ্চয়তা দানের জন্য দু'জন বিদেশী জজকে ট্রাইবুন্যালে রাখা হয়। তারা হলেন শ্রীলঙ্কার কে.এ.পি. রানা সিংগে এবং সিঙ্গাপুরের প্রখ্যাত জজ টি.এস. সিন্নাথু রায়।

www.pathagar.com

ঘটনাক্রমে দুটো অভিযোগ জানিয়ে তুন সালেহ ট্রাইবুন্যালের সামনে উপস্থিত হতে অস্বীকার করলেন। প্রথমত, তিনি অভিযোগ করলেন যে ট্রাইবুন্যাল সঠিকভাবে গঠিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, তিনি দাবী করলেন যে কুইন'স কাউন্সিলে তাকে কর্মরত থাকায় তিনি ট্রাইবুন্যালে উপস্থিত হতে পারছেন না। এটর্নি জেনারেলের উপস্থাপনা শোনা ছাড়া ট্রাইবুন্যালের আর কিছু করণীয় ছিল না। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে তুন সালেহ ট্র্যাইবুন্যালের বিরুদ্ধে একটা এক্সপার্টি মোশন আনলেন, যাতে ট্রাইবুন্যাল রাজার কাছে সুপারিশ দাখিল করতে পারে।

ট্রাইবুন্যালের প্রসিডিংকে থামিয়ে দেবার জন্য তুন সালেহের এক্সপার্টি মোশনের প্রচেষ্টার কথা তারপর আর শোনা গেল না। ট্রাইবুন্যাল বসলো এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করলো।

ট্রাইবুন্যাল ২৯ জুন মামলার সাক্ষ্য করলো এবং পরদিন তার প্রসিডিংস শেষ করলো। ৪ জুলাই জজ দাতুক আজাইব সিংহ বাতিল করে দিলেন এক্সপার্টি মোশন– কারণ এটর্নি-জেনারেল উপস্থিত ছিলেন না– তুন সালেহ সুপ্রিম কোর্টে অস্থায়ী স্টে অর্ডারের জন্য আবেদন করলেন। যাতে ট্রাইবুন্যালের রিপোর্ট রাজার কাছে দাখিল করা না হয়। সুপ্রিম কোর্টের জজ তান শ্রী ওয়ান সুলেইমান পাওয়ানতেহ তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ জন জজের কেসের হেয়ারিং এর জন্য বেঞ্চ গঠন করলেন। এ বেঞ্চের পাঁচজন সদস্য হলেন দাতুক জর্জ সেয়াহ, তান শ্রী আজমী কামারুদ্দিন, তান শ্রী ইউসুফি আব্দুল কাদের, তান শ্রী ওয়ান হামজাহ ওয়ান মোহামাদ সালেহ এবং তান শ্রী ওয়ান সুলেইমান। এটা পরিষ্কার হলো যে তাদের একটা প্রিডিটার মাইন্ড আইডিয়া আছে। তারা স্টে অর্ডারে অনুমোদন দানের উদ্দেশ্যে বসলেন। ভারপ্রাপ্ত লর্ড প্রেসিডেন্টের অনুমোদন এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল না। জজরা অন্য যথাযথ শুনানি শেষে অন্যান্য কেসগুলোও স্থগিত করেছিলেন। সরকার যা করেছিল তা বাতিল করার জন্য পাঁচ জজের বেঞ্চের প্রয়োজন হলো। তারা পৃথক পৃথকভাবে তাদের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করলেন এবং তারা তাদের মতামতগুলোকে অন্য জজদেরকে শোনানোর কথাও বললেন।

একই দিনে তারা আবার একত্রে বসলেন। আজাইব সিংহ এটর্নি জেনারেলের উপস্থাপনা শুনলেন। তুন সালেহ এর বরখাস্ত সম্বন্ধে রাজার ডকুমেন্টগুলো তিনি শুনলেন। আজাইব সিংহ তারপর তুন সালেহের নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন বাতিল করে দিলেন।

এটাই ছিল না প্রথম পত্র (আগাঙ বাড়ির শব্দ সম্পর্কীয়) তুন সালেহ এর দ্বিতীয় পত্রে অভিযোগ ছিল– এ সময় আমার বিরুদ্ধে– এটর্নি জেনারেল সাক্ষ্য হিসাবে ট্রাইবুন্যালের কাছে উপস্থাপন করলেন। সম্ভবত প্রথম চিঠি সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা

www.pathagar.com

ছিল, যা এটর্নি জেনারেলের বক্তব্যে ফুটে উঠলো। তিনিও আমার সম্বন্ধে তুন সালেহ এর দুটো বক্তব্যও উপস্থাপন করলেন। লর্ড প্রেসিডেন্ট দ্বারা এটা সরকারের প্রতি খারাপ আচরণ হিসাবে বিবেচিত হলো। আমি কখনো এ ধরণের বক্তব্যগুলোর অভিযোগের কথা শুনিনি। ফলে তুন সালেহকে অপসারণ সম্পর্কে পদক্ষেপ নেবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কারণ তার মন্তব্য আমার বিরুদ্ধে গেল। আগাঙ আমাকে নির্দেশ দিলেন তুন সালেহকে অপসারণের কারণ প্রথম চিঠিতে তার বাড়ির শব্দ সম্বন্ধে অবহেলা করা হয়েছে।

আমি কখনোই বলিনি কিংবা লিখিনি সে কথা এটর্নি জেনারেল আমাকে বললেন।

আমি এক সময় এটর্নি জেনারেল তান শ্রী আবু তালিব ওথম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলাম প্রথম চিঠিটা কোথায়। তিনি বললেন এটা সরকারের কাছে আছে।

আগস্টের ৮ তারিখে তুন সালেহ অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেন রাজার কাছে ট্রাইবুন্যালের সুপারিশের ভিত্তিতে। দ্বিতীয় ট্রাইবুন্যাল তারপর পাঁচজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের অসদাচরণের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করলো। দ্বিতীয় ট্রাইবুন্যাল গঠিত হলো দাতুক এডগার জোসেফ জুনিয়র ছিলেন এই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান, শ্রীলঙ্কার এম.ডি.এইচ, সিঙ্গাপুরের পি কুমারাস্বামী, তুন মোহমদ ইউসুফ চিন এবং তান শ্রী লামিন মোহমদ ইউনুস হলেন সদস্যবৃন্দ। রায় প্রকাশ পেলে ওয়ান সুলেইমান এবং সেয়াহকে বরখাস্ত করা হলো। স্বাভাবিক অবস্থার ক্ষেত্রে তারা তাদের পেনশন হারালো। এটর্নি জেনারেলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ফুল পেনশন দেবার ব্যবস্থা করা হলো।

তুন সালেহ তার বই *মে ডে ফর জাস্টিস*তে ব্যথিত অনুষঙ্গে তার বিশ্বাসের কথা ব্যাখ্যা করেন। সেখানে তিনি এটর্নি জেনারেলকে দোষারোপ করেছেন।

আমি লক্ষ্য করলাম কিছু কিছু আইনজীবী (যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত) কিছু কিছু ক্ষেত্রে শত্রুতা করছেন। জনগণ প্রায়ই অনুমান করতো যে আমি জনগণের জন্য অনেক কিছু করেছি। বহু মানুষ বিশেষ করে অন্যান্য আইনজীবিকে খুশি মনে হলো তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। আমি ডাক্তারদের সমালোচনা করলাম, যদিও আমি নিজেও একজন ডাক্তার। মালয়ীদের সম্পর্কে আমার সমালোচনার কথা সকলের জানা। এর অর্থ এই নয় আমি তাদেরকে সমালোচনা করি। আমি সদাসর্বদাই বিশ্বাস করি যখন কোন কিছু করানো হয় তখন তার মধ্যে খারাপ কিছু থাকে।

কিছু কিছু অবিশ্বাসী পাঠক আমাকে প্রশ্ন করবেন এই দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি দেশের সর্বোচ্চ জুডিশিয়াল অফিসার লর্ড প্রেসিডেন্টকে বরখাস্ত করানোর জন্য আমাকে প্রস্তুত করা হয়েছিল আগাঙের আদেশ ও তার ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

দাবীর জন্য। মোটের উপর আমি শাসকদের উপরে শক্ত হয়েছিলাম। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করিনি। রয়াল হাইনেস, আমি স্পষ্টভাবে আগাঙের আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।

আমি চিঠিটি নিয়েছিলাম এবং তা ক্যাবিনেটকে দেখিয়েছিলাম এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ সম্বন্ধে তারা কী ভাবেন। আমার মনে পড়ে না কেউ আমাকে উপদেশ দিয়েছিল বিষয়টাকে তাচ্ছিল্য করতে কিংবা আগাঙের কাছে কোন কিছু করার জন্য আবেদনও করিনি।

আমি এটর্নি জেনারেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বিষয়টা সম্বন্ধে, যতদূর মনে পড়ে তিনি আমার সাথে কথা বলেছিলেন সংবিধানের বিধিবিধান সম্বন্ধে। আমি এখন এটা লিখছি কাউকে দোষারোপ না করেই। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং তুন সালেহর বিরুদ্ধে অ্যাকশনের দায়িত্ব আমার সে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন।

বহু আধুনিক মালয়েশিয়ানদের কাছে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ওইভাবে আগাঙের দাবী অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হতো। কিন্তু তা ছিল সম্ভাবনাহীন। কিন্তু যা ঘটেছিল সেটাই সত্যি ছিল। আমি প্রত্যাশা করি লিগ্যাল প্রোফেশনের সদস্যরা আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না। তাই তারা আমার সম্বন্ধে যে গল্প ফেদে ছিলেন তা ছিল অবিশ্বাস্য পরিচয় নির্দেশক জনসাধারণের সাথে বেশই গুরুত্ববহন করে থাকে, বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিচয় নির্দেশক। একদা আমাকে একজন "মালয় আল্টা" হিসাবে অভিহিত করা হতো। আমি প্রত্যেকটা জিনিস করেছিলাম ভালোর জন্য যা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছি। পরে আমি চিহ্নিত হয়েছিলাম একজন ধ্বংসকারী ব্যক্তি হিসাবে। একটা অভিযোগ আমাকে আঘাত করেছিল যা আমার বাকী জীবনে সঙ্গের সাথী হয়ে থাকবে হয়তো।

তুন সালেহের বইতে, তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীর ইহুদি অফিসার আলফ্রেড ড্রেফুস নামের ফরাসি সেনাবাহিনীর একজন ইহুদি অফিসারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে বিচারে ডেভিল'স আইল্যান্ডে নির্বাসনে প্রেরিত হন। বিখ্যাত ফরাসি লেখক এমিলি জোলা ড্রেফুসের সমর্থনে তার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে **জ্যাকুস** নামে আর্টিকেল লেখেন। জোলার কারণে ড্রেফুস পুনর্বাসিত হয়েছিলেন। যদি তুন সালেহ নিজেকে দুর্ভাগ্যক্রমে ড্রেফুস হিসাবে ভাবেন তবে তার খুশি হওয়া উচিত যে তার ভ্রাতৃপ্রতিম আইনজীবীদের মধ্যে অনেক অনেক জোলা আছেন। আমার বিরুদ্ধে গালি গালাজের জন্য আমি কোন জোলা'র প্রত্যাশা করি না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪৩
হার্টের বিষয়সংক্রান্ত

১৯৮৯ সালে আমার হার্ট অ্যাটাক হবার আগে আমি প্রথম আমার বুকে এক মাস যাবৎ ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু আমি তাতে আমল দেই না। কিং এডওয়ার্ড সেভেন কলেজ অব মেডিসিনের অ্যালুমনি মিটিং এ উপস্থিত হবার উদ্দেশ্যে আমি জেন্টিং হাইল্যান্ডে ছিলাম। আমার অনেক ক্লাসমেট ও তাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে ছিল। প্রত্যেকেই আনন্দের সাথে সময় কাটাচ্ছিল। আমি তাদেরকে দেখছিলাম। এমন সময় তরুণেরা আমাকে ড্যান্স ফ্লোরে টেনে নিয়ে গেল। ড্যান্স চলাকালে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আর বুকে ব্যথা অনুভব করছিলাম। ড্যান্স বন্ধ হবার পর আমি বসে পড়লাম। পরদিন আমি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় আমি আগের দিনের মত নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট ও বুকে ব্যথা অনুভব করলাম। আমি ভাবতে পারিনি আমি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হতে পারি। তাই আমি কাউকে এ কথাটা বললাম না। আমি সহজভাবে ভাবলাম বুকের ব্যথাটা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। তুমি একজন ডাক্তার তুমি তো উপসর্গ সম্বন্ধে জান, তোমার শারিরীক সমস্যা হওয়ায় তুমি হাসপাতালে ভর্তি হতে চাও না।

ওইসব দিনগুলোতে আমি নিয়মিত মেডিক্যাল চেকআপ করাইনি। যাহোক আমার মনে আছে ব্লাড প্রেসারের সামান্য লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের উপদেশে আমি লন্ডনে মেডিক্যাল পরীক্ষা করিয়েছিলাম। দীর্ঘকাল মেডিক্যাল চেকআপ না করানোটা ছিল আসলেই বোকামী। আমার কোমর থেকে উপরের দিকে ছোট্ট একটা **ইসিজি** মেশিন পরতে আমাকে বাধ্য করা হলো। আমার শরীরে মেশিনটা পরেই একটা ডিনারে যেতে হয়েছিল। আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা বন্দুক ব্যবহার করছি।

জেন্টিক পার্টির মিটিং এর একমাস পর মলে হাসমাহ ও মারিনার স্বামীর সাথে মোখজানির জন্মদিন উপলক্ষে একটা থাই রেস্টুরেন্টে আমি ডিনার করছিলাম। আমাদের চারজনের ডিনার করার কথা ছিল। মারিনা কিন্তু সেখানে আসতে পারেনি। সুতরাং সেখানে শুধুমাত্র হাসমাহ মারিনার স্বামী দিদিয়ার এবং আমি ছিলাম। আমরা চারজনের জন্য খাবারের অর্ডার দিয়েছিলাম। আমি মারিনার খাবারটাও খেলাম। আমরা বাড়ি ফিরে আসার পর আমি বুকে ব্যথা অনুভব করলাম। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা হচ্ছিল। আমি নড়তে পারছিলাম না। আমি শুয়ে পড়ার জন্য চেষ্টা করলাম। ব্যথা মারাত্মক রকমের হওয়ায় আমি শুয়ে না পড়ে বসে পড়লাম। হাস্‌মাহ কুয়ালা লামপুর জেনারেল হাসপাতালের আমাদের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে কল করলেন। আমার

www.pathagar.com

সাবেক ক্লাসমেট ডা. জিম্মি ইয়াপেন তাৎক্ষণিকভাবে এসে হাজির হলেন। তিনি ডায়গোনেসিস করলেন যে আমি হার্ট অ্যাটাক বা কার্ডিয়াক ইনফাকশনে আক্রান্ত হয়েছি। তিনি বাড়ি ফিরে পোর্টাবেল ইসিজি মেশিন নিয়ে এসে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন তার সন্দেহটাই সঠিক। আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি হাঁটার সময় ভাল বোধ করলেও তারা আমাকে হুইলচেয়ারে চলাচালে বাধ্য করলো।

সিম্পটোমগুলো দেখে আমার উপলব্ধি করা উচিত ছিল এটা ক্লাসিক হার্ট অ্যাটাক। এক্সকার্শনে গিয়ে ড্যান্সিং এবং ঘোড়ায় চড়ার সময় বুকের ব্যথা এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টের সময়ই আমার এটা উপলব্ধি করা উচিত ছিল। দীর্ঘ ভ্রমণ কিংবা রাতে বেশি খাবারের ফলে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

১৯৮৯ সালের ১৭ জানুয়ারি আমাকে কুয়ালা লামপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে দাতুক ডা. রোবাআয়াহ্ জামবা হারি নিশ্চিত করলেন যে আমি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছি। ব্যথা উপশমের জন্য আমাকে ইনজেক্শন দেওয়া হলো। ডা. রোবাআয়াহ জামবা হারি হাসমাহ্কে পরিবারের লোকজন ডেকে পাঠাতে বললেন আমার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বিধায়। তিনি তৎকালীন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার তুন গাফার বাবাকেও ডেকে পাঠানোর জন্য বললেন।

সম্পূর্ণরূপে মানসম্মত চেকআপ করার পর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে অ্যানজিওগ্রাম করা প্রয়োজন। ঘটনাচক্রে ক্যালিফোর্নিয়ার হার্ট স্পেশালিস্ট ডা. সিমোন স্টার্টজের এ এলাকাতেই ছিলেন। তাকে ডাকা হলো। তিনি এবং ডা. রোবাআয়াহ্ এ সিদ্ধান্তে পৌছালেন যে আমার ইনফাকশন হয়েছে। এখন বাইপাস সার্জারী করাতে হবে। তারা অপারেশনের জন্য পরামর্শ দিলেন আমাকে ইউএসএতে যেতে নতুবা কুয়ালা লামপুরে থাকতে।

কোন প্রকার ইতস্তত না করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার অপারেশন কুয়ালা-লামপুরেই হবে। আমাদের মালয়েশিয়ান ডাক্তারদের প্রতি আমার আস্থা আছে। আমি নিজে যদি উদাহরণ সৃষ্টি না করতে পারি তবে কেউই আমাদের মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রতি আস্থাশীল হতে পারবে না। আগে আমাদের ভিআইপিরা চিকিৎসার জন্য প্রায় প্রায়ই বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানি দাতুক ডা. রোজালি ওয়াথোথ এসব অপারেশন কুয়ালা লামপুর জেনারেল হসপিটালে সফলতার সাথে করতে পারেন। তিনি ইতিমধ্যেই সরকারি চাকরী ছেড়ে সুবাঙ জায়া মেডিক্যাল সেন্টারে যোগদান করেন। তান শ্রী ডা. ইয়াহিয়া আয়াঙ জেনারেল হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিস্ট ছিলেন। আমি জানতাম যে ডা. ইয়াহিয়া খুব অভিজ্ঞ ডাক্তার। আমি আমার জীবন তার হাতে সঁপে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি নিজে একজন ডাক্তার হিসাবে আমি জীবনের ঝুঁকির কথা ভালভাবেই জানতাম। আমি জানতাম একটা আশংকা আছে অপারেশন করার আগে আমার

www.pathagar.com

সংশয় হতে পারে। লোকজন তখনো ওপেন হার্ট সার্জারী সম্বন্ধে ভীত ছিল। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবলাম আমি যদি মারা যাই এ ভীতিটা আরো দৃঢ়মূল হবে। আমি আমার জীবন আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম। সার্জনের দক্ষতার উপর আমার জীবন রক্ষা পেতে পারে তাও আমি ভাবলাম। অনেক লোকই হার্ট সার্জারীর মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু এক সময় আমি আশংকা করলাম আমার মৃত্যুও হতে পারে।

অ্যানজিওগ্রামের আগে আমি চারদিন বিশ্রাম নিলাম। ডা. স্টার্টজার আবারো বাইপাস অপারেশনের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার নাম ব্যক্ত করলেন। যদি তিনি বললেন ডা. ইয়াহিয়া ইউএস এর মতই যোগ্যতাসম্পন্ন হার্ট সার্জন। যখন আমি হাসমাহ্ এর সাথে একাকী ছিলাম, ডা. ইয়াহিয়াকে ডাকার জন্য আমি তাকে বললাম। তিনি রুমে প্রবেশ করলে আমি তাকে অপারেশন করার জন্য বললাম। আমি তার পিতাকে ভালভাবে চিনতাম। ডা. অয়াঙ একজন খুবই ভাল ডাক্তার। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সালে আমি এমপি থাকাকালে তিনিও এমপি ছিলেন। আমার হার্ট অ্যাটাককালে ডা. অয়াঙ ছিলেন পেনাঙ এর গভর্নর।

হাসপাতালে ভর্তি হবার পর ক্যাবিনেটের বুধবারের সাপ্তাহিক মিটিং এ আমার রোগ নিরাময়ের জন্য সিদ্ধান্ত প্রস্তাব রাখেন।

ডাক্তাররা সতর্ক করে দিলেন যে আমার কোন ভিজিটর যেন হাসপাতালে না আসেন। হাসমাহ্ সিদ্ধান্ত নিল ডাক্তারদের আদেশ পালনের জন্য সে নিজেই যথেষ্ট। আমাকে দেখবার জন্য অনেক লোক এলো। কিন্তু হাসমাহ্ এ ব্যাপারে খুবই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। ওই সময় একটা উপনির্বাচন হলো। সে সময় গুজব রটলো যে আমার অবস্থা সংকটাপন্ন। কেউ কেউ এমনও বললো আমি মৃত্যুবরণ করেছি। হাসমাহ্ কখনোই হাসপাতাল ত্যাগ করে যায়নি। সে আমার পাশে সব সময় থাকলো। ডা. রোরাআয়াহ হাসমাহ্‌কে একটা সেডাটিভ ওষুধ প্রথমরাতে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন সারারাত জেগে থাকার জন্য যাতে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে না পারে।

অপারেশনের প্রাক্কালে লি কুয়ান ইউ এর কাছ থেকে রাত ১০টার দিকে একটা ফোন এলো। তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন। অপারেশন স্থগিত রাখার জন্য তিনি হাসমাহ্‌কে বললেন। কারণ অস্ট্রেলিয়াতে বসবাসকারী সিঙ্গাপুরিয়ান কার্ডিয়াক সার্জন ডা. ভিক্টর চ্যাঙকে নিয়ে একটা টিম বিমানে কুয়ালা লামপুরে যাবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বললেন ডা. চ্যাঙ প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কার্ডিয়াক সার্জন। তিনি এক হাজারেরও বেশি বাইপাশ অপারেশন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন কোন ডাক্তার তার অপারেশন করতে যাচ্ছেন। হাসমাহ্ ডা. ইয়াহিয়ার নাম করলেন। লি যেন তার নাম কখনোই শোনেন নি। হাসমাহ্ বললেন আমি ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছি। আমাদের

www.pathagar.com

পরিবারবর্গ আমার সাথে একমত আছে। তিনি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে শীঘ্রই অপারেশন শেষ হবে। সে জানতো যে আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম, আমি কোন অবস্থাতেই আমার এ সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করবো না। হাসমাহ্ও ডা. ইয়াহিয়ার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। লি শুধুমাত্র হাসমাহ্কেই অনুরোধ করেননি, তিনি হাসমাহ্কে রাজি করানোর জন্য তুন দাইম জৈইনউদ্দিনকে বলেছিলেন। বছরের পর বছর আমাদের সাথে লিয়ের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও লিয়ের বিষয়টা সম্বন্ধে আমি উপলব্ধি করেছিলাম।

ওই সময় আমার তিন ছেলে আমার কাছে ছিল না। মারিনা ছিল সিঙ্গাপুরে, তার কন্যা ইনেজা আমাদের রুমে ঘুমাচ্ছিল। মারিনা ও মোখজানি মিরি থেকে বিমানে পরদিন এসে পৌঁছালো। মুখরিজ বোস্টনে ছিল এবং মিরজান ছিল ফিলাডেলফিয়াতে। অপারেশনের প্রাক্কালে কুয়ালা লামপুরে তারা দু'জনই ফিরে এসেছিল। হাসমাহ্রের সাথে দেখা করার পর অপারেশনের আগে তারা একে একে আমাকে চুমু দিল। এ অবস্থায় হাসমাহ্ প্রথমবার ভেঙ্গে পড়লো।

একজন ডাক্তারকে হার্ট অপারেশন করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। হার্ট সার্জারীতে তারা আপনার হার্ট ও লাংসকে থামিয়ে দেন এবং আপনার রক্ত একটা হার্ট মেশিনের মাধ্যমে প্রবাহিত করে থাকেন। আমার এ সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল না। তুন হুসাইন ওনকে একটা বাইপাস অপারেশন করানো হয়েছিল। তিনি কখনোই আর আরোগ্য করেছিলেন না। আর একজন ভিআইপি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পের্লিসের মেন্তারি বেসার কিছু সময় পরে মারা যান। আমি ডা. ইয়াহিয়াকে শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন করেছিলাম– তারা কিভাবে আমার হার্ট ওপেন করবেন? তিনি বললেন তারা একটা ইলেকট্রিক করাত ব্যবহার করবেন। "আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।" আমি বললাম, "আমার আর বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই।"

তারা আমাকে হুইলচালিত একটা ট্রলিতে উঠিয়ে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলো। মনে পড়ছে আমি সিলিং এর দিকে চেয়েছিলাম। করিডোর ধরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর পরেই অপারেশন থিয়েটার। আমি শুনতে পেলাম অ্যানেসথেস্টিট তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারপর আমাকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে দিয়ে ১০ থেকে কাউন্ট ডাউন করতে বলা হলো। পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারলাম আমি রিক্ভারী রুমে শুয়ে আছি। এক অর্থে মর্ডান সার্জারী হচ্ছে একটা মিরাকেল।

অপারেশন করতে সময় লাগে ছয় ঘণ্টা, যদিও আমার কাছে মনে হয়েছিল দু'সেকন্ডের বেশি সময় লাগেনি। বাইরে আমার পরিবারবর্গ অপেক্ষা করছিল। ডাক্তাররা আমার দু'পা থেকে ভেন নিয়ে পাঁচটা বাইপাশ করেন। ডা. ইয়াহিয়া, ডা. রোজালি এবং তাদের সহকারীরা ভাল কাজ করছিলেন। কোন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়নি।

www.pathagar.com

যখন আমি জেগে উঠলাম তখন বাইরের সবাই ভাবছিল আমি বেঁচে আছি। আমার মনে আছে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমি এক সময় পাশ ফিরতে চাইলে কাশি এলো। আমার শরীরে টিউবগুলো লাগানো ছিল। আমার অ্যাবডোমেনে একটা ড্রেন করা হয়। আমার মুখে একটা অক্সিজেন মাক্স লাগানো ছিল। আমি হাসপাতালে দু'সপ্তাহ ছিলাম। অন্যান্য ব্যধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এত সময় লাগে না।

আইসিইউতে আমি খুবই নিরালা অবস্থার মধ্যে ছিলাম। ওখানে কোন জানালা ছিল না। আমি নার্সদের সিফ্‌ট পরিবর্তন হতে দেখতে পেলাম। আমি কিছুটা হতাশার মধ্যে ছিলাম– আমার বয়স ৬৪ বছর। এবারই আমি প্রথম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। একটা মেজর অপারেশনের পর আইসিইউতে অবস্থান করছি। আমি পূর্বে অনেক হাসপাতালে কর্মরত ছিলাম। কিন্তু কোথায়ও রোগী হিসাবে কখনো হাসপাতালে যাইনি। লজ্জার ব্যাপার আমি নার্সের যত্নআত্তি ভোগ করছি।

আমার ফিজিওথেরাপিস্ট আতঙ্কের ভিতর ছিলেন। তিনি আমাকে কফ বের করে ফেলতে বললেন, যাতে আমার লাংসে ফ্লুইড জমতে না পারে। কফ বের করে না দিতে পারলে নিউমোনিয়া কিংবা লাংসে সংক্রমণ হতে পারে। ২০০৭ সালে আমার কার্ডিয়াক সার্জারীর ফলে আমি মারাত্মক ইনফেক্‌শন থেকে সেরে উঠি। আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করলাম ফিজিওথেরাফিস্ট মহিলাটির কথা যথার্থ ছিল। ভ্রমণ করা থেকে আমাকে বিরত রাখা হলো। কিছুদিনের জন্য আমাকে ক্যাবিনেটের মিটিং এ সভাপতিত্ব করা থেকে বিরত থাকতে হলো।

আমার অপারেশনের এক দিন পর অমপাঙ এর উপনির্বাচনে বরিসান ন্যাসিওনালের বিজয় অর্জিত হওয়ায় আমার মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আমরা হেরে গেছি। হাসমাহ্ এর ভাই আহমদ রাজালি এসে তার থামস আপ সাইন দেখালে আমি বুঝতে পারলাম খবরটা ভাল। দুঃখের ব্যাপার হলো তুন গাফারের ছেলে তার সাথে ক্যাম্পেন করছিলেন। নির্বাচনের দিন তিনি ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।

জেনারেল হসপিটালের অপারেশন থিয়েটার সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল না। ইকুইপমেন্ট রাখার জন্য আরো জায়গা দরকার। আমি উপলব্ধি করলাম তারা প্রচুর কষ্টের মধ্যে কাজ করছিলেন। ভালভাবে অপারেশন থিয়েটার ইকুইপড না থাকায় ডাক্তার ও রোগী উভয়কেই ভোগান্তির শিকার হতে হয়। আমি সেরে উঠার পর ডাক্তাররা ভাল সুযোগ সুবিধার জরুরী প্রয়োজনের কথা আমাকে বলতে লজ্জাবোধ করলেন না।

www.pathagar.com

তারা যুক্তি দেখালেন যে জেনারেল হসপিটালের সার্জারিক্যাল থিয়েটার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত না করলে হার্ট অপারেশন করতে অসুবিধা হয়। তারা বললেন এ হাসপাতালে হার্ট ডিজিজের জন্য একটা স্পেশিয়াল সেন্টার করলে ভাল হয়। আমি তাদের কথায় রাজি হলাম। এ উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় ফান্ড বরাদ্দ দেবে বলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। বরাদ্দকৃত এ অর্থ থেকে ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউট কিংবা ইনস্টিটিউট জানতুঙ নেগারা (আইজেএন) স্থাপিত হলো।

অল্প বেতনের কারণে আমাদের স্পেশালিস্টরা সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে আসতে শুরু করে। আমরা অন্যান্য সরকারি চাকুরীজীবীদের বেতন না বাড়িয়ে তাদের বেতন বাড়ালে অসন্তোষ দেখা দেবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যখন কোন স্পেশ্যালিস্ট সেন্টার সরকারের দ্বারা পরিচালিত হবে তখন তা স্বাধীন কর্পোরেশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। আইজেএন হচ্ছে এ ধরণের কর্পোরেশন। প্রাইভেট সেক্টরের চাকুরীজীবীদের বেতনও তেমন ভাল না। এর ফলে বিপুল সংখ্যক সরকারি স্পেশালিস্ট সরকারি চাকুরী ছেড়ে যেতে থাকে। আইজেএন এর অধিকাংশ রোগী ছিল সরকারি চাকুরীজীবী।

আমার হার্ট অ্যাটাকের ফলে আমার পরিবারের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি হয়। আমার মারা যাবার আশংকা ছিল প্রচুর। মোখজানির জন্মদিনে এ ঘটনা ঘটায় সে খুবই চিন্তিত ছিল।

অপারেশনের পরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে আমি কখনোই বেশি চাপ অনুভব করলাম না। আমি সদাসর্বদাই সমস্যা মোকাবিলা করে শান্তভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমি কখনোই উত্তেজিত ও রাগান্বিত হতাম না। যদিও আমি মাঝে মধ্যে ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আমি তরতাজা বোধ করছিলাম। আমি আবার কাজে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত হচ্ছিলাম। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭ সালে আমি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলাম যখন টেঙ্কু রাজা লেইগ হামজাহ এবং তুন মুসা হিতাম আমাকে ভূপাতিত করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন তখন আমি চাপের মুখে পড়লাম। আমি তাদেরকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হলাম। আমার উপর থেকে চাপ কমে গেল।

অপারেশনের পর আমাকে তিন মাস বিশ্রামে থাকার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি কাজ থেকে বিরত থাকিনি। হাসপাতাল ত্যাগ করার পর আমি কাজে ফিরে যাবার জন্য আগ্রহী হলাম। কিন্তু আমার পরিবার ও আমার ডাক্তাররা আমাকে বিশ্রামে থাকার জন্য চাপ দিল। সুতরাং আমরা মরক্কো ও স্পেনে গেলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আমার পুরনো রুটিন মেনে চলার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। আমি আমার অফিস, আমার স্টাফ, ক্যাবিনেট কলিগ, সাক্ষাৎকারী এবং সব বিষয়ে ব্রিফিং চালিয়ে যাওয়া আবার শুরু করলাম।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, আমি দেশের উন্নয়নের জন্য উদগ্রীব ছিলাম। আমি জানতাম আমার ব্যাধি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। তবুও আমি যতদূর পারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে থাকলাম। আমি স্থির করলাম কার্ডিয়াক সমস্যা পুনরায় দেখা দিলে আমি অবসর গ্রহণ করবো।

অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমি আমার কাজ থেকে বিরত হইনি। আমি বিশ্ব পরিমণ্ডলের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য পুত্রজায়াতে পারদানা লিডারশিপ ফাউন্ডেশন স্থাপন করলাম। আমি আবার ঘোড়ায় চড়া শুরু করলাম। আমি আর্জেন্টিনাতে বাৎসরিক ভ্রমণে গেলাম। ২০০৬ সালের শেষ দিকে আমি একটানা সৌদি আরব, জাপান ও নিউজিল্যান্ড সফর করলাম। সফর শেষ করে কুয়ালা লামপুরে ফিরে আসার পর আমার একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হলো।

৬ নভেম্বর আমি বাড়িতে ছিলাম। আমি সে সময় বুক ব্যথা অনুভব করলাম। হাসমাহ্ আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক কার্ডিওলজিস্ট দাতুক ডা. নাসির মুদাকে ডেকে পাঠালো। আমাকে সকালের দিকে আইজিএন তে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা ইসিজি করার পর বললেন আমার মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আমি তাড়াতাড়িই সেরে উঠলাম। চারদিনের দিন আমি বিছানায় বসেছিলাম কাজ শুরু করার অপেক্ষায়। হাসমাহ্ সবসময়ই ভেবে থাকে এটা একটা ভাল লক্ষণ।

আমি আরোগ্য লাভ করার পরও এটা পরিষ্কার হলো যে আমার আর একটা হার্ট অপারেশন করানো প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম বাইপাশ করানোর ১০ বছর পর আবার বাইপাশ করানো প্রয়োজন পড়ে। আমার বাইপাশ করানোর পর ইতিমধ্যেই ১৮ বছর কেটে গেছে। আমার ডাক্তাররা বললেন আমাকে দ্বিতীয় বাইপাশ করানোর জন্য প্রস্তুত হতে আমার অবস্থা খারাপ হবার আগেই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমি ভাবলাম আমার বয়স ৮০ কাছাকাছি। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাইপাস করার পর আরোগ্য লাভ করতে কষ্ট হতে পারে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে ব্যায়াম করতে হবে যাতে আমার ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক থাকে। আমি ট্রিডমিল ও সাইকেল চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। মাঝেমধ্যে একদিনে আমি ১০ কিলোমিটার পাড়ি দিতাম। হাসমাহ্ একে অতিরিক্ত বলে মন্তব্য করলো। প্রকৃতপক্ষে, আমি পরে বুঝতে পারলাম হাসমাহ্ আমার ঘোড়াকে দ্রুত না চলার জন্য প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সহিসকে বলেছিল।

ব্যায়াম করা সত্ত্বেও, ২০০৭ সালের মে মাসে আমি অনুভব করলাম আমার পা দু'খানা ভারী ভারী লাগছে। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে তাও আমি অনুভব করলাম। ওই মাসে পেরাকের বুকিত মেরাহতে ৭৪৭ রিইউনিয়ন এর একটা ক্লাস ছিল। মেডিক্যাল কলেজের পুরনো বন্ধুদের সাথে কয়েকদিন আমি কাটালাম। ওখানে থাকাকালে প্রত্যেক রাতে গল্পগুজব করার জন্য রাত বেশি হয়ে যেত। হাসমাহ এবং আমি বিমানে লাঙকায়িতে রিইউনিয়নের পর একদিনের সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটাতে গেলাম।

www.pathagar.com

আমাদের ওই দ্বীপে থাকাকালে আমি অ্যাকুইট পালমোনারি ওইডেমায় আক্রান্ত হলাম। এটা ঘটার পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মত অবস্থায় ছিলাম। আমি একটা ইনহেলারের ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু এতে কোন কাজ হচ্ছিল না। এরপর সবকিছু অতিদ্রুত ঘটতে লাগলো– আমার পায়ে পানি লাগলো। আমি নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলাম। ডা. নাসির একটি এ্যাম্বুলেন্স ডেকে আনার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু এ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি হচ্ছিল। তিনি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা না করে তার গাড়িতে করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন এ বিষয়ে যে আমি যেন গাড়ির মধ্যে অচেতন না হয়ে পড়ি। আমরা রাস্তায় এ্যাম্বুলেন্সের দেখা পেলাম। কিন্তু ডা. নাসির বুঝলেন হাসপাতালে পৌছাতে একটুও দেরি করা উচিত হবে না। তাই তিনি তার কারের ড্রাইভারকে এগিয়ে যাবার জন্য বললেন। হাসমাহ পরে আমাকে বলেছিল যে সে ভেবেছিল এবারই সে আমাকে হারাবে। আমার জন্য রুম ঠিক করার আগে ডা. নাসির কারেই ছিলেন। হাসমাহ্ সামনের সিটে বসে শুধুমাত্র পিছনে ফিরে আমার হাঁটুতে হাত বুলাচ্ছিল। সে আমাকে আরাম দেবার চেষ্টা করছিল।

হাসপাতালে তারা আমার লাংসে অক্সিজেন দিতে লাগলো যাতে আধা ঘন্টার মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে উঠি। ডা. নাসির আইজিএন তে কর্মরত তার সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করলেন। ম্যানেস্থেটিস্ট ডা. শরিফা সুরাইয়া সৈয়দ মোহদ তাহির সব রকমের যন্ত্রপাতিসহ বিমানযোগে তখনো লাঙকায়ি'র হাসপাতালে এসে পৌছাতে পারেননি।

এ দ্বীপের অধিকাংশ লোক আমার কী ঘটেছে তা জানতে পেরে তারা হাসপাতালের সামনে জড়ো হতে শুরু করলো। জনতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পরদিন আমরা কুয়ালা লামপুরের বিমান ধরলাম। হাসপাতালের ডিরেক্টর হাসপাতালের সামনে থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে বিমানবন্দরে পৌছে দিলেন। আমার এয়ারপোর্টে থাকাকালেই আমাদের কয়েকজন ছেলেমেয়ে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে বিমানবন্দরে এসে হাজির হয়েছিল। তারা একই বিমানে কুয়ালা লামপুরে ফিরে গেল।

প্রাইভেট প্লেনে বাড়ি ফেরা খুবই জটিল কাজ। তারা আমার স্ট্রেচার বিমানে তুলতে না পারলে একজন লোক আমার মাথা ও কাঁধ ঘাড়ে নিল এবং অন্যজন আমার পা দু'খানা ধরে বিমানে তুললো। আমার অক্সিজেনের প্রয়োজন হলো। অক্সিজেন ট্যাঙ্ক নিয়ে বেশি উচ্চতায় বিমানে চলাচল করা সম্ভব নয়, তাই নিচু দিয়ে বিমান কুয়ালা লামপুরে ফিরে এলো।

এবারের হার্ট অ্যাটাকে আমি দুর্বলতা অনুভব করলাম এবং আমি ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য বিশেষভাবে বিবেচনা করতে থাকলাম।

www.pathagar.com

আর একটা অপারেশন অবশ্যই খুবই ঝুঁকির ব্যাপার কারণ আমার বয়স ৮২ বছর। কিন্তু অন্যদিকে ভাবতে গেলে ভাবতে হয় বাইপাশ না করলে আর একটা অ্যাটাক হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, আমি জানতাম যে দ্বিতীয় বাইপাশ করানোর পর জীবনের কোন গ্যারান্টি নেই। তবুও আমি রিস্ক নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এবারও আমাকে বাইরের দেশে যাবার জন্য বলা হলো। আমি চিন্তিত হলাম এটা ভেবে যে বাইরে গেলে আমাদের জনগণ আমাদের ডাক্তারদেরকে অবমূল্যায়ন করবে। আমরা ইউএস এর মেয়ো ক্লিনিক থেকে একজন কনসালট্যান্ট আনলেও সার্জারিক্যাল টিমের নেতৃত্বে থাকলেন ডা. ইয়াহিয়া এবং ডা. রোজালি।

২০০৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর আমি আইজেএনএ ভর্তি হলাম। ভর্তি হবার দু'দিন পরে আমার দ্বিতীয় বাইপাস হলো। ডা. ইয়াহিয়া এবং ডা. রোজালি শুধুমাত্র ১৯৮৮ সালের প্রথম বাইপাশে ছিলেন না। সে সময়কার অনেকেই ইতিমধ্যে **আইজিএন** ছেড়ে প্রাইভেট প্রাক্টিস শুরু করেছিলেন।

আমার অপারেশনের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠার প্রাক্কালে কিছু সময়ের জন্য আমি হেলুসিনেশন ও অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখছিলাম যে আমি ছিলাম সুলতানের পুত্র কিংবা আমি একজন হর্স ট্রেনার হিসাবে কাজ করছিলাম। আমার মনে হলো জাকার্তা, থাইল্যান্ড কিংবা চীনের কোথায়ও আমি আছি। আমি শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছিলাম একটা মেশিনের সাহায্যে। কোনকিছু খাওয়া বা কথা বলার মত অবস্থা আমার ছিল না। পরে যদিও তারা আমার শ্বাসনালী থেকে টিউব খুলে ফেললেও আমার মনে হচ্ছিল তখনো যেন ওটা লাগানো ছিল। কারণ আমি তখনো কথা বলতে পারছিলাম না।

আমার পরিবার আমাকে একটা কী-বোর্ড দিয়েছিলো। আমি কিন্তু কী-বোর্ডের অক্ষরগুলো চিনতে পারছিলাম না। আমি একটু ভাল বোধ করলেও আমার শরীর থেকে টিউবগুলো খুলে ফেলতে পারলাম না। হাসমাহ্ আমাকে গালিগালাজ করতে লাগলো। অনেকগুলো লোক আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন।

আমি আইসিইউএ দু'সপ্তাহ অবস্থান করলাম। ডাক্তার জানতেন তাদেরকে আবার ফিরে আসতে হতে পারে যদি আমি আর একটা অপারেশন করাতে অনিচ্ছুক হই। কিন্তু আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। আশা করলাম আমি তাড়াতাড়ি আরোগ্যলাভ করবো। আমার মন থেকে দুঃসময় কেটে গেলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখনো আমার ঘাড়, হাত, পিঠ ও বুকে টিউব লাগানো ছিল।

আমি ২২ সেপ্টেম্বর অপারেশন থিয়েটার থেকে হুইল চেয়ারে করে ফিরে এলাম। যদিও কোন সমস্যা ছাড়াই সার্জারী সম্পন্ন হয়েছিল। আবার আমার আরোগ্য লাভ করা জটিলতার মধ্যে পড়লো। আমার মধ্যে হতাশা জেঁকে বসলো। আমি ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করলাম। আমার উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য কয়েকজন ভিজিটরকে

www.pathagar.com

আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা হলো। তাদের মধ্যে ছিল আমার হর্স-রাইডিং, পার্লিসের মুফতি ডা. মোহদ আসারী আবিদিন, আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক দাতুক ডা. জয়নাল হামিদ। হাসমাহ্ও আমাকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করে। সে তার প্রিয় ছবিগুলো আমার জন্য নিয়ে এলো।

হাসমাহ্ খুব কমই হাসপাতালে থাকাকালে আমার কাছ থেকে বাইরে যেত। ওই সময় সে একরাতে রমজানের সময় আমাদের পরিবারে ছিল। অন্য দিনরাতগুলো সে আমার সাথেই হাসপাতালে ঘুমাতো। সে এভাবে থাকতে থাকতে একরাতে ক্লান্ত হয়ে সে চেয়ার থেকে মেঝেয় পড়ে যায়। এতে আইসিইউ তে এক ধরণের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। হাসমাহ্ একটু মাত্র ক্লান্ত হয়েছিল এখন ভালই আছে সে দাবী করলো।

আমি আইজিএনএ ৪৯ দিন ছিলাম। আমাকে ২০ অক্টোবর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এ অপারেশনের পর থেকে আমি আরোগ্য লাভ করতে লাগলাম। আমি আমার পুরনো এনার্জি ধীরে ধীরে ফিরে পেতে লাগলাম। কিন্তু তখনো আমি ক্লান্ত ছিলাম। আমার ওজন তখনো কম। আর একবার আমার ওজন বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার শরীরে উন্নতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আমি এক সময় পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে উঠলাম।

এক বছর পর আবার আমি ঘোড়ায় চড়তে শুরু করলাম। আবহাওয়া ভাল হলে আমি হাঁটাহাঁটি শুরু করলাম। আবহাওয়া খারাপ থাকলে ট্রেডমিল ব্যবহার করতাম। সকালবেলা আমি ওয়েটস এর সাহায্যে ব্যায়াম করতাম। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি আমি আর্জেন্টিনা গেলাম ১০ দিন সেখানে কাটিয়ে সকালে বিকালে পাম্পাসে চড়ার উদ্দেশ্যে।

আমি প্রত্যেকদিন ভিন্ন ভিন্ন অফিসে সকাল ৮.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ করতাম। মাঝেমধ্যে রাতের ফাংশনেও উপস্থিত থাকতাম। অধিকাংশ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আমি বাইরে যেতাম। প্রত্যেক মাসে আমি কথাবার্তা বলার জন্য দেশের বাইরে যেতাম।

দুটো অপারেশনের পরও আমি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলাম। লোকজন বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করতো আমার স্ট্যামিনা সম্বন্ধে। তারা আরো জিজ্ঞেস করতো কেমনভাবে বয়সের তুলনায় চেহারাটাকে তরুণ বয়সী করে রেখেছি। আমি এসব প্রশ্নের হেয়ালিপূর্ণ উত্তর দিতাম।

তারপরও আমার স্বাস্থ্য ও চেহারা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে থাকে। অনেকেই বিশ্বাস করতো আর অন্যদেরকে বলতো যে আমি সুইজারল্যান্ড থেকে ইনজেকশন নিয়ে থাকি। একজন ভদ্রমহিলা আমার সাথে দেখা করতে সুপার মার্কেটে এসে

www.pathagar.com

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এটা কি সত্যি আমি একদিনে আর এম ৫,০০০ অর্থের ওষুধ ব্যবহার করি। অনেকে যে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনে সেখান থেকে ভিটামিন ও অন্যান্য ওষুধ কিনতাম।

পরিশেষে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম আমি আমার স্মৃতি থেকে সব বলবো। কিন্তু বলার কি আছে? লোকজন হতাশাগ্রস্ত হবে যদি আমি আমার হেলথ কেয়ার কিংবা পার্সনাল হাইজিন সম্পর্কে বলি। তারা তৎক্ষণাৎ স্থবির হয়ে যাবে। বলার তেমন কিছুই নেই। কয়েকটা জিনিসের জন্য আমাকে বয়সের তুলনায় তরুণ দেখায়।

যে কোন বয়সেই সক্রিয় থাকাটাই জরুরী। বিশেষ করে অবসর গ্রহণের পরে। যতদূর সম্ভব আমি চেষ্টা করি আমার রুটিন মেনে চলতে। ফজরের নামাজ পড়ার জন্য আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠি। নামাজ আদায়ের পর আমি শেভ করে দাঁত ব্রাশ করি এবং তারপর গরম পানিতে গোসল সারি। ব্রেকফাস্টের আগে আমি কয়েক মিনিট ব্রেথিং ও লাইট এক্সাইজ করি।

আমি হালকা কিছু ব্রেকফাস্ট শেষ করে কিছু লেখলেখি করি। আমি সকালে কিছুটা না লিখলে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি মনে করি এতে আমার ব্রেন খোলে এবং আমার মধ্যে সার্পনেস বৃদ্ধি পায়। আমি কদাচিৎ হেভি এক্সসাইজ করে থাকি। আমি প্রয়োজন হলে ট্রেডমিল ব্যবহার করি, আমি বেশি হাঁটাহাঁটি করি না। আমি গলফ খেলি না।

আমি হর্স রাইডিং পছন্দ করি। আমি ৬০ বছর বয়সে হর্স রাইডিং শিখেছিলাম। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রয়াত জেনারেল মুহাম্মদ জিয়া উল হক এর আমন্ত্রণে আমি তাদের দেশের ন্যাশনাল ডে'র প্যারেডে যোগদান করেছিলাম। আমরা কারে সেখানে গিয়েছিলাম। তারপর ইউনিফরম পরিহিত পাঠান হর্সম্যানদের চালিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে গেলাম। আমি অভিভূত হলাম এটা দেখে। তিনি আমাকে দুটো ঘোড়া উপহার দিলেন। আমি তারপর থেকে সেলাঙোর পোলো অ্যান্ড রাইডিং ক্লাবে ঘোড়ায় চড়া শিখতে শুরু করলাম। আমি অনেক অনেক চেষ্টা করে ঘোড়ায় চড়া শিখতে পারলাম।

আমার হাঁটার অভ্যাসটা ভালভাবে গড়ে উঠলো। আমি মার্চ করার মত করে হাঁটতে অভ্যস্ত হলাম। অধিকাংশ লোকজন স্বাভাবিকভাবেই ৮০ বছর বয়সে স্থবির হয়ে উঠে। তারা টেনেটুনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তরুণেরা বৃদ্ধ লোকদের সাহায্য করে উঠা বসার জন্য। সিঁড়ি দিয়ে উঠানামার সময় তরুণরা সাহায্য করে থাকে। বৃদ্ধরা ছেলেমেয়ে ও নাতি নাতনিদের নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেয়। একজন নিজেই যদি নিজেকে সাহায্য করে তবে তার মধ্যে উভ্যাস গড়ে উঠবে। অপরের

www.pathagar.com

সাহায্য সহযোগিতা পরিহার করে চলা উচিত। নিজের কাজ নিজে করতে থাকলে নিজের চেহারায় তারুণ্য বজায় থাকে। সত্যি সত্যি এতে শরীরের পেশীগুলো মজবুত এবং ব্যালান্স অবস্থায় থাকে।

আমিও সদাসর্বদা যথোপযুক্ত ঘুমাতে চেষ্টা করি। ছয় ঘণ্টা আমি উপযুক্ত বিছানায় ঘুমাই যদি সম্ভব হয়। আমি লাঞ্চের পর ১৫ মিনিট বিশ্রাম করি, তবে বিছানায় শুয়ে নয়। আমি একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসি মাথা উঁচু করে। সফরকালেও এটা আমি করি।

অধিকাংশ লোক যদি দেখতে তরুণ থাকতে চায় তবে আমরা অবশ্যই খুশি হবো। সুখ পেতেই মানুষ ভালবাসে। অবশ্য সুখ পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার সব সময়। কিন্তু যদি আপনি প্রত্যেক সকালে ভাল কিছু করার চিন্তা করেন তবে আপনি সুখী হবেন। নানারকমের সমস্যার কথা সত্ত্বেও সেগুলো মোকাবিলা করে আনন্দদায়ক ফল লাভ করা সম্ভব হয়। আমার জন্য বেঁচে থাকাটা নিশ্চয়ই আশীর্বাদ।

আপনি বুঝতে পারেন আমার কাছে কোন বিশেষ কোন ফর্মূলা নেই তরুণ থাকার। লোকজন আমার কাছে প্রত্যাশা করে তারুণ্যের জয়জয়কার।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪৪

নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নতুন সমাধান

১৯৮১ সালের করোনারী বাইপাস অপারেশন করানোর পর আরোগ্য লাভ করতে কিছুটা সময় লাগলো। আমি আমার শক্তি সামর্থ ফিরে পাবার পর নতুন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হলাম।

১৯৮৮ সালে আসল ইউএমএনও অবৈধ ঘোষিত হবার পর ইউএমএনও বারু নিবন্ধন পেলে সাবেক ইউএমএনও এর সদস্যদের সমর্থন লাভ করলো। সারাদেশে বিভাগীয় কাঠামো পুনর্গঠিত হলো।

যাহোক, সাবাহতে সাবাহ পিপল'স ইউনাইটেড ফ্রন্ট বারজায়া। বরিসান ন্যাসিওনাল পার্টনাস এর সাথে মিলিত হয়েও ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল। সাবাহ এর রাজনীতি সব সময়ই জটিল ছিল। সাবাহ'র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলিম। তারা ফেডারেল সরকারের সাথে গাটছড়া বাঁধতে আগ্রহী ছিল। উপদ্বীপের প্রতি চাইনীজ-কাদাজানদুসুনদের প্রতি কখনোই তাদের ভাল সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে সাবাহ'র রাজনীতিতে অস্থিরতা লেগেই থাকে। সে সব সমস্যা আজও বর্তমান আছে।

রাজ্যের প্রথম গভর্নর তুন মুস্তফা হারুন দ্য ইউনাইটেড সাবাহ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বা *ইউএসএনও* টুঙ্কু আব্দুল রহমান এবং *ইউএমএনও'র* সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তোলে। দীর্ঘদিন যাবৎ তুন মুস্তফা সাবাহের শক্তিশালী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে চিফমিনিস্টার ছিলেন। তিনি শক্ত হাতে রাজ্য শাসন করেন এবং প্রত্যেক নির্বাচনে বরিসান ন্যাসিওনালকে ১৬টি আসন দিতেন। তুন মুস্তফা ফেডারেল গভর্নমেন্টের প্রতি কম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বিশেষ করে তুনকুন কে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেবার পর। সে সময় তিনি বিশাল ধনী হয়েছিলেন। তিনি তার ধনসম্পদ ব্যয় করতে ইতস্তত করতেন না।

একটা গোপন বৈঠকে তুন মুস্তফা আমাকে টুঙ্কু এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবার দাবী জানায়। আমি কিন্তু ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করি। তুন মুস্তফা এবং তার পার্টি বস্তুতপক্ষে ১৯৭৬ সালে বারজায়া পার্টির কাছে পরাজিত হয়। দাতুক সেরি হারিস সালেহ সরকার গঠন করেন দাতুক সেরি জোসেফ পাইরিন কিতিনগানসহ কাদাজানদুসুন পার্টির সমর্থনে। এ বিজয়ের ফলে হারিস ক্ষমতালাভ করেন।

www.pathagar.com

তিনি পরবর্তীতে সাবাহের চিফ মিনিস্টার হন। তিনি রাজ্যের বিপুল উন্নয়ন সাধন করেন। লাবুয়ান দ্বীপের উন্নয়ন ঘটে, তিনি চুক্তি মোতাবেক ১৯৮৪ সালে একে মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় ফেডারেল টেরিটোরির মর্যাদা দান করেন।

ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী হয়ে পড়ায় তুন মুস্তফা জনগণের সমর্থন হারানোর অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। হারিস একই ধরণের ভুল করলেন। বাস্তবে তার পার্টিও ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে পাইরিন পার্টি বারসাতু সাবাহ (পিবিএস) বা ইউনাইটেড সাবাহ পার্টির কাছে পরাজিত হয়।

আমি হারিস এর ঘনিষ্ঠ ছিলাম। কিন্তু আমি পাইরিন এর প্রতি সন্দিহান ছিলাম কারণ বরিসান ন্যাসিওনালের প্রতি তার আনুগত্যের কোন নিদর্শন আমি পরিষ্কার পাইনি। তিনি চিফ মিনিস্টার থাকাকালে প্রতিবারই সাবাহ সফর করে অনুভব করেছিলাম ওটা যেন ছিল একটা বিরোধী ভূখণ্ড। সাউথ কোরিয়া সফরকালে আমি পাইরিনকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তার সাথে সাবাহ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম।

ইউএমএনও এবং বরিসান ন্যাসিওনাল এবং ইউএমএনওকে শক্তিশালী করার জন্য আমি রাজ্যগুলো সফর করলাম। টেঙ্কু রাজা লেইগ হামজাহ পরাজিত হবার পর আমার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হন।

১৯৯০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে আমরা ভাল করবো। আমি তখনো বিশ্বাস করতাম বরিসান ন্যাসিওনালের দু'তৃতীয়াংশ আসন লাভ করবে। নির্বাচনের প্রস্তুতিকালে দু'জন সাবেক প্রাইম মিনিস্টার মৃত্যুবরণ করেন। তুন হুসাইন ওন মে মাসে এবং তুনকু আব্দুল রমোন ডিসেম্বরে মারা যান। তুন হুসাইন মারা যান আমেরিকায় চিকিৎসাধীন থাকাকালে।

অন্যদিকে তুনকুন মারা যান কুয়ালা লামপুর জেনারেল হসপিটালে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী তুন হুসাইনকে জাতীয় মসজিদের জাতীয় কবরস্থানে সমাধিতস্ত করা হয়। তুনকুকে আলোর স্টারের উত্তরাঞ্চলের লাঙগারের কেদাহ্ রয়াল সমাধিক্ষেত্রে কবরস্থ করা হয়।

ইতিমধ্যে পাইরিনের ছোট ভাই দাতুক ডা. **জেফ্রি কিতিঙান** তথাকথিত ২০টি ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। কঠোর চরিত্রের অধিকারী জেফ্রেরে ছিলেন হাভার্ড ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট। তার মধ্যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি একদল থেকে অন্য আর এক দলে যোগদান করতেন।

তিনি মালয়েশিয়া থেকে সাবাহকে সম্ভাব্য পৃথক করার জন্য কথাবার্তা বলতে থাকায় তাকে গ্রেফতার করে ডিটেনশনে দেওয়া হয়। মুক্তি পাবার পর বরিসান

www.pathagar.com

ন্যাসিওনালকে সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি সাবাহ সরকারের একজন মিনিস্টার হতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ড. জেফ্রি বর্তমানে দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম এর প্রতিষ্ঠিত কেয়াদিলান রাকায়ত পার্টির সমর্থক। আনোয়ার গ্রেফতার হবার পর মুক্তি পেয়ে এ পার্টি তৈরি করেন।

১৯৯০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, আমি ক্যাম্পেন করার জন্য সাবাহ গেলাম। কিন্তু সাবাহতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেবার পরও সেখানকার পরিস্থিতি ভাল ছিল না। কুয়ালা লামপুরে ফিরে আমি অঙকাসাপুরি (ন্যাশনাল রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন সেন্টার) এ একটা ডিনারে অংশগ্রহণ করলাম। তথ্যমন্ত্রী তান শ্রী মোহামেদ রাহমাত আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন যে পাইরিন বরিসান ন্যাসিওনাল থেকে পিবিএসকে বের করে আনেন। পিবিএস বিরোধী কোয়ালিশনে যোগদান করায় টেঙ্কু রাজা লেইগ হামজাহ্ পুলকিত হলেন। সাবাহতে প্রায় প্রায় ঘটা রাজনৈতিক উত্থানপতনের উদাহরণ।

আমি ইতস্ততভাবে ইউএমএনও সুপ্রিম কাউন্সিল এর মিটিং আহ্বান করলাম। সাবাহতে তাৎক্ষণিকভাবে ইউএমএনও স্থাপন করার জন্য এ মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তারপর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সাবাহ ও সারাহওয়াক এর বরিসান ন্যাসিওনালপন্থী দেশীয় পার্টিগুলোকে অবমূল্যায়ন না করে সেখানে ইউএমএনও এর শাখা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পিবিসি এর প্রতিপক্ষ হিসাবে সাবাহতে বরিসান ন্যাসিওনালের অবস্থান সুদৃঢ় হলো।

এটা খুব সহজ কাজ ছিল না। ইউএমএনও এর ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার তুন গাফার বাবা আমাদের সাবাহ অফিসের কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় করলেন। ভাল সাড়া পাওয়া গেলেও বরিসান ন্যাসিওনাল সাবাহ সরকারে তেমন আসন লাভ করার মতো অবস্থা হলো না।

যদিও নির্বাচনের দিনে ইউএমএনও সাবাহ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পেল, পাইরিনের অপূর্ণতা এবং ইউএমএনও এর নবজাগরণে এটা সম্ভব হলো। ইউএমএনও এর তুন মুস্তফার পার্টি ইউএমএনও, বারজায়া ও হারিস পার্টির সমর্থন পাবার কথা ছিল। কিন্তু ইউএমএনও এর ৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে একজনও জয়লাভ করলো না। স্টেট এ্যাসেম্বলির ৪৮টি আসনের মধ্যে ইউএমএনও ১৪টিতে জয়লাভ করলো। অন্যদিকে পিবিএস বিপুল সংখ্যক আসনে জয়ী হলো। পার্লামেন্টে পিবিএস জিতেছিল ১৪টি আসনে, অন্যদিকে বরিসান ন্যাসিওনাল মাত্র ছয়টিতে জিতেছিল।

এ উপদ্বীপে বরিসান ন্যাসিওনাল কেলানতানে আর একবার পরাজিত হলো। ১৯৭৮ সালে তুন হুসাইন একবার জয়লাভ করেন। সে সময় পিএএস দু'দলে বিভক্ত হওয়ায় তাদের ভরাডুবি হয়। অনেকেই বলাবলি করে যে পিএএস এর

www.pathagar.com

বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি অন্যরকম ভাবলাম। ১৯৯০ সালের নির্বাচনে বারজায়া, পিএএস এর দলত্যাগী গ্রুপ মাত্র একটা সিটে জয়লাভ করতে পারলো। বরিসান ন্যাসিওনাল সমস্ত আসনে পরাজিত হলো। অন্যদিকে পিএএস এবং সেমাঙাত ৪৬ একত্রে ৩৮টি আসন লাভ করলো। কেলানতান পিএএস ও মেন্ডাতারি বেসার দাতুক নিক আজিজ নিক মাত এর নেতৃত্বাধীন সেমাঙাত ৪৬ একত্রে ৩৮টি আসন লাভ করে। এর পর থেকেই ভাঙ্গন শুরু হয়, সেমাঙাত ৪৬ পার্টি বাতিল হয়ে যায়। এ দলের নেতা টেঙ্কু রাজা লেইগসহ দলের অন্যান্যরা ইউএমএনও তে যোগদান করেন।

সাবাহ ও কেলানতানে পরাজিত হবার পরও বরিসান ন্যাসিওনাল পার্লামেন্টে দুই তৃতীয়াংশ আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। সরকারের শক্তি পুনরুদ্ধার হয়। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

একটা নতুন মালয়েশিয়া বোলেহ (মালয়েশিয়া এটা করতে পারে) উদ্দীপনা গড়ে ওঠে এ কালপর্বে। *দ্য মালয়েশিয়ান বুক অব রেকর্ড* এ সময় প্রকাশিত হয়। এ বই-এ মালয়েশিয়ার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়। মালয়েশিয়ানদের মধ্যে উদ্দীপনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। দাতুক আজহার মনসুর পালতোলা নৌকায় সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন। দাতুক এম. ম্যাজেনড্রেন এবং দাতুক এন. মোহানদাস এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহন করেন। দাতুক আব্দুল মালেক মাইদিন ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পাড়ি দেন। অন্যদিকে দাতিন পাদুকা শরিফাহ্ মাজলিয়া সৈয়দ আব্দুল কাদির দক্ষিণ মেরুর ১১০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন। পরে এ মহিলা অভিযাত্রী উত্তর মেরুতে অভিযান করেন। মালয়েশিয়ার জনগণ এসব দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের সাধুবাদ জানান।

যাহোক, নতুন সংকল্প সত্ত্বেও আমাদের এনইপি-এর টার্গেট অর্জিত হলো না। ২০ বছর আগের এনইপি গঠিত হবার পর দেখা আমরা কর্পোরেটের সম্পদের মালিকানার ৩০ পার্সেন্ট অর্জন করতে পারলো না। অধিকাংশ মালয়ী ও মালয়েশিয়ান ভুমিপুত্রেরা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পেছনে পড়ে ছিল।

এনইপি এর প্রকল্প বাস্তবায়ন এর পর থেকে মালয়ী ও চীনাদের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য আবার সত্যি সত্যি বিস্তার লাভ করছিল। সহজ কথায় এটার কারণ জাতীয় সম্পদ অপেক্ষাতর বেশি হওয়া। ১৯৭০ সালে মালয়ী এবং চীনাদের সম্পদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর জিডিপি'র ভিত্তিতে ২৮ পার্সেন্ট পার্থক্য ছিল। আজকের জিডিপি অনেকগুণ বেশি এবং এ বর্দ্ধিত জিডিপি ৪০ পার্সেন্ট, যার মালিক চীনারা ১৯৭১ সালের জিডিপি এর শেয়ারের চেয়ে ৩০ পার্সেন্ট বেশি। যাহোক, মালয়ীরা পিছনে পড়ে থাকায় বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। মালয়ী নেতারা এ বিষয়টাকে তুলে ধরতে

www.pathagar.com

চায়নি, যাতে মালয়ীরা রেগে না যায়। চীনারাও এ বিষয়টাকে প্রকাশ্যে আনতে চায়নি, এর ফলে মালয়ীরা ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

আমি এনইপি এর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। টেঙ্কু রাজা লেইগ এবং তার পার্টির সমস্যাবলী সংকটের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ মালয়ীরা বস্তুতপক্ষে সুখী ছিল না, তাদের টার্গেট পূরণ না হয়ে মাত্র ৩০ পার্সেন্ট কর্পোরেট সম্পদে পৌঁছানোর জন্য। তারা স্বীকার করে না তাদের নিজেদের জন্য এ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

১৯৯০ সালের মধ্যে বুমিপুতেরা ২০ পার্সেন্ট ন্যাশনাল কর্পোরেটের সম্পদ তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। বিভিন্ন ধরণের ইউনিট ট্রাস্ট সরকারের দ্বারা পরিচালিত হতো। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও মালয়ীদের মালিকানাধীন সম্পদ ২০ পার্সেন্টের বেশি বৃদ্ধি ঘটলো না। প্রকৃতপক্ষে তাদের শেয়ার ছিল সামান্য।

কর্পোরেট সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা বৃদ্ধির চেষ্টা ছিল একটা পদ্ধতি। আমরা চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করারও ব্যবস্থা করা হলো। প্রচুর সংখ্যক সরকারি স্কলারশিপে নাটকীয়ভাবে বুমিপতেরাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। বুমিপুতেরাদের মধ্যে ডাক্তারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো ৪০ পার্সেন্টে। আগে তাদের সংখ্যার হার ছিল ৫ পার্সেন্ট। ঠিক এভাবে বুমিপুতেরাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, ভ্যাটারিনারিয়ানস, একাউন্টস, আইনজীবী, হোটেল মালিকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কেউ কেউ ডেভেলোপার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, ফ্যাব্রিকেটর এবং ট্র্যান্সপোর্ট অপারেটর এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

একটা এলাকায় বুমিপুতেরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে খুচরা বিক্রেতায় পরিণত হয়। মনে হলো এ সেক্টরকে তারা পছন্দ করে না। কারণ তারা তাড়াতাড়ি ধনী হতে পারলো না। যারা ব্যবসায় সফল হতে চেয়েছিল তারা কঠিন পরিশ্রম করতো। মালয়ীদের আচরণের মধ্যে অসংগত আচরণ লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উদার দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই দৃশ্যমান হয়নি। আমি বিশ্বাস করি যে মালয়ীদের কৃষ্টি সভ্যতায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিছু কিছু মালয়ী প্রোটল ও অপারেট পেট্রোল সার্ভিস স্টেশনের এজেন্ট ছিলেন। আমাদের শহর এবং নগরীগুলোতে চীনারা বসবাস করতো। এনইপি মালয়েশিয়ান শহরগুলোর মৌলিক চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে না।

এ কারণে আমি এনইপিকে বন্ধ করে দেবার পক্ষে ছিলাম। বুমিপুতেরাদেরকে নিজেদের মত চলতে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করলাম। আমার মনে ভয় ছিল

www.pathagar.com

যদি তারা তাদের কাজে সফলতা অর্জন করতে না পারে তবে ভয়ের কারণ হবে। তাদের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই সচেতন ছিলেন। ১৯৬৯ সালের দাঙ্গাহাঙ্গামা না বাধা পর্যন্ত ওই অবস্থাটাই বিরাজ করছিল।

অ-মালয়ীরা সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলাম যে এনইপি এর বিস্তৃতি ঘটালে সঠিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কিন্তু যদি আমি এনইপি এর কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতাম তবে টেঙ্কু রাজা লেইগ, পিএএস এবং মালয়ীরা অবশ্যই একটা ইস্যু খাড়া করতো।

আমি পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম এনইপি এর কতিপয় উপাদানকে রেখে একই ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি (এনডিপি) গ্রহণ করতে। এনডিপি এর মাধ্যমে আমরা তখনো মালয়ী ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতাম।

৩০ পার্সেন্ট বুমিপুতেরাদের অংশগ্রহণ ছিল নমনীয়। এমনকি পিএনবি এর ইউনিট ট্রাস্ট ছিল উন্মুক্ত, প্রথমত থাই বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ানদের জন্য এবং পরবর্তীতে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূতদের জন্য। পরবর্তীতে ইউনিট ট্রাস্ট প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এনইপি আওতাধীনে অ-মালয়ীরা মাঝেমধ্যে উপকৃত হতো সাব কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে। বুমিপুতেরাদের সাথে অংশীদারিত্ব সাফল্য লাভ করে।

আরো স্কলারশিপ অ-বুমিপুতেরা ছাত্রছাত্রীদেরকেও দেওয়া হয়েছিল। তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। বুমিপুতেরাদের অংশগ্রহণের জন্য অনেক অনেক নতুন আইডিয়া গ্রহণ করা হয়। এ সময় অ-মালয়ীদের ব্যতীত বুমিপুতেরাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেসরকারীকরণ প্রকল্প উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

খুচরা ব্যবসার ক্ষেত্রে সরকার ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করে। সব ধরণের ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন ছোট ছোট হোটেল, লন্ড্রি, ছাপাখানা এবং ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। অ-মালয়ীরা এ প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান করে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা মালয়ী ও অ-মালয়ীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

আমরা মালয়ী এবং অ-মালয়ীদের মধ্যে অর্থবহ সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা করলাম। আমরা প্রত্যাশা করলাম মালয়ীরা শেয়ার ক্রয় করে পুঁজি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং তারা তাদের অ-মালয়ী অংশীদারদের সাথে একত্রে কাজ করতে উৎসাহিত হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ঘটলো। কিছু সংখ্যক মালয়ী ব্যবসায়ী এবং কন্ট্রাক্টর ভালভাবে কার্যসম্পাদনে ব্রতী হলো। এর ফলে সরকার স্বজনপ্রীতির অভিযোগ থেকে রেহাই পেল।

www.pathagar.com

এমএআরএ-এর মালিকানাধীন সরকারি কোম্পানীগুলোসহ স্টেট ইকোনমিক কর্পোরেশন সরকারের বহু সংখ্যক প্রজেক্ট ও লাইসেন্স পেল। যদিও তারা এগুলো নানা সময়ে নানা রকমের সমস্যা দেখা দিল।

এনডিপি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বেশ কিছ এডিপি-এর বিরুদ্ধে নানা কথা উঠলো। ২০০৫ সালে ইউএমএনও ইয়ুথ উইয়িং দাবী করে যে মালয়ীদেরকে পূর্ব পদে বহাল করতে এনডিপি সহায়তা করেছে। তবে এ কথা সত্যি যে এনডিপি সম্পূর্ণরূপে প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। মালয়ীদের কাজকর্মে অনীহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে সঠিকভাবে অগ্রগতি হয়নি। আমি এ সম্পর্কে ইউএমএন-এর সাথে প্রায়ই কথা বলতাম।

মালয়ীরা স্লিপিং পার্টনাররা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমর্থ হয়। অতীতে কামপুঙ মালয়ী কৃষকরা চীনা গ্রামগুলোতে তাদের কৃষিপণ্য বিক্রি করতো চীনা দোকানগুলোতে। কৃষিপণ্যের পরিবর্তে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সেখান থেকে কিনে আনতো। সে সময় মালয়ীরা অনেক বিষয় সম্বন্ধেই অজ্ঞ ছিল। তারা মাঝে মাঝে ওইসব চীনা দোকানদারদের কাছ থেকে ধারকর্জ করতো। এটা মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হয়ে আসছিল।

এমন কি টিন খনির জমির বড় মালয়ী মালিক আগের দিনে এমনভাবেই চলতো। তারা চীনের টিন খনির মালিকদেরকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতো। চীনাদের সাথে টিনের কারবারে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা তেমন ছিল না। মালয়ী টিন খনির জমির মালিকদেরকে বঞ্চিত করে চীনারা তাদের থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে ধনী থেকে আরো ধনী হয়েছিল। অন্যদিক থেকে মালয়ীরা গরীব থেকে গরীব হয়ে পড়ে। কিছু কিছু মালয়ী খনি মালিকগণ আবার ধনীও হয়। এক শ্রেণীর মালয়ীরা বনভূমির গাছপালা অকাতরে বিক্রি করে দেবার ফলে তারা মিলিওনারে পরিণত হয়। এখন তারা বর্তমানে দরিদ্র অবস্থায় থাকে।

অন্যদিকে, মালয়ীদের মনে হয় জাতীয়তাবাদী। এক সময় তারা জাতিগত মতভেদে বিশ্বাসী ছিল। তারা খুবই চীনা বিরোধী হয়ে পড়ে। তারা রূঢ় আচরণে অভ্যস্ত হতে দ্বিধা করে না। তারা আজেবাজে সমালোচনায় লিপ্ত হতেও দ্বিধা করে না। পরবর্তীতে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।

আমি বলবো না যে আমাদের চাইনীজ মালয়েশিয়ানরা ইহুদিদের মতো নয়। সত্যি কথা বলতে যখন ব্রিটেন সিঙ্গাপুরকে ছেড়ে দিতে সিদ্ধান্ত নেয় তখন মালয়েশিয়ার এক অংশে শোরগোল উঠে। কিন্তু সিঙ্গাপুরে মালয়ীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তারা অতি গরীবও। তাদের আসলে কোন জমিজমা ছিল না। সিঙ্গাপুরকে মালয়েশিয়ার সাথে রাখার ক্ষমতা তাদের ছিল না। সিঙ্গাপুর ও জোহরের মালয়ীরা এখনো মনে করে সিঙ্গাপুরের এক অংশের মালিক তারাই।

www.pathagar.com

আমি মালয়ীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত ছিলাম। যদি তারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। তাদের কি ঘটবে তা পরিষ্কার। তাদেরকে আবার ঠেলে দেবে ঔপনিবেশিক শাসনে। প্রান্তিকজনগোষ্ঠী ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিকভাবে কিভাবে টিকে থাকবে। মালয়ীদের টিকে থাকার এবং তাদের ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে আমরা অনুভব করতে পারি না। আমি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্বে মালয়ীদের অবস্থান কি টিকে থাকবে? এমন কি তাদের নিজের দেশেও আমার ভয় ছিল মালয়ীদের সাহসী ওই শব্দগুলো কি ভবিষ্যতে আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকতে পারবে।– তাক্কান মেলাইউ হিলাঙ দি দুনিয়া (আমরা মালয়ীরা কখনো এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না।) এটাই ছিল আমার জীবনের এবং আমার প্রজন্মের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি মালয়ীদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও কাজ করে যাবো। আমি সে সব মালয়ীদের জন্য দুঃখিত যারা ইতিবাচক আত্মত্যাগের মাধ্যমে মালয়কে ঋদ্ধ করেছিলেন। আমাদের উচিত তাদের মনে রাখা।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪৫

ভিশন ২০২০

আমি মালয়ের প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য উদগ্রীব ছিলাম। মালয়েশিয়া সর্বক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমরা ১৯৮০ দশকের দিকে বছরে আট পার্সেন্ট গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হই। প্রত্যাশা অনুযায়ী এটা উত্তমই ছিল। আমাদের পলিসি ছিল কাজ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া- কিন্তু কোথায়?

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট টার্গেট নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ কারণে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইনস্টিটিউট অব স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস
(আই এস আই এস) এর ড. তান শ্রী নুরুদ্দিন সোপি একটা কনস্পেচুয়াল ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেন।

একজন ডাক্তার হিসাবে আমি তার ব্লু প্রিন্ট এর আলোকে ভিশন: ২০২০ গ্রহণ করতে আকৃষ্ট হলাম। বস্তুতপক্ষে, আমাদের পরিকল্পনা- ভিশন ২০২০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ২০২০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়াকে উন্নয়নের চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারবো।

১৯৯১ সালে আমরা ভিশন ২০২০ গ্রহণ করি। এ ভিশন পূরণ হলে ৩০ বছরের মধ্যে আমাদের দেশ উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হবে। ওই সময় ১৯টি দেশ সম্পূর্ণ উন্নতদেশ হিসাবে বিবেচিত হতো। ওই দেশগুলোর মধ্যে ইউ কে, কানাডা, হল্যান্ড, সুইডেন, এবং জাপানও ছিল। আমরা কি তাদের পথ ধরে উন্নত দেশে উন্নিত হতে পারবো না? তারা প্রত্যেকেই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তাদেরও দুর্বলতা ছিল। উন্নতদেশগুলোর অনেক কিছুই আমাদের পছন্দের নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের চরম বস্তুবাদ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলা যেতে পারে। আমাদের ঐতিহ্যগত, ঐতিহাসিক ও নৈতিকতার ভিত্তিতে আমরা মালয়েশিয়াকে উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই। আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে যত্নশীল ও পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার কথা আমরা বিশ্বাস করি।

অনুসরণ করার মত আমাদের কোন বিচারের মানদণ্ড ছিল না। একটা দেশের পার ক্যাপিটা ইনকাম নির্ভর করে সে দেশের উন্নয়নের উপর। উদাহরণ হিসাবে তেল উৎপাদনশীল দেশগুলোর পার ক্যাপিটা ইনকাম খুবই বেশি হওয়ায় উন্নত দেশ

www.pathagar.com

হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আমরা জানি অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই শিল্পোন্নত। উন্নয়নশীল দেশগুলো শিক্ষায় বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিতে বিশেষভাবে উন্নত। তাদের অর্থনীতি মুক্ত বাজার ভিত্তিক।

মালয়েশিয়া যদি একটা উন্নত দেশে পরিণত হয় তবে দেশের শিল্প, কলকারখানা, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদিতে উন্নতির শিখরে উন্নীত হতে পারবে। আমরা যদি ইতিমধ্যেই একটা গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়ে প্রাইভেট সেক্টরকে উন্নত এবং জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারি তবে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হবো। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জনগণের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারলে তাদের বাৎসরিক পার ক্যাপিটা ইনকাম ইউএসডি ১৬,০০০ পৌঁছাবে। ওই গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে ১৯৯১ সাল থেকে ৩০ বছরের মধ্যে আমাদেরকে সাত পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছাতে হবে। ১৯৯১ সালে ৮ ফেব্রুয়ারির মালয়েশিয়ান বিজনেস কাউন্সিলের প্রথম মিটিং এ আমি ভিশন ২০২০ পেপার উপস্থাপন করি। আমি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে কথা বললাম। আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে আমরা আমাদের দেশ ও জাতিকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী মালয়েশিয়ানদের জীবনের গুণগতমানের উন্নয়ন সাধন করতে হবে। আমাদের জনগণ মালয়েশিয়ানদের জন্য গর্ববোধ করবে। তারা বিশ্বের চোখে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাবে। তাদের অর্জনের জন্য তারা গর্ববোধ করবে। তারা তাদের নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানের জন্য সদাসর্বদাই বিনয়ী ও ভদ্র হবে।

আমাদের সব ধরণের সম্ভাব্য বাধাবিপত্তিকে মোকাবিলা করার আইডিয়া অর্জন করতে হবে। আমাদের ইতিবাচক জাতীয় কাজকর্মসূচক এজেন্ডা সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। আমাদেরকে নয়টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

আমাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল একীভূত এক মালয়েশিয়ান সমাজ গঠন করা। মালয়েশিয়ানরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হলেও তারা এক জাতি ও এক দেশের মানুষ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমাদের উৎপত্তি বিভিন্ন গোত্রে হলেও আমাদের গন্তব্য একই। আমরা অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে পৃথক, কিন্তু আমাদেরকে জাতির প্রতি অনুগত ও নিবেদিত হতে হবে। আমরা সবাই সংরক্ষণ ও সীমাবদ্ধতার বাইরে অবস্থান করছিলাম। *বাঙসা মালয়েশিয়া - একজন* সিঙ্গেল মালয়েশিয়ান।

জাতিকে মনস্তাত্বিকভাবেও সুদৃঢ় হতে হবে। আমরা আমাদের নিজেদের অর্জনের জন্য গর্বিত হবো। যার অর্থ আমাদের সমাজ কোন কিছু ছাড়াই অবিরত সুচারুভাবে কাজ সম্পাদন করে খুশি থাকবে। কাজের গুণগত মান আমাদের উপযোগী হতে হবে। তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ধার করবে না যাদের আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উপযোগী নয়। আমরা পশ্চিমাদের প্রতি নির্ভরশীল হবো

www.pathagar.com

না। বিশেষ করে আমাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রতি। আমাদেরকে অর্জন করতে হবে রাজনৈতিক পরিভাষায় মারদেকা বা স্বাধীনতা। মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে সার্বভৌমত্ব। ব্যক্তি হিসাবে ও সামাজিকভাবে আমাদেরকে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক মারদেকা বা স্বাধীনতাও অর্জন করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের নিজেদের চরিত্র ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হবে। অন্যদের দ্বারা সম্মানিত হবার আগে আমাদেরকে প্রথমে নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

ইতিমধ্যেই আমাদের রাজনীতি কিছুটা ভাল অবস্থায় পৌঁছেছিল। আমাদেরকে পরিপক্ক হতে হবে। আমাদের গণতন্ত্র হবে আসলে উদ্দীপনা ও উপলব্ধিবোধ নির্ভর কম্যুনিটি ভিত্তিক। তার অর্থ প্রত্যেক মালয়েশিয়ান সম্পূর্ণরূপে নীতি আদর্শের উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে তুলবে, যে সমাজ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অতীতের উদ্বেগ আর বিভাজনকে দূরে সরিয়ে জাতিগত বাধাবিপত্তি ভেঙ্গে ফেলে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। যদি আমরা একটা পরিপক্ক সমাজ গড়ে তুলতে পারি তবেই মালয়েশিয়ানদের ধর্ম, প্রথা এবং কৃষ্টির মাঝে সমন্বয় ঘটবে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আমাদেরকে নতুন নতুন আবিষ্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ বিশ্বকে জানাতে হবে আমরা একটা সৃষ্টিশীল জাতি।

বিশ্বে পশ্চিমাদেশগুলোই একমাত্র সমৃদ্ধশালী দেশ আমাদেরকে এ মানসিকতা বর্জন করতে হবে। আমাদের সমাজের কৃষ্টি সভ্যতাকে ঋদ্ধ করতে হবে। একটা মজবুত আর স্থিতিশীল পারিবারিক পদ্ধতির মাধ্যমে তা গড়ে উঠবে। স্টেট থেকে দুর্বলতা, পরনির্ভরশীলতা দূর করে একটা সহনশীল ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ গঠন করতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিতন্ত্রকে বর্জন করতে হবে।

আমরা বিশ্বে ক্যাপিটালিজম ও কম্যুনিজম উভয়ের দ্বারাই সমাজকে বিপর্যস্ত হতে দেখেছিলাম। আমরা এ দুটোর একটাকেও চাই না। আমরা যা চাই তা হচ্ছে ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ যার মাঝে অংশীদারিকভিত্তিক অর্থনৈতিক বন্ধন অটুট থাকবে। আমাদের অগ্রগতির লক্ষ্য ঐক্যভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। যা কখনোই হবে না ভারসাম্যহীন ও বিভাজনকৃত। আমাদের এজেন্ডা হবে ইতিবাচক জাতীয় কর্মকাণ্ডের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সম্প্রদায়ভিত্তিক দারিদ্রতাকে দূর করবো।

পরিশেষে, আমাদের প্রয়োজন পড়বে শক্তিশালী ও বৈচিত্রময় অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো যা হবে সম্পূর্ণরূপে প্রতিযোগিতামূলক ও প্রগতিশীল। একটা শক্তিশালী মিডিল ক্লাসের সমৃদ্ধির জন্য আমাদের অর্থনীতি কার্যকর অবদান রাখবে। আমাদের প্রয়োজন উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত না করে নানারকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং নিজেদেরই চেষ্টায় নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর যোগ্যতা অর্জন করাই আমাদের অর্থনীতির লক্ষ্য।

www.pathagar.com

২০২০ ভিশন ঘোষণার পরের বছরগুলোতে দেশের অর্থনীতির বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি সাত পার্সেন্টের উপরে উন্নীত হয়। এটা ছিল আমাদের ২০২০ টার্গেটের উপরের স্তরে। ১৯৯৭ সালে আমরা কারেন্সি সংকটে পড়লে তা আমাদের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু আমরা তা দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হই। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পাঁচ ও ছয়ের মধ্যে থাকে। প্রথম দিকের বছরগুলোতে প্রবৃদ্ধির টার্গেটের চেয়ে বেশি হওয়ায় আমি আশ্বান্বিত হই এটা ভেবে যে আমাদের গড় অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি সাত পার্সেন্টই থাকবে। ফলে ২০২০ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হবো।

তথ্যপ্রযুক্তির একটা ক্ষেত্র আছে। দেশের উন্নয়নের জন্য আমরা জ্বালানী খাতের দিকে আলোকপাত করলাম। আমাদের প্রয়োজন নতুন নতুন পণ্য তৈরির দিকে মনোযোগী হওয়া, যাতে আমরা পুরনো প্রযুক্তিকে সরিয়ে কিংবা আপডেট করে নতুন প্রযুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করতে পারি। এ জন্য নতুন জ্ঞান, দক্ষতা এবং গবেষণাকর্মে আমাদের তরুণদেরকে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন। বেশ কিছু উচ্চডিগ্রিধারী মালয়েশিয়ান বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার বিদেশে গবেষণাকর্মে রত আছেন। তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে আমাদেরক বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। যদিও উন্নত দেশে উন্নত জীবনযাপন করায় তারা দেশে ফিরে আসতে চাইবে না। আমরা তাদেরকে বড় অঙ্কের ইনসেন্টিভ দিতে পারবো না দেশের কর্মকর্তাদেরকে বড় অঙ্কের বেতন দেবার আগে। তাছাড়া তারা ফিরে এলে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করতেও আমাদের আমলারা রাজি হবেন না। এ সব সত্ত্বেও সরকার ওই সব মালয়েশিয়ানদেরকে দেশের কাজের জন্য ফিরিয়ে আনতে পারে।

এখন পর্যন্ত স্কলারশিপ দিয়ে বিশেষ বিষয়ে পড়াশোনার জন্য বুমিপুতেরাদেরকে অনুকূল্য দেখানো সরকারের পলিসি। বুমিপুতেরাদেরকে অনুকূল্য দেখানো অনেকেই শিক্ষিত নয়, আবার শিক্ষিতরাও বিজ্ঞান পড়ার প্রতি আগ্রহী নয়। অপরপক্ষে, অ-বুমিপুতেরা বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত, তারা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রতি আগ্রহীও বেশি। বুমিপুতেরাদেরকে স্কলারশিপ দিয়ে অনুকূল্য দেখানোর ফলে চীনা ও ভারতীয় ছাত্ররা স্কলারশিপ পেতে অসুবিধায় পড়ে। এর ফলে উভয় সংকট দেখা দেয়। আমরা এনইপি এর উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে আমাদের ভাল ব্রেনের অধিকারী ছাত্রদের ক্ষতি সাধন করছিলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এ বিষয়ে এনইপিকে বোঝানোর চেষ্টা করবো এ বলে যে বুমিপুতেরা পড়াশোনায় আগ্রহী না হওয়ায় দেশের বড় ক্ষতি হচ্ছে। তারা স্কলারশিপ পেতে চাইলে আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা তাদের স্কলারশিপের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করতে পারি যাতে তারা পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে উঠে। আরো ভাবনার বিষয় ছিল অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির জন্য কোটা ও অংশ থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু কিছু অফিসার এটা অনুসরণ করছিলেন না। জাতিগতভাবে

www.pathagar.com

দেশের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন ছিল। আমি সব সময়ই বুমিপুতেরাদেরকে স্কলারশিপ পাবার জন্য সচেষ্ট হতে পরামর্শ দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু আমার পরামর্শে কোন কাজ হচ্ছিল না। যখন আমরা উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করতে চলেছিলাম তখন কে মালয়ী, আর কে বুমিপুতেরা তা দেখার বিষয় ছিল না। আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সম্পদ বৃদ্ধি এবং উন্নত জীবনযাপন করা। আমি সর্বদাই বিশ্বাস করতাম মালয়ী ও বুমিপুতেরা কোন ক্রমেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে জ্ঞান বুদ্ধিতে কম যোগ্যতাসম্পন্ন নয়।

যখন ইউএস এর সিলিকন ভ্যালি সফর করি তখন আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখতে পেলাম অনেক এশিয়ান সেখানকার ল্যাবোরেটোরিতে গবেষণায় রত আছে, তাদের মধ্যে বিশেষ করে ভারতীয়, পাকিস্তানী ও সাউথ কোরিয়ানরা বেশি। তারা আমেরিকাতে কাজ করছিল কারণ তাদের দক্ষতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের নিজেদের দেশে কাজ করে ভাল সুযোগ-সুবিধা পেত না। আমেরিকাতে তারা ভাল বেতন ও উন্নত জীবনযাপন করার সুযোগ পায়। এ বিষয়ে আমি এ বইয়ের ৪৯ অধ্যায়ে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

যখন আপনি কোন নতুন টেকনোলজির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তখন আপনাকে অবশ্যই বিশেষভাবে নিবেদিত হতে হবে তাৎক্ষণিকভাবে ভাল ফল আশা না করেই। যদি আপনি গবেষণাকর্মে বিনিয়োগ করে তাৎক্ষণিকভাবে ফল লাভের আশা করেন তবে আপনি ওই বিনিয়োগ থেকে কোন কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব নাও হতে পারে। অথচ আপনি রিসার্চ না করে কোন কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন না। গবেষণায় আমাদের প্রচুর সম্পদ বিনিয়োগ করে ফললাভ না হলেও আমাদের দেশের স্বার্থে বিনিয়োগ করা লাগবেই। গবেষণার জন্য আপনি একখণ্ড সোনার আঘাত করতে পারেন এবং তা নিয়ে গবেষণা করতেও পারেন, কিন্তু গবেষণায় যদি কোন কিছুই আবিষ্কৃত না হয় তবে ওটাকে চীনাবাদামের জন্য খরচ বলে মনে হবে। ওই গবেষণায় কোন অগ্রগতি হয়েছে বলেও আপনি ভাবতে পারবেন না। আর আপনি একে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন। টেকনোলজিতে খুবই বেশি একটা সফলতা পাওয়া নাও যেতে পারে। জ্ঞাতব্য বুদ্ধি, প্লানিং এবং চিন্তাপ্রসূত মন্তব্যের ভিত্তিতে ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা কার্য চালিয়ে যেতে হয়। আপনাকে অবশ্যই ঝুঁকি নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। অন্ধবিশ্বাস, ঝুঁকিহীন ও অস্থির মতি চিত্তে কখনোই গবেষণায় ফললাভ হয় না। বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমেই সফলতা আসতে পারে।

উন্নত দেশগুলোর মার্কেটে প্রকৃত রিসার্চের মূল্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। পার ক্যাপিটা ইনকাম এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সংখ্যক মালয়েশিয়ান কোম্পানীর পণ্যসামগ্রী দেশে বিক্রি না হওয়ায় তাদেরকে বিদেশে বাজার খুঁজতে হয়। মালয়েশিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ডেভলেপমেন্ট ইনস্টিটিউট (এমএআরডিআই) এর প্রধান রিসার্চ সেন্টারগুলো কৃষি ও কৃষি বিজ্ঞান নির্ভর ছিল। তারা অতিগুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

রিসার্চের ফলাফল প্রকাশ করে। কিন্তু আমাদের স্থানীয় কোম্পানীগুলো সে ফলাফলকে গ্রহণ করে না। এমএআরডিআই প্রায়ই বাণিজ্যিক পণ্যের উন্নয়ন ঘটাতো। তারা বিনিয়োগকারীদেরকে রিসার্চের ফলাফলকে প্রয়োগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতো। এর কারণ ছিল সিঙ্গাপুরকে পিছনে ফেলে রাখা। আমাদের সবচেয়ে উদীয়মান ছাত্রদের ধীশক্তি এ কাজে বিশেষ সহায়ক অবদান রাখে।

আমাদের সিভিল সার্ভেন্টদের উপর ভিশন ২০২০ সফলতার সব সময়ই নির্ভর করে। তারাই জাতীয় পলিসির সত্যিকারের রক্ষক। যদি তারা আমাদের অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে বুঝতে না পারে তবে সরকার বেকায়দায় পড়বে। যদি জাতীয় পলিসি ও উদ্দেশ্যগুলো সম্বন্ধে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে তারা কখনোই এ দেশটাকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দিতে পারবে না। আমাদের সিভিল সার্ভিস তাদের দায়দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিল।

ভিশন ২০২০কে সফল করতে হলে অসুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল লোকজনদেরকে *বাঙসা মালয়েশিয়া* আইডিয়াটাকে উপলব্ধি করানো। আমাদের দেশটা বহুজাতিক- তাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে, বিশেষভাবে- তারা নৈতিকতা, কৃষ্টি সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে আলাদা।

বাঙসা মালয়েশিয়া কনসেপ্ট খুব কঠিন নয়। ১৯৯১ সালে আমি এটাকে মালয়েশিয়াতে প্রয়োগ করেছিলাম। ২০২০ সালে *বাঙসা মালয়েশিয়া* এর সাফল্য অর্জিত হবে বলে আমরা মনে করলাম। *বাঙসা মালয়েশিয়া* এর অর্থ হচ্ছে জনসাধারণ নিজেরাই তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে। মালয়েশিয়ার লোকজন পরিচিত হবে মালয়েশিয়ান হিসাবে। তোমরা চাইনীজ নও কিংবা ভারতীয়ও নও, তোমরা মালয়েশিয়ান। এমনকি মালয়ীরাও তাদের মালয়ী পরিচয়ে নয় মালয়েশিয়ান পরিচিতি লাভ করবে। মালয়েশিয়াতে চাইনীজ, ভারতীয়, ইবান, কাদাজান এবং অন্যান্যদের বসবাস। আমাদের মালয়ী, চাইনীজ, ভারতীয়, ইবান, কাদাজান ও অন্যান্যদের পৃথক পৃথকভাবে ঐতিহাসিক একটা পরিচয় ছিল। সেটা কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী অনুসঙ্গের ছিল না। তারা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বংশধর।

বাঙসা মালয়েশিয়াকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে শিক্ষার প্রতি আলোকপাত করতে হবে। আমাদের তরুণ মালয়েশিয়ানরা মালয়ী, চাইনীজ ভালভাবেই শিখছিল। যদি তোমাদের সন্তানরা চাইনীজ শিখতে থাকবে তখন তারা চাইনীজ হিসাবে পরিচিত হতে পারে। অন্যদিকে চীনারা মালয়ী শিক্ষা করতে আসে না। এমন কি তারা তিনটি ভাষা একত্রে শিক্ষা গ্রহণের জন্য একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। আমাদের ভিশন সফল করার জন্য

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের একই ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য একই ধরণের স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সব বিষয়ের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়াদিও থাকবে। ২০০৮ সালের দিকে বার কাউন্সিল মালয়ের শাসন ব্যবস্থায় ইসলাম বলবৎ করা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু করলো। এর ফলে ভীতিজনক পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠলো। জনসাধারণকে দেখে মনে হলো না যে মালয়েশিয়া স্থিতিশীল আছে। কারণ মালয়ীরা ইচ্ছে প্রকাশ করলো তারা যেমন আছে তেমনই থাকতে। দেশীয় জনসাধারণ বহুজাতিক দেশগুলোর নতুন কিছু গ্রহণ করতে চায় না। এ ভীতি আমাদের মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। তারা তাদের দাবী ছাড়তে রাজি নয়। যদি অন্য কোন দেশের লোক নাগরিকত্ব পেতে চায় তবে দেশীয় লোকেরা তাতে সন্তুষ্ট হয় না।

আমরা ভিশন ২০২০-এর ব্লুপ্রিন্ট ও রোডম্যাপ উপস্থাপন করলাম যাতে আমাদের দেশের সাফল্যের সাথে সাথে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, আধুনিক প্রযুক্তি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা সুন্দর অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। আমরা কিন্তু এ সাফল্য অর্জন করতে চাইলাম আমাদের কৃষ্টি সভ্যতার কাঠোমোর ভিতরে- কারো সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের আত্মাকে বিকিয়ে না দিয়ে।

সাথে সাথে আমরা উপলব্ধি করলাম কোথায়ও আধুনিক অর্থনীতি, সমাজ, শিল্প কিংবা প্রযুক্তির বিকাশ ঘটতে পারে না যদি সত্যি সত্যি সেখানে আধুনিক মনষ্ক মানুষ না থাকে। এ বিষয়টা নতুন মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নতুন নতুন অট্টালিকা আর শিল্পকারখানা থাকাই যথেষ্ট নয়-এর সাথে সাথে দক্ষ জনগণেরও প্রয়োজন। মালয়েশিয়ানদের জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষা ও বিজ্ঞান এর উন্নতি করা। এশিয়ান মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলীর সাহায্যে মালয়েশিয়ানরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এক সময় আমি ভীত হয়েছিলাম এটা ভেবে যখন আমরা আধুনিক শিল্পসামগ্রী উৎপাদন করে নতুন প্রযুক্তিতে ঋদ্ধ হবো তখন আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রগতি করতে ব্যর্থ হবো কিনা- আমাদের মানসিক চিন্তা চেতনা - মালয়েশিয়ানদের মতো থাকবে তো।

যদি আপনারা কুয়ালা লামপুরের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কিংবা আমাদের পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের দিকে তাকান তবে আপনারা দেখতে পাবেন বিশাল বস্তুতান্ত্রিক প্রতীককে, যা এক নতুন সাহসী জাতি হিসাবে মালয়েশিয়ানদের পরিচয় আপনাদের সামনে ভেসে উঠবে। আমি আশা করেছিলাম একদিন আমরা আমাদেরকে একইভাবে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে বিকশিত করতে পারবো। সম্প্রতিক ঘটনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো মালয়েশিয়া সর্বদাই পরিকল্পিত উপায়ে উন্নয়নের জন্য যত্নবান হবে। কিন্তু যখন এসব পরিকল্পনা বর্জিত হবে তখন আমাদের অগ্রগতি থেমে যাবে। তাহলে আমাদের ভিশন ২০২০ এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪৬
মার্কেটিং মালয়েশিয়া

মালয়ী বিশ্বে ও মালয়ী সংস্কৃতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নতুন নয়। আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের আদিমযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যকে। ১৭৮৬ সালে আমাদের পেনাঙ বন্দরে প্রথম উন্নয়নের ধারা ব্যহত হয় যখন ব্রিটিশরা আমাদের মালাক্কাকে নষ্ট করে দেয়। তারপর ১৮১৯ সালে সিঙ্গাপুর বন্দরের অগ্রগতিও ব্যাহত হয়। আমাদের দেশ দেড়শত বছর ব্রিটিশের অধীন থাকাকালের পর ১৯৫৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করায় আমরা টিন ও রবার রপ্তানী করতে আরম্ভ করি। সে সময় আমাদের আভন্তরীণ বাজার ছিল ছোট এবং আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম শিল্পোন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ছিল না। আমাদের উৎপাদিত পণ্য যতদিন পর্যন্ত বিদেশের বাজারে প্রবেশ করতে না পারে ততদিন আমরা ছিলাম একটা গরীব উন্নয়নশীল দেশ।

আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের দেশের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার তান শ্রী রাফিদাহ্ আজিজ এর নেতৃত্বে একটি বড় প্রতিনিধিদলকে বাইরের দেশে পাঠানো হয়। এক সময় আমি নিজেও একটা দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। একটা মহাদেশে আমরা যৎসামান্য ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সক্ষম হই। সে সময় আমরা সাউথ আমেরিকা সম্বন্ধে জ্ঞাত হই। আমি ভাবলাম এ মহাদেশের দেশগুলো সম্বন্ধে ও তাদের বাজার সম্বন্ধে জানতে হবে। ফলে ১৯৯১ সালে ১২০ সদস্যের একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে আমরা একটা চার্টার বিমানে সাউথ প্যাসিফিক পাড়ি দিয়ে সান্টিয়াগো, চিলির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে আমরা ফিজি, তাহিতি ও ইস্টার্ন দ্বীপে থামলাম। তাহিতি হুলা ড্যান্সের জন্য বিখ্যাত। আমাদের সাথে মালয়েশিয়ার ঐতিহ্যবাহী ড্যান্সারদেরকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আমাদের ট্রুপ তাদের প্রদর্শনী করলো। ল্যাটিন আমেরিকারদেশগুলো আমাদের ট্রুপের নাচগান শুনে মুগ্ধ হলো।

ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলোতে মিলিটারী ডিক্টেটরদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। প্রসংগক্রমে আর্জেন্টিনার কথা বলা যেতে পারে। দেশটির আয়তন ২.৮ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্য ৩৬ মিলিয়ন। দেশটি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। এদের উৎপাদিত মাংস বিফ ইউনাইটেড স্টেটস ও ইউরোপে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু ইউরোপ তাদের ক্যাটেল ইন্ডাস্ট্রি উন্নয়ন সাধন করলে তারা ইউরোপ থেকে বিফ আমদানী করা বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে ইউনাইটেড স্টেটস দাবী করলো আর্জেন্টিনার ক্যাটেলের মুখ ও পা

www.pathagar.com

রোগাক্রান্ত হওয়ায় তারা আর্জেন্টিনার বিফ কিনতে অস্বীকার করলো। অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্য না থাকায় আর্জেন্টিনার রপ্তানী-বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিল। তাদেরকে বেশ কয়েকবার নতুন কারেন্সি ইস্যু করতে হয়েছে। যখন আর্জেন্টিনার পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল কম তখন মুদ্রাস্ফিতি বেড়ে যায়। এর ফলে দেশের নাগরিক ও বিদেশীদেরকে দেশের অর্থই ব্যবহার করতে হয়। বৈদেশিক অর্থ ছাড়াই তাদের বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়।

ব্রাজিল ওই সময়ে তাদের বাজারকে সামান্য পরিমাণে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়। তারা স্থানীয়ভাবে তৈরি টিভি সেট দেশেই কাটতি হতো। মুদ্রাস্ফিতি এতই বেশি ছিল ঘন্টায় জিনিসপত্রের দাম উঠনামা করতো। তাদের সুপারমার্কেটগুলোতে সাধারণত ৭০টা পেমেন্ট কাউন্টার ছিল কারণ ওয়েজ-আর্নাররা তাদের সাপ্তাহিক অর্থ গ্রহণ করতো। দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেলে তারা দ্রুত সেগুলো কিনে ফেলতো। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে ছিল সবচেয়ে উন্নত। আমরা সেখানে যাবার আগ থেকে তাদের ওয়াইন মালয়েশিয়াতে বিক্রি করতো। কিন্তু তাদের লোকাল অথরিটির্স প্রায়ই কেন্দ্রীয় সরকারের অসম্মতির কারণে অসুবিধায় পড়তো।

আর্জেন্টিনার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল খুবই মজার। আমাদের লোকজন তাদের পোলো টিমের জন্য পোলো টাট্টু ঘোড়া কিনতে যেত। পরে আমি ঘোড়ায় চড়ায় উৎসাহী হয়ে উঠলে অনেক টাট্টু ঘোড়া ওখান থেকে আমদানী করা হয়েছিল। আমদানীকারকরা আর্জেন্টিনানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। তারা ফিরে এসে আমাদেরকে তাদের কথা বলেছিলেন। তাদের কথা শুনে ভূগোলে পড়া গ্রাসল্যান্ড, পম্পাস এবং এন্ডিয়ান মাউন্টেন সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলাম। আর্জেন্টিনানরা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পোলো প্লেয়ার। তারা পোলো খেলার জন্য উন্নত জাতের টাট্টু ঘোড়ার জন্ম দিত। আমি ৬০ বছর বয়সে আর্জেন্টিনা থেকে আনা টাট্টু ঘোড়ায় চড়তাম। আমার প্রথম আর্জেন্টিনা সফরের পর আমার রাইডিং ইনস্টাক্টর অয়াঙ কমরুদ্দিন ঘোড়ায় চড়ার জন্য আমাকে আর্জেন্টিনায় যাবার জন্য আমাকে রাজি করায়। আমি প্রথম আজের্ন্টিনাতে রাইডিং ট্রিপ এ গিয়ে একজন ধনী আজের্ন্টিনান ব্যবসায়ীর ফার্মে অশ্বারোহন করে আর্জেন্টিনাকে ভালবেসে ফেলি। আমি আর্জেন্টিনাতে একটা ফার্ম কেনার জন্য রাইডিং ফ্রেন্ডদেরকে রাজি করালাম। মালয়েশিয়ান ব্যবসায়ী তান শ্রী এ.পি.অরুমুগাম পম্পাসে নিজের একটা ফার্ম ছিল। তাছাড়াও এন্ডিয়ানা পর্বতমালার পাদদেশে তার একটা স্কাই রিসোর্ট ছিল। এখন আমি বছরে বছরে আমার ছুটির দিনগুলো পম্পাসের আর্জেন্টিনা রাইডিং এ এবং এন্ডিয়ানা পর্বতমালায় কাটাতাম। মজার বিষয়, মালয়েশিয়ানরা পর্বতমালায় হর্স রাইডিং কে জনপ্রিয় করে তোলে। এন্ডিয়ানার পাদদেশে লাসলেনাস উপত্যকায় স্কাই রির্সোটও জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

আর্জেন্টিনার সাথে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কেও উন্নতি ঘটে। চিলিনিয়ানদের সাথে জয়েন্ট ভেন্চারে সেখানে মালয়েশিয়ানরা বৃহত্তম লেদার টেনারী গড়ে তোলে। একজন মালয়েশিয়ান ব্যবসায়ী আর্জেন্টিনা থেকে দূরপ্রাচ্যে তেল সরবরাহের জন্য মিসলেস স্টিল পাইপ সরবরাহ করেন। আমরাও আর্জেন্টিয়ান শস্য আমদানী করি। আমি অরুমুগামকে আর্জেন্টিনার ১৫০০ ক্যাটেল আমাদের দেশে আমদানী করার জন্য রাজি করালাম। যদিও আমাদের দেশে ওইগুলোর প্রজনন করা যেত, কিন্তু আমাদের দেশে তেমন গ্রাসল্যান্ড না থাকায় আমাদের পক্ষে ক্যাটেল ফার্ম গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। আমি অবসর নেবার পর থেকে আমাদের দেশে আর্জেন্টিনার পোলো খেলার টাট্টু ঘোড়ার প্রজননের চেষ্টা করেছিলাম। আমি শুনে সুখি হলাম যে আল-বারিক নামের একটা আরবীয় পুরুষ ঘোড়া সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান আমাকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন ।
আর্জেন্টিনার মাদী ঘোড়াগুলোর সাথে আরবীয় ঘোড়ার মিলনে চারটি বাচ্চা জন্মালো। আমি আরবীয় মাদী ঘোড়া ক্রয় করে আল-বারিকের মিলনে ঘোড়ার প্রজনন ঘটাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হলো না।

ল্যাটিন আমেরিকার ব্যবসায়ীদের মন আমাদের চেয়ে বেশই ভিন্ন রকমের ছিল। একমাত্র চিলিয়ানরা ছিল খুবই আগ্রাসী। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা মালয়েশিয়াতে বিফ রপ্তানী করতো না। আমার মনে পড়ে না আমাদের কোন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে তাদেরকে রাজি করানোর জন্য সেখানে গিয়েছিল। তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলা আমাদের জন্য জরুরী বিষয় ছিল। আমরা তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে শস্য রপ্তানী করতে পারতাম। আমরা একতরফাভাবে শস্য রপ্তানীর পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলাম। আমরা ভাবলাম যদি আমাদের প্রোট্রন কার তাদের দেশে বিক্রি করতে পারি তবে তাদের পণ্য আমরা আমাদের দেশে আমদানী করতে রাজি আছি। কিন্তু সে ধরণের সঠিক এজেন্সি পাওয়া গেল না। অন্য দেশ থেকে আমদানী না করে যদি আমরা আর্জেন্টিনাতে পাঠানোর জন্য গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদন করতে পারি তবে আমাদের বিফ আমদানীর সমস্যা মিটানো যাবে।

মালয়েশিয়ানদেরকে এ সব বুঝানো কষ্টকর ব্যাপার- তারা পৃথিবীর বিপরীত মেরুতে থাকবে এ সব কথা বুঝালে। এটাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় এ বিশ্বাসে বলীয়ান দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী মানুষ অরুমুগামকে আমি বুঝাতে সক্ষম হলাম। প্রাচীনকালে মালয়ীরা ছিল একটা ব্যবসায়িক জাতি। কৌশলগত কারণে ইস্ট ও ওয়েস্ট এশিয়ার মাঝের ক্রসরোডগুলো অবস্থিত ছিল। ইস্ট ও ইউরোপের মধ্যে ছিল এক্সটেনশন রোড। মালয়েশিয়া আর একবার বড় ট্রেডিং নেশনে পরিণত হয়। আমাদের জিএনপির চেয়ে দ্বিগুণ হয় আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। আজকের দিনে মালয়েশিয়ান ট্রেডার এবং কনট্রাক্টরদের উপস্থিতি সারাবিশ্বে দৃশ্যমান। এমনকি বিদেশী কোম্পানীগুলো মালয়েশিয়ার ব্রান্ড নেমের সাথে সুপরিচিত। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো

www.pathagar.com

আমাদের চাইতে অনেকটা দূরেই আছে। বর্ডারলেস ওয়ার্ল্ড এবং গ্লোবালাইজেশন অর্থনীতিতে আমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করানো কষ্টকর ব্যাপার।

শুধুমাত্র ল্যাটিন আমেরিকার অঞ্চলগুলোতেই আমি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলাম না। মিনিস্টার অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মন্ত্রী হিসাবে আমি ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টে মিশনের নেতৃত্ব দিয়ে অনেক দেশ সফর করেছিলাম। প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে আমি বিশ্বাস করতাম আমাদের ব্যবসায়ীদের জন্য আরো দরজা খুলে দিতে হবে। প্রত্যেক বছর আমার নেতৃত্বে সে সব দেশগুলো আমরা সফর করতাম যে দেশগুলোর সাথে আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ভাল নয়। আমার নেতৃত্বে আমরা প্রথমে পূর্বাঞ্চলের ইউরোপের দেশগুলো ও রাশিয়া আমরা সফর করি। পরবর্তীতে আমরা সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশগুলোও সফর করি, সে দেশগুলো সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে। চীন সারাবিশ্বের জন্য দ্বার খুলে দেবার পর আমি ২০০ সদস্যের একটা বড় প্রতিনিধি দল নিয়ে দেশটি সফর করেছিলাম। মালয়েশিয়ার সাথে তুলনা করলে চীন উন্নয়নের দিক থেকে নিচু স্তরে ছিল। আমাদের প্রতিনিধি দল দ্রুততার সাথে তাদের নির্মাণ এবং রাস্তার টোল আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করলো। চীনারা অতি তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে নিয়ে তারা নিজেরাই কম খরচে সবকিছু করতে শুরু করলো। আমাদের লোকজন তাদের অগ্রগতিকে স্বাগত জানালো। আর আমি আস্থাশীল হলাম এটা ভেবে যে চীনারা ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে মালয়েশিয়ানদের সহযোগিতার ফলেই।

ইউরোপে আমরা প্রধানত ব্যবসা করছিলাম ইউনাইটেড কিংডমের সাথে কারণ আমরা তাদেরকে ভালভাবেই চিনতাম। আমরা কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করলাম। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় ইউরোপের সাথে। আমরা তাদের সুব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিশাল বিশাল ট্রেড ফেয়ারে অংশ গ্রহণ করলাম। ফলে মালয়েশিয়ার পণ্য ট্রেড ফেয়ারের মাধ্যমে ইউরোপের সারাদেশে প্রবেশাধিকার পেল।

আফ্রিকার দেশগুলো আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলো। সব জায়গাতেই প্রশাসনিক জটিলতা ছিল। ঘানা থেকে আমরা একটা টেলিকম্যুনিকেশন কোম্পানী, ব্যাংক ও ব্রডকাস্টিং কোম্পানী ক্রয় করলেও আসলে কাজ হলো না। সরকার পরিবর্তন হওয়ার কারণে সাবেক প্রশাসনের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ উঠায় নতুন সরকার সব চিন্তাভাবনা বাতিল করে দিল। তারা বিদেশীদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে আর বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহ জোগালো না। আমরা তানজিনাতে একটা পাওয়ার প্লান্ট তৈরি করলাম। কিন্তু আমরা যখন ওটার কাজ সম্পন্ন করলাম তখন তারা আমাদেরকে তা অপারেট করতে দিল না।

www.pathagar.com

ইউনাইটেড নেশনস এর একটা হাইড্রোলিক পাওয়ার প্রোজেক্ট ছিল এবং তারা আমাদের দিয়ে কাজটা করাতে চাইলো। আমরা পাওয়ার স্টেশন কিনতে চাইলাম। কিন্তু বাস্তবে তা কেনা সম্ভব হলো না।

তুলনামূলকভাবে সাউথ আফ্রিকা কাজের পরিবেশ ছিল সুন্দর। এক সময়, মালয়েশিয়ানরা টেলিকম্যুনিকেশন, তেল বিতরণ, হোটেল ব্যবসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী ছিল।

জাপানের ক্ষেত্রে, তাদের কোম্পানীগুলো এয়ার কন্ডিশনারের মত জিনিসপত্র মালয়েশিয়া থেকে তৈরি করে জাপানী মার্কেটে বিক্রি করতে থাকে। অন্যদিকে আমরা জাপানের বাজারে বিক্রির জন্য আমাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে থাকলাম। ফলে চাকুরীর ক্ষেত্র সৃষ্টি হলো, কর্মদক্ষতা বাড়লো এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হলো।

আমি আগেই পড়েছিলাম জাপান কিভাবে তাদের দেশটাকে উন্নত করেছিল। সামান্য কাঁচামালের অধিকারী জাপান বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করে তা দিয়ে রপ্তানীযোগ্য পণ্যসামগ্রী তৈরির পর আবার সেগুলো বিদেশে রপ্তানী করে নিজেদের সমৃদ্ধি ঘটায়। আমরা একই প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মালয়েশিয়ানরা বলে বেড়াতো মালয়েশিয়া কাঁচামালে সমৃদ্ধ দেশ। আমাদের দেশের টিন ও আমাদের জলবায়ু কিছু কিছু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্লান্টের জন্য উপযোগী। আসলে মালয়েশিয়ার প্রকৃতিক সম্পদ খুবই কম। আমরা জাপানের পদ্ধতি গ্রহণ করে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির উন্নতি হলো। আমাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হলো ইউএসডি ১০০ বিলিয়ন, এর মধ্যে ৮২ পার্সেন্ট ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং গুডস। আমাদের রপ্তানীর বাকীটা মাত্র ইউএসডি ১৮ বিলিয়ন, এটা একটা গরীব দেশের রপ্তানী আয়। রবার, পাম ও পেট্রোলিয়াম এর বাইরে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির বদৌলতে এ আয় করতে সক্ষম হলাম।

এ সব দিনগুলোতে আপনি দেখতে পেতেন অনেক উৎপাদিত পণ্যে লেখা ছিল "মেইড ইন মালয়েশিয়া"। সে সময় কোরিয়াও তাদের দেশীয় পণ্যে আধুনিক টেকনোলজি প্রয়োগ করে উন্নতি সাধন করে। জাপান আগে থেকেই তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীতে বিপুল সাফল্য অর্জন করে। আমি দেশটি সফর করি, সে দেশ থেকে অনেক নতুন কিছু শেখার ছিল। আমি অনুভব করলাম যদি আমরা তাদের কৌশল ও পদ্ধতি কপি করতে পারতাম তবে আমরা আমাদের দেশকে দ্রুত উন্নয়নের চরমে পৌঁছে দিতে পারতাম। আমরা জাপানীদের কিছু কিছু ভুলও ধরতে সক্ষম হই।

তাদের সস্তা শ্রমিকের জন্য আমরা চীন ও ভিয়েতনামের কাছে হেরে যাচ্ছিলাম। তাহলেও আমাদের আমদানীর চেয়ে রপ্তানীর পরিমান তখনও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

www.pathagar.com

তারা আমাদের চেয়ে বেশি পরিমাণে আমদানী করছিল। আমরা দরিদ্রতর দেশগুলোতে গিয়েছিলাম। আমরা সব সময়ই খোঁজ করার চেষ্টা চালিয়েছিলাম সে সব দেশ থেকে কিছু আমদানী করা যায় কিনা। সে সব দেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার ফলে তারা তাদের পণ্য আমাদের কাছে বিক্রি করতে ইচ্ছুক ছিল। তাদের দেশ থেকে কিছু কেনার অর্থ সে সব দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলা। আমরা সে সব দেশে আমাদের পণ্য বিক্রি করতে পারছিলাম না।

আমাদের সমালোচকরা বলছিল যে আমরা অতি দ্রুততালে চলছিলাম। তাদের সমালোচনাকে স্বীকার করে আমরা বলেছিলাম আমরা সব সময়ই দ্রুততার সাথে কাজ করি। আমি জানতাম না কত দিন আমি কাজ করে যেতে পারবো। আর আমি কতদিনই বা সরকারের প্রধান থাকতে পারবো। আমাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া আমি যেকোন সময় হঠাৎ করে মারাও যেতে পারি। আমি আমার প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পরও বেঁচে আছি। আমি ভাবলাম পরবর্তীতে আমি বেঁচে নাও থাকতে পারি। এ সব ভয়ের কারণে দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাকে দ্রুততার সাথে কাজ করে যেতে হচ্ছিল। আমি আমার দায়িত্ব ছেড়ে যাবার আগেই যেন আমাদের ভিশন ২০২০ গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

বিদেশে আমার বাণিজ্যিক সফরগুলো বিশেষভাবে স্মরণীয় ছিল। প্রত্যেকদিন আমার ব্যস্ত সিডিউল ছিল। আমি সব সময়ই ব্যস্ত থাকায় কিছু কিছু প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আমার সাক্ষাৎ পেতেন না। আমি এ জন্য মনে কিছু করতাম না। আমি সব সময়ই সরকারের সঠিক অফিসিয়াল ও বড় ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করতে চাচ্ছিলাম। আমি আমার জীবনের সামান্য সময়ও নষ্ট করতে চাইনি। আমি সব সময় সময়ের সদ্ব্যবহার করে সাফল্য লাভ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আশা করছিলাম। আমার সময়ে সংখ্যায় মালয়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। অ-মালয়ীরাও আমার আমলে আমার পলিসির অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাল করে। কারণ আমি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা দান করি।

১৯৯০ দশকের প্রথম দিকেও গ্লোবাল ট্রেডে পরিবর্তন ঘটে। জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রেড (জিএটিটি) এর মিটিং এ ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বাধীনতার প্রশ্নে অনেক কথাবার্তা হয়। কিন্তু ওই মিটিং এ কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় না। ধনী রাষ্ট্রগুলো দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বাজারসহ সম্পদের সুবিধা আদায় করতে চাচ্ছিল। তারা তাদের অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষিখাতকে সুরক্ষিত করতে চাচ্ছিল। অনেক বাকবিতণ্ডার পরও জিএটিটি কার্যকর কোন চুক্তি করতে সমর্থ হয় না।

www.pathagar.com

ট্রেড নেগোসিয়েশন আন্তর্জাতিক কুটনীতির একটা বিশেষ অংশ। উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ঘটানো, আর কিছু না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করা। জিএটিটি এবং ওয়াল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডবলুটিও) এর অংশীদাররা ধনীদেশগুলোর বাধার সম্মুখীন হয়। বিশ্বায়িত মুক্তবাজার নীতি ধনীরাষ্ট্রগুলো নিজেদের প্রয়োজনে প্রবর্তন করেছে। কিন্তু তারা বিশ্বজনীন ব্যবসায়িক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ করে না।

এ সব সভার আলোচনায় দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর দেশগুলো ছোট্ট একটা প্রতিনিধিদল পাঠাতেই অসুবিধার মুখে পড়ে। ইউনাইটেড স্টেট এর মত দেশ বিভিন্ন ফিল্ডের বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে ২০০ জনের একটা প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরিদ্র দেশের পক্ষে তেমনটা করা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই শক্তিশালী দেশগুলোর সিদ্ধান্তই ওই সব মিটিং এ সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়। এর ফলে পুরো দেশ ও জনগণের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে জিএটিটি এর সম্মেলন থেকে মালয়েশিয়ান প্রতিনিধিদল শূন্যহস্তে ফিরে আসার পর আমি এ বিষয়ে অনেক অনেক ভাবলাম। ইউরোপীয়দের আছে ইউরোপীয়ান কম্যুনিটি (তখনো ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গঠিত হয়নি।) আমেরিকানরা গড়ে তুলেছিল নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এনএএফটিএ)। এ সংস্থায় ইউনাইটেড স্টেট, কানাডা এবং মেক্সিকো ছিল। আমি ভাবলাম ইস্ট এশিয়ারও অধিকার আছে নিজেদের গ্রুপ তৈরি করার। তাই মালয়েশিয়া ইস্ট এশিয়ান ইকোনমিক গ্রুপ (ইএইজি) গঠন করার প্রস্তাব রাখলো। ইউরোপ ও আমেরিকার সাথে কোন প্রকারের সমঝোতা করতে হলে এ সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। ইএইজি তে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা সদাসর্বদাই ইউরোপীয়ান মতাদর্শে বিশ্বাসী। জাপান, সাউথ কোরিয়া এবং চীনকে (তাইওয়ানকে বাদ রাখা হয় চীনের সাথে তাদের তিক্ত সম্পর্কের কারণে) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আসিয়ান (তখনো কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস এবং বার্মা আসিয়ানের অর্ন্তগত ছিল না)ভুক্ত আমাদের ছয়টি দেশ- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ব্রনাই ইএইজি এর অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এটা করতে পারলে ভাল একটা গ্রুপ গঠিত হবে। আমরা ভাবলাম এশিয়ার নর্থইস্ট দেশগুলোর সাথে সাউথইস্ট দেশগুলোর সমন্বয়ে জোট গঠিত হলে আমাদের অঞ্চল একতাবদ্ধ হতে পারবে। আন্তর্জাতিক স্তরের কোন মিটিং এ সমঝোতার ক্ষেত্রে আমাদের এ গ্রুপ একটা সাধারণ মতামত গ্রহণ করতে পারবে। এ সংস্থা কোন ফ্রি ট্রেড সংস্থা কিংবা ইউএনও এর মতো কোন নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। সহজভাবে ভাবতে গেলে বলতে হয় এটা হবে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইস্যুতে একটা ইস্ট এশিয়ান ফোরাম।

www.pathagar.com

ইস্ট এশিয়ান ফোরাম গঠন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ইউএস এর বড় ধরণের দায়বদ্ধতা থাকার অজুহাত খাড়া করে ইউএস কিন্তু আমাদের অনুমতি দিতে চাইলো না। ইউএস সেক্রেটারী অব স্টেটস জেমস বেকার বিশেষভাবে এ বিষয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি জাপানীদের বললেন যে তিনি ১৯৯১ সালে কুয়ালা লামপুর সফরকালে আমাকে মালয়েশিয়ার ঐতিহ্যবাহী মালয়ী ঢিলা পোশাক *সারুঙ* পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি আমার পরনের পোশাক দেখে ভেবেছিলেন ওটা একটা পশ্চাদপদ পোশাক, তাই মালয়েশিয়ানরা মান্ধাতার আমলেই পড়ে আছে। তিনি বুঝতে পারেননি ওই দিনটি ছিল শুক্রবারের জুম্মার নামাজের আগের মুহূর্ত। আমি জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য জাতীয় মসজিদে যাওয়ার জন্য ওই পোশাক পরে ছিলাম। কোন দেশ বা জাতির কৃষ্টি সভ্যতা সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা ইতিবাচক ছিল না। তিনি কোরিয়ানদের বলেছিলেন যে কোরিয়া যুদ্ধকালে মালয়েশিয়া কোরিয়ানদের পক্ষে লড়াই করেনি। এটা ছিল হাস্যস্পদ ব্যাপার- আমরা কি কোরিয়ানদের ভুলে যেতে পারি কারণ আমাদের দুটো দেশেই ব্রিটিশদের কলোনী ছিল? তিনি জাপানী ব্যবসায়ী ও সরকারকে বললেন ইএইজি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়নি তারা কী করতে চায়। জাপান ও কোরিয়া তাদের ক্ষমতাশালী মিত্রের কথায় ইএইজি থেকে সরে গেল।

আমেরিকা তারপর কয়েকটি আসিয়ান দেশ বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরকে ইএইজি এর বিরুদ্ধে যাবার জন্য প্রভাবিত করতে থাকে। ইএইজি থেকে নাম পরিবর্তন করে ইএইসি করা হলো। ডবলুটিও মিটিং এর পূর্বে আমাদের একত্রিত হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিংবা অন্যান্য ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফিল্ডেও সমঝোতা করার ইচ্ছা ছিল। তারা এশিয়ান হিসাবে বেকারের ক্যাম্পেনের বিরুদ্ধে কাউন্টার দেবার প্রয়োজন না থাকলেও তাদের নিজেদের আলোচনা সম্পর্কে ভাবার অধিকার প্রত্যেকেরই ছিল। অনেকেই কিন্তু আমেরিকানদেরকে ভীতির চোখে দেখতো। তারা অনুভব করতো ইউএস এর কাছে কোন না কোন ভাবে তারা ঋণী। কিন্তু অনেকেরই ধারণা ছিল যে এশিয়ানদেরকে তাদের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। বেকার সরকারের কাছ থেকে অবসর নেবার পর তিনি জাপান যান। তিনি সেখানকার ব্যবসায়ীদেরকে মনে করিয়ে দেন তারা যেন ইএইসি এর সাথে সম্পৃক্ত না হয়। ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর আমাদের এ গ্রুপে যোগদান করতে বাধ সাধে। কিম ডাই-জাং সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হবার আগ পর্যন্ত ইএইসি গঠন করা সমম্ভব হয়নি। উত্তরাঞ্চলীয় এশিয়ার তিনটি দেশ এশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সাথে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপ আসিয়ান+ ৩ নামে অভিহিত হয়। এর ফলে ইস্ট এশিয়ান ইকোনমিক গ্রুপ কার্যকর হয়।

ইস্ট তিমুর সংকটের প্রাক্কালে প্রাইম মিনিস্টার জন হাওয়ার্ড এমন কি সাউথইস্ট এশিয়ায় আমেরিকার ডেপুটি শেরিফ হতে চেয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া ছিল ইউএস

www.pathagar.com

এর লেজুড়। তাই ইস্ট এশিয়া কিংবা এশিয়ার সাথে তাদের থাকার কথা নয়। সিঙ্গাপুর ও জাপান অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সাথে গাটছড়া বাঁধলো। দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি এ আইডিয়ার বিরোধী ছিলাম। অবশ্য আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়ার পর অনেক দেশই ইউএস কে এ সংস্থার অর্ন্তভুক্ত করার পরামর্শ দেয়। ইতিমধ্যেই এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনোমিক কর্পোরেশন (এপিইসি) ফোরাম গঠিত হয়। এ ফোরামে ইউএস অর্ন্তভুক্ত হয়। ইএইজি হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে এশিয়ান- এটা "প্যাসিফিক "নয়।

যাহোক, ইউএস সারা পৃথিবীর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চাচ্ছিল। কোথায়ও কিছুই করতে পারে না দখলদারীর সম্পর্ক না থাকলে। এশিয়াতে চীনের প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে তাদের একটা ভয় আছে। তারা মনে করে চীনকে যেকোনভাবে দাবীয়ে রাখতে হবে। চীন ও জাপান এক সাথে গাটছড়া বাঁধলে তা ইউএস এর জন্য প্রীতিকর হবে না। তাই সিনো-জাপানীজ শত্রুতা যাতে বজায় থাকে সে ব্যাপারে ইউএস এ তৎপর ছিল। চীন বিশ্বের সবচেয়ে অর্থনৈতিক শক্তি। চীনের দ্বারা আমাদের ইএইসি এর কোন ক্ষতির আশংকা ছিল না। চীন এশিয়ার মিত্র দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ভাল রাখে।

আমরা আসিয়ান+ ৩ এর আয়োজন করতে পেরে কিছুটা খুশি ছিলাম। এশিয়ানরা সতর্ক ছিল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মাধ্যমে এ গ্রুপে আমেরিকা না ঢুকে পড়ে। এশিয়ানরা আজও ভুলতে পারে না আমেরিকান কলাকৌশলের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে গদিচ্যুত করার কথা। তারা সুকর্ণকে অপসারণ করে সেখানে তার উত্তরাধিকারী হিসাবে সুহার্তোকে বসিয়ে দেশটির সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।

ইএইসি এর প্রতিপক্ষ হিসাবে এপিইসি বা এপেক গড়ে তোলার মূলে ছিল অস্ট্রেলিয়া। ইস্ট এশিয়ানরা একে প্রত্যাখ্যান করে যে পর্যন্ত না অস্ট্রেলিয়া ইউএস প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে এ গঠনকে স্পনসর করার জন্য রাজি না করায়। আমি এপেক সম্মেলনে উপস্থিত হতে অস্বীকার করলাম, যদিও অনেকেই আমাকে সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য বললেন। আমি ভাবলাম এশিয়ানদেরকে প্রভাবিত করার জন্য অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার দারস্থ হওয়ার কারণে ওখানে যাওয়া উচিত না। জাপানী সরকারের কথায় আমাদের দূতাবাসের জাপানী রাষ্ট্রদুত আমাকে সম্মেলনে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

আমি না যাবার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকলাম। তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী পল কিটিং এর ফলে খুবই টেনশনে থাকলেন। তার দৃষ্টিতে এপেক গঠন ছিল অস্ট্রেলিয়ার গৌরবজনক অর্জন। তিনি কল্পনা করতেই পারেননি যে আমেরিকার স্পন্সরকৃত সংস্থায় আমি যোগদান না করে কেমন করে থাকতে পারি। তাই তিনি আমাকে "অবাধ্য" বলে নিন্দাজ্ঞাপন করলেন।

www.pathagar.com

আমি তার কথায় মনে কিছু করলাম না। আমি সহজভাবে তার খারাপ মন্তব্যকে উপেক্ষা করলাম। কিন্তু মালয়েশিয়ানরা ও মালয়েশিয়ান সংবাদপত্রগুলো ভাবলো আমি তার কথায় অপমানিত হয়েছি। তারা কিটিং এর খারাপ মন্তব্যের জন্য তাকে নিন্দাজ্ঞাপন করলো। এতে আমি অবশ্যই খুশি হলাম। একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে আমি কখনোই জনগণের মতামতের বিপক্ষে যেতে পারি না।

পরবর্তী বছর প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এপেকের সম্মেলনের আয়োজন করলেন। আমি সম্মেলনে গেলাম। আমি ভাবলাম এটা সুহার্তোর একার সম্মেলন নয়। এটা একটা গ্রুপের সম্মেলন। এপেক একটা প্যাসিফিক সংস্থা হিসাবে আমি পেরু ও চিলিকে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য রাজি করালাম। আমি আরো প্যাসিফিক দেশ যেমন কলোম্বিয়া ও ইকুইডোরকেও সদস্য করার জন্য বললাম। রাশিয়া এ সংস্থায় ছিল। তাইওয়ান ২০০১ সালের সাংহাই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না। যদি এপেক নিজেদেরকে "প্যাসিফিক" বলে পরিচয় দেয় তবে তাকে প্যাসিফিক পরিচয়েই থাকা শ্রেয়। তবে প্যাসিফিক নেশনের প্রতি বেশিমাত্রায় ঝুঁকে থাকাই ভাল। এসিয়ান গ্রুপিং এর প্রতি বেশি ঝোঁকার দরকার ততটা নয়।

আমাদের এপেক অভিযাত্রায় "অবাধ্য" কথার দৃশ্যপট পরিবর্তন হলো না। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়া এপেকের স্বাগতিক দেশ হবার কালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এ সম্মেলনে না এসে তার পরিবর্তে ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরকে পাঠালেন। সুরুচিসম্পন্ন একটি আধুনিক জাতির একজন নেতা হিসাবে গোরে তার ভাষণে সবচেয়ে অশোভন বাক্যবাণ নিক্ষেপ করলেন। তিনি তার বক্তৃতা শেষ করে আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় যোগদান না করে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। অথচ তিনি আগেই ওই ভোজ সভায় উপস্থিত হতে সম্মতি দিয়েছিলেন। স্বাগতিক দেশের প্রতি একজন গেস্টের এ ধরণের আচরণে মালয়েশিয়াতে ক্রোধের আগুন যেন জ্বললো। আইএসআইএস চেয়ারম্যান তান শ্রী নুরুদ্দিন সোপি তার রূঢ় আচরণের জন্য গোরের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করে নিউ স্ট্রেইটস টাইমসের পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন দিলেন।

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য ট্রেড ডেলিগেশনে অংশ গ্রহণ করতে পছন্দ করে আসছিলাম। আমাদের বিশ্ব বাণিজ্যের ৪০ পার্সেন্টেরও অধিক ছিল ইউএস ও ইউরোপের সাথে। আমি সে সময় এর অ্যাবসুলুট ভল্যুম কমাতে চেয়েছিলাম না। আমাদের সার্বিক ট্রেডের উপর থেকে রিলেটিভ শেয়ারের পরিমাণ কমাতে চেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম দেশগুলোর মধ্যে চীন মালয়েশিয়ার বড় ট্রেডিং পার্টনার হতে পারে। আমি প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করতাম যে আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের সামর্থের ক্ষেত্রে চীন ভীতির কারণ হবে না। চীনকে আজ

www.pathagar.com

পর্যন্ত ইউরোপীয়ান ও জাপানীজরা সন্দেহের চোখে দেখে। চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে। সব চাইনীজ কোম্পানী সরকারের নিয়ন্ত্রাণাধীনে। আমার এ ধারণা ভুল ছিল। চীনের বিশাল আভ্যন্তরীণ বাজার বিনিয়োগকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এদের পার ক্যাপিটা ইনকাম মালয়েশিয়ার চাইতে কম হতে পারে। ১.৩ বিলিয়ন লোকসংখ্যার দেশে চীনের জিডিপি খুব বেশই। চীন দ্রুত তাদের দেশে শিল্পকারখানা গড়ে তোলে বিশ্বে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তারা বিদেশী বিনিয়োগকারী ও নিজ শিল্পোদ্যোগীদের মাধ্যমে প্রায় সব ধরণের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী করতে সক্ষম হয়। আমার বিশ্বাস, জাপানে পণ্য উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে চীনের বিপুল জনশক্তির কারণে তারা কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। যদিও এ অবস্থায় পৌঁছাতে তাদের অনেক দিন লাগে। চীনা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বাকী বিশ্ব থেকে তাদের অনেক জিনিস আনার প্রয়োজন পড়ে। চীনের বিশাল বাজারের জন্য মালয়েশিয়া উপকৃত হয়।

চীনা নেতাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তারা রাশিয়ানদের চাইতে উদ্যোমী। যখন রাশিয়ানরা একই সাথে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করে তখন চীন তাদের শক্তিশালী জাতীয়করণকৃত সরকারকে টিকিয়ে রেখে শুধুমাত্র তাদের অর্থনীতিতে সংস্কার করে। তারা সরকারের মালিকানাধীনে একটি হাইব্রিড ক্যাপিটালিস্ট/ সোসালিস্ট ইকোনমি গড়ে তোলে এবং বড় বড় অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এখন রাশিয়ানদের চাইতে চীনারা গড়ে অপেক্ষাকৃত ধনী। জাপানীদের সাথে থাকাকালে চীনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তাদের কম দামের পণ্য সারাবিশ্বে সমাদৃত, এবং বিপুল পরিমাণের কাঁচামাল ও পেট্রোলিয়াম ক্রয়, বাইরের দেশ থেকে চীনে আসা ট্যুরিস্টদের কথা তারা উপলব্ধি করে। আমাদের দেশে চীনের ট্যুরিস্টদের আগমনের ফলে চীনের সঙ্গে আমাদের আর্থিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমরা এখনো চীনের পাম অয়েল ও ফেব্রিকেটেড স্টীল প্রোডাক্টের সাথে ইলেক্ট্রোনিক গুডস রপ্তানী করা হয়। সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে আমরা এখনো চীনের বৃহত্তম ট্রেডিং পার্টনার।

যাহোক, আমি ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার থাকাকালে পূর্ব এশিয়ার নর্থ কোরিয়া সফর করি। সেখানকার সফরটা আমাদের কাছে খবই স্মরণীয় ছিল। ওখানে পৌঁছানোর পর আমাদের জানানো হলো তাদের গ্রেট লিডার কিম সেকেন্ড আমার ও হাসমাহ্ এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য একজন ডাক্তার পাঠিয়েছেন। আমরা প্রথমেই সম্মতি দিলাম। আমাদের আপাদমস্তক পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে লাগলো।

www.pathagar.com

আমরা তাদেরকে পরীক্ষানীরিক্ষা করা থেকে বিরত থাকতে বললাম। পরিশেষে তারা আমাদের অনুরোধ রাখলো না। আমরা মেডিক্যালি পরীক্ষিত না হয়ে পারলাম না।

দ্বিতীয় স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল অফিসিয়াল লাঞ্চে। আমার স্ত্রীকে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কিমের সুস্বাস্থ্য কামনান্তের পানীয় গ্রহণের বক্তব্যের জবাব দিতে হবে। গ্রেট লিডার কোরিয়ান ভাষায় তার ভাষণের পর ফার্স্ট লেডি আমার ও হাসমাহ্‌র কাছে এসে হাসমাহ্‌কে বললেন "এখন আপনার পালা।" হাসমাহ্ আমাকে পরে বলেছিল ওই সময়টাই ছিল তার জীবনের একটা ভীতিকর মুহূর্ত। হাসমাহ্ আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি সবার দিকে একবার তাকিয়ে হাসমাহে্র চোখের দিকে তাকালাম। হাসমাহ্ তার আসন থেকে উঠে এক গ্লাস পানি তুলে সুস্বাস্থ্য কামনাসূচক বক্তব্যে "গুড উইসেস অ্যান্ড রিলেশনশিপস" বলে সে তার চেয়ারে বসে পড়লো। আমরা মালয়েশিয়াতে ফিরে আসার পর হাসমাহ্ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইএনটিএএন) এ গিয়ে তাদেরকে বললো যে মন্ত্রীদের স্ত্রীদেরকে তাদের হোস্ট কিংবা গেস্ট হিসাবে ভোজসভায় সুস্বাস্থ্য কামনান্তের পানীয় গ্রহণে সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে।

আভ্যন্তরীণভাবে উত্তর কোরিয়া এখনো পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সুযোগ সুবিধা পায়নি। জাপানী অধিকারের সময় উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা একই যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল। উত্তর কোরিয়া শিল্পোন্নত হয়ে গড়ে উঠে। দক্ষিণ কোরিয়া শিল্পোন্নয়নে উত্তর কোরিয়াকে ছাড়িয়ে যায়। দুটো দেশ দু'পথের পথিক হওয়ায় তাদের মধ্যে শীতল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। যাহোক, ২০০৭ এবং ২০০৮ সালে তাদের শীতল সম্পর্ক হ্রাস পাবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪৭

আসিয়ানের প্রবৃদ্ধি

তুন আব্দুল রাজাক হুসাইন তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সব দেশের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। আমার সরকারও প্রতিবেশীদেশগুলোর সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করি। আমরা উপলব্ধি করি আমাদের নিজেদের সাহায্য করার অর্থ অন্যদের সাহায্য করা। আর এ কারণেই আমরা আমাদের পার্টনার ও বন্ধুদের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলি।

আমরা আমাদের পার্টনার ও বন্ধুদের সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া মিলে সাউথ ইস্ট এসিয়ান নেশনস (এসিইএএস/আসিয়ান) গঠন করি। আমার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ১৯৮৪ সালে ব্রুনাই আসিয়ানে যোগদান করে। ১৯৮৫ সালে ভিয়েতনাম ১৯৯৭ সালে লাওস এবং মিয়ানমার এবং ১৯৯৯ সালে কম্বোডিয়া এ সংস্থায় যোগদান করে। ১৯৯০ সালের দিকে আসিয়ানকে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা করা হয়। আমেরিকা ডোমিনো থিওরি ১ ভয়ে ভীত ছিল। আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে লিপ্ত হলে তারা আমাদেরকে ভীতির চোখে দেখে এ ভেবে যে আমরাও কম্যুনিস্ট শাসিত দেশে রূপান্তরিত হতে পারি। ভিয়েতনামে আমেরিকা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার পরও আমরা কিন্তু কম্যুনিস্ট হই নি। তারা যাই ভাবুক না কেন আমরা পুরনো ধ্যানধারণাকে লালন করে থাকি।

শেষ দিকে আসিয়ানে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওস যোগ দেওয়ায় সামান্য আপত্তি দেখা দেয়। যদিও তারা কম্যুনিজমের কথা এখানে পাড়ে না। কম্বোডিয়া দেখতে পেয়েছিল খমেররুজ তাদের দুই মিলিয়ন লোককে হত্যা করেছিল। তার ক্ষত আজও শুকায়নি। স্যামদেক হুন সেন এবং প্রিন্স রানারিদ্ধ একত্রে সরকার গঠন করার পর আমি কম্বোডিয়া সফর করি। তখনো রাজধানী নমপেন নগরী জনশূন্য অবস্থায় ছিল। অধিকাংশ অধিবাসীদের হত্যা করা হয়েছিল। যারা বাড়িতে ফিরে এসেছিল তাদের বসবাসের ঘরদোর ছিল না। লাওস পিপল'স রেভুলেশনারী পার্টি লাওস শাসন করছিল। ওখানকার লোকজন ছিল গরীব। লাওস দীর্ঘদিন যাবৎ নিপীড়িত হয়ে আসছিল। তারা তাদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারায় আমরা তাদেরকে আসিয়ানে স্বাগতম জানাই। -------------

---

১ ডোমিনো থিওরি মতে, যদি কোন রাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তীত হলে তার চারপাশের দেশগুলো কম্যুনিস্ট শাসনাধীনে যাবার আশংকা

www.pathagar.com

ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট শাসন পাকাপোক্তভাবে বলবৎ থাকে। আমি প্রথম যখন ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় সফর করি তখন সেখানে শুধুমাত্র কয়েকখানা বাইসাইকেল রাস্তায় চলতে দেখেছিলাম। লোকজনের শরীরের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়- জরাজীর্ণসার। ভিয়েতনাম নিজেদের দেশকে উন্নত করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। তারা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানায়। তারা আসিয়ানে যোগদান করে কিভাবে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে গড়ে তোলা যায় তার জন্য সচেষ্ট হয়। আজকের দিনে দক্ষিণ এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে ভিয়েতনাম দ্রুততম গতিতে সমৃদ্ধির পথে ধাবিত একটি দেশ।

মালয়েশিয়া মিয়ানমারকে আসিয়ানের অন্তর্গত করতে আগ্রহী হয় কারণ তাদেরকে আলাদা করে রাখলে মালয়েশিয়ার পক্ষে কোন প্রকার ভাল হবার সম্ভাবনা নেই। দেশটি দীর্ঘদিন যাবৎ সামরিক সরকারের অধীন আছে। দক্ষিণ এশিয়ার মেইন স্ট্রীমের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে তারা এ অঞ্চলের গতিধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে। ইউএস ও ইউরোপ রাজি হলো না- মিয়ানমার ও ইরাক আসিয়ানের অর্ন্তভুক্ত করতে, তারা বিশ্বাস করতো যে তাদের সরকার জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করে। আমি দেখলাম সাউথ আফ্রিকাতেও এ ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে।

২০০১ সালে আমরা মিয়ানমার 'স রুলিং স্টেট পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এসপিডিসি) এর চেয়ারম্যান সিনিয়র জেনারেল থান শয়কে মালয়েশিয়াতে আমন্ত্রণ জানালাম। আমরা তাকে দেখাতে চাইলাম কিভাবে আমাদের দেশে গণতন্ত্র কাজ করে। আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বললাম তার কোন ভয়ের কারণ নেই যে এ ব্যবস্থায় তার ক্ষমতা খর্ব হবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি যদি তার দেশে রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারেন তবে তাদের কাছ থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারবেন। তিনি আমাদের দেশের গ্রাম্য এলাকা সফর করে আমাদের জনগণের সাথে কথাবার্তা বললেন। তিনি তাদের সাথে কথা বলে খুশি হলেন। থান শয় কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে নার্ভাস ছিলেন। তিনি জেনারেল খিন নাইউন্টকে প্রাইম মিনিস্টার নিয়োগ করলেন। তারপর তারা দেশ ও জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সিনিয়র জেনারেল থান শয় জেনারেল খিন নাইউন্ট এর উপর নাখোশ হলেন। তিনি তাকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করে তাকে গুপ্তচর অভিযোগে জেলে পুরলেন। এটা ছিল উন্নয়নের ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার।

মিয়ানমার আবার একঘরে হয়ে পড়লো। আমি বিভিন্ন উপলক্ষে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি এর নেতা অঙ সান সুচি এর সাথে দেখা করার চেষ্টা করি। তাকে বছরের পর বছর গৃহবন্দী করে রাখা হয়। মিয়ানমার সরকার আমাকে তার সাথে দেখা করার অনুমতি দেয় না। তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার লক্ষ্যে আমি তাকে চিঠি লিখি। আমরা পরস্পর থেকে দূরে থাকলেও আমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ চলতে থাকে। আমি ভাবলাম তার নিজের বিশ্রামের প্রয়োজন এবং তার চলাচলের স্বাধীনতা থাকা উচিত। সে দেশের নেতারা তাকে অন্যায়ভাবে গৃহবন্দী করে রেখেছে। ইউনাইটেড নেশনের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত তান রাজালি ইসমাইল এ বিষয়ে মিয়ানমারের সাথে যোগাযোগ করেও কোন ফল হয় না। মিলিটারী নেতারা তাদের ক্ষমতার সামান্যতমও ছাড় দিতে চায় না। একটা নির্বাচনে অঙ সান সুচি এবং তার পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করে। তারা নির্বাচনের ফলাফল মোডিফাই করে। আমার বিশ্বাস, তারা এমন ধরণের ডিক্টেটর যারা কোনক্রমেই তাদের ক্ষমতা ছাড়তে রাজি নন। তাই এসপিডিএস এর সদস্যরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছাকে তোয়াক্কা না করে নির্বাচিতদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ইচ্ছুক নয়। বাংলাদেশ, সাউথ কোরিয়া, এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসকরা তাদের দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার জন্য সম্মত হন। তারা তাদের সব ধরণের খারাপ কাজের জন্য জেলে নিক্ষিপ্ত হন। প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে নানাভাবে নাজেহাল করা হয় এবং তিনি ভয়ভীতির মুখে পড়েন।

আসিয়ানের এ সব দেশগুলোসহ এ অঞ্চলে বড় ধরণের স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। আমাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর অর্ধ বিলিয়ন লোকজনের আয় উপার্জন কম হওয়ায় আমরা আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়াতে চেষ্টা করি। মালয়েশিয়া নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ভাল আয় উপার্জন করতে সক্ষম হয়। আসিয়ানের ফ্রি ট্রেড এরিয়া বা এএফটিএস (আফটা) কার্যকর হয়।

আসিয়ানের কাজকর্মে ও মিটিং-এ মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন এক সাথে এগিয়ে আসে। ফিলিপাইন সাবাহের দাবী না ছাড়লেও উভয় দেশই কোন আলোচনায় এ দাবী আর উত্থাপন করেনি। ফিদেল রামোস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়া সফর করেন। তিনি তাদের আগের দাবী দাওয়ার কথা না তুলে আমাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

আসিয়ানের সবচেয়ে উদাসীন সদস্য সিঙ্গাপুর। আমি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে সাউথ ইস্ট এশিয়া মিনিস্টার অব এডুকেশন অর্গানাইজেশন (এসইএএমইও) উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশীদেশগুলোর প্রতি সিঙ্গাপুরের আচরণ সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলাম। সদস্যদেশগুলোর শিক্ষকদের গণিত ও বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য মালয়েশিয়াতে গণিত ও বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরে ইংরেজি ভাষার প্রশিক্ষণের জন্য ইংরেজি ভাষার শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা ওই প্রশিক্ষণের খরচ বহন করতে রাজি হই। সিঙ্গাপুর কিন্তু ইংরেজি ভাষার শিক্ষার জন্য অর্থ দাবী করে বসে।

আসিয়ানের সদস্যরা বিভিন্ন সদস্যদেশের একটাতে প্রতিবছর একটা সম্মেলনের আয়োজন করে। আমার মনে পড়ে সেবার ফিলিপাইনের বাগুইও'র মাউন্টেন

www.pathagar.com

রিসোর্টে মিটিং বসেছিল। সে বছর ইন্দোনেশিয়ার মিনিস্টার অব এডুকেশন অ্যান্ড কালচার ড.সজারিফ থাজেব এ মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেছিলেন। সে মিটিং-এ সংস্থার চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিঙ্গাপুর কিন্তু এ সিদ্ধান্তে রাজি হয় না। ড. সজারিফ থাজেব সম্মেলন মুলতবী ঘোষণা করে ব্যক্তিগতভাবে সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য। সিঙ্গাপুরকে অবশেষে অতিরিক্ত ইউএসডি ১০,০০০ দিতে হয়। অন্যান্য দেশকে এর চেয়ে বেশি দিতে হয়। তারা এ অর্থ দিতে চাইলেও তারা এ সংস্থা থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ভয় দেখায়। ড. সজারিফ থাজেব অতিকষ্টে এ অর্থ দেবার জন্য তাদের রাজি করায়। সিঙ্গাপুরের জন্য ইউএসডি ১০,০০০ দেওয়া কষ্টকর ছিল না। সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর সমৃদ্ধশালীদেশ। সিঙ্গাপুর আসিয়ান সম্পর্কে উদাসীন হলেও তার প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য এ অর্থ দেওয়া কোন ব্যাপারই ছিল না। আমি অবাক হলাম না। অবশ্য মালয়েশিয়া ইস্ট এশিয়া ইকোনমিক গ্রুপ এর প্রস্তাব রাখলে সিঙ্গাপুর তাতে সমর্থন জানালো।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রুপের মধ্যে আসিয়ান ছিল সফল। তারা উন্নত দেশগুলোর সাথে নিয়মিত সংলাপ করতো। সে সব সংলাপে দেশগুলোর প্রধানরা উপস্থিত থাকতেন। বিশ্বের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সংলাপে সমঝোতার বাতাবরণ তৈরি হতো। আসিয়ান দেশগুলো প্রমাণ করতে সমর্থ হলো যে তারা উত্তম ব্যবসায়ী। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সাথে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যোগ্যতা রাখে। আসিয়ানের সাফল্য দেখে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাইরের দেশগুলোও এ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে এগিয়ে এলো। পাপুয়া নিউ গিনি এবং তিমুর-লেসতে পর্যবেক্ষক হিসাবে যোগদান করলো। এক সময় শ্রীলঙ্কাও এ সংস্থায় যোগদান করতে আগ্রহ দেখালো। আমেরিকা ও ইউরোপ চাপ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আসিয়ানের ১০ টি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র একত্রিত হলো। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন সমৃদ্ধি লাভ করতে ব্যর্থ হলেও আসিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব রাখা হলে আসিয়ান দেশগুলোর দ্বারা তা সমর্থিত হলো। পাঁচ পার্সেন্ট আমদানী শুল্ক কমিয়ে দেবার ফলে আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল। এর অর্থ হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলো আমদানী শুল্ক থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হলো। একমাত্র সিঙ্গাপুরের কোন ক্ষতি হলো না। কারণ ওটা আগে থেকেই একটা ফ্রি পোর্ট ছিল।

ফ্রি পোর্ট'র সুযোগের জন্য উপদ্বীপের মধ্যে সিঙ্গাপুরেরই পণ্যের দাম সস্তা ছিল। মালয়েশিয়ানরা দলে দলে শুল্কমুক্ত পণ্য কেনার জন্য সিঙ্গাপুরে যেয়ে চোরাপথে মালয়েশিয়াতে পণ্য আমদানী করতে লাগলো। সিঙ্গাপুরকে অন্য দেশের জন্যও ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ) হিসাবে গড়ে তোলা সহজ হলো। ইউএস'র সাথে সিঙ্গাপুরের এফটিএ গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য আসিয়ান দেশগুলোও সিঙ্গাপুরের মডেল গ্রহণ করলো।

www.pathagar.com

এফটিএ'র উন্নয়নের ফলে আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলো। তৎকালীন মিনিস্টার অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি তান শ্রী রাফিদাহ্ আজিজ আসিয়ান সদস্যদের সাথে কম কিংবা ট্যাক্সবিহীন পণ্য এক দেশ থেকে আর এক দেশে প্রবেশের ব্যবস্থার জন্য সমঝোতার চেষ্টা চালালেন। বিষয়টি ক্যাবিনেটে আলোচিত হলো না। আসিয়ান এফটিএ ছিল একটা ভাল প্রস্তাব কিন্ত সব আসিয়ানভুক্ত দেশের লেবার কস্ট এক ছিল না। মালয়েশিয়ার লেবার কস্ট বেশি, সিঙ্গাপুরে আমাদের চাইতে কম। আসিয়ানভুক্ত অন্যদেশগুলোতে পণ্য উৎপাদনের খরচ কম।

বায়ারদের কাছ থেকে ইম্পোর্ট সার্টিফিকেটের জন্য নিলাম আহ্বান করে সিঙ্গাপুর প্যাসেঞ্জার কারের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতো। নন-ট্র্যাফিক ব্যারিয়ার থাকলেও এগুলো ছিল খুবই ব্যয়বহুল। সুতরাং যখন আসিয়ান এফটিএ সিঙ্গাপুরের পণ্যে'র উপর বলবৎ হতো অন্যান্য আসিয়ান দেশগুলো ফ্রি শুল্কের সুবিধা ভোগ করতো। সিঙ্গাপুর শুধুমাত্র করেস্পডিং্ এ্যাকসেস ট্রাফিক- কাট্টিং রেয়াত দিত না আসিয়ান-মেইড কার আমদানীর ক্ষেত্রে উচ্চহারে ট্যাক্স ধরতো। এ সব লাইসেন্সধারীদের খরচ খুবই বেশি পড়তো। কারণ সরকার প্রতি বছর কার আমদানীর সংখ্যা সীমিত রাখতো। সিঙ্গাপুরের সমৃদ্ধ সোসাইটিতে কারের চাহিদা ছিল বেশই। এ সব সমস্যার কারণে আসিয়ানভুক্ত কার উৎপাদনকারী দেশগুলো সিঙ্গাপুরে সীমিত সংখ্যক কার রপ্তানী করতে বাধ্য হতো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যন্য দেশগুলোও উন্নয়নের জন্যএ কৌশল গ্রহণ করলো। তারাও তাদের দেশের পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করলো।

যখন ভিয়েতনামে সোসালিস্টিক ও অথোরিটারিয়ান ধরণের সরকার ছিল তখন থেকেই তাদের নেতারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পছন্দ করতে থাকে। তারা সময়ান্তরে নির্বাচন দিত যদিও একই দল থেকে প্রত্যেকবারেই নেতা নির্বাচিত হতো।

আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়াকে মনে হয়েছিল যেখানে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এ দেশটির উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সম্ভবত বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নানা সমস্যা আছে। মিয়ানমার এর তেলের রিজার্ভ খুবই অযৌক্তিক। যদিও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই বল প্রয়োগ করেও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। অনেকেরই মনে আছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের কথা বলা যায়, ১৯৬২ সালে ইউএস ভিয়েতনামে কী করেছিল। ১৯৫০ সালের দিকে ইউএস ইন্দোনেশিয়াতে কী করার চেষ্টা চালিয়েছিল। আসিয়ান দেশগুলোর কয়েকটির কারেন্সির উপর

www.pathagar.com

তারা আক্রমণ চালিয়েছিল। এশিয়ার আর্থিক সংকটের কালে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর সরকার ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। তা শুধুমাত্র নেতাদের উপরই বর্তায়েছিল না। পুরো সিস্টেম অব গভর্নমেন্টের পরিবর্তন হয়েছিল।

আসিয়ান হচ্ছে একটা মজার ধারণা। উন্নয়নশীল প্রতিবেশীদেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার ফোরাম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যৌথভাবে শিল্পকারখানা গড়ে তুলে উন্নত রাষ্ট হিসাবে বিবেচিত হলো। ইত্যবসরে চীন ও ভারত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আসিয়ান'র কোন সদস্য পৃথকভাবে জায়েন্ট এ দেশদুটোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। আসিয়ান হবে এ অঞ্চলের মধ্যে তৃতীয় জায়েন্ট।
আমরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আমরা আমাদের দেশগুলোকে উন্নত করে গড়ে তুলতে পেরেছি এটা বড় কথা। আসিয়ান কখনোই কোন ব্লকের সাহায্য ছাড়াই এগিয়ে যাবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত কিংবা চীনের সাথে ২০০০ বছরের বেশি সময় এক সাথে আছে। তারা কখনোই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ জয় করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েনি। অথচ ইউরোপীয়ান এথনিক দেশগুলো তার উল্টোটা করেছে।

আমরা এখন উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছি। আমরা অর্থনীতি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছি। আমরা ইংরেজ, ফরাসী, স্পেনিশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতির দ্বারা শাসিত হয়েছি। তারা আমাদের অঞ্চলকে সব সময়ই দাবিয়ে রেখেছে। তারা আমাদেরকে তথাকথিত "ব্যাকওয়ার্ডনেস" নামে অভিহিত করে আসছে। আমরা চিরদিনই আমাদের আর্থিক ক্ষমতা, শ্রম, সম্পদ নিয়ে তাদেরকে উন্নত করে চলেছি।

চীন, ইন্ডিয়া এবং আসিয়ান জাতিগুলো হচ্ছে এ অঞ্চলের উন্নয়নের চাবিকাঠি। চীন ও ভারত বিশাল দেশ। তাদের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্য আছে।। নেশন স্টেটস'র আসিয়ান দেশগুলো মর্ডান এ্যাসোসিয়েশন কিংবা কনসোর্ডিয়াম যা বিশ্বায়নের অঙ্গনে একটা বড় অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪৮
আইন শৃঙ্খলা: পুলিশ, রাজনীতিবিদ এবং জনসাধারণ

১৯৯৩ সালের এক সময় তৎকালীন ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ তুন হানিফ ওমর আমাকে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। চলতি সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করার জন্য মাঝে-মধ্যেই পুলিশ ও পুলিশ বিভাগ আমাকে ব্রিফ করতো। কিন্ত আমি ওই দিন বিরক্তিকর রিপোর্ট সম্বন্ধে জানার জন্য তুন হানিফের অনুরোধে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

তিনি প্রকাশ করলেন যে পুলিশ দাতুক সেরি আনোয়ার সম্বন্ধে কিছু তথ্য পেয়েছে। ওই সময় আনোয়ার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তারা তার প্রতি নজরদারী বহাল রেখেছিল। তুন হানিফ আমাকে জানালেন যে আনোয়ার সমকামী কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন। তুন হানিফ সাক্ষাতে আমাকে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করতে পারলেন না। আনোয়ারের বিরুদ্ধে তার অফিসাররা শুধুমাত্র মৌখিক রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। যদিও আমি জানতাম আইজিপি ভালভাবে জ্ঞাত না হয়ে বিষয়টা আমাকে জানাতে আসেননি- তার সম্বন্ধে এ খবর সঠিক হতে পারে- আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বিষয়টা সন্দেহজনক বলে মনে হলো।

আনোয়ার ইউএমএসও'র উপর র‍্যাঙ্কের একজন ছিলেন আর এজন্য তার কিছু শত্রু থাকাও অস্বাভাবিক নয়। তাই আমার মনে হলো কেউ হয়তো তাকে ঘায়েল করার জন্য এ দুর্নাম রটিয়েছে। আমার ক্যাবিনেটের কয়েকজন সদস্যের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত থাকার কথা আমি জানতাম। আনোয়ারের মত একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে সমকামী হওয়ার অভিযোগ বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসাবে অন্য নারীদের প্রতি আসক্ত হবার কথাই উঠে না, পুরুষ মানুষের কথা তো ছেড়েই দিতে হয়। আমি আনোয়ারকে অনেকদিন থেকেই চিনতাম। আমার পক্ষে তাকে সমকামী বলে বিশ্বাস করা কষ্টকর হলো।

আমি ভাবছিলাম আইজিপি এ বিষয়ে একটা ঘোর লাগিয়েছেন। যদিও আমি তাকে আর কোন নির্দেশ দেইনি। আমি আশা করলাম যে পুলিশ তার উপর নজরদারী অব্যাহত রাখবে। এ বিষয়ে তার সম্বন্ধে আরো কিছু জানলে তারা আমাকে আবারো রিপোর্ট করবে। আমি এ বিষয়টা নিয়ে আর কিছু ভাবতে না পেরে খুশি হলাম। পাঁচ বছর পরে আবার আনোয়ারের বিরুদ্ধে সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপিত হলো। ১৯৯৩ সালে তার সম্বন্ধে তুন হানিফের কথা আমার মনে পড়লো। এবার আমি আগের চেয়ে কম অবাক হলাম। এবার আমি তার বিরুদ্ধে সমকামিতার সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ পাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

www.pathagar.com

সাধারণত, আমি তুন হানিফকে বিশ্বাস করতাম। আমি কখনোই তার কাজে হস্তক্ষেপ করি নি। আমি আইনের হাত থেকে কোন মন্ত্রীকে রক্ষা করতে পারি না। কিন্তু আমি এটা নিশ্চিত করতে পারি যে কেউ যেন অযথা কোনভাবেই ভিকটিম না হয়। আমি জানতাম রাজনীতিবীদদেরকে যড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলে তাদের চরিত্র হনন করা হয়ে থাকে, এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। এ বিষয়ে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা ছিল। আমি কখনোই চাইনি এভাবে কোন রাজনীতিবিদের চরিত্র হনন করা হোক। পরবর্তী কয়েক বছর আনোয়ারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগকে আমল না দিয়ে থাকতে পারলাম না।

আমাকে বলা হলো আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে জনসাধারণের ভিতর ক্ষোভ ছিল এ বলে যে পুলিশ কেন তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাদের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস ছিল যে পুলিশ তার বিরুদ্ধের অভিযোগ থেকে তাকে রেহাই দিয়েছিল। কিন্তু আসলে তা সঠিক ছিল না। পুলিশের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই করার ছিল না। পুলিশ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতো না। পুলিশ সন্দেহ করলো কারো কাছে বন্দুক আছে। আমি বিশ্বাস করতাম সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পুলিশ ঝুঁকি নিতে পারে না। সন্দেহভাজনের পায়ে গুলি করলে সে পালিয়ে যেতে পারে। তাকে ধরতে হলে তার শরীরে গুলি করতে হবে। এটাই সহজ টার্গেট। এটা করলে অবশ্য সন্দেহভাজন মারা যাবে।

একজন অফিসারকে হত্যা করার ক্ষমতা প্রদানকে হালকা করে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু যখন জনসাধারণ তাদের উপর চড়াও হয় তখন তাদেরকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। জনসাধারণ সশস্ত্রও থাকতে পারে। আইন প্রয়োগ করতে হলে মৃত্যুর ভয়ও দেখাতে হয়। আমার সময়ে পুলিশের হাতে বন্দুক ছিল। কিন্তু আজকাল অনেক পুলিশের হাতেই থাকে মেশিন গান। এ থেকে উপলব্ধি করা যায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। আজকের দিনের বিপজ্জনক সময়ে ক্রিমিনালরা আগের চেয়ে সুসংগঠিত। আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর দুর্বলতা দেখতে পেলেই ক্রিমিনালরা সুবিধা লাভ করতে মরিয়া হয়ে উঠে।

কিছু কিছু ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখতে হয়েছে, তা না হলে লোকজন আইনের তোয়াক্কাই করতো না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ ২০ বছর। জেলে ভাল আচরণ করলে তা হ্রাস পেয়ে ১৩ বছরে গিয়ে দাঁড়ায়। চোরাকারবারীদের জেল হয় বেশি। এ অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলেও বিচারকগণ মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে জেল দিয়ে থাকেন। এর ফলে তুন হুসাইন ওন প্রাইম মিনিস্টার থাকাকালে ড্রাগ ট্রাফিকিং এর অপরাধে অভিযুক্তদেরকে ম্যান্ডেটরী ডেথ সেনেটেন্স'র বিধান করা হয়। যদিও তিনি এ বিধানকে নিজে পছন্দ না করায় এ আইন বলবৎ করতে দেরি করেন। পরে সংশোধনীর মাধ্যমে এ আইন বলবৎ করেন।

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে আমার নিজেরও প্রবল আপত্তি ছিল, কারণ একজনের জীবন নেওয়া, এমনকি সে ক্রিমিনাল হলেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অমানবিক। যাহোক ড্রাগ সমস্যা মরাত্মক রূপ ধারণ করে। ড্রাগ পাচারের ফলে তরুণরা অল্প বয়সেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ড্রাগ সেবী ও ড্রাগের কারবারীরা খুনিদের চাইতেও মারাত্মক। আমার নিজের মতামতকে উপেক্ষা করে মৃত্যুদণ্ড বলবৎ করার জন্য অনুমোদন দিতে হলো। আমি বুঝতে পারি বিচারকরা মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার রায় দিতে কেমনটা অনুভব করেন। প্রথমবার একটা পার্ডোনবোর্ডে একজনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পর আমি কয়েক রাত ঘুমাতে পারিনি নিজের কারণে ফাঁসির দঁড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হচ্ছে। কিন্তু এটা করা আমাদের কাজের অর্ন্তভুক্ত।

এ সময় মালয়েশিয়াতে ১০০,০০০ এর বেশি ড্রাগসেবী ছিল, তাদের অধিকাংশই তরুণ বয়সী। অনেকেই ছিল এইচআইভি আক্রান্ত। ড্রাগ ব্যবহারকারীরা ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নেওয়ায় দেশে এআইডিএস রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। সবচেয়ে মারাত্মক ক্রাইম যেমন রেপ ও মার্ডার ছিল ড্রাগ সম্পর্কীত। ড্রাগ আমার নিজের পরিবারেও ছোবল হানে আমার একজন বোনপো ড্রাগ এডিকটেড হয়ে পড়ে। সে তরুণ বয়সে খুব সুন্দর ছিল। সে ড্রাগ আসক্ত হয়ে পড়লে বদমেজাজী, খিটমিটে ও অসৎ হয়ে যায়। তার বাবা মারা যাবার পর তার মা তাকে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। ভয়ের মধ্যে তাকে নিজের বাড়িতে বসবাস করতে হতো। তিনি জানতেন না তার ছেলে কখন কী তাকে করে ফেলে। তাকে বারবার চিকিৎসা দেওয়ার ফলে সে ড্রাগ নেওয়া থেকে বিরত হয়। আমি প্রায় প্রায়ই তাকে ড্রাগ থেকে মুক্ত করানোর জন্য পুলিশের সাহায্যও নিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত ড্রাগ নেওয়া থেকে বিরত হয়ে সে পুনর্বাসিত হবার পর একদিন বেশি গতিতে মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে এবং তার মৃত্যু হয়। অন্যান্য পিতামাতারা কখনো তাদের সন্তানদেরকে ড্রাগ আসক্তি থেকে মুক্ত না করতে পেরে আমার বোনের মত ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকে।

মালয়েশিয়াতে অধিকাংশ ড্রাগ অপব্যবহারকারী হচ্ছে মালয়ী। আমি মনোবিজ্ঞানী নই তবুও আমি ভাবি মালয়ীরা তাদের জীবনজীবিকা ভালভাবে চালাতে সমর্থ নয়। পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ এখন দুর্বল এবং স্কুলগুলো এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে পারে না। বিশেষ করে পরিবারবর্গ শহর কিংবা নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। অধিকাংশ মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষকদের সম্বন্ধে আমি ৩৬ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

এমন কি কোর্টগুলো মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় না বলে মনে হয়। যখন মৃত্যুদণ্ড ম্যান্ডেটোরী হয় তখন বিচারকরা শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত নেয় অভিযুক্ত দোষী না নির্দোষী, দোষী হলে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করার দায়িত্বটা পার্লামেন্টের হাতে ছেড়ে দেন।

এর মাঝে অনেক তরুণ ড্রাগ আসক্ত হয়ে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। দিন দিন ড্রাগ আসক্তির সংখ্যা আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড্রাগ আসক্তি সম্পর্কিত

www.pathagar.com

অপরাধীরা মনে করে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তারা ড্রাগ নেবার জন্য তাদের মায়েদের কাছে অর্থ দাবী করে, অর্থ না দিলে তারা মায়েদরকে মেরে ফেলে। তারা রেপ, খুনখারাপীতে লিপ্ত হয়। পুলিশ তাদের দমন করার জন্য বড় রকমের সমস্যায় পড়ে। পুলিশ তাদেরকে দমন করতে না পারলে জনগণের সমালোচনার মুখে পড়ে থাকে।

পুলিশের সাথে সরকারের সম্পর্ক খুবই ভাল। সরকার সব সময়ই পুলিশের সাহায্য প্রত্যাশা করে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় পুলিশ নির্ভর করে সরকারের দেওয়া প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, সমর্থন এবং কর্তৃত্ব। সরকার সমাজ ও জনগণের জানমালের সুরক্ষার জন্য পুলিশের উপর নির্ভর করে থাকে। সংবিধানে বলা হয়েছে নির্বাচিত সরকারের অধীন থেকে পার্লামেন্টের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী কাজ করবে। অনেক দেশেই দেখা যায় তাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয় এবং তাদের উপর কর্তৃপক্ষের বিধি বলবৎ করা হয়ে থাকে।

সংবিধানে পুলিশকে কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচিত সরকারের নির্দেশনায় চালিত হবার কথা বলা হয়েছে। এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে তারা বন্দুকধারী। অনেক দেশেই দেখা যায় পুলিশের পাওয়ার ও সাইজ কর্তৃপক্ষের আইন দ্বারা নির্ধারিত। এটা করা করার কারণ নির্বাচিত সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। একবার তারা ক্ষমতার স্বাদ পেলে ক্যু করাটাও অস্বাভাবিক নয়। নির্বাচিত সরকারের সামান্যতম ব্যর্থতা দেখা দিলেই সরকারের পক্ষে তারা বিপদ হিসাবে দেখা দিতে পারে। কোন সরকার পুলিশ এবং আর্মিকে শুধুই দুর্নীতিগ্রস্ত করে না, অস্ত্রের মুখে লোকজনকে বিপদের মুখেও ফেলে দিয়ে থাকে। যদি তারা তাদের ক্ষমতা অপব্যবহার করে তবে সরকার তা থামাতে পারে না। অপব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। অশান্তিতে ভরা কোন দেশ পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। আর তা ঘটলে দেশটা থেকে গণতন্ত্র ও সংবিধানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে মালয়েশিয়ার আছে অতি উত্তম প্রফেশনাল পুলিশ ফোর্স। মালয়েশিয়ান পুলিশ ফোর্সকে ইউএন এর আমন্ত্রণের মাধ্যমে এর প্রমাণ আমরা বারবার পেয়েছি। মালয়েশিয়ান পুলিশ পৃথিবীর বহু বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রে কাজ করে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। সম্প্রতি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের পুলিশ ফোর্সকে মালয়েশিয়ান পুলিশ বাহিনী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। আমাদের জনগণ আমাদের পুলিশ ফোর্সের জন্য গর্বিত। সরকার তাদের অনুগতভাবে সেবাদানের জন্য কৃতজ্ঞ।

আমাদের অধিকাংশ পুলিশ মালয় কম্যুনিটি এবং মালয়ীদের থেকে এসেছে। তারা খুবই স্পর্শকাতর। তারা অত্যন্ত সাহসী। দেশ ও জাতির সুরক্ষার জন্য তারা নিবেদিত। জনসাধারণ, এবং তাদের নেতাদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক সহযোগিতামূলক।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪৯
মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর

ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশগুলোকে শিল্পোন্নত করতে উৎসাহিত করেনি। ফলে উপনিবেশগুলোতে শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া লাগে নি। ঔপনিবেশিক প্রভুরা আমাদের নিজস্ব সম্পদ টিন ও রবারকে ব্রিটেনে নিয়ে গিয়ে শিল্প গড়ে তুলেছিল। বহু বছর পরে তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা আমরা নিজেরাই। আমরা সব ধরণের পশ্চাৎপদতাকে পিছনে ফেলে নতুন আইটি শিল্প এবং ব্যবসা গড়ে তুলেছি।

ট্রানজিস্টরের উন্নয়ন আমাদের সর্বোত্তম ইলেট্রনিক অগ্রগতি। আমরা এর মাধ্যমে রেডিও এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বেতারযন্ত্রের আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। মালয়েশিয়া তার শিল্পোন্নয়নের শুরু করে তার ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে। ১৯৮০ দশকের দিকে ইউনিভার্সিটি মালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিন টেঙ্কু দাতুক ড. মাহদ আজ্জমান শরিফ্‌ফাদিন টেঙ্কু ইব্রাহিম এবং একজন সুইডিশ প্রফেসর আমাকে মাইক্রোসার্কিটস এরিয়াতে লোকাল রিসার্চ পরিচালনার কথা বললেন। আমি তাদের রিসার্চের জন্য আরএম ৫ মিলিয়ন বরাদ্দ করলাম। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা ছোট সরকারি বাংলো বরাদ্দ দিলাম। ১৯৮৪ সালে টেঙ্কু আজ্জমান ইলেকট্রনিক এবং মাইক্রোসার্কিটস এর একটা ল্যাবরেটরী স্থাপন করলেন। তিনি তার সংস্থার নাম দিলেন **এমআইএমও-** মালয়েশিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোইলেকট্রোনিক সিস্টেমস। আমি ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করে মাইক্রোচিপ ডিজাইন করার যোগ্যতা দেখে আমি অভিভূত হলাম। আমরা **এমআইএমও** এর জন্য তাদেরকে আরো অর্থ বরাদ্দ দিলাম। বারবার এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি সম্বন্ধে তারা আমাকে জানাতেন। **এমআইএমও** তাদের নিজস্ব মাইক্রোচিপ তৈরি করলো। তারা দেশে প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার জারিং গড়ে তুললো।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি কমপিউটার আবিষ্কার হবার পর প্রকৃতপক্ষে আমাদের কমপিউটার সম্বন্ধে কোন কিছু জানা ছিল না। তবে আমরা ট্রানজিস্টর ও মাইক্রোচিপের জন্য সিলিকন ওফারের একবর্গ সেন্টিমিটারের মিলিয়ন মিলিয়ন সুইজ তৈরি করা হয়েছিল। সে সুইজে "সুইজ-অন/সুইজ-অফ ক্ষমতা ছিল। বাইনারী লজিক, কমপিউটারের পাওয়ার সম্প্রসারণ করা হয়েছিল বিশালভাবে। কমপিউটারের উন্নয়নের সাথে সাথে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের নতুন জয়যাত্রা শুরু হলো। এক সময় তার বিস্তৃতি লাভ করে যুক্ত হলো ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে। এক সময় তার সাথে যুক্ত হলো ইন্টারনেট প্রযুক্তি।

এক সময় কমপিউটার ছিল বিশালাকারের যে কমপিউটার আকার ছিল একটা প্রকাণ্ড আকারের রুমের সাইজের। তা ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে ডেস্কটপ সাইজে এসে পৌঁছল। তারপর এলো ল্যাপটপ, তারপর পামটপ, যা তথ্য প্রযুক্তিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব এনে দিল। ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম ম্যাক্‌কিনসে অ্যান্ড কো এর জাপানী বিজনেস কনসাল্টট্যান্ট কেনিচি ওহমাই এসব বিষয়ে উন্নয়নের রূপরেখা বুঝাতে আমাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করেন। তিনি একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। তিনি নতুন টেকনোলজি এবং কমপিউটার সম্বন্ধে বুঝতে পারলেন। তার মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম মালয়েশিয়ার জন্য ইনফরমেশন টেক্‌নোলজি ব্যবহার সম্পর্কে। ওহমাই একটা চমৎকার পরামর্শ দিলেন— একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে জনসাধারণের জন্য আইটি ফিল্ড প্রতিষ্ঠা করা দরকার। কেএল এর পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার থেকে সেপাঙ'র নতুন কুয়ালা লামপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত একটা মালটিমিডিয়া সুপার করিডোর তৈরির ডিজাইন করা হলো। এ করিডোরে সম্পূর্ণ নতুন মালটিমিডিয়া সিটিতে রূপান্তর করে সাইবারজায়া নামে অভিহিত করা হয়। এ মাল্টিমিডিয়া সিটিতে আইটি সেক্টরের সব কিছু স্থাপন করা হলো।

১৯৯৬ সালে ক্যালিফর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর বা এমএসসি গড়ে তোলা হয়। আমরা স্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে একটা কনফারেন্সের আয়োজন করলাম। সেখানে উপস্থিত হবার জন্য খ্যাতনামা তথ্যপ্রযুক্তির শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। আমরা মাইক্রোসফ্‌ট অব বিল গেটস, লরেন্স এলিনেশন অব ওরাকেল, সনি অব নোবাইউকি আইডিই,সান মাইক্রোসিস্টেমস অ্যান্ড অ্যাচার অব স্ট্যান শিহ স্কট ম্যাকনীল-এর মত আইটি লুমিনারিস এর সাথে একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইসোরি প্যানেল বা আইএপি স্থাপন করলাম। আমাদের নতুন রাজধানী পুত্রজায়াতে আমরা আইটি বিল্ডিং স্থাপন করতে আরম্ভ করলাম। সাইবারজায়াতে তিনটি প্রাইভেট সেক্টরের কোম্পানী ছিল: কান্ট্রি হাইটস, এমকে হোল্ডিংস এবং রেনোঙ,বিএইচ। তারা একত্রে মিলে সেতিয়া হারুমান নামে একটি জয়েন্ট কোম্পানী হলো। টেলিকম মালয়েশিয়াও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হলো। নতুন সিটিতে একটা নিজস্ব মালটিমিডিয়া ইউনিভার্সিটিও স্থাপন করা হলো।

এটা ছিল খুবই আনন্দদায়ক সময়। অনেক আবিষ্কারক এলেন। আমি সময় করে তাদের সবার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাদের সম্বন্ধে জানতাম। এশিয়ার বৃহত্তম টেলিকমুনিকেশন কোম্পানী নিপ্পন টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোনকে সাইবারজায়াতে তাদের প্রথম বিল্ডিং স্থাপনে রাজি করাতে সমর্থ হলাম। ফুজিৎসু,

www.pathagar.com

এরিকশন এবং ইএডিএসকে তাদের নিজস্ব মাল্টিমিডিয়া ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশন (এমডিইসি) করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা তাদেরকে লিজ দেওয়া হলো। সারাবিশ্ব ব্যাপী ইলেকট্রোনিক্যালি ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকও স্থাপন করা হলো। আইটি গবেষণার জন্য মালয়েশিয়ান কোম্পানীগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে তুললো। বিভিন্ন ব্যবসা কার্যক্রমের জন্য তারা সব ধরণের সফ্টওয়ার'র উন্নয়ন সাধন করলো। আইটি বিশেজ্ঞরা বললেন আমরা ছিলাম এ বিষয়ের অগ্রদূত। আমাদের এমএসসিতে বহুদেশ থেকে আইটি গবেষণার জন্য এলো।

ইত্যবসরে আইএপি করিডোরের উন্নয়নের জন্য অনেকেই অবদান রাখলো। খ্যাতিমান সিইও এবং অন্যান্য অফিসাররা এখানে হাজির হলেন আইটি বিষয়ে মিটিং ও গবেষণার উদ্দেশ্যে। তারা এখানকার আইটি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য নানা ধরণের প্রস্তাব রাখলেন। তারা আমাদেরকে বললেন ভবিষ্যতে এ করিডোরকে আরো উন্নত পর্যায়ে দেখতে চান। আইবিএম এর একজন নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যামেরার মেমোরি কার্ড এর বই সংরক্ষণ ব্যবস্থা করলেন। ভ্রমণ করার সময় বড় বড় বই বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য মেমোরি কার্ডে বই সংরক্ষণ করে ইলেকট্রৌনিক রিডারের মাধ্যমে পাঠ করা সম্ভব করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন।

আইটি ইন্ডাস্ট্রির সুরক্ষার জন্য সাইবার আইন এবং সাইবার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হলো। এ কাজটি সহজ ছিল না। ইন্টারনেটের সাহায্যে ডাটা প্রেরণ করার সময় নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে। কমপিউটার হ্যাকিং, ভাইরাস ওয়ার্ম, ট্রোজানস এবং আরো নানা ধরণের সমস্যা ছিল। সেগুলো থেকে মুক্তি পাবার জন্য সফ্টওয়ারের উন্নয়ন সাধন করা হলো। সাইবারক্রাইম সাধারণ আইনের দ্বারা নির্মূল করা সম্ভব ছিল না। সে জন্য এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করাও হলো।

আমাদের আরো সমস্যা দেখা দিল। আইটি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকারের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু আইটি প্রযুক্তিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিছু কিছু আমলা এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আমি অফিসে থাকাকালে আমাদের আইটি অফিস থেকে ২৭০ জন ভারতীয় গবেষক অবৈধ অভিবাসী এ অভিযোগে গ্রেফতার হন। এর ফলে আমাদের এমএসসি'র আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে সমস্যার উদ্ভব হলো।

আর একটা সমস্য বারবার দেখা দিতে লাগলো। মালয়েশিয়ার কোয়ালিফাইড আইটি গবেষকরা ইউএস ও ব্রিটেনে কাজ করছিলেন। আমরা তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। তারা দেশে ফিরে আসতে চাইলেন না। নিউইয়র্কের কাছের একটা রিসার্চ ল্যাবরোটরিতে একজন লিবিয়ান আরব-

www.pathagar.com

আমেরিকান গবেষকের সাথে আমার সাক্ষৎ হয়। আমি তাকে মালয়েশিয়া সফর করে আমাদের গবেষণাগার দেখতে রাজি করাই। তিনি আমাদের সাইবারজায়াতে কাজ করতে রাজি হন। আমরা তার জন্য ওখানে একটা গবেষণাগার তৈরি করে দিয়ে প্রায়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য তাকে অর্থের যোগান দেই। তাকে মালয়েশিয়ার ও বিদেশী গবেষকদেরকে ওখানে আনার জন্য আমরা তাকে বলি। তিনি বিদেশে গবেষণারত মালয়েশিয়ান গবেষকদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। এ গবেষণাগার থেকে অর্থ আয়ের উপযোগী ইলেক্টনিক জিনিসপত্র আবিষ্কার হয়। গবেষণাকর্ম থেকে আবিষ্কৃত জিনিসপত্র পেতে হলে অপেক্ষার প্রয়োজন হয়। আমি এজন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম।

মালয়েশিয়ার কিছু সিভিল সার্ভেন্ট ও সিনিয়র রাজনীতিবিদ গবেষণাগারে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের সুফল তাৎক্ষণিকভাবে পেতে চাইছিলেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়ার পর আরব-আমেরিকান গবেষকের সাথে ওই দপ্তরের মন্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে। গবেষকের বিরুদ্ধে অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়। তার গবেষণাগারে রেইড করে সব ডকুমেন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তার গবেষণাগারের সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার গবেষণাগার তৈরি করতে আরএম ৩০০ মিলিয়ন অর্থ ব্যয় হয়েছিল। সরকার আরব-আমেরিকান গবেষককে ওই অর্থ লোন দেওয়া হয়েছিল বলে দাবী করে তার কাছ থেকে ওই অর্থ আদায়ের জন্য চাপ দেয়। তিনি বলেন এ কোম্পানীতে তার মাত্র একটা শেয়ার আছে। তাই তারা তার কাছ থেকে দাবীকৃত অর্থ আদায় করতে পারে না।

সাইবারজায়াতে আর একটা ঘটনা ঘটে। ওখানে কমপিউটার এনিমেশন বিজনেস স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়। আমি সিঙ্গাপুরে একজন কমপিউটার এনিমেটর এর সাথে দেখা করে তার কাজকর্ম পরিদর্শন করি। আমি তাকে সিঙ্গাপুর থেকে সাইবারজায়ায় এসে মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটিতে কমপিউটার এনিমেটরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সমর্থন দেই। কিন্তু ওখানে এলেও পরে আবার সিঙ্গাপুরে ফিরে যান। আমরা আইটিতে একটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি করার অপূর্ব সুযোগ হারাই।

আমরা টেলিকম বিভাগকে বেসরকারীকরণ করি। বেসরকারীকরণের পর এ বিভাগের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে থাকে। আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক সময় মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হয় হাসমাহ্। এখানে বহু বিদেশী ছাত্র পড়াশোনা করতে আসে। ইত্যবসরে আইটি সেক্টর প্রতিদিনই উন্নতি করতে থাকে। ১৮ মাস পর মাইক্রোচিপের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ট্রানজিস্টর আরো ছোট করে তৈরি করা হয়। চিপ এর দাম সস্তা হতে থাকে। গবেষণাকর্মেও দিন দিন অগ্রগতি হতে থাকে। গবেষণাপত্রগুলোকে স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আইটি সেক্টরের উন্নতির সাথে সাথে আমরা শিল্পায়ন যুগে প্রবেশ করি। আইটি'র কাজকর্ম কোন

www.pathagar.com

ভাষায় হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ইউএমএনও'র সুপ্রিম কাউন্সিল এ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা বললো আমাদের নতুন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করা উচিত। আমাদের ভয় হলো জাতীয়তাবাদীরা এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে পারে। তারা এ বিষয়ে সত্যিই প্রতিবাদ করলো। তারা মালয়ী ভাষা ব্যবহারের প্রতি জোর দিল। পরিশেষে, আমরা একটা আপোসরফায় পৌঁছালাম। বিজ্ঞান ও গণিত ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত হয়, অন্যদিকে অন্যান্য বিষয় মালয়ী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। মালয়েশিয়ানরা দু'ভাষায় কথা বলতে পারে। আমি ইংরেজি ভাষার উপর জোর দিলাম। জাপানীরা ইংরেজি ভাষা ছাড়া বিজ্ঞান ও গণিত শিখতে পারে না। আমি বললাম জাপানের শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি ঘটেছে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই। আমি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন বিজ্ঞানীর সাথে মিলিত হয়েছিলাম। আমরা পরস্পরের সাথে ইংরেজিতে অনর্গল কথা বললাম। আজকে চীনও তাদের স্কুলগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা ২০০ মিলিয়ন চীনাকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। চীনা দোভাষীর ইংরেজিতে অনর্গল কথা শুনে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। তারা সারা চীন দেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দিচ্ছে।

ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। সায়েন্স এবং টেকনোলজির আধুনিক জ্ঞানার্জনের জন্য ইংরেজি ভাষা একান্তভাবেই অপরিহার্য। আমরা জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তুলে আমরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হতে পারি না। আমরা অবশ্যই মালয়ী ভাষার প্রতি অনুগত থাকবো। উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আইটি'র যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ইংরেজি শিখতে হবে। যারা নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী বলে জাহির করছিল আমি তাদের চাইতে বেশিমাত্রায় জাতীয়তাবাদী।

দুর্ভাগ্যক্রমে দাতুক সেরি নাজিব রাজাকের সরকার বিজ্ঞান ও গণিত মালয়ী, চীনা এবং তামিল ভাষায় শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিল। অভিভাবকরা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেবার আবেদন করলে তা বাতিল করে দেওয়া হলো। সে সময় আমি প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে ছিলাম না তখন এমএসসি সফলতা দেখাতে সমর্থ হওয়ায় আমি খুশি হলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় তুন আব্দুল্লাহ আহমদ বাদায়ি'র সরকার আইটি পলিসি'র প্রতি তেমন আগ্রহ দেখালো না। তার পরিবর্তে তার সরকার কৃষির উপর গুরুত্ব দিল। আইটি সেক্টর অবহেলিত হলো।

এটা বড়ই দুঃখের বিষয় ছিল যে তথ্যপ্রযুক্তির যুগের যাত্রা বাধাগ্রস্ত হলো। মালয়েশিয়ার আইটি সেক্টরে যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তার সুযোগ আমরা হারালাম।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫০

পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার

কুয়ালা লামপুরে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানের দিনগুলোতে সেখানে একটিও টল বিল্ডিং ছিল না। সেখানে শুধুমাত্র কয়েকটা হোটেল ছিল মাত্র। সেগুলো ভ্রমণকারীদের থাকবার জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। উপরতলায় কয়েকটা মাত্র রুম ছিল। গাছপালার মাঝে জালান অ্যাম পাঙ এবং জালান তুন রাজাক বিখ্যাত ধনী চাইনীজ তোয়কায়দের ভূসম্পত্তি অবস্থিত। সে সময় কয়েকটা মাত্র মোটর কার রাস্তায় চলাচল করতো। আমি নিরাপদে সাইকেলে শহরে চলাচল করতাম।

কুয়ালা লামপুরের প্রথম "স্কাইস্ক্যাপার" ছিল নয় তলা বিশিষ্ট ফেডারেল হোটেল। যা মারদেকার তিনদিন আগে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এটাই ছিল কে এল এর দীর্ঘতম অট্টালিকা, যদিও তারপর একে ২১ তলায় উন্নীত করা হয়েছিল। পরবর্তী ৪০ বছরে নগরীর স্কাইলাইন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। আজ কুয়ালা লামপুরের কেন্দ্রস্থলে আমাদের পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারস অবস্থিত। পেট্রোনাস এখন বিশ্বের দীর্ঘতম অট্টালিকা।

এ টাওয়ারস ১০০ একর জমির উপর অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম অট্টালিকাটি জালান অ্যামপাঙের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এটির মালিক সেলাঙগোর টার্ফ ক্লাব (স্যার ফ্রাঙ্ক স্বেট্রেনহাম হাই কমিশনার থাকাকালে এ অট্টালিকার কাজ শুরু হয়েছিল) তখন এলাকাটা শহরের বাইরে ছিল। ১৯৮০ দশকের প্রথম দিকে জালান অ্যামপাঙে সাপ্তাহিক ছুটিতে কার রেসের দিনে জনতার সাথে ক্লাবের সংঘর্ষ হয়। এ সময়ে অল্প সংখ্যক মোটর চালকরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। ফলে ঝামেলা পাকিয়ে উঠলে সরকার ক্লাবকে সরিয়ে নেবার জন্য বলে। ক্লাবের সদস্য টি আনন্দ কৃষ্ণনান পুরো এলাকাটা কিনে নেন। সে সময় এলাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেলাঙগোর টার্ক ক্লাব নর্থ সাউথ এক্সপ্রেসওয়েের পাশে সুঙাই রেসির কাছে অবস্থিত। দুর্ভাগ্যক্রমে রেসের দিনগুলোতে এখনো ট্র্যাফিক জ্যাম হয়।

আনন্দ এলাকাটিকে উন্নত করতে সচেষ্ট হয়ে এলাকাটিকে বাণিজ্যিক এলাকায় পরিণত করেন। কুয়ালা লামপুরের কেন্দ্রস্থলে তিনি আর একটি জমি ক্রয় করেন। তার মধ্যে মালয়ী আবেগ অনুভূতি ছিল। তিনি কুয়ালা লামপুরে কেন্দ্রস্থলে নিজ মালিকানায় ব্যয়বহুল রিয়েল স্টেট প্রোজেক্ট হাতে নিতে চাননি। কয়েকজন মালয়ীর অংশীদারিত্বে সম্পত্তির উন্নয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সচেতন হয়ে উঠেন। পেট্রোনাস কোম্পানী তার শেয়ারের অধিকাংশ ক্রয় করে।

www.pathagar.com

সরকার ইত্যবসরে নগরীর কেন্দ্রে একটা পার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিল। আমরা উপসংহারে উপনীত হলাম যে সাবেক সেলাঙগোর টার্ক ক্লাব সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। সরকার কিন্তু এটা কিনবার জন্য চেষ্টা করলো না। মনে হলো আনন্দ ও পেট্রোনাসকে এ জমি দান কিংবা বিক্রি করার জন্য বলা ঠিক নয়। এর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে অর্ধেক জমি উন্নয়ন করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে। বাকী অর্ধেক অংশ পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ সিদ্ধান্তে তারা রাজি হলো।

সে থেকেই নগরীর এ অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হলো। আমি নিজেও এ পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আসলে, আমি দুটো টাওয়ারের কথা ভাবলাম না। পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা তৈরির ইচ্ছে ছিল আমার। আনন্দ পরামর্শ দিলেন ডিজাইনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার। জাপান, ইউএস এবং ব্রিটেন থেকে ডিজাইন জমা পড়লো। সবাই নিচু বিল্ডিং এর ডিজাইন জমাদান করলো। দীর্ঘতম দুই টাওয়ার বিশিষ্ট একটামাত্র ডিজাইন আমাদের কাছে জমা পড়লো। লেজার টাওয়ারস, একটা শপিং কমপ্লেক্স এবং একটা উদ্যান পরিবেষ্টিত ছিল ডিজাইনটা।

ইউএসভিত্তিক হাই-রাইজ বিল্ডিং বিশেষজ্ঞ আর্জেন্টিনিয়ান স্থপতি সিজার পেল্লি এ ডিজাইনটি জমাদান করেন। তার জমা দেওয়া ডিজাইনে তিনি দুটো টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটা ব্রিজের ব্যবস্থাও রাখেন। দুটো টাওয়ারের মাঝের তোরণটি শুধুমাত্র কুয়ালা লামপুরের গেটওয়েই নয়, মালয়েশিয়ার গর্বও বটে। আধুনিক নির্মাণশিল্পে ভবিষ্যতের এক নিদর্শন।

অধিকাংশ স্কাইক্যাপার ইউএসএতে দেখতে পাওয়া যায়। সেসব স্কাইক্যাপারগুলোর টাওয়ার বর্গাকৃতি আকারের। আমরা আমাদের আকাশচুম্বী অট্টালিকার আকারের মধ্যে মালয়েশিয়ার অনুষঙ্গ ও ইসলামিক ভাবধারাকে রক্ষা করার জন্য যত্নবান হই। এসব অনুষঙ্গে কুয়ালা লামপুরে ১৯৮০ দশকের দিকে আমাদের স্কাইক্যাপার দায়াবুমি বিল্ডিং তৈরি হয়। আকাশচুম্বী অট্টালিকাটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনই আমাদের জলবায়ুর উপযোগী। গ্লাস টাওয়ার দ্বারা এ অট্টালিকাটি পরিবেষ্টিত।

পেল্লি নিজে ইসলামিক ডিজাইন সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন না। তাই আমি পরামর্শ দিলাম যে বিল্ডিং এর ভিত্তি হবে আটটি পয়েন্টের উপর স্থাপিত। বিল্ডিংটি উপরের দিকে সরু হয়ে উঠে যাবে। বিল্ডিং এ ইসলামিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। সাধারণত মুসলিমদের তারকায় পাঁচটা বিন্দু আছে, ইসলামিক স্থাপত্যশৈলীতে আটটি পয়েন্ট রয়েছে। বিশেষভাবে ডিজাইনে মরোক্কান ফাউন্টেন এবং গার্ডেনের দৃশ্যাবলী ছিল। আমি মরোক্কো সফরকালে মরোক্কোর স্থাপত্যশৈলীতে এইট-পয়েন্ট স্টার অবলোকন করেছিলাম। আমি পূর্বেও আমার বাড়ি এবং দুইয়ের

www.pathagar.com

অধিক জাতীয় মসজিদের নির্মাণ কাজে ইসলামিক শৈলী ব্যবহারের প্রস্তাব রেখেছিলাম। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম বিল্ডিং সঠিক অ্যাঙ্গেলের ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে।

পেল্লি আমার আইডিয়াকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। তিনি আমাদেরকে বললেন যে অনেক কর্ণার রাখলে জায়গা নষ্ট হবে। এইট পয়েন্টের প্যাটার্নকে রেখে তিনি বিল্ডিং তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তিনি দুটো টাওয়ার সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নিলেন যা ৪০ তলা বিশিষ্ট হবে। প্রধান দুটো টাওয়ার একটা ব্রীজের দ্বারা সংযুক্ত হবে। টাওয়ারে উঠার জন্য প্রধান লিফট ব্যবহার করা হবে। দীর্ঘ বিল্ডিংগুলোতে প্রয়োজন অনেকগুলো লিফ্‌ট। লিফটের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অনেক জায়গার প্রয়োজন হবে বিধায় ডবলডেকার লিফট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হলো। পৃথিবীতে ওইগুলোই ছিল প্রথম ডবলডেকার লিফট। এর ফলে জায়গার সাশ্রয় হবে। পেল্লি সিদ্ধান্ত নিলেন টাওয়ারের সাথে টাওয়ারের সংযুক্তির জন্য ব্রীজ স্থাপনের। ৮৮ তলা অট্টালিকার ৪১ এবং ৪২ তলার সাথে সংযুক্ত ব্রীজটি দিয়ে চলাচলের জন্য এলিভেটেড আর্চওয়ের ব্যবস্থা রাখা হলো। এটা দেখতে মধ্য আকাশে ভাসমান ব্রীজ– ব্রীজটির নিচে শূন্য জায়গা। এটা তৈরি হবার পর অনেক লোকের চুল খাড়া হয়ে উঠে, অন্যরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

টাওয়ারগুলো ছিল মালয়েশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘতম, এমন কি দক্ষিণ এশিয়ার। এগুলো মালয়েশিয়ার ল্যান্ডমার্ক হিসাবে বিবেচিত হয়। আমি পেট্রোনাসের চেয়ারম্যান তান শ্রী আজিজান জৈইনুল আবিদিনকে বলেছিলাম আমাদের বিল্ডিং ইউএসএর সিকাগো শহরের সিয়ার টাওয়ার থেকে ১০ তলা ছোট। কেন আমাদের বিল্ডিংটাকে দীর্ঘতর করা যাবে না? আমার অজান্তেই পেট্রোনাসের চেয়ারম্যান পেল্লিকে বিল্ডিং এর শীর্ষদেশকে আরো কয়েক তলা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে টাওয়ারগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলেন। টাওয়ারগুলো সুক্ষাগ্র চূড়া বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫০ মিটারে পৌঁছাবে। আমার মনে হলো পেল্লি আজিজানের কথায় এটাকে বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকায় উন্নীত করতে রাজি হন। তারা আমাকে বললেন বিল্ডিং হবে বিশ্বের উচ্চতম অট্টালিকা।

প্রয়াত ব্রাজিলিয়ান ল্যান্ডস্কেপ আর্টিস্ট রোবের্তো বুর্লে মার্কসকে গার্ডেনের প্লান তৈরি করার জন্য পেয়েছিলাম। ল্যান্ডস্কেপের প্লানের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১.৩ কিমি জগিং ট্রাক, ঝর্ণা, একটা চিল্ড্রেন পুল, সুসজ্জিত একটা জলাধার, একটা মসজিদ, পার্ক ইত্যাদি।

আপ সপিং সেন্টার সুরিয়া কে এল সিসিং যা আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়, বিশেষ করে ট্যুরিস্টদের কাছে। সুরিয়া কে এল সিসি সংলগ্ন সিক্স স্টার ম্যান্ডারিন ওরিয়েন্টাল

www.pathagar.com

হোটেল, যা পার্ক থেকে দৃশ্যমান। বিদেশী ভিজিটররা বিশ্বাস করতে পারে না তুলনামূলক কম খরচের রুমগুলো থেকে পার্কের দৃশ্যাবলী দেখা অন্য কোথায়ও সম্ভব না।

পেট্রোনাস ভিন্ন দেশের দুটো কোম্পানীকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল। ওই কোম্পানী দুটো ছিল কোরিয়ার স্যাম সাং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কন্সট্রাকশন এবং জাপানের হাজামা কর্পোরেশন। তারা প্রতিযোগিতামূলক কম খরচে এটা তৈরি করে। ইউএস কিংবা অন্য কোন দেশে এমন বিল্ডিং তৈরি করতে তিনগুণ বেশি খরচ লাগতো। আমাদের এ এলাকাটি ভূমিকম্প, অগ্নিৎপাত কিংবা প্রবল ঝড়মুক্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় আমাদের খরচ অপেক্ষাকৃত কম লাগে। সুমাত্রাতে একটা ভূমিকম্প হওয়ায় আমরা সামান্যই কম্পন অনুভব করেছিলাম। তাছাড়া কুয়ালা লামপুরের জমিন খুবই শক্ত, অধিকাংশই লাইমস্টোন সমৃদ্ধ জমিন। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক নগরীর মতো নয়। ওইসব নগরী জলাজমির উপর পাইলিং করে বিল্ডিং তৈরি করার প্রয়োজন হওয়ায় নির্মাণ ব্যয় বেশি হয়ে থাকে।

নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে সমস্যামুক্ত ছিল না। টাওয়ারগুলো খুবই উচ্চতাবিশিষ্ট হওয়ায় আমাদেরকে ভিত্তি গভীর করে খনন করতে হলো। ইঞ্জিনিয়াররা ভূগর্ভে লাইম স্টোনের স্তর আবিষ্কার করলেন। এর ফলে আমরা সাইটটাকে একটু সরিয়ে দিলাম যাতে ভিত্তি লাইমস্টোনের পাশে কঠিন মাটির স্তরে থাকে।

উঁচু বিল্ডিংগুলোর ডিজাইনিং ও নির্মাণ করা সম্পন্ন করা খুবই জটিল ব্যাপার। কয়েক মাইল ব্যাপী পানির পাইপ ও ইলেক্ট্রিক লাইন স্থাপন করা হলো। দশ হাজার সুইজ এবং অসংখ্য টয়লেটসহ নানা সরঞ্জাম স্থাপন করা লাগলো। জাপানী ও কোরিয়ান কন্ট্রাক্টররা প্রতি চার দিনের মধ্যে একটা করে ফ্লোর তৈরি করে ফেললো। এ কাজ করা ছিল কষ্টকর। দু'জন আমেরিকান এ কাজ দেখাশোনা করছিল। তাদের কাজও ছিল খুব কঠিন। তারা কাজের উপর ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি করতে থাকে। সিএনএন এর চ্যানেলে প্রচার করলো যে তারা সবাই মিলে এ নির্মাণ কাজ করছে। তারা তাদের প্রতিবেদনে জাপানী, কোরিয়ান ও হাজার হাজার এসিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকরা টাওয়ার নির্মাণসহ ইলেকট্রিক ও পাইলিং এর কাজ করছে তার বিবরণ না দেওয়ায় সিএনএন পরে তাদের ডকুমেন্টারীর সংস্করণ করে যারা যারা নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদের কথা প্রকাশ করলো। এর সাথে অসংখ্য মালয়েশিয়ানদের কথাও ছিল, যারা এ নির্মাণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

নির্মাণ প্রক্রিয়া চলাকালে কিছু কিছু উত্তেজনাকর মুহূর্তও আমাদেরকে পেরোতে হলো। আবিষ্কার করা হলো টাওয়ারগুলোর মধ্যে একটা টাওয়ার সামান্য কাত হওয়ায় আমি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম এটা ভেবে যে পুরো প্রজেক্টটা বাধাগ্রস্ত না হয়। যাহোক, বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা মিলে ওটা ঠিক করতে সমর্থ হলেন। তারা

www.pathagar.com

তাদের মেধা খাটিয়ে স্কাই ব্রিজের সমস্যাটা ঠিক করলেন। কাঁচ ঘেরা একটা সলিড ডবল-ডেক স্টীলের কাঠামো কোরিয়া থেকে তৈরি করে মালয়েশিয়াতে এনে ক্রেনের সাহায্যে দু'টি টাওয়ারের মাঝামাঝি স্থানে উত্তোলন করে লাগিয়ে দেওয়া হলো।

তারপর ধীরে ধীরে ভালভাবেই বিল্ডিং-এর নির্মাণ কাজ চলতে থাকলো। জাপানীজ ও কোরিয়ান কন্ট্রাক্টররা তাদের কাজের অর্ধেকটা সমাধা করলে। কোরিয়ানরা একমাস পরে কাজ শুরু করেও কাজ শেষ করা চুক্তির তারিখের চেয়েও একমাস আগে তাদের কাজ সম্পন্ন করলো।

আমি প্রায়ই সাইট পরিদর্শন করতাম। কমপক্ষে পনরো দিনে একদিন, এমনকি সপ্তাহে একদিনও পরিদর্শন করতাম। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আমি নিজেই চার চাকার গাড়ি চালিয়ে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখতে যেতাম। একবার নির্মাণ চলাকালে আমি ওয়ার্কারদের ব্যবহৃত লিফটে উপরে উঠেছিলাম। তখনও নির্মাণ কাজ চলছিল। টাওয়ার সরু হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল। আমাকে তিনবার লিফট পরিবর্তন করতে হলো। আমি ইস্পাতের ওয়াকওয়ে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ওই ওয়াকওয়ে দিয়ে হাঁটা সহজ ছিল না। আমি টাওয়ারের শীর্ষদেশ থেকে কুয়ালা লামপুরের চারদিকে তাকিয়ে চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করলাম।

মালয়েশিয়ানদের মধ্যে যারা এ প্রোজেক্টে কাজ করছিল তারা খুবই ভাল ছিল। তারা ভিতর দিকের ডিজাইনার ছিল। বহু মহিলা মালয়ী ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিরা এ প্রজেক্টে যেভাবে কাজ করলেন তা দেখে মুগ্ধ হলাম। এ সময় আমি খুবই হতাশাগ্রস্ত হলাম কিছু মালয়ী কন্ট্রাক্টরদের সাইটগুলো সফর করতে না পেরে। সম্ভব তারা ভেবেছিলেন যে তারা তাদের কাজ সমাপ্ত করে তাদের সাব কন্ট্রাক্টরের হাতে কাজ বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু আসলে কাজ সম্পন্ন করেছে যারা তাদেরকেই কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিদেশী ওয়ার্কাররা মালয়েশিয়ান ও মালয়ীদের সাথে কাজ করতে অস্বীকার করায় আমি হতাশাগ্রস্ত হলাম। পাকিস্তানী, বাংলাদেশী এবং ইন্দোনেশিয়ান এ প্রজেক্টে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মালয়েশিয়ানরা তাদেরকে পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা নির্মাণে অংশগ্রহণ করার জন্য সুযোগ দিয়েছিল।

একটা টাওয়ারের মালিক আনন্দ এবং অন্যটির মালিক পেট্রোনাস। পরবর্তীতে আনন্দ তার টাওয়ার পেট্রোনাসের কাছে বিক্রি করে দেয়। দুটো টাওয়ারের বিশাল স্পেস ভাড়া দিতে বেশি সময় লাগে। পেট্রোনাস ভাড়াটে পাবার জন্য উৎসুক ছিল। কোম্পানী ভাল লোকেশন চাইছিল। পেট্রোনাসের তেমন সুনাম ছিল না। পেট্রোনাস চেয়েছিল কেউ যেন টাওয়ারগুলোর সুনাম ক্ষুণ্ন না করে। মালয়ীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের দোকানের জন্য ভাড়া নেবার চেষ্টা করলো।

www.pathagar.com

একজন মালয়েশিয়ান প্রডিউসার কুমিরের দামী চামড়ার পণ্যের দোকান দেবার জন্য রুম ভাড়া নিতে চাইলো। আমি এতে বিরক্ত হলাম।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ইউএসএ আক্রান্ত হলো। উচ্চতম অট্টালিকার মালিকরা এ জন্য চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো। আমরা কারো কাছ থেকেই আশ্বাস পেলাম না, আমাদের আকাশচুম্বী অট্টালিকায় এ ধরণের আক্রমণ হতে পারে কি পারে না সম্বন্ধে। এ টুইন টাওয়ারের ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ মজবুত করে নির্মিত হয়, যাতে ভূমিকম্পে এর কোন ক্ষতি হবার কোন আশংকা না থাকে। একরাতে সুমাত্রাতে ভূমিকম্প হলো সে সময় টাওয়ারগুলোর জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

টাওয়ার সম্পূর্ণ হওয়ামাত্র পেট্রোনাসের শীর্ষে অবস্থিত একটা ফ্লোরে আমাকে একটা অফিস প্রদান করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। মালয়েশিয়া এমনকি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এটা উচ্চতম স্থানে অবস্থিত অফিস। এ অফিসে নিজস্ব লাউঞ্জ এবং ব্রডরুম আছে। আমি কিন্তু অবসর নেবার আগে এটাতে আমার অফিস করিনি। অবসর গ্রহণ করার পর শহরে একটা অফিস নেবার প্রয়োজন হলো। আমি আমার অফিসের জানালা দিয়ে পুরো কুয়ালা লামপুরের দৃশ্যাবলী অবলোকন করে আনন্দোপভোগ করতাম, এমনকি আমি পূর্বদিকে থাইল্যান্ড এবং পূর্বদিকের উপকুলভাগও অবলোকন করতে পারতাম।

পরিকল্পনা চলাকালে পেট্রোনাস ও পেট্রোসাইনস (পেট্রোলিয়াম সায়েন্স) সেন্টার এবং ফিলহারমোনিক প্রতিষ্ঠিত হলো। মালয়েশিয়ান ফিলহারমোনিক অক্রেস্টা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিদেশ থেকেই এদের অনুষ্ঠান দেখতে আসতো। এক সময় আমি বুঝতে পারলাম না এ অক্রেস্টাতে ইউরোপীয়ানরা কেন যোগ দিয়েছিল।

অনেক লোকেই এত অর্থ ব্যয়ে এ টাওয়ারগুলো তৈরি করার অভিযোগ উত্থাপিত করে। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো তৈরি করতে মাত্র আরএম ৩ বিলিয়ন অর্থ খরচ হয়েছিল। অন্য দেশগুলোতে এ ধরণের টাওয়ারগুলো তৈরি করতে তিনগুণ অর্থ লাগতো। লোকজন বুঝতে পেরেছিল এক সময় এগুলোর অর্থ অনুধাবন করতেও পারলো আমি উপলব্ধি করলাম অর্থে অর্থ আনে। ব্যয়িত অর্থ বৃথাই নষ্ট হয়ে যাবে না। এক্ষেত্রে **পেট্রোনাস** হচ্ছে অর্থের সমতুল্য। এ প্রোজেক্টের সাবকন্ট্রাক্টর থেকে লেবাররা পর্যন্ত এমনকি নাসি লেমাক* খাবার বিক্রেতারাও বিপুল অর্থ আয় করে। অন্যদিকে সরকার তাদের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ থেকে ট্যাক্স পায়।

বিদেশীরা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে বলে আমাদের নগরীতে প্রচুর জায়গা থাকায় আমরা এ ধরণের টাওয়ার তৈরি করতে পারি। হলিউডের *ইন্ট্রাপমেন্ট*

---

* নাসি লেমাক মালয়েশিয়ার এক প্রকারের খাবার। নারিকেলের দুধে রান্না করা ভাত।

www.pathagar.com

ছবিতে সিয়ান কোনারী এবং ক্যাথেরিন জেতা জোন্স প্রদর্শিত হয়েছে। তারা মালাক্কার একটা বস্তি এলাকার ছবির সাথে সাথে টাওয়ারগুলোর দৃশ্য সুপার ইম্পজড ফুটেজের মাধ্যমে প্রদর্শিত করে।

আমরা যখন মালয়েশিয়াতে টুইনটাওয়ার তৈরি করি তখন আমরা মালয়েশিয়ার দারিদ্রতার কথা ভেবেছিলাম না। আমরা কিন্তু দারিদ্রতা দূর করার জন্য অপেক্ষা করতে পারবো না যদি আমরা দারিদ্রতা দূর করার লক্ষ্যে অর্থ ব্যয় না করি।

এখন পেট্রোনাস থেকে প্রচুর অর্থ অর্জিত হয়েছে যা থেকে এ ধরণের ২০টি টাওয়ার কমপ্লেক্স তৈরি করা যায়। এখন কোম্পানীটি আন্তর্জাতিক স্তরের কোম্পানীর মর্যাদা পেয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে এ কোম্পানী শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। ২00৫ সালে আমাদের সর্বমোট ট্যাক্স কালেকশন থেকে বেশি ট্যাক্স আয় হয় টাওয়ারগুলোর প্রাপ্ত ট্যাক্স থেকে। সুতরাং এ টাওয়ারগুলো তৈরি করায় কি আমাদের ক্ষতি হয়েছে?

কোম্পানী সুদানে তেল উত্তোলনের অফার লাভ করে। পশ্চিমাদেশের বড় বড় তেল উত্তোলনকারী দেশ তেল উৎপাদনে ভয় পায়। পেট্রোনাস আর্জেন্টিনা তেল উত্তোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করে পাইপলাইনস স্থাপনে উদ্যোগ নেয়। তারা সাউথ আফ্রিকান ওয়েল কোম্পানী এনজেন কিনে নেয়। তারা দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলোতে তেল সরবরাহ করতো তেল শোধন করার পর। মিশরে পেট্রোনাস দুটো এলএনজি প্লান্ট তৈরি করে। তারা গ্যাস তরল করে ইউরোপে রপ্তানী করতো। আমরা ইতিমধ্যেই এ ধরণের একটা প্লান্ট সারাওয়াকের বিনতুলুতে তৈরি করেছিলাম। এ সমস্ত প্লান্টের ম্যানেজার থেকে অন্যান্য কর্মীরা ছিলেন মালয়েশিয়ার নাগরিক। পেট্রোনাস বহু দেশে তেল বিক্রি করে। এমনকি বাইরের দেশের তেল রপ্তানী করতে সমর্থ হয়। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেট্রোনাসের ইঞ্জিনিয়াররা দক্ষতার সাথে তেল উত্তোলনের ফলে প্রায় ৪০টি দেশে পেট্রোনাস তেল উত্তোলনের কন্ট্রাক্ট লাভ করে। বর্তমানে পেট্রোনাসের এলএনজি ট্যাঙ্ককার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ।

প্রথমদিকে পেট্রোনাসের দুর্দিন ছিল। আমার আমলে কোম্পানীর একজন নন এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান থাকবেন। আর একজন প্রেসিডেন্টও থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিপর্যয়কর অবস্থায় রাজা তুন মোহর রাজা বাদিওজামান চেয়ারম্যান ও সিইও এর দায়িত্ব পালন করেন। প্রাইম মিনিস্টার'স ডিপার্টমেন্টের আমার সাবেক সেক্রেটারি এবং তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল অব হোম অ্যাফেয়ার আজিজান প্রেসিডেন্ট এবং তান শ্রী বশির ইসমাইল চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে আজিজান চেয়ারম্যান এবং তান শ্রী হাসান মেরিকান প্রেসিডেন্ট হন। আজিজান এবং হাসানের মেলবন্ধনে পেট্রোনাসের ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা দৃষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টায় পেট্রোনাসের সম্প্রসারণ ঘটে এবং সামনের

www.pathagar.com

দিকে এগিয়ে যায়। স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনার ফলে কোম্পানী লাভজনক অবস্থায় উন্নীত হয়। ক্রুড ওয়েলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় তেল ব্যবসায় কোম্পানী বিপুল পরিমাণে লাভ করতে সক্ষম হয়।

ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোফিট মার্জিন ভাল হলো এবং পেট্রোলের চাহিদা বর্তমান যোগানের চেয়েও বেশি হলো। প্রধান প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ সমস্যার উদ্ভব সংক্রান্ত বিষয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। যখন তেলের ব্যারেল প্রতি মূল্য ইউএসডি ৩০ থেকে ইউএসডি ৭০ তে পৌঁছে তখন ইউএসডি ৪০ লাভ হয়েছিল। ২০০৮ সালে আমরা এটা ভেবে বিস্মিত হলাম বিশ্ব পৌঁছেছিল "পিকঅয়েল" অবস্থায়। তেলের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকলো।

যদি এমনটা চলতে থাকে তবে ওয়েল ইন্ডাস্ট্রির পলিটিক্যাল ইকোনমি সারা বিশ্বে একটা নতুন স্টেজে পৌঁছাবে। যদি ওইটাই ঘটে তবে পেট্রোনাস একটা নতুন অবস্থা মোকাবিলা করে নিজের অবস্থান শক্ত করতে পারবে। এর ফলে মালয়েশিয়ান সরকার নিজেদেরকে কর্পোরেট লিডার হিসাবে মর্যাদা লাভের জন্য দাবী উত্থাপন করে। গ্লোবাল ইকোনমী এবং আভ্যন্তরীণ দিকদর্শনের ক্ষেত্রে সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ২০০৮ সালের প্রথম দিকে মালয়েশিয়ান সরকারকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা সামলাতে হয় তখন সরকার আভ্যন্তরীণ ভোক্তাদের ব্যবহৃত জিনিসের উপর থেকে ভর্তুকী তুলে নেয়। এ অবস্থাটাকে অতি যত্নসহকারে সামলাতে হয়।

মালয়েশিয়া সরকার পেট্রোল পাম্পের তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু ইংল্যান্ডে তেলের উপর প্রচুর পরিমাণে ট্যাক্স ধার্য ছিল। তেলের ট্যাক্স থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। যখন তেলের দাম বেড়ে যায় তখন ট্যাক্সও বৃদ্ধি পায়। মালয়েশিয়ার চেয়ে ইংল্যান্ডে তেলের দাম বেশি। এমনকি তেলসমৃদ্ধ গালফ স্টেটগুলোর চেয়ে মালয়েশিয়াতে তেলের দাম কম। মালয়েশিয়ান সরকার যখন তেলের দাম বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখনই দেশের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল। তেলের উপর ভর্তুকী থাকায় মালয়েশিয়ার তেলের দাম কম হবার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ থেকে তেল অন্য দেশে চোরাকারবারের মাধ্যমে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। বিদেশীরা আমাদের দেশে আসছিল তাদের তেলের ট্যাঙ্ক ভর্তি করার জন্য। বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানীগুলো তাদের শিল্প কারখানায় তেল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছিল– এ কারণেই আমরা বিদেশীদের জন্য ভর্তুকী উঠিয়ে দিলাম। আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য ভর্তুকী তুলে দিলাম না। তাদের পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের ফলে মালয়েশিয়ানদের উপকারে আসবে। এর ফলে দেশের কিছু লোক খুশি হলো।

অন্যান্য পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর মতই পেট্রোনাস সরকারকে একই পরিমাণের পেট্রোলিয়াম ট্যাক্স প্রদান করছিল। ২০০৫ সালে পেট্রোনাস আরএম ৮৬ বিলিয়ন

www.pathagar.com

প্রোফিট লাভ করে এবং সরকারকে আরএম ৩০ বিলিয়ন ট্যাক্স প্রদান করে। সরকারের লাভ থাকে আরএম ৫৬ বিলিয়ন। ওই বছর ন্যাশনাল ইনকাম ট্যাক্স বাবদ রাজস্ব আয় আরএম ৬০ বিলিয়নের সাথে পেট্রোনাসের বিপুল প্রোফিটের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এটা ছিল যেন সরকারের কামধেনু। ২০০৮ সালে কিন্তু তান শ্রী হাসান একটা সতর্কবাণী ইস্যু করেন- সরকারের তহবিলের অর্ধেকের বেশি পেট্রোনাস এবং তাদের বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে আসছিল। সত্যি কথা বলতে বর্তমানে মালয়েশিয়ার সরকারি খরচ মেটানো হয় তেল সম্পদের আয় থেকে। আগে টিন, রবার ও ইলেক্ট্রোনিক এ তিন খাত থেকে অর্জিত আয় থেকে মেটানো হতো। এ অবস্থায় তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন সরকার এবং মালয়েশিয়ার জনগণ কোন ক্রমেই বোকার স্বর্গে বসবাস করতো না।

এর মাঝেই পেট্রোনাসের অন্যান্য ফান্ডসের উপর চাপ পড়েছিল। কোম্পানী কিন্তু তার লভ্যাংশ থেকে কিছুটা নতুন ভেন্‌চারে বিনিয়োগ করলো। আমরা গড়ে প্রতিদিন ৬৫০,০০০ ব্যারেল উত্তোলন করতে লাগলাম। আমরা প্রথম দিকে তেমন পরিমাণে তেল মজুত করতে পারছিলাম না। তাই আমাদের একটা আশংকা ছিল ২০ বছর পরে আমাদের যোগান ফুরিয়ে না যায়। যখন আমরা প্রথম পেট্রোলিয়াম ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলাম তখন আমরা সমস্ত রিজার্ভ পেট্রোনাসকে বরাদ্দ করেছিলাম। এর ফলে বিদেশীদের সাথে প্রোডাকশন শেয়ারিং চুক্তির স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। তারা স্থানীয় লোকদের সাথে কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা ভাবতো স্থানীয় লোকেরা কাজ করতে জানে না।

কিন্তু তাদের কথা সঠিক ছিল না। আমরা আমাদের সমুদ্রের তলদেশ থেকে তেল উত্তোলন করা শুরুর পর থেকে আমি পরামর্শ দিয়ে আসছিলাম, প্রাইভেট সেক্টরের মালিকানাধীনে আমরা দ্বিতীয় পেট্রোলিয়াম কোম্পানী স্থাপন করবো। এ কোম্পানীটি সমুদ্রে ছোট ছোট ব্লক তৈরি করলো যা করতে পেট্রোনাস আগ্রহী ছিল না। আজ পর্যন্ত কোন মালয়েশিয়ান কোম্পানী স্থানীয় পর্যায়ের কাজে কোন প্রকার গাফিলতি দেখায়নি। তারা দেশের বাইরের দেশগুলো থেকে কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার কথা বলা যায়, সেখানে তারা সফলতার পরিচয় রাখার জন্য পুরস্কৃত হয়।

পেট্রোনাসের ব্যবসায়িক দিকই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমরাও কোম্পানীকে সর্বদা উত্তম কর্পোরেট সিটিজেন হবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতাম। উদাহরণস্বরূপ সুদানের কথা বলতে হয়। তারা তাদের নিজেদের কর্মীদের জন্য একটা হাসপাতাল তৈরি করেছিল। সেখানে স্থানীয় লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল। তারা স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও তৈরি করেছিল। আমরা সাধারণত স্থানীয় লোকজনদেরকে আমাদের বন্ধু হিসাবে ভেবে থাকি। আমরা কোথায়ও অফিস

www.pathagar.com

খুললে সেখানকার লোকজনদের সেখানে নিয়োগ দিয়ে থাকি। বহু বিদেশী ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রখ্যাত **পেট্রোনাস** টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার জন্য স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

বিশ্বের মধ্যে ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানীগুলোর মধ্যে এখন পেট্রোনাস অন্যতম। বিদেশে তেল অনুসন্ধান, তেল উত্তোলন এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে পেট্রোনাস মালয়েশিয়ানদেরকে প্রদর্শন করিয়েছি যে আমাদের কোম্পানী এবং লোকজন মালয়েশিয়ার বাইরেও সফল হতে পারে। কারণ কোম্পানী ফরেন বিজনেস ভেনচারের সাফল্যের অগ্রদূত।

অন্যান্য মালয়েশিয়ানরাও এ কোম্পানীর দেখাদেখি তাদেরকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত হয়। এটা হৃদয়স্পর্শী এবং আনন্দের বিষয় যে মালয়েশিয়ানরাও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। মালয়েশিয়া সারা বিশ্বে পেশাগতভাবে প্রতিপক্ষ হবার ক্ষমতা রাখে। একটা উন্নত দেশ হবার পথে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এটা ছিল আর একটা মাইলস্টোন।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম ঔপনিবেশিক আমলের পশ্চিমা দেশগুলোর মত লুণ্ঠনকারীর মনোভাব নিয়ে নয়। এমনকি আজকালকার দিনগুলোতে পশ্চিমা দেশগুলো তাদের প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশগুলো দরিদ্র অবস্থায় রাখার চেষ্টা করে আসছে। আমরা আমাদের বিজয়ী বন্ধু এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নতির পথে এগিয়ে যাই। পেট্রোনাস শুধুমাত্র আমাদের টুইন টাওয়ার হিসাবেই গড়েনি, এটা উন্নত জাতিগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়াকে একটা টাওয়ার হিসাবে গড়ে তুলেছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫১
পুত্রাজায়া

১৯৮০ দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৯০ দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত একটা সময় ছিল যখন কুয়ালা লামপুর দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। হাজার হাজার কন্‌স্ট্রাকশন ক্রেন নগরীর স্কাই লাইনের টাওয়ারগুলোর উপর দৃশ্যমান ছিল। ন্যাশনাল কারের মালিক হওয়ায় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম প্রতিদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমাদের উন্নয়নের দৃশ্য ভেসে উঠলেও বাতাসে বিরক্তিকর অবস্থার উদ্ভব ঘটে।

কুয়ালা লামপুরের যত্রতত্র সরকারি অফিসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিসগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তান শ্রী ইলিয়াস ওমর ছিলেন দাতুক বন্দর বা মেয়র। আমাকে পরামর্শ দিলেন রাজধানী অন্য কোনখানে স্থানান্তর করা উচিত। নগরীর মধ্যে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সরকারি অফিসগুলো স্থানান্তর করা যায়। তার কথা আমার মনে ধরলো, কিন্তু বিষয়টা হলো স্বাধীনতার পর থেকে কুয়ালা লামপুর আমাদের রাজধানী। এখানেই পার্লামেন্ট অবস্থিত। এখানেই ইয়াঙ দি পার্তুয়ান আগঙ এর অফিসিয়াল রেসিডেন্স অবস্থিত। আমি ভাবলাম, আমরা যেটা তৈরি করবো সেটা হবে নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পাহাড়ী অঞ্চলের শান্ত পরিবেশ পছন্দ করতাম। প্রাথমিকভাবে আমি পাহাঙ পর্বতমালায় বুকিত তিঙগি কিংবা জানদা বাইক এলাকাটি পছন্দ করলাম। পোহাঙ স্টেট গভর্মেন্ট ওখানে জায়গা দিতে রাজি হলো। ওই এলাকাতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাই আমাদেরকে অন্য জায়গা খোঁজার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা সেলাঙোরএ ওটা নির্মাণ করতে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা একটা এলাকাতে পেনাঙ বেসার নামে অয়েল পাম্প স্টেট গড়ে তুলতে ইচ্ছা করি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ব্রিটিশ কোম্পানী এ এলাকাটির উন্নয়ন সাধন করে। তারাই এ এলাকার নাম দেয় "পেনাঙ বেসার" বা "গ্রেট ওয়ার"। তারা এখানে একটা রাবার এস্টেট গড়ে তোলে। স্বাধীনতার পর এটাকে অয়েল পাম্প এস্টেটে রূপান্তর করা হয়। এলাকাটা আট কিলোমিটার দীর্ঘ এবং তিন কিলোমিটার চওড়া। মোট জমির পরিমাণ ৫০০০ হেক্টরমিটার। এলাকাটি ও কুয়ালা লামপুরের মধ্যে আধাআধি

www.pathagar.com

পথের দূরত্বে অবস্থিত। সেলাঙোর নতুন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টেরও কাছাকাছি। সরকার আর এম ৭০০ মিলিয়ন দিয়ে ১৯৯৩ সালে এস্টেটটি কিনে নেয়। পুত্রাজায়া (টেঙ্কু আব্দুল রহমান পুত্রা নামে) নামে এলাকার উন্নয়নের কাজ শুরু হলো।

আমি ওয়াশিংটন ডিসি, ক্যানবেরা এবং ইসলামাবাদ ও নিউ দিল্লির ক্যাপিটাল সিটিগুলো সফর করেছিলাম। প্রায় সবগুলো ক্যাপিটালের কাছেই জলরাশির উপস্থিতি আমি লক্ষ্য করি। আমি হ্রদ পছন্দ করি। তাই নগরীর পরিকল্পনা-কারীদের কাছে আমার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলাম। আর একটা দিকের প্রতিও আমি ইঙ্গিত করলাম বৃক্ষরাজি শোভিত একটা প্যারেড গ্রাউন্ড নগরীর প্লানে যেন থাকে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাকস সিরাক প্যারিসের ব্যাস্টাইল ডে প্যারেডে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে প্যারেড পরিদর্শন করে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। সশস্ত্র বাহিনী তাদের কামান, গোলা, মিসাইল ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গাড়ির বহর প্রদর্শন করেছিল বৃক্ষরাজি শোভিত প্রশস্ত প্যারেড গ্রাউন্ডে।

তাদের এ প্যারেড আর্ক দে ত্রিওমেফ থেকে শুরু করে এভিন্যু দেস চম্পস-ইলিসেস বিশাল প্যারেড গ্রাউন্ড হয়ে দে লা কোনকোর্দেতে পৌছেছিল।

কুয়ালা লামপুরে চওড়া প্যারেড গ্রাউন্ডের অভাব অনেকদিন থেকে ছিল। আমাদের মারদেকা ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত হতো সুলতান আব্দুল সামাদ বিল্ডিং এর সামনের প্রসারিত রাস্তায়। আমি নগরীর পরিকল্পনাকারীদের বললাম ফ্রান্সের প্যারেড গ্রাউন্ডের মত প্রসারিত কেন্দ্রীয় প্যারেড গ্রাউন্ড তৈরি করতে যেখানে চম্পস ইলিসেস এর মত নগরীর ভিতর দিয়ে যেন প্রসারিত পথটা এগিয়ে যায়।

আমরা পরিকল্পনা করলাম যে, পুত্রাজায়াতে ৩০০,০০০ লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। সেগুলো হবে সরকারের সিভিল সার্ভেন্টদের বাড়ি। পরিকল্পিত নগরীটি হবে একটি গার্ডেন সিটি। সেখানে সাতটা পার্ক থাকবে। এগুলোর মধ্যে একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনও থাকবে। স্ট্রিট ও রোডগুলোর দু'পাশে থাকবে সারি সারি বৃক্ষরাজি। সরল রেখায় চলা রাস্তা ও স্ট্রিটগুলোর দু'পাশে শোভা পাবে সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। রাস্তা ও স্ট্রিটগুলোর দু'পাশের মনোরম দৃশ্যাবলী হবে আমাদের জাতির অগ্রগতি ও প্রগতির প্রতীক। এ নগরীটি হবে অপূর্ব সুন্দর ও নানা রঙে ভরপুর। রাস্তা ও স্ট্রিটগুলো হবে চওড়া ও সুপরিকল্পিত। এ রাস্তায় জনসাধারণের দ্রুত চলাচলের জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা থাকবে। কেন্দ্রীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের নিচে দিয়ে একটা টানেল তৈরি করা হবে মালয়েশিয়ান-মেইড মনোরেল স্থাপনের উদ্দেশ্যে। টানেল তৈরি করতে আর এম ৬০০ মিলিয়ন অর্থ খরচ হলো। টানেলটি সমান্তরাল রেখায় আর একটা টানেলের সাথে সংযুক্ত করা হলো। পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক ক্যাবেল, টেলিফোন লাইন স্থাপনও করা

www.pathagar.com

হলো। যাহোক, কয়েকটি কারণে, তুন আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদায়িই সরকার মোনোরেল তৈরি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্ভবত শীঘ্রই একদিন মোনোরেল তৈরি করা হবে যদি সরকারি ফান্ডে কুলায়।

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পেট্রোনাস পুত্রাজায়া ডেভেলপমেন্ট প্রোপজাল উপস্থাপন করে। তারা পরামর্শ দিল পুত্রাজায়া হোল্ডিংস এসডিএন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মালিক এবং ডেভলোপার হিসাবে কাজ করতো যখন কুয়ালা লামপুর সিটি সেন্টার বিএইচডি প্রোজেক্ট কন্সালটেন্ট ও ম্যানেজার ছিল।

পারবানন্দ পুত্রাজায়া হলো লোকাল গভার্নিং অথরিটি এবং স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে স্বাধীন। পুরো জমি পুত্রাজায়া হোল্ডিংস এসডিএন বিএইডিতে হস্তান্তর করা হলো। এ জমির মূল্য আর এম ৭০০ মিলিয়ন আর ৩০ পার্সেন্টে ইকুইটি মিনিস্ট্রি অব ফাইনান্সের। অন্যান্য ইকুইটি হোল্ডাররা হলো ইমপ্লয়িস প্রোফিডেন্ট ফান্ড বা ইপিএফ ২০ পার্সেন্ট এবং পেট্রোনাস ৩০ পার্সেন্ট, ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফান্ড বা খাজানাহ্ ন্যাসিওনাল বেরনাদ ২০ পার্সেন্ট। সরকারি মালিকানাধীনে একটা হোটেল এবং কয়েকটি বিল্ডিং পুত্রাজায়া হোল্ডিংস এসডিএস বিএইচভির কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে তৈরি করা হলো। লিজকৃত অর্থ ৩০ বছরের মধ্যে পরিশোধের প্রেক্ষিতে অট্টালিকাগুলোর মালিকানা পাবে।

যখন পুত্রাজায়া তৈরির কাজ চলছিল তখন সেলাঙোর আল-মরহুম সুলতান সালাউদ্দিন আজিজ আল-হাজ ইবনি, আল-মরহুম সুলতান হিশামুদ্দিন আলম শাহ আল-হাজ সুলতানের পদে বহাল ছিলেন। অন্যদিকে ইয়াঙ দি পাতুয়ান ছিলেন আগঙ। সেলাঙোরে জাতির প্রশাসনিক নগরী তৈরি হওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তার সাথে আমার সাপ্তাহিক সাক্ষাতের সময় আমি তাকে তার স্টেটের প্রধান প্রধান উন্নয়নের বিবরণাদি প্রদান করতাম। তিনি পুত্রাজায়ার উন্নয়নের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করতেন সাপ্তাহিক সাক্ষাতের কালে।

আমি নগরীর প্রশাসনিক সমস্যা সম্বন্ধে তাকে জ্ঞাত করিয়েছিলাম। তা ছিল ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীন, স্টেট গভর্নমেন্টের অধীন ছিল না। অন্যথায় দুটো সরকারের অধীন হলে পলিসি বাস্তবায়ন করতে সমস্যায় পড়তে হতো।

সেলাঙের স্টেট ইতিমধ্যেই এলাকাটিকে ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীনস্থ কুয়ালা লামপুরের হাতে ন্যস্ত করায় আমি তাদের এ দানের জন্য কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমি সে সময় সুলতানকে পরামর্শ দিয়েছিলাম পুত্রাজায়ায় উন্নয়নের জন্য এলাকাটি ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীন থাকা জরুরী।

সুলতান তাৎক্ষণিকভাবে আমার কথায় সম্মতি দেওয়ায় আমি বিস্মিত হলাম। আমার মনে হলো একই পার্টির হওয়া সত্ত্বেও সেলাঙোর সরকারের অনেকেই এ

www.pathagar.com

এলাকাটা ফেডারেল গভর্নমেন্টের অধীন হওয়ায় খুশি হলো না। ফেডারেল গভর্নমেন্টের অনুমোদনক্রমে পুত্রাজায়া ফেডারেল টেরিটোরি হিসাবে মর্যাদা লাভ করলো। আমার বিশ্বাস জন্মালো এর ফলে সবাই উপকৃত হবে। নতুন রাজধানীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে। সেলাঙোর সংলগ্ন এলাকাতে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগলো। পুত্রাজায়া মালয়েশিয়ানদের গর্ব ও জাতীয় পরিচয়ের সুমহান নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হলো।

১৯৯৬ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর কুয়ালা লামপুরের ৮০ জন কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এখানে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম। সাইট চিহ্নিত করে রাখার জন্য মালয়েশিয়ান ফ্লাগ সম্বলিত নিচু ফ্লাগ পোল তৈরি করা হলো। তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আমি প্রাইম মিনিস্টারের নতুন অফিসে কাজ শুরু করলাম। নির্মাণ কাজ চলাকালে আমি প্রতি সপ্তাহে সাইটে কাজের অগ্রগতি দেখতে যেতাম। যখন আমি প্রথম নবনির্মিত প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে বসলাম তখন আমার খুবই ভাল লাগলো। আমি এর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলাম। ১৯৯৮ সালে পদ ছেড়ে দিলে আমি আর কখনোই প্রধানমন্ত্রীর নবনির্মিত পুত্রাজায়ার প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থানে বসবাস এবং অফিসে কাজ করতে পারবো না। এ বোধ থেকেই আমি নির্মাণ কাজের গতি বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি। নির্মাণ কাজ যাতে বিলম্বিত না হয় তার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

আমি পরিকল্পনাকারীদেরকে তাদের ডিজাইনে হ্রদের কথা ব্যক্ত করেছিলাম। উপত্যকার উপর দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ঝর্ণা বয়ে যাবে। পরিকল্পনাকারীরা ভাবলেন উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হ্রদ তৈরি করতে দু'বছর সময় লাগবে। হ্রদগুলো নগরীর সৌন্দর্য বর্ধন করবে। হৃদগুলোর উপরে অনেকগুলো ব্রীজ। ব্রীজগুলো অতি আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। ব্রীজগুলোর মধ্যে একটি ডিজাইন ক্লাসিক অনুষঙ্গের। এগুলো পর্যটকদের জন্য অতি আকর্ষণীয়, মালয়েশিয়ানদের কাছে এগুলো গর্বের বিষয়। সন্ধ্যা ও আলোকিত রাতে জনসাধারণের জন্য এগুলো সমাবেশস্থল হিসাবে বিবেচ্য।

সারি সারি বৃক্ষশোভিত ৪ কিলোমিটার লম্বা রাস্তার শোভাকে আমার কাছে প্রশাসনিক কেন্দ্রের অন্তস্থলের বিশালতাই প্রতিভাত হয়। প্রাইম মিনিস্টারের অফিস শেষ প্রান্তে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে যে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার শেষ প্রান্তে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০০৩ সালের ৩১ আগস্ট প্রথম মারদেকা ডে প্যারেড পুত্রাজায়া বৃক্ষরাজি শোভিত সুবিস্তৃত রাস্তায় অনুষ্ঠিত হলো। এটাই ছিল শেষ প্রধানমন্ত্রীর শেষ প্যারেডে উপস্থিতি।

পুত্রাজায়া ছিল মেগাপ্রোজেক্টের অধীন। আমার বিদেশী অপবাদকারীদের সাথে সাথে স্থানীয় সমালোচকরাও সোচ্চার হয়ে উঠলো। আমি প্রাইম মিনিস্টার পদে না থাকাকালে তুন আব্দুল্লাহ সরকারের সদস্যরা নিয়মিতভাবে এ বলে নিন্দাবাদ

www.pathagar.com

জানাতে লাগলো “মেগা ওয়েস্ট-অব-মানি প্রোজেক্ট”। এমন কথাও বলা হলো যে এটা এমন একটা প্রকল্প যা জাতিকে দেউলিয়া করে দেবে যার ফলে অষ্টাদশ মালয়েশিয়া প্লান ভেস্তে যেতে পারে। আরো বলা হতে লাগলো অর্থের অভাবে ঊনবিংশতি মালয়েশিয়ান প্লান শুরুই হবে না। মালয়ী সরকারের উপর নির্ভরশীল মালয়ী কন্ট্রাক্টররা আমার নেতৃত্বাধীন সরকারকে দোষারোপ করতে থাকলো।

পুত্রাজায়া একটা বড় প্রোজেক্ট। মালয়েশিয়ার অধিকাংশ প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টগুলো বড় বড়। মালয়েশিয়াতে কেউই শুধুমাত্র দু'একটা হাউস কিংবা দোকানের সারি সারি তৈরি করেনি- প্রাইভেট ডেভলোপাররা সাধারণত সারা শহরের শপিং এরিয়া এবং কমপ্লেক্স, পার্ক, গার্ডেন, কিন্টারগার্ডেন, স্কুল এবং এমনকি প্রার্থনালয় প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। উদাহরণ স্বরূপ, মোনত কিয়ারা'র কথা বলা যেতে পারে। মাত্র ১০ বছর আগে আমি যখন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতাম তখন ওখানটায় একটা বাড়িঘরের চিহ্নও ছিল না। আজকের দিনে সেখানে কয়েক কুড়ি আকাশচুম্বী ফ্লাট, অফিস, আদালত রাস্তা ও স্ট্রিটের পাশে সারি সারি অসংখ্য দোকানপাট ও রেস্টুরেন্ট এমন কি কুয়ালা লামপুর ও সেলাঙোর এর বাইরে অন্য স্টেটের হাউসিং ডেভলপমেন্টও বড়সড়। একের পর এক তাদের বাড়ি ঘরের সম্প্রসারণ অবিরতভাবে চলতে চলতে আশপাশে শহরের রূপ নিয়েছে। পুত্রাজায়া অধিকাংশ প্রাইভেট হাউসিং এস্টেটের চাইতে বৃহত্তর। এগুলো কিন্তু একইদিনে গড়ে ওঠেনি। আমাদের অগ্রযাত্রা সমাপ্তি ঘটবে ২০২০ সালে।

একটা প্রাইভেট সেক্টর হাউজিং এস্টেট শুধুমাত্র একটি হাউজিং এস্টেটই মাত্র কিন্তু পুত্রাজায়া তার চাইতেও অধিকতর। এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার রাজধানীর একটা অংশ। এটাই হচ্ছে প্রশাসনিক কেন্দ্র। আমি আশা করি, উন্নয়নশীল দেশের একটিতেও এ ধরণের প্রশাসনিক রাজধানী সম্ভবত নেই। কেলাঙ ভ্যালির নতুন শহর শ্রী কেমবাঙান এবং পুচোঙ শহর দুটো পুত্রাজায়ার থেকে বৃহত্তর। শহর দুটোর সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছেই। সেলাঙোরের নতুন রাজধানী শাহ আলম। যদি পুত্রাজায়া শুধুমাত্র একটি হাউসিং এস্টেট হতো, তবে তা জনাকীর্ণ হয়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়তো। প্রশাসনিক রাজধানী হিসাবে পুত্রাজায়ার আকার যথার্থ ছিল।

আমরা বামনাকৃতির আরবান কমপ্লেক্সে বিদেশী পর্যটক ও বিদেশী কনসাল্টটেন্টকে আমন্ত্রণ করেছিলাম। তাদের আমন্ত্রণ জানালে কি ভাবতো? তারা কি আমাদেরকে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ভাবতো? আমাদের প্রশাসনিক রাজধানী শুধুমাত্র বর্তমানের জন্য আকর্ষনীয় হবে না ভবিষ্যতের জন্যও আকর্ষণীয় হবে। এখানকার স্থাপত্যশিল্প ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রশংসার দাবী রাখবে। বিভিন্ন দেশের নেতানেত্রী ও কর্মকর্তাসহ বিদেশী অতিথিরা পুত্রাজায়া সফর করে মুগ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

তাদের দেশে পুত্রাজায়ার মত প্রশাসনিক কেন্দ্র কিংবা নতুন রাজধানী স্থাপনে আগ্রহী হন। তারা প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত করেন যে তারা পুত্রাজায়াকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করবেন।

পুত্র জায়ার বিল্ডিং এর দ্বারা দেশ দেউলিয়া হয়েছে কি? আমার জানামতে, আমি যখন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করি মালয়েশিয়ার অর্থনীতি ছিল সবল। প্রকৃতপক্ষে আমার উপদেশ অনুযায়ীই সরকার পুত্রাজায়ার কাজ করা হয়।

কুয়ালা লামপুরের অনেক সরকারি অফিস খালি করে পুত্রাজায়াতে স্থানান্তর করতে হলো। পেরাঙ বেসার এস্টেট একর হিসাবে আমাদের কাছে বিক্রি করা হলো। কুয়ালা লামপুরে জমি বিক্রি হয় বর্গফুটে। প্রতি ইউনিটের মূল্য আরএম ৩,০০০। আমরা ১০,০০০ একর (৪০০ মিলিয়ন বর্গফুট) জমি বিক্রয় করেছিলাম। কুয়ালা লামপুরে সরকারি জমি ছিল মিলিয়ন মিলিয়ন বর্গফুট। সে জমি বিক্রির অর্থ দিয়ে পুত্রাজায়ায় জমি অধিগ্রহণ ও বিল্ডিং ক্রয় করা হয়েছিল। এর ফলে আমাদের বাজেটের উপর কোন প্রভাব পড়েনি।

সিভিল সার্ভেন্টরা আমার উপদেশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি, পুত্রাজায়ার উন্নয়ন ঘটেছিল সরকারি তহবিলের উপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি না করে। ফলে এর উন্নয়ন ঘটাতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার আগে আলোর স্টারে একটা হাউজিং ডেভলেপমেন্ট প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছিলাম। ব্যবসায় অভিজ্ঞতা না থাকায় আমার অনেক অর্থ ব্যয় হয়। পুত্রাজায়ার ডেভলপার হিসাবে সরকার প্রচুর লাভ করতে সমর্থ হয়। পুত্রাজায়ার মেগা প্রোজেক্টে অর্থ নষ্ট হয়েছিল বলে সমালোচকদের সমালোচনার কোন ভিত্তি ছিল না। আসলে ওখানে অর্থ বিনিয়োগ করে ভালই হয়েছিল।

পুত্রাজায়া একটি সুন্দর নগরী হিসাবে গড়ে উঠে। আমি প্যারিসের বাইরে অবস্থিত ভার্সাই রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি আগে থেকেই এ নগরীর সৌন্দর্যের কথা শুনেছিলাম। সুন কিংলুইস চতুর্দশ এ নগরী যখন নির্মাণ করেন তখন প্যারিসের লোকের খাবার ছিল না। কিন্তু আমরা পুত্রাজায়া নির্মাণ করেছিলাম ভরাপেট খাবার খেয়ে। জনসাধারণের অভাব অভিযোগকে উপেক্ষা করে আমরা পুত্রাজায়া নির্মাণ করিনি। এটাই হচ্ছে জনগণের গর্ব। এটা তাদের নেতাদের বিলাস ছিল না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫২
কারেন্সি সংকট

১৯৯৭ সালে অর্থনৈতিক বিপর্যয়কালে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারী কিংবা ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম সম্বন্ধে আমি বেশি পরিচিত ছিলাম না। জাপানী শাসনামলে আমি তখন ছোট্ট বালক। সে সময় চরম মুদ্রাস্ফিতি দেখা দেয়। জিনিসপত্রের দাম হাজার হাজার ডলারে পৌছালে লোকজন জিনিস কেনার জন্য তথা কথিত "ব্যানানা কারেন্সি"র বস্তায় অর্থকড়ি নিয়ে বাজারে যেত। তখন কোন ব্যাংক ছিল না। সব রকমের লেনদেন নগদ অর্থে করা হতো।

জাপানী দখলকারীর আমলে প্রত্যেকটা জিনিসের সরবরাহ ছিল কম। দ্রুত জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছিল। জাপানী মিলিটারী প্রশাসন এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন মুদ্রামানের প্রচুর পরিমাণে কারেন্সি নোট ছাপিয়ে স্থানীয় কর্মচারীদের বেতনাদি পরিশোধ করে। যে কোন উপায়ে আমরা আমাদের আর্থিক সমস্যা মোকাবিলা করি। আমাদের পরিবারে আমি আমার ভাইদের চেয়ে ভাল অবস্থায় ছিলাম। কারণ আমি পেকান রাবু এর সাপ্তাহিক বুধবারের হাটে কলা ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতাম। আমি শীঘ্রই এগুলো বিক্রি করে ভাল অর্থকড়ি উপার্জন করতে পারলাম।

আমার ভাইয়েরা সরকারি ও তাদের এজেন্সিতে চাকুরী করতো। তাদের বেতন বাড়লেও তা বাজারের জিনিসপত্রের দামের চেয়ে কম হওয়ায় অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে তারা অসুবিধায় পড়তো। আমরা সবাই কালোবাজারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমরা পুরনো কাপড়, জুয়েলারী ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতাম। আমরা সৈন্যদের কাছ থেকে সিগারেট পেতাম। আমরা এইগুলোও বিক্রি করে দিতাম।

১৯৪৪ সালের দিকে জাপানীরা যুদ্ধে ভাল করতে পারছিল না। আমার বিশ্বাস জন্মালো ব্রিটিশরা আজ নয় কাল ফিরে আসবে। আমি বিপুল পরিমাণের জাপানী ব্যানানা কারেন্সি দিয়ে ১০০ ডলারের পুরানো মালয়ী স্টেটস কারেন্সি ক্রয় করলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ব্রিটিশরা ফিরে এলে এগুলোর ন্যায্যমূল্য পাওয়া যাবে। যুদ্ধ পূর্বস্তরে জিনিসপত্রের দাম কম ছিল। ওল্ড কারেন্সি আবার ফিরে এলে জিনিসপত্রের দাম অলৌকিকভাবে কমে গেল। সরকারি কর্মচারীদেরকে ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন মাসের বেতন দেওয়া হলো, ব্রিটিশরা মালয় ছেড়ে যাবার আগে যা দেওয়া হয়নি। ওল্ড কারেন্সির সরবরাহ বৃদ্ধি পেল। লোকজনের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তারা ব্রিটিশদের ইস্যুকৃত কারেন্সি দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করলো।

www.pathagar.com

জাপানী ব্যানানা কারেন্সির হাত থেকে তারা রেহাই পেল। জাপানী ব্যানানা কারেন্সি মূল্যহীন হয়ে পড়লো। এটাই ছিল কাগজী মুদ্রার পরিণতি– যে পর্যন্ত লোকজন একে মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃতি দেয় ততক্ষণ পর্যন্তই কাগজী মুদ্রার মূল্য থাকে– মুদ্রা এভাবেই কাজ করে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, মালয়েশিয়ার অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং জাপানী কারেন্সির স্থলে মালয়েশিয়ান ডলার স্থলাভিসিক্ত হলেও সে সম্পর্কে কখনোই সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়নি। সম্ভবত আমরা এ বিষয়ে কমই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলাম। আমরা জানতাম না কিভাবে কারেন্সি হ্যান্ডেল করে কারেন্সি সংকট মোকাবিলা করতে হয়। আমি ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে কাস্টোডিয়ান অব এনিমি প্রোপার্টি অফিসে অস্থায়ী পদে কেরানীর কাজ করতাম। আমাকে মাসে ৮০ ডলার দেওয়া হতো, অন্যদিকে স্থায়ী কেরানীদের প্রত্যেককে মাসে ৬০ ডলার দেওয়া হতো। জাপানী দখলকারীত্বের আগে একই বেতন দেওয়া হতো। জাপানীরা যেন বুঝতে চেয়েছিল দেশে কোন মুদ্রা স্ফিতি ছিল না।

ব্রিটিশ সামরিক প্রশাসনের প্রথম দিকে যৎসামান্য মুদ্রাস্ফিতি ছিল মাত্র। মালয়ান ইউনিয়ন এবং তারপর ফেডারেশন অব মালয় এর সময়েও মুদ্রাস্ফিতি ছিল অল্প। মালপত্রের যোগান বেড়েছিল, কিন্তু তখনো বেকারের সংখ্যা ছিল বেশি। উপনিবেশবাদী সরকার মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। আমি যুদ্ধের সময়ের ছোট ব্যবসা পরিচালনাকালে মুদ্রাস্ফিতি সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা পেয়েছিলাম। আমি স্কুলে বুক কিপিং শিখেছিলাম। ১৯৯৭ সালের কারেন্সি সংকটের সময় এ সমস্ত শিক্ষা কাজে লাগলো না।

ওই বছরের মে মাসে আমি দু'মাসের ছুটি নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ছুটি নিলে দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকলেন। আমি দেখলাম এটাই বড় সুযোগ ১৯৯৮ সালে আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নিলে তিনি আমার কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কেমনভাবে দেশ চালাবেন।

আমি ইংল্যান্ডের কোটস ওল্ডসের ব্লেডিসলোতে থাকাকালে থাইল্যান্ডের থাইবাথ কারেন্সি ট্রেডারদের আক্রমণের কবলে পড়ার খবর পেলাম। থাই ব্যবসায়ীরা থাই মুদ্রা বাথের সাহায্যে ফরেন কারেন্সি ধার করলো। সুদের হারের পার্থক্যের কারণে তারা ভাল প্রোফিটও করলো– এটা শুধুমাত্র সম্ভব ছিল থাই মুদ্রা বাথের মুদ্রামান স্থিতিশীল থাকায়। কারেন্সি ট্রেডারদের কারসাজিতে থাই বাথ এক পর্যায়ে সংকটের মুখে পড়লো। ইউএস ডলারের বিপরীতে বাথের অবমূল্যায়ন ঘটালে কারেন্সি ট্রেডাররা বিপুল পরিমাণে বাথ ক্রয় করলো। আর এ কারণে যারা ইউএস ডলার ধার নিয়েছিল তারা অসুবিধায় পড়লো। তাদেরকে ইউএস ডলারের ঋণ শোধ করতে প্রচুর পরিমাণের থাই মুদ্রা বাথের প্রয়োজন হলো।

www.pathagar.com

একটা দুষ্টচক্রের উদ্ভব ঘটলো। বাথ আবারো অবমূল্যায়িত হলো। থাই অর্থনীতি আরো দুর্বল হয়ে পড়লো। থাই সরকার রিজার্ভকৃত ইউএস ডলারের সাহায্যে বেশি পরিমাণ বাথ ক্রয় করার চেষ্টা করলো। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে আমি ছুটি কাটিয়ে দেশে ফিরে এসে দেখতে পেলাম থাইল্যান্ডের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষন করলাম। আমরা থাইল্যান্ডের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ধার দিতে চাইলেও তা করতে পারলাম না।

ওই সময় মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল। সরকার কিংবা ব্যবসায়ী কারোই ফরেন কারেন্সি ধার করার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সুদের হার ছিল কম। ফরেন কারেন্সি ধার করলে আমাদের সুবিধা হতো না। ব্যাংক নেগারার ফরেন কারেন্সি রিজার্ভও যথেষ্ট ছিল। এ জন্য আমাদের আর্থিক দিক থেকে ভয় পাবার কোন কারণ ছিল কি?

আমাদের প্রতিবেশীদের অর্থনীতির বিপর্যয়ের ফল আমাদের দেশের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের রিনগ্গিট বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হতে পারে বলে অনেকেই আশংকা করলো। আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে রিনগ্গিটের অবমূল্যায়ন করতে হতে পারে। আমি বুঝতে পারলাম না কেন আমাদেরকে খারাপ অবস্থায় পড়তে হবে। আমাদের অর্থনীতিবিদরা এটা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন।

অর্থনীতিবিদদের কথাই সঠিক ছিল। কারেন্সি ট্রেডাররা প্রচুর পরিমাণে রিনগ্গিট বিক্রি করে দিলে অপচয় শুরু হলো। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি রিনগ্গিটের উপর আক্রমণ শুরু হলো। রিনগ্গিটের বিনিময় হার হলো আর এম ২.৫ ইউএস ডলার। তা হলে আগের মূল্যের অর্ধেক। আমরা জানতে পারলাম না কে বা কারা রিনগ্গিট বিক্রি করছে। আমাকে বলা হলো জর্জ সোরোস নামে একজন লোক ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইতালিয়ান লিরা'পর আক্রমণ চালাচ্ছে।

মালয়েশিয়ানরা বস্তুতপক্ষে ছিল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। শীঘ্রই তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ফলাফল বুঝতে পারলো। আমদানী কারকগণ ডলার ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রিনগ্গিট আয়উপার্জন করতে পারলো না। মালয়েশিয়ানরা বিদেশ সফরে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে বিদেশী খরচ খুবই বেশি পড়লো। যখন আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের সাহায্যে প্রচুর রিনগ্গিট আয় করি। আমাদের বাণিজ্য ইউএস ডলারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ফরেন বায়াররা কম অর্থ প্রধান করতে চাইলো রিনগ্গিটের মূল্য হ্রাস পাবার ফলে। অন্যদিকে কিন্তু আমদানীকৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য বেশি হলো। ক্যাপিটাল গুডসের ক্ষেত্রেও এটা কার্যকর হলো। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে আমাদেরও অর্থের অবমূল্যায়ন করতে হয়।

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালের ১৭ জুন অল্প কয়েকদিন আগে আমাদের রিজিওন্যাল কারেন্সির উপর আক্রমণ শুরু হলো। আইএমএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাইকেল কামদেসুস ব্যাংক নেগারা'র জেনারেল গভর্নরকে প্রশংসা করলেন লস অঞ্জেলস ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার কাউন্সিলে ভাল ব্যবস্থাপনা করতে পারার জন্য। "মালয়েশিয়া হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে দেশের কর্তৃপক্ষ আর্থিক সংকটকে যথার্থভাবে মোকাবিলা করে তাদের ফাইনান্সিয়াল সিস্টেমকে সমুন্নত রাখতে সমর্থ হয়েছে।" তিনি বললেন। পরবর্তীতে তিনি যা যা বললেন তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না।

কারেন্সি ট্রেডিং সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানার্জনের জন্য আমি বইপত্র ক্রয় করলাম। কারণ আমি বিশ্বাস করতাম কারেন্সি ট্রেডিং আমাদের অর্থনীতির মৌলিক বিষয় নয়। আমাদের কারেন্সি রিনগ্গিট আমাদের অর্থনীতির উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। আমি কামদেসুস এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে একজন সুন্দর মানুষ বলে মনে হলো। মিনিস্টার অব ফাইনান্স এবং ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার আনোয়ার প্রায় প্রায়ই আইএমএফ এর প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আমি আনোয়ারকে কারেন্সি ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য কামদেসুসকে বলতে বললাম। তাকে আরো বুঝাতে বললাম এর ফলে আমাদের আর্থিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। আমি জানি না আনোয়ার আমার কথাগুলো কামদেসুসকে বলেছিলেন কিনা।

আমার কাছে মনে হলো কারেন্সি ট্রেডিং তাদের কাছে যেন পণ্যসামগ্রী। কফি, সুগার, রাবারের মতো কারেন্সি যেন প্রকৃত পণ্য। কিন্তু কারেন্সি পণ্যসামগ্রীর মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে এর কোন নিজস্ব মূল্য নেই। পণ্যসামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যম হচ্ছে কারেন্সি। কারেন্সি অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যায় না। সরাসরি কারেন্সি ব্যবহার করা যায় না।

আমরা আজ আর কোনক্রমেই মধ্যযুগে বাস করি না। তখন ইউরোপীয়ান অর্থনীতিতে গ্রহণযোগ্য কারেন্সি ছিল না। ফ্রেন্স মার্কেটগুলোর ব্যবসায়ীরা সাউথইস্ট এশিয়ান গোলমরিচ পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হতো। এখন আমরা গোলমরিচ ও মসলাদি আমাদের খাবারের স্বাদের জন্য ব্যবহার করবো না। এখন আমরা পণ্যসামগ্রী অর্থের সাহায্যে ক্রয় করি।

মনে পড়ে, একবার পড়েছিলাম ব্রাজিলের কফি মার্কেটে কফি বীনের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় কফির দাম পড়ে যায়। কফির বাজারমূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচুর পরিমাণে কফি বীন সমুদ্রে ফেলে দিয়ে সরবরাহ হ্রাস করে। আপনি কি এভাবে কারেন্সি পুড়িয়ে বা নষ্ট করে মুদ্রার মান বৃদ্ধি করতে পারবেন? কারেন্সির ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি অবস্থা ভাল ছিল না।

www.pathagar.com

আমি মনে করি অর্থনীতিবিদরা যা বলেছেন তা সত্যি সত্যি যথার্থ। তারা বলেন ফাইনান্সিয়াল ও ইকোনমিক সিস্টেমের চালিকাশক্তি অর্থ বা মানি। একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি জানি একজন মানুষের শরীরের সঠিকভাবে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমেই তার জীবন গতিশীল থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউএসএ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে ক্ষমতাধর হয়ে উঠে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এবং রিজার্ভ কারেন্সি হিসাবে ইউএস ডলার স্ট্যান্ডার্ড কারেন্সি হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রেটন উডস এগ্রিমেন্ট[১] ৩৫ থেকে এক আউন্স স্বর্ণকে ইউএস ডলার হিসাবে নির্ধারণ করে। অন্যান্য দেশগুলো তারপর তাদের কারেন্সিকে ইউএস ডলারের বিপরীতে ধার্য্য করে নেয়। অর্থাৎ এটা স্বর্ণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যুদ্ধোত্তর বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হয় এভাবে। ১৯৭১ ইউএস গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড যখন পুনর্নির্ধারিত হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে খরচের ভিত্তিতে। ফলে ওয়ার্ল্ড কারেন্সি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এখন মার্কেট ফোর্স রেট নির্ধারিত করে। এক দেশের সাথে আর এক দেশের সম্পর্কের ভিত্তিতে কারেন্সি "ভাসমান" অবস্থায় উপনীত হয়।

আমি অনুভব করলাম যে দেশগুলো সার্বভৌমত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো এবং তাদেরকে নিপতিত হতে হলো মার্কেট ও হিউমান গ্রীডের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর। লোভী মানুষেরা অন্যান্যদের সমৃদ্ধি কামনা করে না। তারা উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনের কথা ভাবে না। লাভের জন্য তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ধ্বংসই ডেকে আনে।

যাহোক, আমরা এসব জেনেও একে মেনে নিতে বাধ্য না হয়ে পারি না। তারা এখন শুধুমাত্র পণ্যই বিক্রি করে না, কারেন্সিও বিক্রি করে।

বিশেষ করে এজন্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর দেউলিয়া হয়ে পড়া দেশগুলোর ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে।

কামদেসুস ছিলেন ফরাসী, আমি শুনেছিলাম তিনি ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সিরাকের বন্ধু। আমি সিরাককে ভালভাবেই চিনতাম, আমি তাকে কারেন্সি ট্রেডার সম্বন্ধে লিখলাম। ১৯৯৭ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে কমনওয়েলথ প্রধানদের সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমি টনি ব্লেয়ারের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় সবেমাত্র ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমি তার কাছে কারেন্সি ট্রেডিং এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলাম। আমি এ বিষয়টা আইএমএফ এ উত্থাপন করার কথা বললাম। কিন্তু কোন ফল হলো না।

---

১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পর ৪৪ দেশ গ্লোবাল ইকোনমি পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রেটন উডস এগ্রিমেন্ট করে।

www.pathagar.com

কারেন্সি ট্রেডিং সম্বন্ধে মালয়েশিয়ার কিছু অভিজ্ঞতা হলো। আমরা এ বিষয়ে চিন্তান্বিত হলাম এ ভেবে যে আমাদের কারেন্সি রিজার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমরা প্রচুর অর্থ হারিয়েছিলাম। এ শিক্ষার পর থেকে আমরা এ সম্বন্ধে ভাবিত হলাম।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং হংকং এ আইএমএফ এ মিটিং এ আমন্ত্রিত হলাম। আমি সোরোস এর নাম উল্লেখ করলাম। তিনি একজন কারেন্সি ট্রেডার। তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর কারেন্সি দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। পরদিন, একই মিটিংয়ে আনোয়ারও বক্তব্য পেশ করলেন। আমি সাবাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তিনি আমাকে এভাবে বক্তব্য পেশ করতে নিষেধ করলেন। এর ফলে রিনগ্গিটের মূল্য আবার পড়ে যেতে পারে। তিনি আমাকে এভাবে বক্তব্য পেশ করার জন্য বারবার নিষেধ করেই চললেন। আমি আইএমএফ এবং কারেন্সি ট্রেডারদের সমালোচনা করেই চললাম। পরবর্তী মিটিং ছিল চিলির সান্টিয়াগোতে। আমি আর একবার তাদেরকে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করলাম রিনগ্গিটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায়। কিছু কিছু লোক কারেন্সি ট্রেডার সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করা থেকে বিরত থাকবার জন্য আমাকে বললো।

অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। কোম্পানীগুলো দেউলিয়া হয়ে পড়লো। আনোয়ারের সিদ্ধান্তের ফলে ইন্টারেস্ট বৃদ্ধি পেয়ে ১২ পার্সেন্টে দাঁড়ালো। ১৯৬৯ সালে আমরা ন্যাশনাল অপারেশন কাউন্সিল, সাথে সাথে অপারেশন এজেন্সি চালু করলাম। আমরা রাজনৈতিক বিবাদ মিটানোর জন্য সমস্ত স্টেট চিফ মিনিস্টার এবং মেনতেরি বেসার সাথে মিলিত হলাম। এ সাথে পিএএস এর ন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যাকশন কাউন্সিল (এনইএসি)ও অন্তর্ভুক্ত করা হলো। ট্রেড ইউনিয়ন এবং ব্যবসায়ী নেতাদেরকেও সাথে নেওয়া হলো।

আমরা সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলাম। এ কাউন্সিল বড় হওয়ায় আমরা প্রায় প্রায় মিলিত হতে পারলাম না। আমি ছোট একটা উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ক্যাবিনেট কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করে একটা শক্তিশালী কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা করলো। এ কমিটির সদস্যরা হলেন আনোয়ার, একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ দাতুক মুস্তাফা মোহাম্মদ। তিনি ছিলেন মালয়েশিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মিনিস্টার। চিফ সেক্রেটারি তান শ্রী সামসুদ্দিন ওসমান, ফাইনান্স মিনিস্টারির জেনারেল সেক্রেটারী তান শ্রী সামসুদ্দিন হিতাম, ব্যাংক নেগারা ডেপুটি গভর্নর দাতুক ফঙ ওয়েঙ ফাক, ইকোনমিক প্লানিং ইউনিটের প্রধান তান শ্রী আলী আবুল হাসান সুলাইমান প্রমুখ।

এ কমিটি প্রতি সকালে আমার অফিসে সমবেত হতেন। আমরা দেশের অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতাম। আমরা

www.pathagar.com

প্রতিদিনের আর্থিক বিষয়ে পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করতাম। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আর্থিক সংকট মুহূর্তে বড় ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হলাম না। আমরা মালয়েশিয়াতে কমনওয়েলথ গেম অনুষ্ঠান বিষয়ে ভারনাচিন্তা করতে থাকলাম। এক সময় চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য কাজ করলাম।

সংকট মোকাবিলা করার জন্য আমি বিদেশ সফর করে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমি আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ারসে ছিলাম তখন আমার হঠাৎ করে মনে পড়লো ব্যাংকের প্রধান তান শ্রী নোর মোহামেদ ইয়াকুপ দুর্ভাগ্যে নিপতিত ব্যাংক নেগারার কারেন্সি ট্রেডিং অপারেশন চালাচ্ছেন। বুয়েনস আয়াসের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে আমি তাকে কুয়ালা লামপুরের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছিলাম। সেই চেহারাটা আমার মনে পড়লো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কারেন্সি ট্রেডিং এর ব্যাখ্যা তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। তিনি এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। এ সমস্যার সমাধান হলে মালয়েশিয়ার অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী। দেশে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। আমি নোর মোহামেদকে বিমানে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ারসের হোটেলে এসে আমার সাথে দেখা করার কথা জানালাম। আমরা একত্রে মিলিত হলাম। তিনি কারেন্সি ট্রেডিং সমস্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি জানালেন কেন আমরা অর্থ হারাচ্ছি। আমি আমার প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে কী শিক্ষা পেয়েছিলাম তা তাকে বললাম।

তিনি পরামর্শ দিলেন যে রিনগিট ক্রয় করার জন্য আমাদেরকে কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। আমরা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলাম। কিন্তু আমরা কারেন্সি ট্রেডারদের জন্য ফান্ডের মিল করতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারলাম নোর মোহামেদ জ্ঞানী লোক। আমি তাকে আমার ফাইনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার এবং এনইএসি এর একজন সদস্য নিয়োগ করলাম।

আমরা তাকে অনেক প্রশ্ন করলাম। আমি নোর মোহামেদকে জিজ্ঞাসা করলাম এত পরিমাণে আমাদের কারেন্সি মালয়েশিয়া থেকে কিভাবে বাইরে চলে যাচ্ছে এবং কারেন্সি ট্রেডাররা সরাসরি বিলিয়ন বিলিয়ন রিনগিট নিয়ে কারবার করছে। তারা রিনগিট নিয়ে পণ্যসামগ্রীর মতো ব্যবসা শুরু করায় আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট বিপর্যস্ত! তবুও এক পর্যায়ে, আমি বুঝতে পারলাম বাজারে ছাড়ার আগে তারা তাদের রিনগিট হাতে রাখে।

নোর মোহামেদ এনইএসিকে ব্যাখ্যা দান করে বললো যে কোন নগদ অর্থ আসলে স্থানান্তরিত হয় না। এক মিলিয়ন রিনগিট এমন কি আর এম ১০০ বিলস, এর ওজন বিশাল, যা সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা সম্ভব নয়। রিনগিট শুধুমাত্র মালয়েশিয়াতেই চালু আছে। এটা মালয়েশিয়ার বাইরে চলে না।

www.pathagar.com

তা হলে কোন অর্থ এখন ব্যবসা চলেছিল? নগদ কোন অর্থ লেগেছিল না, নোর মোহামেদ ব্যাখ্যা করে বলছেন। পরিবর্তে মালয়েশিয়ান ব্যাংকে নগদ অর্থ অলস পড়ে রইলো। ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের মালিক জনগণ। আমি নোর মোহামেদকে জিজ্ঞেস করলাম অর্থ কেনা বা বিক্রি হয়ে গেলে কী ঘটবে। অল্পস্বল্পের অংক ব্যাংকে জমা থাকবে কিংবা ক্যাশ করা হবে তিনি বললেন। কিন্তু সচরাচর মানি সহজভাবেই ক্রেডিট করা হয়ে যাবে প্রাপকের হিসাবে কিংবা ডেবিট করা হয় ব্যক্তির হিসাব থেকে পেমেন্ট দেবার জন্য। কোন নগদ অর্থ লেনদেন হয় না প্রকৃতপক্ষে। ব্যাংকের হিসাবের বইয়ে শুধুমাত্র প্রদান ও গ্রহণ খাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। ব্যাংকের হিসাবের খাতায় অংকের ফিগার পরিবর্তন হয় মাত্র। যখন রিনগ্গিট ব্যবসা চলে তখন দেশ থেকে কোন অর্থ বাইরে যায় না আবার বাইরে থেকে দেশেও প্রবেশ করে না। এ প্রক্রিয়াটি জটিল আকার ধারণ করে ফরেন ব্যাংকের ফরেন কারেন্সির ক্ষেত্রে, এমনকি রিনগ্গিট মালয়েশিয়া থেকে বাইরে যায় না।

আমি হঠাৎ করে উপলব্ধি করলাম যে এটাই পন্থা। আমরা ব্যাংক নেগারাকে উচ্চ মুদ্রামানের আর এম ১০০০ এর নোট তুলে নিতে বললাম যাতে দেশ থেকে অর্থ পাচার না হয়ে যায়।

আসলে অর্থ মালয়েশিয়ান ব্যাংকে বিদেশীদের হিসাবে জমা থাকছিল। বিদেশীরা এ অর্থের মালিক হওয়ায় আমরা তা ব্যবহার করতে পারছিলাম না। এটা ছিল আমার কাছে একটা উদঘাটন। আমি একজন ব্যাংকার নই। আমি ব্যাংকের সাথে সামান্যই লেনদেন করি তাও চেকের মাধ্যমে। আমার নিজের লেনদেনের পরিমাণ অল্পস্বল্প। আমার ব্যক্তিগত সহকারী ব্যাংকে আমার পক্ষ থেকে লেনদেন করে থাকে। আমি আতঙ্কিত ছিলাম এ ভেবে যে আমি সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করছিলাম ব্যাংক কিভাবে অপারেট করে তা না জেনেই। কিন্তু আমি সে মুহূর্ত থেকে জানতে পারলাম যে কারবারের রিনগ্গিট কখনোই মালয়েশিয়া থেকে নগদে বাইরে চলে যাচ্ছে না। শুধুমাত্র ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ এক নাম থেকে অন্য নামে ট্রান্সফার হচ্ছে। আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম সরকার কিভাবে মালয়েশিয়ান ব্যাংকগুলোর কারেন্সি ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য ব্যাংক নেগারা'র উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়।

আমি বিশ্বাস করতাম যে আমার অনেক এনইএসি এর সহকর্মীরা জানতেন যে ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম পরিচালিত হয় ক্যাশের চেয়ে ক্রেডিটে, যা পরিচালিত হয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাধ্যমে। কিন্তু তারা জানতেন না কারেন্সি ট্রেডিং নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিভাবে।

আমি নোর মোহামেদকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাংকগুলো কি কারেন্সি ট্রেডারদের কাছে রিনগ্গিট কেনাবেচা বন্ধ করতে পারে কিনা। তিনি বললেন যে এটা সম্ভব।

www.pathagar.com

আমি তুন দাইম, নোর মোহামেদ এবং এনইএসি'র ব্যাংকারদের সাথে কথা বললাম। তাদের সাথে আলোচনা করে কারেন্সি ট্রেডিং বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে চাইলাম। একই সময়ে আমরা সেন্ট্রাল লিমিট অর্ডার বুক অথবা সিএলওবি এর মাধ্যমে মালয়েশিয়ান শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করে দিলাম। মালয়েশিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ব্যবসা করার জন্য সিঙ্গাপুর স্টক এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়। ১৯৮৯ সালে আমরা সিঙ্গাপুর স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে আলাদা হয়ে যাই।

আমরা দেখলাম শেয়ারগুলো সিএলওবি এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছিল নিবন্ধনকৃত ট্রাস্টি কোম্পানীগুলোর নামে। শেয়ারগুলো বিক্রি করতে গিয়ে সমস্যার উদ্ভব হলো। ট্রাস্টি কোম্পানীগুলো ছাড়া শেয়ারগুলো বিক্রি করা সম্ভব নয়। আমরা শেয়ার বিক্রি করা থেকে বিরত হলাম।

এর মাঝে আমরা রিনগ্গিটের সাথে ইউএস ডলারের বিনিময় আটকিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এটা ছিল বিরোধমূলক বিষয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম রিনগ্গিটের বিনিময় হার ব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত হবে। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম এটা করা সম্ভব হবে কারণ ব্যাংকে আমাদের প্রচুর পরিমাণ ফরেন রিজার্ভ আছে বলে। (বিশেষভাবে ইউএস ডলার) তাই এক্ষেত্রে আমরা রিনগ্গিটের বিনিময় হার ধার্য করে দিতে পারবো।

মালয়েশিয়ান পণ্যসামগ্রী বিদেশে বিক্রির অর্থ ফিরিয়ে এনে মালয়েশিয়ার ব্যাংকে জমাদানের জন্য আমরা সব সময়ই জোর দিতাম। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ যেমন আর্জেন্টিনা এ ধরণের বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে লগ্নি করতো। মিডিল ইস্টার্ন স্টেট থেকে আয় করা "পেট্রোডলার" কখনোই দেশে ফিরিয়ে আনতো না। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ সারাবিশ্বে বিনিয়োগ করতো।

আমাদের ক্ষেত্রে এর ফলে অবিরতভাবে দেশের অর্থ বিদেশেই চালান হয়ে যেতে থাকলো। ফরেন এক্সচেঞ্জ আয় না করতে পারায় দেশ আমদানী কিংবা ঋণ পরিশোধ করতে পারছিল না। এ প্রক্রিয়ায় আমাদের ফরেন কারেন্সি আয়ে বাধার সৃষ্টি হলো। আমাদের আমদানীকারকদের জন্য মালয়েশিয়ায় সর্বদাই প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ ছিল, যা দ্বারা তারা ইচ্ছেমত বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী কিংবা সার্ভিসেস আমদানী করতে পারতো। সরকার এক্সচেঞ্জ রেট নির্ধারণ করে দেবার পর প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানীর জন্য ফরেন কারেন্সির রেট নির্ধারিত হলো।

আমরা অবশ্য নিজেরাই রিনগ্গিটের মূল্যমান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হলাম। আর্থিক সংকটকালের পূর্বে আর এম ২.৫ এ এক ইউএস ডলার পাওয়া যেত। এক সময়

www.pathagar.com

রিনগ্গিটের মান পড়ে যাওয়ায় আরএম ৫ এ এক ইউএস ডলার পাওয়া যেত। এখন তা কমে গিয়ে আর এম ৩.৮ এবং আর এম ৪ এ এক ডলার পাওয়া যেতে লাগলো। রিনগ্গিটের মান কিছুটা তেজি হওয়ায় এটা সম্ভব হলো। আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট কিছুটা তেজি হওয়ায় এটা সম্ভব হলো। মালয়েশিয়ান পণ্যসামগ্রী আন্তর্জাতিকভাবে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার একই ধরণের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছিল না। আমরা এ বিষয়ে সচেতন হবার চেষ্টা করলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আরএম ৩.৮ এ এক ইউএস ডলার পাবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

আমরা এ বিষয়টা গোপন রাখলাম, কিন্তু এটা কার্যকর করতে হলে ব্যাংক নেগারা এবং কে এলএসই এর প্রয়োজন হবে আমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। আমরা যখন এনইএসি এ সিদ্ধান্ত নিলাম তখন আনোয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং ফাইনান্স মিনিস্টারের দায়িত্বে বহাল ছিলেন। তিনি আমাদের এ পরিকল্পনায় অসম্মতি জানালেন না। তিনিও চাইছিলেন কারেন্সি ট্রেডার এবং সিঙ্গাপুর সিএলওবিকে ঠেকাতে।

পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ চলতে থাকায় আমি স্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু আমাদের দুশ্চিন্তা থাকলো এ ভেবে দেশের জন্য কারেন্সি ট্রেডিং বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে আবার যে কোন মুহূর্তে। আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সম্বন্ধেও আমার ভীতি ছিল। আমাদের পলিসি তাদের নীতিমালার বিরোধী হলে আবার সংকট দেখা দিতে পারে। যদি আমরা আবার আর্থিক সংকটে পড়ি তবে কেউই এগিয়ে আসবে না। আসলে এ সব বিষয়ে ভয়ের কারণই ছিল।

আমি কিন্তু দেশের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর ধারণাকে ঘৃণা করি। ইন্দোনেশিয়া সরকার আইএমএফকে হারায়। আমি কখনোই চাইলাম না মালয়েশিয়া এ ধরণের অবস্থায় নিপতিত হোক। আমরা ইন্দোনেশিয়াকে সম্মত করার চেষ্টা করলাম তারা যেন আইএমএফ ছেড়ে না যায়। ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী মারিই মুহাম্মদ আনোয়ারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মারিইকে বললেন সুহার্তোকে আইএমএফ ছেড়ে না আসার জন্য উপদেশ দিতে।

আমাকে বলা হলো প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে চিন্তামুক্ত ছিলেন না।

প্রায় ৪০ মিলিয়ন ইন্দোনেশিয়ান তাদের চাকুরী হারালো। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা রুপিয়াহ্-এ ধ্বস নামলো। রুপিয়াহ ২,০০০ থেকে ১৬,০০০ প্রতি এক ডলারের দামে পৌছালো। রাজধানী শহর জাকার্তায় দাঙ্গা বেধে গেল। দোকানপাট লুটসহ অনেক লোক নিহত হলো। ইন্দোনেশিয়া এ সংকটের চাইনীজ

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়ানদেরকে দোষ দিল। তারা আমেরিকানদের দোষ ধরলো না। আমেরিকানদের নিয়ন্ত্রণাধীন আইএমএফ কারেন্সি ক্রাইসিসের জন্য দায়ী সে কথা তারা ভেবেও দেখলো না। যখন আইএমএফ ইন্দোনেশিয়ার আর্থিক সংকট নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হলো তখন তারা দেশটিকে খাদ্য ও জ্বালানীতে ভর্তুকী দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করলো। সেখানকার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লে আরো দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে গেল। থাইল্যান্ড এবং ফিলিপাইন উভয়েই আইএমএফ এর কাছে নিজেদের সঁপে দিল, শুধুমাত্র সাউথ কোরিয়া উঠে দাঁড়াতে সমর্থ হলো।

সহজ কথায় আমার আইএমএফ'র সমাধানের উপর আস্থা ছিল না। আনোয়ার এ সমাধানে সহায়তা করেছিল। মন্ত্রীরা অভিযোগ করতে শুরু করলো যে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তাদের কোন অর্থ নেই। আনোয়ার উদ্বৃত্ত বাজেট চাইলেন। কিন্তু তা করা সম্ভব ছিল না রিনগ্গিটের মূল্যমান হ্রাস পাবার ফলে। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলো। আনোয়ার ২৫ পার্সেন্ট বাজেট হ্রাস করতে বললো। যদি আমরা এটা করতাম তবে আমাদের ট্রেজারিতে কোন অর্থকড়ি থাকতো না। আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের সমাপ্তি ঘটতো।

আমি নিজের পথে সমাধানের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম। শেষ মুহূর্তে আনোয়ার আমাকে বললেন ব্যাংক নেগারা'র গভর্নর তান শ্রী আহমেদ মোহদ ডন এবং তার সহকারী ম্যানেজার ফঙ তাদের পদত্যাগপত্র তার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি খবর শুনে মর্মাহত হয়েও সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সংকল্প করলাম। ব্যাংক নেগারা'র থার্ড মোস্ট সিনিয়র অফিসারকে আমার সাথে দেখা করতে বললাম। সে সময় তান শ্রী ড. জেতি আকতার আজিজ ছিলেন ইকোনমিকস, ফরেন অ্যান্ড মানি মার্কেট অপারেশনস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কনট্রোল এর এ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার। আমি ভদ্রমহিলাকে চিনতাম তবে ভালভাবে নয়। নতুন গভর্নর নিয়োগ দেবার মতো সময় আমার হাতে ছিল না। আমি তাৎক্ষণিতভাবে তাকেই ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর হিসাবে নিয়োগদান করলাম। ভদ্রমহিলা আমার বাসায় এলেন। আমি অবস্থাটা ব্যাখ্যা করে তাকে বললাম। তিনি আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি খুবই সহায়ক ভূমিকা রাখলেন। তিনি বললেন যে তিনি কারেন্সি ট্রেডিং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিপুল অংকের অর্থ ট্রান্সফার বন্ধ করার জন্য ওই বিষয়ে সম্পৃক্ত ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি অবশ্যই কারবারের জন্য অর্থ প্রদানের অনুমতি দিবেন।

১৯৯৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর জেতি কারেন্সি কন্ট্রোলস এবং রিনগ্গিটের সাথে ইউএস ডলারের মান ধার্য করে তা বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন। তিনি প্রেসকে বললেন, আমাদের নিজেরমতো কাজ করতে হবে, সমস্যার অর্থবহ

www.pathagar.com

সমাধানকে মাথায় রেখে ইন্টারন্যাশনাল কম্যুনিটি ব্যর্থতাকে বিবেচনায় রাখতে হবে। আদর্শিকভাবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করবে; ফোর্সিং কান্ট্রিগুলো কাজ করবে স্বতন্ত্রভাবে।

জেতি গভর্নর হবার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বদান করার পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি এনইএসিতে যোগদান করে মার্কেটের বর্তমান অবস্থার উত্তর উত্তর ফিডব্যাক আনতে সক্ষম হন। রিনগ্গিটের অবস্থা স্থিতিশীল হয়। রিনগ্গিটের কালোবাজারের উপর আমরা নজর দিলাম। আমরা মূল্য মনিটর করলাম। আমরা প্রয়োজনীয় সবকিছু যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করলাম। এনইএসি এর মিটিং প্রতিদিন চলতে লাগলো। ব্যাংক নেগারা থেকে প্রাপ্ত ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যাংকগুলোতে গচ্ছিত রাখতে হলো। এর ফলে বোনাফাইড আমদানীকারকদের ফরেন মানি তারা যথাসময়ে সরবরাহ করতে পারে। ইউএস ডলারের বিপরীতে মালয়েশিয়ান মুদ্রায় মান ছিল আরএম ৩.৮০। এর ফলে আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারকদের সুবিধা হলো। রিনগ্গিটের মান আরএম ৩.৮০ হওয়ায় ব্যবসায়ীরা খুশি হলো।

আর্থিক সংকটের কালে আমরা সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। প্রোপার্টি সেল সুদৃঢ় হলে আমরা হোম ওনারশিপ ক্যাম্পেন্সে'র আয়োজন করলাম। আমরা ডেভলপার, উপযুক্ত বায়ার, দাতাসংস্থা, সরকারি অফিসার এবং আইনজীবীদেরকে এক কাতারে আনলাম। ফার্স্ট প্রোমোশন এক্সিবিশনে আর এম ৩ বিলিয়ন মূল্যের সম্পত্তি বিক্রি হলো। ইন্ডাষ্ট্রি নির্মাণের জন্য আমরা আবার সিদ্ধান্ত নিলাম। উপশহর এলাকায় ৪০,০০০ ফ্লাট তৈরির পদক্ষেপ নেওয়া হলো। আমরা আবার আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ায় আমাদের উন্নয়নের অগ্রগতি হতে থাকলো।

এন ইএসি পেনগুরুসান দানাহারতা ন্যাসিওন্যাল বিএইচডি (দি ন্যাশনাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী) দানামোদাল ন্যাসিওনাল বিএইচডি (দি ন্যাশনাল ব্যাংক রিফাইন্যানসিং কোম্পানী) এবং কর্পোরেট ডেট রেসস্ট্রাকচারিং কমিটি (সিডিআরসি) ইত্যাদি গঠনের প্রতি নজর দেওয়া হলো।

আমরা সিএলওবি'র মাধ্যমে মার্কেট থেকে শেয়ার কেনার বিষয়ে অনুমোদন দিলাম না। এ কারণে সমস্ত রকমের শেয়ারের মূল্য পড়ে গেল। শেয়ারের মালিকরা প্রথমে কেএলএসই-এর সাথে নিবন্ধন করলো। পরবর্তীতে আমরা এ শেয়ারগুলো বিক্রি করার জন্য বিশেষ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলাম। প্রথমে সিএলওবি ট্রেডেড শেয়ারগুলোর মালিকরা খুশি হলো না। কেএলএসই পুনরুদ্ধার হলো। আমাদের বিশেষ কোম্পানী তাদের শেয়ারগুলো ক্রয় করে নেবার পর

www.pathagar.com

শেয়ারের মূল্য ২০০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলো। তাদের আর্থিক ক্ষতি হলো যাতে তারা ভয় পেলো, কিছুদিন অপেক্ষা করার পর তাদের জন্য তা লাভজনক হলো। কোম্পানী ওই শেয়ারগুলো নিয়ে ব্যবসা করে লাভ করলো। সরকার অর্থ পুনরুদ্ধার করলো।

বিশ্ব আমাদের কারেন্সি কন্ট্রোল করার জন্য নিন্দাজ্ঞাপন করলো। অনেক অর্থনীতিবিদ বললো যে তারা ওপেন-মার্কেট ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। বিশেষজ্ঞরাও আমাদেরকে সমালোচনা করলো।

কারেন্সি ট্রেডাররা তাদের কাজ করতে ক্ষান্ত হলো। আইএমএফ বস্তুতপক্ষে আমাদের কাজকে স্বীকৃতি দিল। যদিও তারা অন্য দেশগুলোর জন্য সুপারিশ করলো না।

নোবেল প্রাইজ-উইনিং অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আমাদের ভিউয়ের প্রতি স্বীকৃতি দিলেন।

আমাদের সমাধান ছিল যে আমাদের জন্য আমাদেরই কাজ করতে হবে। কিন্তু অনেক উন্নয়নশীল দেশ আমাদের অবস্থায় ছিল না। আমাদের কারেন্সির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সাফল্য ছিল। আইএমএফ আমাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং আমাদের আর একটা সাফল্যও ছিল। ১৯৭০ দশক এবং ১৯৮০ দশক থেকে সরকারের পুরো অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমর্থনযোগ্য হয়।

যাহোক, কারেন্সি একমাত্র সমস্যা ছিল না। আমরা ছিলাম নানা সমস্যায় জর্জরিত। ঠিক একদিন পরে জেতি ঘোষণা করলেন মালয়েশিয়ার কারেন্সি কন্ট্রোলস একটা সমস্যা। আমার আর একটা সমস্যা আনোয়ারের নাটকীয় মস্তিষ্ক।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫৩
আনোয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চার বছর পর আইজিপি তুন হানিফ প্রথম আনোয়ারের বিরুদ্ধে সমকামী ক্রিয়াকর্মের অভিযোগ আমাকে জানালেন। একজন আমাকে ৫০ দলিল কেনাপা আনোয়ার ইব্রাহিম তিদাক বোলেহ যাদি পেরদানা মেন্তারি (কেন আনোয়ার ইব্রাহিম প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না তার ৫০টি কারণ) বইটি মালয়-লাঙ্গুয়েজ ডেইলি উতুসান মালয়েশিয়ার সাবেক সম্পাদক দাতুক খালিদ জাফ্রির লেখা। বইটিতে পরিষ্কারভাবে অর্থ আয়ের উদ্দেশ্যে স্পর্শকাতর অনুষঙ্গে লেখা। আমি বইটি পড়লাম না, আনোয়ারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত গুজব প্রত্যাখাত হওয়ায়।

১৯৯১ সালে উম্মি হাকিলদা আলী নামের একজন মহিলার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। আমি তার চিঠি পড়ে বিরক্ত হলাম। চিঠিতে আনোয়ারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি পায়ুকামী। আমি পরে জানতে পারলাম যে উম্মি আনোয়ারের পলিটিকাল সেক্রেটারী মোহদ আজমিন আলীর বোন। আনোয়ার যদি মহিলাদের সাথে অ্যাফেয়ারে জড়িত থাকতো আমি কমই বিস্মিত হতাম না। আমি ভাবলাম তার মত একজন ধার্মিক ব্যক্তি কেমন করে সমকামী হতে পারে? আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর ব্যাপার হলো তার মত উচ্চপদস্থ একজন বয়স্ক লোক, একজন মুসলিম কিভাবে এ কাজ করতে পারে। তার অভিযোগের সঙ্গে চার বছর আগে আইজিপি এর অভিযোগের মিল খুঁজে পেলাম। আমি বিষয়টাকে গুরুত্বসহকারে দেখলাম না। একমাস পরে উম্মি আমাকে আর একটা চিঠি লিখলো। এবার সে লিখলো সে তার অভিযোগ তুলে নিচ্ছে। আমি অবাক হলাম এটা ভেবে কেন সে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, আবার কেনই বা তা প্রত্যাহার করলো।

ইত্যবসরে পুলিশ ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের কাজকর্মের উপর নজর রাখছিল। আমি তাদের নজরদারী থামিয়ে দিলাম। আমার সন্দেহ হলো যে তারা নজরদারী করে চলেছে। এ সময় তারা ছবি ও লোকজনের স্বীকারোক্তিসহ সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করলো। নতুন আইজিপি তান শ্রী আব্দুল রহিম নূর এবং তার তদন্তকারী অফিসার তান শ্রী মুসা হাসান আমার কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করলে আমি বুঝতে পারলাম বিষয়টি অবহেলার নয়। আমি তাকে বললাম যে আমি স্বাক্ষীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাই। আমি ইতিমধ্যে কারেন্সি সংকট সমাধান করেছিলাম। আমি ১৯৯৮ সালের কমনওয়েলথ গেমস নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

www.pathagar.com

আমি সাক্ষীদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে কুয়ালা লামপুরে আমার অফিসিয়াল বাসভবনে পারদানাতে মিলিত হলাম। স্বাক্ষীদের মধ্যে একজন ছিলেন আনোয়ারের স্ত্রী দাতিম সেরি ড. ওয়ান আজিজান ওয়ান ইসমাইলের ড্রাইভার আজিজাহ। পুলিশ বললো আনোয়ার আজিজাহ্‌কে অনেকবার পায়ুকাম করেছে। আমি আনোয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তার কাছে জিজ্ঞাসা করলে সে আনোয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হওয়ায় আজিজাহ্‌ মুখ খুলতে ভয় পেলেও সে আমাকে বিস্তারিতভাবে প্রথম ঘটনার কথা বললো। আনোয়ার ক্ষমতাশালী লোক হওয়ায় সে এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

আমি আরো চারজন বালিকার সাক্ষাৎকার নিলাম। তারা আমাকে বললো তারা নাল্লা নামে একজন প্রভাবশালী ইন্ডিয়ানের দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। সে কিভাবে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে কুয়ালা লামপুরের সমৃদ্ধশালী শহরতলীর কেন্নি হিলে নিয়ে গিয়েছিল। তারা সেখানে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের সাথে দেখা করে। তাদেরকে যৌন কাজে লিপ্ত হবার জন্য নগ্ন হতে বলা হয়। তাদের দু'জন এ কাজ করতে অস্বীকার করে। আর দু'জন এ কাজে সম্মত হয়। তারা পুলিশ ও আমার কাছে তাদের কথা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা কোর্টে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য যেতে রাজি হয় না। পুলিশ তাদের তদন্ত সম্পর্কে প্রতিবেদন আমার কাছে পেশ করে।

পুলিশের তথ্য এবং আমার সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমি মনে করলাম এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। আমি কোনভাবেই এ ধরণের একজন মারাত্মক লোককে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে সরকারে রাখতে পারি না। তার কাজকর্ম নৈতিকতা বিরোধী। একে নীরবে মেনে নেওয়া যায় না, আমি ভাবলাম।

আমি ইউএমএনও মেন্তেরি বেসার, চিফ মিনিস্টার এবং রাজ্যের প্রধানদের সাথে পারদানাতে মিলিত হলাম। আমি পুলিশকে তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে বললাম। আমি আনোয়ার সম্বন্ধে যা যা জেনেছিলাম তা তাদেরকে বললাম। স্বাক্ষীদের ছবিগুলোও তাদের কাছে উপস্থাপন করলাম। আমি তাদেরকে বললাম তারা স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য নিতে চান কি না। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সাক্ষাৎকার নেবার আর কোন প্রয়োজন নেই বলে জানালেন।

আমি তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি তাহলে কী পদক্ষেপ নিতে পারি। আমি তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে তারা আমার কথায় সম্মতি দিবেন। সমবেত নেতারা আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে বললেন যে যদি এ নিয়ে কথা উঠে তবে তারা আমাকে সমর্থন যোগাবেন।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারি। ক্যাবিনেট থেকে অপসারণ করার পরও তিনি ইউএমএনও এর একজন মেম্বার থাকবেন। ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও চালিয়ে যাবেন। ওখান থেকে অপসারণ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র ইউএমএনও সুপ্রিম কাউন্সিল রাখে।

ওই সময় আমি তাকে অপসারণ করার জন্য পরিকল্পনা করলাম। আমি ভাবলাম এ কাজটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। ১৯৯৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর আমি ন্যাশনাল প্রেস এজেন্সি বেরনামার কাছে এক বিবৃতি প্রদান করলাম, যাতে বলা হলো ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে সরকার থেকে অপসারণ করা হলো।

তারপর বহু লোক খালিদ জাফ্রির বই পড়লেন। বইটি সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত ইউএমএনও জেনারেল অ্যাসেম্বলির প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করা হলো। অনেকেই উম্মি হাফিলদার লেখা চিঠির কথা শুনলো। এমন কথা প্রচারিত হলো যে আনোয়ারের অপসারণ রাজনৈতিক ব্যাপার। তার সমর্থনকারীগণ আমাকে দোষী করলো স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির অভিযোগে। ১৯৯৮ সালের ইউএমএনও এর এ্যানুয়াল জেনারেল অ্যাসেম্বলির মিটিং প্রকাশ্যভাবে আমার ও আমার নেতৃত্ব সম্বন্ধে সমালোচনা করলো। লোকজন জানতেন আমি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম যে আনোয়ার আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছেন।

আমি এ বিষয়ে ভীত হলাম না। আমি জানতাম ইউএমএনও এর অধিকাংশ সদস্যদের কাছে আমি জনপ্রিয়। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আনোয়ারের বিরুদ্ধে যেকোন পার্টি কনটেস্টে আমি জয়লাভ করবো। আমি টেঙ্কু রাজা লেইগ হামজাহ এবং তুন মুসা হাতিম-এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে আগেও জয়লাভ করেছিলাম। তারা দু'জনেই ইউএমএনওতে প্রভাবশালী লোক ছিলেন। পার্টিতে আনোয়ারের অবস্থান তাদের মত নয়।

আমি এখন আনোয়ারের কেস ইউএমএনও সুপ্রিম কাউন্সিলে উত্থাপন করতে পারি। মেন্তারি বেসার এবং চিফ মিনিস্টারদের প্রতি আমার আস্থা ছিল। তারা ওই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তাদের জোর সমর্থন আমরা পাব বলে আমি আশা করলাম। আনোয়ার কিন্তু পার্টির সদস্য এবং ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার। তিনিও কাউন্সিলের মিটিংএ উপস্থিত থাকবেন।

কয়েকদিন পরে পুত্রা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হেডকোয়ার্টারে ইউএমএনও এর সভা অনুষ্ঠিত হলো আনোয়ারের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য। আমি তাকে সরকার থেকে অপসারণের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম। আনোয়ার এ মিটিং এ আমার ডান দিকে বসেছিলেন। আমি এ অবস্থায় অস্বস্তিবোধ করতে

www.pathagar.com

লাগলাম। আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বললাম ইউএমএনও এর ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এখন তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতে পারেন। তিনি কারণ দেখাতে পারেন কেন তাকে অপসারণ করা হবে না।

আনোয়ার তার দীর্ঘ বাখ্যা প্রদানকালে একবারের জন্যও তার সমকামিতার বিষয়ে কোন কথা বললেন না। শুধুমাত্র মহিলাদের সাথে অ্যাফেয়ার সম্বন্ধে আলোকপাত করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি এমন কিছু অস্বাভাবিক কাজ করেননি, যা সুপ্রিম কাউন্সিলের মেম্বাররাসহ অন্যান্যরা করেন না। তিনি রাগে দু'একবার টেবিল চাপড়ালেন। কাউন্সিলের সদস্যরা মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনলেন। আমি আনোয়ারকে থামাতে চেষ্টা করলাম না।

তিনি তার বক্তব্য শেষ করলে দাতুক পাদুকা ইব্রাহিম আলী প্রথম বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন যে তিনি আনোয়ারকে দীর্ঘদিন যাবৎ চেনেন। ১৯৭০ দশকের দিকে তারা দু'জন কামুনটিঙ ডিটেনশন সেন্টারে ডিটেনশনে ছিলেন। তিনি আনোয়ারকে সমালোচনা করলেন টেবিল চাপড়ানোর জন্য। তিনি বললেন যে তিনিও খালিদ জাফ্রির বই পড়েছেন। উম্মি হাফিল এর চিঠির কপিও পড়েছেন। ইব্রাহিম আলী বললেন তাকে শুধুমাত্র ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদ থেকে অপসারণ করাই উচিত নয়, তাকে ইউএমএনও এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ও সদস্যের পদ থেকে অপসারণ করা উচিত।

আমার নীতি প্রত্যেককে কথা বলতে দেওয়া। অধিকাংশই আনোয়ারের বিরুদ্ধে কথা বললো। কিন্তু অন্য কেউই ইব্রাহিমের মত জোরালো ভাষায় নয়। তাকে উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করার আমার আগের সিদ্ধান্তকে তারা সমর্থন করলো। কয়েকজন পরামর্শ দিল যে আনোয়ারকে ইউএমএনও পদ থেকেও সরানো উচিত।

আমি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। প্রত্যেকেই কথা বলার পর কাউন্সিল মেম্বারদের বক্তব্যের জবাব দেবার জন্য আমি আনোয়ারকে জবাব দিতে বললাম। তিনি আমার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। আমি তারপর কাউন্সিলকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি তাহলে এখন কী করবো। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম। অধিকাংশই আনোয়ারকে পার্টি'র ডেপুটি প্রেসিডেন্ট'র পদ থেকে বহিষ্কার করার কথা বললেন।

মিটিং মাঝরাতে শেষ হলো। অন্যান্য সদস্য চলে যাবার পরও আমি ওখানে থাকলাম কয়েকটা পেপারে সই করার জন্য। আমাকে জানানো হলো আনোয়ারের সমর্থকরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে জড়ো হয়েছে। পুলিশ আমাকে নিশ্চিত করলো সেখানে তেমন কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেনি। পরে আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম,

www.pathagar.com

আমি দেখতে পেলাম আনোয়ারের ৬০ জনের মত সমর্থক উগ্রমূর্তিতে গ্রাউন্ডফ্লোরে জড়ো হয়েছে। আমি আমার কার এ উঠার আগে তারা আমার দিকে প্লাস্টিকের বোতল ছুঁড়ে মারতে লাগলো। তারা অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে জালিম ও ডিক্টেটর বলে চিৎকার করতে শুরু করলো। তারা নিশ্চয়ই আনোয়ারের অনুগত ছিল। আনোয়ার মিটিং থেকে প্রস্থান করার সময় তাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে যান। পুলিশ এবং আমার দেহরক্ষী আমাকে রক্ষা করলো। আমি বুঝতে পারলাম ওই লোকগুলো আমাকে আঘাত করতে পারবে না। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

এর পর থেকে আনোয়ার তার পক্ষে লোক ভিড়াতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি সারাদেশ সফর করে লোকজনদের জানালেন যে তাকে অপসারণ করা হয়েছে ষড়যন্ত্র করে। এটা সম্পূর্ণরূপে একটা রাজনৈতিক ব্যাপার। আমি যাতে পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারি তার জন্যই এ ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তিনি তার অনৈতিক কাজকর্মের প্রসংগে টুশব্দও করলেন না। পার্লামেন্টের পিএএস সদস্য মোহাম্মাদ সাবু তার আগের বক্তৃতায় আনোয়ারের সমকামীতা সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি আসলে আনোয়ারের পক্ষ নিলেন। পিএএস সদস্যরা সুসংগঠিতভাবে একটা মিছিলে যোগ দিল। ৩০,০০০ বেশি লোকের সমাবেশে আনোয়ার তার বক্তব্য রাখলো। উপস্থিত লোকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পিএএস সদস্য কিংবা সমর্থক। অনেক ইউএমএনও সদস্যও সেখানে উপস্থিত ছিল।

আমি তার মিছিল সম্বন্ধে কোন ইস্যু খাড়া করতে চাইলাম না। কারণ কয়েকদিন পরেই ছিল কমনওয়েলথ গেমস, তার প্রস্তুতি পুরোদমে চলছিল। তার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য সারাদেশে সফর করে অবস্থাটা জনগণকে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়াও বিষয়টা এতটাই স্পর্শকাতর ছিল যে একটা বড় জনসমাবেশে তা ব্যক্ত করাও শোভনীয় ছিল না। আমি ইউএমএনও'র তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের কাছে সব কথা বিস্তারিতভাবে বললাম। অধিকাংশ নেতাই আমার কথা বিশ্বাস করলেন। কিছু কিছু নেতা চিৎকার চেঁচামেচি করে প্রস্থান করলো। লোকজনকে বোঝানো কষ্টকর ব্যাপার ছিল যে আনোয়ার সৎ লোক নয় কিংবা তার মধ্যে পূণ্যের লেশমাত্র নেই। তিনি অধিকাংশ সময়ই বিভাগীয় ও শাখা ইউএমএনও নেতাদের সাথে কথা বলে চললেন। এ সব নেতাদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব আমি তাকে অনেক আগেই দিয়েছিলাম। তিনি এর সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি কামপুঙএর জনগণের মধ্যে সভা সমাবেশ করে বেড়াতে লাগলেন। তিনি জুম্মার নামাজের দিনে মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে তার বক্তব্য তুলে ধরতেও লাগলেন। তিনি ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারেন না বলে তাদের কাছে সাফাই গাইতে লাগলেন। মুসলিমদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে তার মিথ্যাচারের ফলে আমি অনেক ধার্মিক মুসলিমদের চোখে অসৎলোক হিসাবে চিত্রিত হলাম।

www.pathagar.com

সরকারের থেকে আনোয়ারকে অপসারণ করার কয়েকদিন পরে পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা লিম কিট সিয়াঙ একটা প্রেস স্টেটমেন্ট ইস্যু করলেন এ মর্মে যে দেশ ও আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে একজন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আনোয়ারের অপসারণের কারণ ব্যাখ্যা করা আমার দায়িত্ব। আলিরান নামের সিভিল সোসাইটি মুভমেন্টের প্রেসিডেন্ট পি. রামকৃষ্ণনও বললেন জনসাধারণের অধিকার আছে আনোয়ারের বরখাস্তের কারণ জানার। তাছাড়াও ১৪টি নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন (এনজিও) একটা ইস্যু খাড়া করলো একটা জয়েন্ট প্রেস স্টেটমেন্ট দিয়ে। তাতে তারা বললো, "সঠিকভাবে জবাব দিন" আনোয়ারের বরখাস্ত সম্বন্ধে।

বিভিন্ন কর্নার থেকে এ সব আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ২২ সেপ্টেম্বর আমার অফিসে একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করলাম। কনফারেন্সে একজন সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমি ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ও অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে আনোয়ারকে বরখাস্ত করেছি। আমি ব্যাখ্যা করে বললাম আমি প্রথম দিকে আনোয়ারের বিরুদ্ধে সমকামীতার অভিযোগ বিশ্বাস করিনি। পরে আমি যখন ব্যক্তিগতভাবে আনোয়ারের সঙ্গীর সাক্ষাৎকার নেই তখন আমি এটা বিশ্বাস করি। আনোয়ার তারপর আমার কাছে আরএম ১০০ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ দাবী করে আমার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করলেন।

হাইকোর্ট পরে আনোয়ারের দাখিলকৃত মানহানির মামলা খারিজ করে দেয় এ কারণ দেখিয়ে যে আমি ডিফেন্স অব জাস্টিফিকেশন (ট্রুথ)এবং কোয়ালিফাইড প্রিভিলেজ দ্বারা সুরক্ষিত। হাইকোর্টের বিচারকরা বললেন যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার বৈধ, নৈতিক, সামাজিক দায়িত্ব ছিল আনোয়ার সম্বন্ধে জাতিকে জ্ঞাত করানো এবং তিনি পাবলিক অফিসের সে দায়িত্বই পালন করেছেন। তিনি এটা জনসাধারণের মঙ্গলার্থেই করেছেন। আনোয়ার আমার উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন সে বিষয়েও জনসাধারণ ও ইউএমএনও'র সদস্যদের জানানোর অধিকার জনস্বার্থে আমার আছে। হাইকোর্টের বিচারকরা আরো বললেন, আমি বোনাফাইড (সরল বিশ্বাসে) এ কাজ করেছিলাম। আমি কোয়ালিফাইড প্রিভিলেজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিলাম। আনোয়ারের আপিলও খারিজ হয়ে গেল। ফেডারেল কোর্টও আনোয়ারের আবেদন খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখলো।

ইত্যবসরে ইন্দোনেশিয়ার ঘটনায় আনোয়ার এবং তার সমর্থকরা উৎসাহিত হলেন। ১৯৯৮ সালের ২১ মে তারিখে রাস্তায় বিশাল আকারের গণবিস্ফোরণের ফলে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো পদচ্যুত হলেন। ইন্দোনেশিয়ার এন্টি সুহার্তো ক্যাম্পেন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আনোয়ার আমাকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে সরিয়ে দেবার বাসনা পোষণ করলেন। কমনওয়েলথ শেষ হবার আগের দিন ২০ সেপ্টেম্বর আনোয়ার কুয়ালা লামপুরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দাতরান মারদেকায় বড় ধরণের একটা র‍্যালি করলেন। ১৯৫৭ সালে এ

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক স্থান থেকে আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এটা বিবেচনা করে সহানুভূতি আদায়ের জন্য চতুরতার সাথে আনোয়ার ওই জায়গাটাই বেছে নেন। ইউএমএনও এর অনেক সদস্যই এ কথাটাই ভাবলেন। কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয় আনোয়ারের র‍্যালিটা যেখানে হচ্ছিল তার কাছাকাছি সেন্ট মেরি ক্যাথিড্রাল পরিদর্শন করছিলেন। কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয়-এর মত একজন লোকের এ পরিদর্শনকে আনোয়ার পরোয়া করলেন না। আমরা ওই এলাকাতে পুলিশ মোতায়েন করলাম কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয়-এর সফর বিঘ্নিত না হয় ভেবে।

আমার বাড়ি ও ইউএমএনও হেডকোয়ার্টার জ্বালিয়ে দেবার জন্য আনোয়ার তার অনুগামীদেরকে উত্তেজিত করলেন। দাঙ্গাকারী একটা দল ইউএমএনও বিল্ডিং ও রুমগুলোতে ভাঙ্গচুর করলো। আর একটা হাঙ্গামাকারী দল আমার বাড়ির এক কিলোমিটারের মধ্যে উপস্থিত হলো। কিন্তু পুলিশ যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যাহোক পুলিশ কিন্তু আনোয়ারের বিক্ষোভ মিছিলকে কোনক্রমেই ভাল চোখে দেখলো না। ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পুলিশ আনোয়ারকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করলো।

আমি জানতাম আরো সমস্যার উদ্ভব হবে। আমি আশা করেছিলাম আনোয়ার কমনওয়েলথ গেম চলাকালে এ কাজটি করবেন না। অনেক বিদেশী সাংবাদিক আনোয়ারের সমর্থকদের বিক্ষোভ করা দেখে এবং মালয়েশিয়ার বিরোধীদলের নেতাকে গ্রেফতার করায় তারা নিন্দা জানালো। তারা এ ধরণের সংবাদকে লুফে নেয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা আনোয়ার সম্পর্কিত সংবাদ জানতো বিধায় তারা কমনওয়েলথ গেম নির্বিঘ্নে সমাধার জন্য লেখালেখি করলো। খেলা চলাকালে মিন্ট হোটেলে প্রেস সেন্টার করা হয়েছিল আমি সেখানে সাংবাদিকদেরকে লাঞ্চটাইম সংবর্ধনা দিলাম। সেখানে অস্ট্রেলিয়ার একজন মহিলা সাংবাদিক আনোয়ার সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করলেন। তিনি আনোয়ারের অনৈতিকতা খুঁজে পেলেন। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ইউরোপীয়ান সমাজে বয়স্কদের মধ্যে সমকামীতা এবং পায়ুকাম স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই তাদের দৃষ্টিতে আনোয়ার কোন দোষ করেনি।

ওই সময় আমি কারেন্সি সংকট মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিলাম। বিদেশী সাংবাদিকরা কারেন্সি সংকট মোকাবেলায় আনোয়ারের বিরোধিতার অজুহাতে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে মনে করলেন। আমাদের ক্যাবিনেট তাকে অপসারণ করেছে তা মানতে তারা রাজি হলেন না। তিনি যে ব্যাংক নেগারা থেকে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরকে পদত্যাগ করায় আনোয়ারের হাত ছিল সে কথাও কেউই তুললো না।

আইজিপি আমাকে জানালেন পুলিশ দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টির অভিযোগে আনোয়ারকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমি তার কথায় সায় দিতে পারলাম না।

www.pathagar.com

তাকে গ্রেফতার করলে সে রাজনৈতিক শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। আমি আইজিপিকে উপদেশ দিলাম আনোয়ারকে গ্রেফতার করার সময় যেন তাকে হাতকড়া পরানো না হয়। আমার উপদেশের পরিবর্তে তারা সর্বদা যা করে থাকে তাই করলো। তারা আনোয়ারের বাড়িতে গিয়ে দরজা ভেঙ্গে তাকে হাতকড়া পরিয়ে একটা পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়ে গেল।

আমি আশা করেছিলাম তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তেমনটা কয়েক দিনের মধ্যে ঘটলো না। তারপর পুলিশ আমাকে বললো তাকে সিকিউরিটি অ্যাক্টে আটক করে রাখা হয়েছে। আমি বারবার পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম কেন তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়নি। তারা আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিল না। পরিশেষে আমি জানতে পারলাম তার ডিটেনশনের সময় চোখে কালসিটে দাগ পড়েছে। পুলিশ চাচ্ছিল তার চোখের কালসিটে দাগ দূর হলে তাকে কোর্টে চালান করা হবে। আমি পুলিশকে বললাম তাকে আইএসএ অধীনে আটক করে রাখা ঠিক হবে না।

গ্রেফতার হবার নয় দিন পর ২৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ আনোয়ারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করলো। এটাই ছিল জনসাধারণের মধ্যে তার প্রথম উপস্থিতি। তার একটা চোখের কালসিটে দাগ সকলেরই চোখে পড়লো। একজন ডাক্তার হিসাবে তার চোখে কালসিটে দাগ হবার কারণ আমি জানতাম। তার মাথায় সম্ভবত আঘাত করার ফলে তার এটা হয়েছে। আমি কখনোই কল্পনা করতে পারলাম না তাকে কেউ এভাবে অপমানিত করতে পারে। আমি পরে আইজিপিকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্য বললাম।

একসময় এটা প্রকাশ পেল আ্ইজিপি রহিম নিজেই আনোয়ারকে এ অবস্থা করার জন্য দায়ী। তিনিই আনোয়ারকে পুলিশের প্রতি উত্তেজিত করেন। এর ফলে তিনি তাকে চাবুক মারেন। এর ফলে আনোয়ার এবং তার সমর্থকরা দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ফয়দা লুঠতে পারবে। রহিম রাজনৈতিকভাবে আমার অনুকুলে ছিলেন না। তিনি মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক মান ধুলায় লুটিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। আনোয়ারের এ অবস্থার জন্য তার সমর্থক ও বিরোধীদল আমার বিরুদ্ধে "ডিক্টেটরের মত" পন্থা গ্রহণ করার অভিযোগ আনলো। তারা সারাদেশে আনোয়ারের কালো চোখের কালসিটে দাগের ছবিসহ পোস্টার টানালো। তার সমর্থকরা মনে করলো আমিই ব্যক্তিগতভাবে আনোয়ারের প্রতি এ ধরণের নিষ্ঠুর কাজের জন্য দায়ী।

আনোয়ারের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক চার্জ গঠন করা হলো। একটা হচ্ছে দুর্নীতির অভিযোগ আর একটি হচ্ছে সমকামীতা। কিন্তু তিনি একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে বললেন এ চার্জগুলো তার বিরুদ্ধের অভিযোগগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর দাতুক মোহামাদ সাঈদ অয়াঙ উম্মি হাফিলদাকে ভয়

www.pathagar.com

দেখালেন আমাকে লেখা চিঠিটা প্রত্যাহার করার জন্য। ১৯৯৮ সালের ২ নভেম্বর দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা শুরু হলো। তা চললো পাঁচ মাস। কোর্টে মোহামাদ সাঈদের সাফাই গাওয়াটা আনোয়ারের পক্ষে যাওয়ার অভিযোগে উত্তেজনাকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। উম্মি হাফিলদাকে ভয় দেখিয়ে তার চিঠি প্রত্যাহার করার কথা এবং আমাকে চিঠি লেখার কথা তাকে অস্বীকার করাতেও ভয় দেখানোর চেষ্টা করা আনোয়ারের কাজ বলে কোর্ট মনে করায় আনোয়ার দোষী সাব্যস্ত হলেন। আনোয়ার রেহাই পাবার জন্য আপিল করলেন, কিন্তু আপিলের রায়ে আগের রায় বলবৎ থাকলো।

১৯৯৯ সালের ৭ জুন আনোয়ারের বিরুদ্ধে পায়ুকামের অভিযোগে মামলা শুরু হলো। সেখানে আপত্তি উত্থাপিত হলো যে চার্জ গঠনের দিনে পায়ুকামের মত কোন ঘটনা ঘটেনি। এর্টনি জেনারেল তান শ্রী মোহতার আব্দুল্লাহ কোন কথা বললেন না। তিনি নীরব থাকার মাধ্যমে এটাই বুঝাতে চাইলেন যেন এমন কিছু ঘটেইনি। সংবাদপত্রে প্রকাশ পেল পায়ুকামের মত কোন ঘটনা আনোয়ার ঘটায়নি। যদি নির্দিষ্ট দিনে এটা না ঘটানো হয়ে থাকে তার অর্থ এই নয় যে অন্য কোন সময় তা ঘটাতে পারেন না। আমাদের প্রসিকিউটরদের নিয়েই সমস্যার উদ্ভব হলো। তারা সিভিল সার্ভেন্ট এবং তারা ক্রিমিনাল মাইন্ডকে জানেন না। এটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার হলো। তারা তাদের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করেননি। আমার আর কিছুই করার রইলো না। তারপর কেস হাইকোর্টে উঠলো। হাইকোর্ট আনোয়ারকে দোষী বলে রায় দিল। আনোয়ারের সমর্থকরা এটাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করলো।

কেমন করে এ কথা যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, আমি আসলে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি যদি আনোয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতাম তবে পুলিশ, এর্টনি জেনারেল তার প্রসিকিউটর, স্বাক্ষী, বিচারক এবং ফরেনসিক ল্যাবোরেটরি এক্সপার্ট এবং অন্যান্যরা আমার কথামত কাজ করতো। পরবর্তীতে আনোয়ার হাইকোর্টে আপিল করলেন। হাইকোর্টের রায়ে নিম্নআদালতের রায় বলবৎ থাকলো। এবার আনোয়ার ফেডারেল কোর্টে আপিল করলেন। আপিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে আনোয়ার সমকামীতার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন। ফেডারেল কোর্ট বললো যে আজিজানের গল্প স্বাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সে আনোয়ার ও সুকুমা দারমাওয়ান সাসমিতয়াত মাদজা (আনোয়ারের বৈমাত্র ভাই) দ্বারা পায়ুকামের শিকার হবার সময় তারিখ ও স্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। অধিকাংশ মালয়েশিয়ান ফেডারেল কোর্টের বিচার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। ঘটনা সংঘটিত হবার তারিখটা সঠিক ছিল না।

স্থানীয় ও বিদেশী সাংবাদিকরা আমার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে আমাকে একজন ডিক্টেটর হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলো। বিচারে আনোয়ার নির্দোষী

www.pathagar.com

প্রমাণিত হওয়ায় বিশেষ করে ফরেন প্রেস আমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলো। বিরোধী দল এবং তাদের সংবাদপত্রগুলোও আমার বিরুদ্ধে লাগতে পিছপা হলো না।

আনোয়ার আবারও আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলো।। আমি ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর **সুহাকাম** আয়োজিত "হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড গ্লোবাইজেশন" কনফারেন্সে আমি আমার স্বাগত ভাষণ দিলাম। আনোয়ার সম্বন্ধে একটা প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম আমাদের সমাজে সমকামিতা গ্রহণযোগ্য নয়। আমার ক্যাবিনেটের কেউ সমকামী হোক তা আমি পছন্দ করি না। আমার পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। আমি আরো বললাম, "কল্পনা করুন কেউই এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পেতে পারে না।"

যাহোক, আমার বিরুদ্ধে আনোয়ারের মানহানির মামলা হাইকোর্ট খারিজ করে দিল। আমি আবারও ডিফেন্স অব জাস্টিফিকেশন (ট্রুথ)এবং কোয়ালিফাইড প্রিভিলেজ দ্বারা সুরক্ষিত হলাম।। আনোয়ার ফেডারেল কোর্টে আপিল করলেন। ২০১০ সালের ২৪ নভেম্বর ফেডারেল কোর্ট আনোয়ারের আবেদন খারিজ করে দিল। আনোয়ারের বরখাস্তের সময় ইউএমএনও সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যরা প্রায়ই প্রেস সম্বন্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন। তারা সুপারিশ করলেন যে সমালোচকদেরকে সরিয়ে দিতে হবে যদি তারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনা করে। তারপর সিনিয়র এডিটরদেরকে বরখাস্ত কিংবা বদলী করা হলো। সুপ্রিম কাউন্সিলের বাইরের লোকজন আমাকে নিন্দা জানাতে লাগলো। আমি ভেবে দেখলাম পদে থাকলে লোকজন আমাকে তোষামোদ করতে কসুর করে না। আর অন্যদিকে পদ থেকে সরে গেলে সে সব লোকজন আমার বিরুদ্ধে কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে।

আনোয়ারের অ্যাফেয়ার ও কারেন্সি সংকট মালয়েশিয়াকে অস্থিতিশীল করে তুললো। এখন আমার দায়িত্ব হলো মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। ১৯৯৮ সালের শেষ দিকে আমাদের অর্থনৈতিক চাঙ্গা হবার মত অবস্থা সৃষ্টি হলো। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার তেমন উন্নতি হলো না। আনোয়ারের আন্দোলন এবং তার জাস্টিস পাটি বা পার্তি কেয়াদিলান গঠনের পর তারা রাস্তায় বড়সড় ধরণের বিক্ষোভ মিছিল করলো।

যদিও আমি কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নিয়েছিলাম তখনো কিন্তু আনোয়ারের সমকামিতার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অভিযোগ মুছে গেল না। চোখ কপালে উঠে গেল যখন আবার আনোয়ারের বিরুদ্ধে নতুন করে সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপিত হলো। এ সময় আনোয়ারের ২৩ বছর বয়সী ব্যক্তিগত সহকারী মোহদ সাইফুল বুখারি আজলান অভিযোগ করলো ২০০৮ সালের ২৬

www.pathagar.com

জুন আনোয়ারের দ্বারা সে পায়ুকামের শিকার হয়েছে কুয়ালা লামপুরের একটা আবাসস্থলে। সাইফুলকে পায়ুকাম করায় কোর্টে আনোয়ারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হলো।

১৫ আগস্ট ফেডারেল টেরিটোরি মসজিদের খাদেমদের সামনে সাইফুল কোরআন স্পর্শ করে শপথ করলো যে সে আনোয়ারের দ্বারা পায়ুকামের শিকার হয়েছে। এটা ছিল সাইফুলের সত্য কথা বলার শপথ। সাইফুল আনোয়ারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল এ বলে যে কোরআন ছুঁয়ে আনোয়ারকে শপথ করে বলতে হবে যে আনোয়ার তাকে পায়ুকাম করেনি। ১৬ আগস্ট আমি আনোয়ারকে আহ্বান করলাম কোরআন স্পর্শ করে শপথ করে বলতে যে তিনি নির্দোষ। আমি বললাম যে মালয়েশিয়ান রাজনৈতিক অঙ্গনের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে জনসাধারণের আবেগকে প্রশমিত করার জন্য কোরআন স্পর্শ করে সাইফুলের আনীত পায়ুকামীর অভিযোগ সম্বন্ধে আনোয়ারের বিবৃতি দেওয়া উচিত। সাইফুলকে পায়ুকাম করেনি একথা অস্বীকার করে আনোয়ার কোরআন স্পর্শ করে শপথ করলেন না। ফলে বিচারকার্য চলতে থাকলো। আমি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলাম। আনোয়ার নিঃসন্দেহে একজন ক্যারিসমেটিক ম্যান। তিনি জানেন কিভাবে লোকজনের সমর্থন আদায় করতে হয়। একারণেই আমি আনোয়ারকে আমার পাশে নিয়েছিলাম। আমাকে দেখানো হয়েছিল যে আমি যেন তার কোন বিচার ছাড়াই তাকে ভিকটিম করে জেলে পাঠিয়েছিলাম। একটা বই কিংবা একটা আর্টিকেলে আমার নাম ব্যবহার করে লেখা হয়েছিল যে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমার ডেপুটিকে জেলে পাঠিয়েছিলাম। ওই লেখার কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে তাকে কোর্টে পাঠানো হয়েছিল।

আমার স্বভাব ক্ষমাশীল। রাজনৈতিকভাবে আমাকে অবমাননা করেছে এমন বহু লোককে আমি পুনর্বাসিত করেছিলাম। এমনকি আমি তাদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি যিনি আমার পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন আনোয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদ থেকে অপসারিত হবার পর। আনোয়ার সারা বিশ্বের চোখে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার পর তাকে ক্ষমা করা কিন্তু আমার পক্ষে কঠিন কাজ ছিল।

বর্তমানে আনোয়ার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু যদি তিনি হতে না পারতেন তবে তিনি নিজেই কাজে নেমে পড়তেন। তিনি আমাকে চিন্তাভাবনা না করেই ছেড়ে যেতেন। আমি ভাবলাম আমি তাকে অপসারণ করে দেশের জন্য ভালই করেছিলাম। আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু আনোয়ারকে অপসারণ করা ভুল ছিল না।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫৪

১৯৯৮: গ্রেট গেমস, স্মরণীয় অর্জন

আজ আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৯৮ সাল ছিল আমার পক্ষে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। এ বছরের ঘটনাগুলো ছিল এশিয়ান ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস, কমনওয়েলথ গেমস, দাতুক শ্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের বরখাস্ত। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এ বছরেই আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে সরে যাবার পরিকল্পনা করি।

আমি বৃহত্তম খেলাধুলার অনুষ্ঠান ১৬তম কমনওয়েলথ গেমস মালয়েশিয়াতে আয়োজন করার ইচ্ছা করি। আমাদের দেশে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারলে তা হবে এশিয়ার প্রথম দেশ যে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করেছে। আমি ভাবলাম এটা করতে পারলে আমার প্রধানমন্ত্রীত্ব শেষে সুন্দরভাবে অবসর গ্রহণ করা হবে।

কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে পারলে আমাদের দেশে বেশি বেশি সংখ্যায় পর্যটকের আগমন ঘটবে। অলিম্পিকস এর পরই কমনওয়েলথ গেমস এর অবস্থান। দেশে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে হলে সামর্থ থাকতে হবে বড় বড় উন্নয়নকর্ম সমাধা করার। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার পরই আন্তর্জাতিক কনফারেন্স স্টেজ তৈরি করি। আমি লক্ষ্য করলাম তখনো আমাদের জনগণ সঠিকভাবে দক্ষতাসম্পন্ন নয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের ভাল দোভাষী আর প্রটোকল অফিসার ছিল না। বিদেশী পর্যটকরা আমাদের দেশে এসে অসুবিধায় পড়তো।

আমরা আমাদের দেশে কমনওয়েলথ গেমস এর হোস্ট হবার জন্য ১৯৯২ সালে চেষ্টা করি। আমরা এডেলাইড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরোধিতার মুখে পড়ি। তারা বলে মালয়েশিয়া শুধুমাত্র পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে। তাদের প্রতিনিধিরা আরো দাবী করে গরম ও আর্দ্র জলবায়ুর দেশে খেলাধুলা করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে কমনওয়েলথ গেমস এর হোস্ট হবার জন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল বন্ধু ও সমর্থকদের। কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের ৬৬ সদস্য রাষ্ট্র ১৯৯২ সালের ২১ জুলাই স্পেনের বার্সিলোনাতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে মালয়েশিয়াকে কমনওয়েলথ গেমস এর হোস্ট হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে।

আমি গেমসের প্রস্তুতি নেবার জন্য গভীর আগ্রহ দেখালাম। সিটি সেন্টারের বাইরে বাকিট জালিল এ একটা নতুন স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

www.pathagar.com

রাস্তায় প্রচুর গাড়ি, কুয়ালা লামপুরের পুরনো স্টেডিয়াম খেলাধুলোর উপযোগী নয়। আমাদের প্রয়োজন একটা নতুন বড় স্টেডিয়াম। আর একটা ইনডোর স্টেডিয়ামও তৈরি করতে হবে। অলিম্পিক সাইজের পুল, অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটা গেমভিলেজ। আমরা কুয়ালা লামপুরের আশপাশের কয়েকটা খেলার মাঠকে পছন্দ করলাম সে সব মাঠে বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। লাংকায়িতে আমরা একটা সুটিং রেঞ্জ তৈরি করলাম। নতুন গেম কমপ্লেক্সের ডিজাইন তৈরি করা হলো এবং মালয়েশিয়ানদের দ্বারা এ কমপ্লেক্স নির্মিত হলো।

১১ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত গেমস অনুষ্ঠিত হলো। ৭০ টি দেশ ও টেরিটোরির একটা রেকর্ডসংখ্যক অংশ গ্রহণকারীরা গেমসে উপস্থিত হলো। ৩৬৩৮ জন অংশগ্রহণকারী খেলায় অংশ নেয়। প্রথমবারেরমত রাগবি, হকি, ক্রিকেট অর্ন্তভুক্ত করা হলো। মালয়েশিয়ান খেলোয়াড়রা ১০টি গোল্ড মেডেল লাভ করলো। গেমসের ওপেনিং সেরিমোনির প্রাক্কালে আমি খোলা কারে চড়ে ট্রাকের চারদিকে চক্কর দেবার সময় উপস্থিত জনতা হাততালি দিয়ে আমাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালো। এ গেমসে বিভিন্ন ইভেন্টে নতুন নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হলো। অলিম্পিক মেডেলিস্ট ত্রিনিদাদের অটো বোল্ডন এ গেমসে অংশ গ্রহণ করলেন।

সুচারুরূপে গেমস চলাকালে আমাকে নানাবিষয়ে সমস্যা মোকাবিলা করতে হলো। কারেন্সি সংকট, আনোয়ারের বরখাস্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে আনোয়ারের বিক্ষোভ মিছিল আমাকে মোকাবিলা করতে হয়। আনোয়ার সারাদেশে আমার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন করে বেড়াতে লাগলেন। গেমসের ক্লোজিং সেরিমোনি চলাকালে কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয় তার ভাষণ নির্বিঘ্নে দিলেন। কিন্তু তিনি পরিশেষে বলতে যাবেন "আমি গেমসের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।" ঠিক সে সময় আগুন জ্বলে উঠলো। রানী "সমাপ্তি" বলতে পারলেন কোন রকমে শব্দ ঝাঁপিয়ে। মালয়েশিয়াতে কমনওয়েলথ গেমস সুন্দরভাবে আয়োজন করতে পেরে আমরা আমাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারলাম।

আমি ভাবছি আমরা সেপাঙ এ কুয়ালা লামপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (কেএলআইএ) তৈরি করে ভাল করেছি। আসলে আমরা সুবাঙ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এ আর একটা রানওয়ে তৈরি করতে চাইলাম। কিন্তু সেখানে প্রচুর জমি ছিল না। এটা করতে গেলে রাবার রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আরআরআইএম) এর জায়গা অধিগ্রহণ করতে হবে এবং রিসার্চ করার জন্য লাগানো রবার বাগান কেটে ফেলতে হবে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় কখনোই আমাদের এয়ার ট্র্যাভেলের অবস্থা ভাল ছিল না। টেঙ্কু'র আমলে আমাদের প্রথম এয়ারপোর্ট ছিল সুনগাই বেসি তে। সেটা ছিল খুবই ছোট। ওটা নগরীর কাছাকাছি হওয়ায় সমস্যার অন্ত ছিল না। টেঙ্কু এটা

www.pathagar.com

বুঝতে পারেন। সুবাঙ এর কাছে নতুন এয়ারপোর্ট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কিছু জমির মালিক আরআরআইএম। প্রতিষ্ঠানের ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা কিছু রবার গাছ কাটতে বাধা দিলেন।

কুয়ালা লামপুর বছরে সর্বোচ্চ ৪০০,০০০ যাত্রী বিমানে যাতায়াত করতো। সুবাঙ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিমান বন্দর হলো। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ বিমানবন্দরে বছরে বিমান যাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ মিলিয়নে। বড় বড় বিমান অবতরণের জন্য আমাদের আরো অতিরিক্ত একটা এয়ারপোর্টের প্রয়োজন হলো। আরআরআইএম এর জায়গা অধিগ্রহণ করারও প্রয়োজন হলো। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হলো না। আমরা নতুন বিমানবন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত নিলাম। দক্ষিণ কুয়ালা লামপুরের ৫০ কিলোমিটার দূরে আমরা একটা জায়গা ঠিক করলাম। আমরা নতুন বিমানবন্দর তৈরির জন্য ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম। এখন থেকে সামনের ১০০ বছর পরের কথা ভেবে বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য বড়সড় প্রোজেক্ট নেওয়া হলো। সুতরাং আমরা ২৫,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ করলাম। পাঁচটা বড় ধরণের রানওয়ে, দুটো টার্মিনাল বিল্ডিং, চারটি স্যাটেলাইট বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে। বছরে ১২৫ মিলিয়ন যাত্রী যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখা হলো।

আমি চাইলাম কেএলআইএ প্রোজেক্টের টেন্ডারাদির জন্য তিন বছর কেটে গেল। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার তান শ্রী জামিলুস হুসাইনকে বিমানবন্দর নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ১৯৯৪ সালে বিমানবন্দরের কাজ শুরু হলো। একজন সিনিয়র ট্রেজারী অফিসিয়াল তান শ্রী ক্লিফোর্ড হাবার্টকে চেয়ারম্যানশিপের অধীনে প্রোজেক্ট ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো। ২৫,০০০ দেশী বিদেশী শ্রমিক নির্মাণ কাজে নিযুক্ত থাকলো। একসময় নির্মাণ কাজ শেষ হলো। আমি কেএলআইএ থেকে লাঙকায়ি প্রথম ডোমেস্টিক ফ্লাইট ১৯৯৮ সালের ৩০ জুন সকাল ৭.৩০ এ চালু করার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। বিমান কোন প্রকার সমস্যা ছাড়াই লাঙকায়িতে পৌঁছালো। এ বিমানবন্দর নির্মাণ করতে আরএম ৯ বিলিয়ন অর্থ ব্যয় হলো। কেএলআইএ খুলে দেবার কয়েকদিন আগে হংকং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোট চালু করা হয়। হংকং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোট তৈরি করতে ইউএসডি ২০ বিলিয়ন খরচ হয় (আরএম ৭২ বিলিয়ন)। এখন আমাদের কেএলআইএ দিয়ে বছরে ২৩ মিলিয়ন যাত্রী চলাচল করে। অন্যদিকে সুবাঙ এয়ারপোর্ট বছরে ১৪ মিলিয়ন যাত্রী পরিবহন করে। আমরা একসময় কেএলআইএ আরো উন্নত করতে সক্ষম হই। মালয়েশিয়ান ইঞ্জিনিয়াররা রেসিং কার ইঞ্জিন টেকনোলজি উদ্ভাবন করতেও সক্ষম হয়। ১৯৯৬ সালে আমি প্রেসের কাছে আমার বক্তব্য তুলে ধরি। আমরা মালয়েশিয়াকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। আমরা ২০১টা দেশের

www.pathagar.com

৬.১ মিলিয়ন দর্শকের কাছে টিভির মাধ্যমে আমাদের লাইভ প্রোগ্রাম তুলে ধরতে সক্ষম হই। আমরা ওয়ার্ল্ড ফর্মুলা চ্যাম্পিয়ানশিপ চালু করি। পেট্রোনাসও পাঁচ বছরের রেড বুলু সাউবার টিমের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

আমরা একটা ওয়ার্ল্ড ফর্মুলা মোটর রেসিং চ্যাম্পিয়ান ইভেন্ট এর হোস্ট হবার জন্য বিড করি। আমাদেরকে চীন, সাউথ কোরিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সাথে প্রতিয়েগিতা করতে হয়। ১৯৯৪ সালে আমি বার্নি ইসলেস্টোন থেকে একটা চিঠি পেলাম। আমারাই বিড এ জিততে পেরেছি।

যখন কমনওয়েলথ গেমস আমরা অর্গানাইজ করতে সেপাঙ এ কুয়ালা লামপুর বিমানবন্দর এবং এক্সপ্রেস রেলওয়ে লিঙ্ক আমাদের দেশকে ২০২০ সালে উন্নত দেশের টার্গেটে পৌঁছে দেবার সংঙ্কেত হিসাবে বিবেচিত হলো। ১৯৯৮ সালে আমাদের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল চ্যালেঞ্জিং বছর হিসাবে তার মধ্যে কমনওয়েলথ গেমসের স্মরণীয় অর্জন ছিল বিশাল। সে সময়ের পুরোমাত্রার অনিশ্চিয়তা কেটে গিয়েছিল স্মরণযোগ্য অর্জনের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫৫
অর্থনৈতিক বিপর্যয়

অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কারেন্সি কন্ট্রোল করতে হলো। কিছু বড় বড় কোম্পানীতে এর ফলে সমস্যা দেখা দিল, দেউলিয়া হবার মত অবস্থারও সৃষ্টি হলো।। কিছু কোম্পানী স্থবির হয়ে যাবার মত অবস্থা হলো। সম্প্রতি বেসরকারীকরণকৃত কর্পোরেশন মালয়েশিয়ান এয়ার লাইনস, লাইট রেল ট্রানজিস্ট সিস্টেমস পরিচালিত কোম্পানী, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কোম্পানী ইনদাহ ওয়াটার কনসোর্টিয়াম ইত্যাদি ইউএমএনও'র সম্পত্তি হিসাবে প্রাথমিকভাবে স্থাপিত হয়েছিল।

কোম্পানী নানাভাবে আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি করলেও আমরা চাইনি কোম্পানীগুলো বন্ধ হয়ে যাক। সরকার ব্যর্থ কোম্পানীগুলো থেকে ট্যাক্স আদায় করতে চায়নি। বন্ধ কোম্পানীর শ্রমিকরা চাকুরী হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। কোন কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যায় তখন আরো কোম্পানীকে দেউলিয়া হবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানীগুলোকে পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমরা তিনটি এজেন্সির সংকট সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এজেন্সিগুলো হলো পেনগুরুসান দানাহারতা ন্যাসিওনাল বেরহাদ (দানাহারতা) ১৯৯৮ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দানামোদাল ন্যাসিওনাল বেরহাদ (দানামোদাল) ওই বছরই আগস্ট মাসে স্থাপিত হয়। কর্পোরেট ডেট রিস্ট্রাকচারিং কমিটি (সিডিআরসি) তাদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করে। তিনটি এজেন্সিই এ সহায়তার ফলে সফলভাবে তাদের টার্গেট পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। বিলিয়ন বিলিয়ন রিঙগিট এর লোন ও ডেট পুনরুদ্ধার করতে হয়।

কোম্পানীগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া এয়ালাইনস উদ্ধার করা হলো। মালয়েশিয়া এয়ালাইনসকে বেসরকারীকরণ করা হয়েছিল। তান শ্রী তাজউদ্দিন রামলি এটি ক্রয় করেন। তিনি তার কনট্রোলিং শেয়ার পরিশোধের জন্য আরএম ১.৮ বিলিয়ন ধার করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে কোম্পানী বিশাল ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। ২০০০ সালের শেষে ধারের পরিমাণ দাঁড়ায় আরএম ৯.৪ বিলিয়নে। ১৯৯৪ সালে যখন তাজউদ্দিন কোম্পানী ক্রয় করেন তখন ভালই লাভ করেন। সরকার তাকে আরএম ১.৭৯ বিলিয়ন দিতে চাইলো কোম্পানীকে পুনরুদ্ধার করার জন্য। তাজউদ্দিন ছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তুন দাইমের ঘনিষ্ঠ। তার ফলে তিনি কোম্পানী কেনার সময় সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন। তাকে নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছিল। আর্থিক সংকট প্রোজেক উসহাসামা ট্রানজিট

www.pathagar.com

রিংগান অটোমোবাইল এসডিএন বিএইচডি(পুত্রা) এবং সিস্টেম ট্রানজিট আলিরান রিংগান এসডিএন বিএইচডি(স্টার) কোম্পানী, লাইট রেল ট্রানজিট (এলআরটি) ইত্যাদির উপর আঘাত হানলো। সরকার লাইট রেল ট্রানজিট (এলআরটি)কে চালু রাখার জন্য আরএম ৯ বিলিয়ন প্রদান করলো। এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলো। আজকের দিনে সবাই অনুধাবন করতে পারেন লাইট রেল ট্রানজিট (এলআরটিকে টিকিয়ে রাখা কতটা জরুরী ছিল। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে লাইট রেল ট্রানজিট (এলআরটি) এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

আমরা আর একজন মালয়ী ব্যবসায়ীকে সাহায্য করি। তিনি হলেন রেনোঙ এর চেয়ারম্যান তান শ্রী হালিম সাদ। তিনিও তাজউদ্দিনের মত তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তুন দাইমের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একসময় রেনাঙ ইউএমএনওর সাথে সংযুক্ত ছিল। ১৯৯০ সালে এটা সম্পূর্ণ প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজে রূপান্তরিত হয়। তারা অনেকগুলো প্রাইভেট প্রোজেক্টের কাজ সমাধা করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তিনি কমনওয়েলথ গেমসের ন্যাশনাল স্পোর্ট কমপ্লেক্স, নর্থ-সাউথ এক্সপ্রেসওয়েসহ বিভিন্ন প্রোজেক্টের কাজ সম্পন্ন করে।

আর্থিক সংকটের আগে রেনাঙ এর কাজের পরিধি ছিল বিশাল। দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ও অর্থমন্ত্রী থাকাকালে হালিম তার সাথে দেখা করতে যান। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধিকল্পে আর্থিক আরএম ১০ বিলিয়ন সাহায্য চান। আনোয়ার প্রথমে দিতে চাইলেও পরে তাকে তা দেন না। পরে হালিম বিষয়টা আমাকে বলেন। আর্থিক সংকট দানাবেঁধে উঠলে রেনাঙ শেয়ার মার্কেট ৮০ পার্সেন্ট ভ্যালু হারায়। তাদের বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয় এবং ঋণের বোঝা বেড়ে যেতে থাকে। রেনাঙকে চাঙ্গা করার জন্য হালিম অনেক চেষ্টা করেন। তিনি ইউইএমকে রেনাঙের শেয়ার কেনার জন্য রাজি করান। তিনি তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে পরে তিনি এগুলো বেশি দামে কিনে নিবেন। কিন্তু পরে তিনি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না। শেষমেষ তিনি খাজানাহ নাসিওনাল বেরহাদ বলেন ইউইএমকে অধিগ্রহণ করতে যাতে তার সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না।

আমার পরিবারও সমালোচনার মুখে পড়ে। আমার পুত্র মিরজানের কোম্পানী কোনসোর্টিয়াম লজিস্টিক বেরহাদ (কেএলবি) ১৯৯৬ সালে আরএম ৭ মিলিয়ন প্রোফিট করে। ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসকালে ১৯৯৭ সালে আরএম ২.৫ বিলিয়ন ঋণ ছিল। ওই বছর সুদ হিসাব করা হয় আরএম ৯০.৬। কেএলবি এ্যাসেট বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। পেট্রোনাসের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এমআইএসসি বেরহাদ দেশের বৃহত্তম জাহাজ কোম্পানী। তাদের জাহাজের সংখ্যা ছিল ১৪১। দুটো বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর সাথে কেএলবি এর এ্যাসেট বিক্রি করে দেবার কথা হয়। কিন্তু তারা যে দাম করে তাতে কেএলবি এর হিসাবে আরএম ৪৫৭.৮ মিলিয়ন ক্ষতি হবে বলে তাদের কাছে কেএলবি তার সম্পত্তি বিক্রি করে না।

www.pathagar.com

এমআইএসসি এবং পেট্রোনাস বেশই লাভজনক মূল্য দিয়ে কেএলবি এর সম্পত্তি কিনে নেয়। এমআইএসসি এবং পেট্রোনাস এর এ সিদ্ধান্তের মধ্যে কেএলবির প্রতি কোন প্রকারের বদান্যতা ছিল না। আনোয়ার বারবার অভিযোগ করতে থাকে যে আমি নাকি আরএম ২ বিলিয়নে কেএলবি এর এ্যাসেট কিনে মিরজানকে সাহায্য করতে এমআইএসসি পেট্রোনাসকে বলেছি। আনোয়ারের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। পেট্রোনাস শুধুমাত্র কেএলবি এর সম্পত্তি কম মূল্যেই শিপিং বিজনেস চাঙ্গা হলে তারা তার ভাল প্রোফিটে বিক্রি করতে সমর্থ হয়।

সারাওয়াকের বাকুন হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট সমস্যায় পড়ে। আমার প্রধানমন্ত্রীত্বেরকালে ১৯৮২ সালে এ প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়। হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার সাধারণত বরফাচ্ছন্ন তাপমাত্রার জলবায়ুতে তৈরি করার জন্য ভাল বিবেচিত হয়। যেখান থেকে বরফ গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে এমন পানিতে টারবাইন ভালভাবে চালিত হয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। সারাওয়াকে অবিরতভাবে সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয়। আসল কথা হলো এ প্রোজেক্টের সাফল্য নির্ভর করে পরিবেশের উপর।

প্রাথমিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আইডিয়া করা হয়েছিল ৬০০ কিমি দূরের পূর্ব উপকূলের জোহর সমুদ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সারা উপদ্বীপে সরবরাহ করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে ভোল্টেজ ক্ষতি হবে। আমরা সমুদ্র থেকে প্রচুর ভোল্টেজের বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো না। আমরা যখন এ প্রকল্প গ্রহণ করার কথা চিন্তাভাবনা করি তখন আমাদের কেবল টেকনোলজি এখনকার মত উন্নত হয়নি। নর্থ সি কিংবা বাল্টিক সাগর থেকে বিদ্যুৎ আনার জন্য কেবল ছিল ২০০ কিমি লম্বা। কিন্তু আমাদের কেবল প্রয়োজন ছিল ৬০০ কিমি লম্বা। আমরা তাই উপদ্বীপে থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট তৈরির ঝুঁকি নিতে চাইলাম না।

সাবাহ ও সারাওয়াকের জন্য খুব বেশি বিদ্যুতের প্রয়োজন ছিল না। বাকুন থেকে ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলো। দুটো স্টেটের প্রয়োজন মিটিয়েও অতিরিক্ত বিদ্যুৎ থেকে যাচ্ছিল। আমরা সারাওয়াকে পাওয়ার ইনসেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের পরিকল্পনা নিলাম যাতে আমাদের শিল্পায়ন ঘটে। আমরা ভেবে দেখলাম বিদ্যুতের সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী হতে পারে এ্যালুমিনিয়াম স্মেল্টার। প্রথম দিকে এ্যালুমিনিয়াম স্মেল্টিং এ আগ্রহী লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার ছিল। একটা চাইনিজ শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে আগ্রহ দেখালো। তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য এ্যালুমিনিয়াম প্রয়োজন ছিল। বিদ্যুতের খরচ বেশি হওয়ায় একই সময়ে বহুদেশ তাদের স্মেল্টার বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর তারা খুঁজতে থাকে কোথায় কম দামে বিদ্যুৎ ক্রয় করা যায়। আমরা দুবাই এ্যালুমিনিয়াম (দুবাল) আমাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে স্মেল্টার কিনতে চাইলো।

www.pathagar.com

আর্থিক সংকটের আগে আমরা ড্যাম তৈরি করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরে আমরা তা শেষ করতে দেরি করি। ১৯৯৮ সালে আমরা আবার সিদ্ধান্ত নেই ড্যামের কাজ শেষ করে পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ করার। বাকুন হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট থেকে বিদ্যুৎ কিনে কনসোর্টিয়াম পরিচালিত ইকরান হাইড্রোইলেকট্রিক কর্পোরেশনকে ড্যাম্প নির্মাণ করার জন্য নিয়োগদান করি। এতে বাকুন হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট এর বিদ্যুৎ বিক্রি করা সম্ভব হয়। আমরা দুবালকে পাওয়ার প্লান্টে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য রাজি করাই। আমাদের বিদ্যুতের দাম কম হওয়ায় তারা স্মেল্টার তৈরি করে। ৩০ পার্সেন্ট শেয়ারে পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ করে। তারা আরএস ৯০ মিলিয়ন জমা দেয় যা তাদের ৩০ পার্সেন্ট শেয়ারের ১০ পার্সেন্ট। তারপর ড্যাম্প তৈরি করা হয় নিলামে টেন্ডারের মাধ্যমে। একটি চাইনিজ কোম্পানী সিমে ডার্বি কাজ পাবার জন্য সবচেয়ে লোয়েস্ট বিড ডাকে।

প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর নির্মাণ কাজ শুরু হলো। দুবালকে ইকুইটি শেয়ার না দেবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের ডিপোজিট ফেরত দিল। সারাওয়াকে স্মেল্টারে দুবালের বিনিয়োগ উধাও হয়ে গেল। আমি এ অবস্থায় আপসেট হয়ে পড়লাম। আবরদেরকে আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে আসার জন্য পাঁচ বছর চেষ্টা করতে হয়েছিল। বর্তমান প্রাইম মিনিস্টারকে অর্থ ফেরত দিতে হবে। কারণ আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আরব বিনিয়োগকারী শেখ রসিদ সাঈদ আল মাকতোউম কোন অর্থ এখানে বিনিয়োগ করা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন দুবাইয়ের শাসক, তিনি তার দেশকে উন্নত করেছেন। আরববিশ্ব ও ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক দেশের উন্নয়ন সাধন করেন। তার তিনটি কোম্পানী বিলিয়ন বিলিয়ন মূলধন ছিল। তিনি পাওয়ার প্লান্টে বিনিয়োগ করতে চাইলেন না। দুবাই একটা খুব বড় এ্যালুমিনিয়াম স্মেল্টার প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছিল জ্বালানী হিসাবে। সেখানে বিদ্যুতেরও প্রয়োজন ছিল। তারা উপলব্ধি করলো যে মালয়েশিয়া'র হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট কোন অর্থ বিনিয়োগ করবে না।

আমি শুনতে পেলাম আমাদের সরকার সস্তায় দেশের লোকদেরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। তুন আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়ার আগে উপদ্বীপে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিদ্যুতের কেবল আনতে চেয়েছিলেন। আমরা ওই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম সে সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি। স্থানীয় পাওয়ার প্লান্ট অপেক্ষা বাকুন'স হাইড্রোপাওয়ার প্লান্টের ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের চার্জ বেশি হবে। তা হলে গরীব লোকজন বাকুন'স হাইড্রো প্লান্টের বিদ্যুত ব্যবহার করে কিভাবে উপকৃত হবে?

www.pathagar.com

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ জোর দিয়ে বললো অলাভযোগ্য কোম্পানীগুলো দেউলিয়া হিসাবে গণ্য করতে হবে। শুধুমাত্র যোগ্য এবং লাভজনক কোম্পানীগুলোই আর্থিক সংকটের কালে টিকে থাকবে। তা হলেই অর্থনীতির উন্নতি ঘটবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ এর উপদেশের ফলে আসলে আমাদের অনেক প্রতিবেশী দেশের শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ লোক চাকুরী হারায়। তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দেয় এবং বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে রেপ ও খুন-জখম করতে ও থাকে। এর ফলে সামাজিকভাবে অনেক মূল্য দিতে হয়। তাদের দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ধনীদেশগুলো ব্যাংক ও কোম্পানীগুলো রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ন হবার জন্য প্রস্তুত হয়। তারা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত কোম্পানী এবং ব্যাংকগুলোকে অল্প মূল্যে কিনে নেয়। তারপর তারা ওইগুলো উচ্চমূল্যে বিক্রি করে লাভবান হয়। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত দেশগুলো বিদেশী ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এক সময় আইএমএফ দাবী করে যে তারা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বিদেশীদের সব রকমের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। তার অর্থ এ সব দেশগুলোতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের আর কোন বাধা নেই। আমাদের কতিপয় প্রতিবেশী দেশের দিকে মনোযোগ দিলে আমরা দেখতে পাবো সে সব দেশে কী ঘটেছিল। কারেন্সি ক্রাইসিসের কারণে আমরা তাদেরকে সমালোচনা করতে সাহস পাই না।

আজকে, ওই সমস্ত ধনীদেশগুলো অবিশ্বাস্য পরিমাণের ট্রিলিয়নস অব ডলার থেকে রেহাই দিয়ে পুনরুদ্ধার করে। তারা এখন জানে যে যদি তাদের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রেহাই না দেয় তবে তাদের পুরো অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়বে। তারা কখনোই আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য পরিকল্পনা কোনক্রমেই করে না। তাদের উচিত আমাদের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য একই কৌশল নেওয়া। যাহোক, তারা নিজেদেরকে রেহাই দেবার পন্থা বের করে তাদের জন্য নয়, তারা যা করে তা হচ্ছে আমাদের জন্য।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫৬
আমার কঠিনতম নির্বাচন

১৯৯৯ সালের নির্বাচন, আমি সেবারই শেষ বরিসান নাসিওনাল কোয়ালিশনের নেতৃত্বে নির্বাচন করি। মাত্র কয়েক মাস আগে দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং ইউএমএনও পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইনস্পেটর জেনারেল অব পুলিশ ডিটেনশনে রেখে তার চোখে কালসিটে দাগ করে দেন। আমি জানতাম আনোয়ারের ইস্যু ক্যাম্পেনে এবং নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব পড়বে। আনোয়ার দক্ষ রাজনীতিবিদ তিনিও জানতেন কিভাবে জনসাধারণের কাছে নিজেকে তুলে ধরতে হবে।

আমরা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিলাম। আনোয়ার আমার শক্তিশালী বিরোধীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মিছিল মিটিং শুরু করে দিলেন। আবেগ অনুভূতি আমার বিরুদ্ধে চলতে থাকলো, এমন কি আগে ইউএমএনও মেম্বাররা ও মহিলারা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। হঠাৎ করে তার পিএএস এর জন্য ভোট চাইতে লাগলো।

বৈরিতা সত্ত্বেও আমি নির্বাচনের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ আমরা অর্থনেতিক সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছি। চাইনীজ কম্যুনিটি আমাদের পক্ষে আছে। চাইনীজ ব্যবসায়ীরা প্রায় দেউলিয়া হবার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পদক্ষেপ নেবার ফলেই তারা দেউলিয়াত্বের হাত থেকে রক্ষা পায়। তারা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। চাইনীজরা বরিসান নাসিওনাল এর সমর্থক।

নির্বাচন ছিল একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। পিএএস আমার বিরুদ্ধে লেগে থাকায় মালয়ীদের মধ্যে আমার প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি বিরাজ করছিল। আনোয়ারের চোখের কালসিটে দাগ এবং তাকে গ্রেফতার করার ফলে তার পক্ষে ভোট পড়তে সহায়ক হবে। আনোয়ার জাস্টিস পার্টি বা পারতি কেয়াদিলান নামে নতুন দল গঠন করেন। অভিযুক্ত হবার ফলে আনোয়ারের স্ত্রী দাতিম সেরি ড. ওয়ান আজিজাহ্ ওয়ান ইসমাইল তার দলের নেতৃত্ব দেন। আমাদের বেশ কিছু বেদনাদায়ক ক্ষতি হলো। পার্লামেন্টারী সিটের ইউএমএনও এর সদস্য সংখ্যা ৮৯ থেকে নেমে ৭২ তে পৌছিল। পার্লামেন্টারী সিটে পিএএস সদস্য সংখ্যা ২৭ এ উন্নীত হওয়াও একটা বিষয় ছিল। ১৯৯৫ এর সাধারণ নির্বাচনে তাদের সদস্য ছিল ৭ জন। তেরেনগ্গানুতে বরিসান নাসিওনালের পরাজয় ছিল বড় রকমের

www.pathagar.com

হতাশার কারণ। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন আনোয়ার। স্টেট'স মেন্তেরি বেসার পদে ছিলেন দীর্ঘ সময়। তিনি আর একটা টার্ম থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউএমএনও এর অনুগত সদস্যরা তাকে সমর্থন না করায় তিনি পরাজিত হন।

পিএএস কেদাহ্ এ গৃহবধূদেরকে ভোটে তাদের পার্টির পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। আমি সব সময়ই মালয়ী মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। তারা পুরুষদের তুলনায় বেশি কাজ করতো। কেলানতানে মহিলারা ফসলের ক্ষেতে কাজ করতো না। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলারই শহর ও নগরীর মার্কেটে দোকানপাট ও ব্যবসা ছিল। তারা বাণিজ্যিক অবকাঠামোতে বিশেষ অবদান রেখে আসছিল। অন্যদিকে পুরুষের দল কফি শপে বসে রাজনৈতিক বিষয়ে কথাবার্তা বলতো।

মহিলাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল জটিল। সুতরাং আমি তাদেরকে ঘাটাতে সাহস করিনি। আমার বিশ্বাস ছিল তাদের ঘাটালে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পাড়ে। বিশেষ করে বহু তরুণী বয়সের মহিলা ওয়ানিতা ইউএমএনও তে যোগদান করতে আগ্রহী ছিল। বস্তুতপক্ষে তারা ভাবতো তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই বয়স্কা সদস্যদের কাছ থেকে। তারা ইউএমএনও এর ভিতরে নতুনভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, প্রভাবপ্রতিপত্তি বিস্তার ও সাফল্য লাভের জন্য উৎসুক ছিল।

তান শ্রী রাফিদাহ্ আজিজ বছরের পর বছর মহিলাদের শাখা ওয়ানিতা ইউএমএন এর প্রধান ছিলেন। একবার তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পরাজিত হন। পরবর্তী পার্টি ইলেকশনে তিনি জয়লাভ করেন। তারপর থেকে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জয়লাভ করেই আসছিলেন। ২০০৯ সালে ইউএমএনও এর নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন তার ডেপুটি দাও' শ্রী শাহরিজাত আব্দুল জলিলের কাছে।

আমার টার্মে আমি সব সময়ই তরুণী বয়সী মালয়ী মহিলাদের সমর্থন লাভের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলাম। তা ছিল নতুন প্রজন্মের স্বাধীন দেশের নাগরিক। তাদের নতুন অর্থনৈতিক পলিসি ছিল। তারা তাদের মাতা এবং ইউএমএনও এর মহিলা শাখার বয়স্ক সদস্যাদের চাইতে বেশি শিক্ষিতা। তাদের মধ্যে অনেকেই পেশাগতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। পেশাগত বিশ্বে তারা আইনজীবী, স্থপতি, হিসাবরক্ষক, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কেউ কেউ সরকারি বিভাগে এবং মন্ত্রণালয়ে চাকুরী করতেন। তাদের অনেকেই নির্বাহী কর্তকর্তা, প্রধান নির্বাহী এবং বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাসহ বড় বড় কোম্পানীর ফাইনান্সিয়াল কর্মকর্তাও ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই কনসালটেন্ট, প্রখ্যাত লেখক এবং সাংবাদিক ছিলেন। তাদের আলোচনায় কারেন্ট অ্যাফেয়ার সম্বন্ধে আলোচনা হতো। কেউ রাজনৈতিক বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন। অনেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে চাইতেন।

www.pathagar.com

১৯৯০ সালে আমরা অন্য রকমের দৃশ্যপট অবলোকন করেছিলাম। ১৯৪৭ সালে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম তখন সাতজন মালয়ীর মধ্যে একজন মাত্র মেয়েকে ডাক্তারী পড়তে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে এ দৃশ্যপট পাল্টে যায়। তখন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট মালয়ী মেয়েদের সংখ্যা ছিল ছেলেদের তুলনায় বেশি। আজকের দিনে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্তরে মহিলা ছাত্রীদের সংখ্যা ৭০ পার্সেন্ট। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে আমূল পরিবর্তনকে রাজনৈতিক পার্টি যেমন ইউএমএনও এর অবহেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই। এটা নিশ্চিত ভবিষ্যতে মালয়েশিয়াতে মেয়েরা বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে। মালয়েশিয়ার মালয়ী মহিলা —কামপুঙ এর মিডিল ক্লাস মহিলা কিংবা গৃহকত্রীরা অন্যান্য দেশের মুসলিম মহিলাদের চাইতে স্বাধীন। আমি উপলব্ধি করলাম নতুন প্রজন্মে শিক্ষিতা মহিলারা পার্টির রাজনীতিতে ভবিষ্যতে যোগদান করে বিশেষ অবদান রাখবেন।

ওয়ানিতা ইউএমএনও এর সিনিয়র মহিলারা উচ্চশিক্ষিতা মালয়ী তরুণীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ভয়ে ভীত হলেন। তারা তাদেরকে ওয়ানিতাতে যোগদানের বিষয়ে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেন না। বরং তারা তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করলেন। শীঘ্রই কোন কিছু ঘটলো না। ইউএমএনও দু'ভাবে ভোগান্তির শিকার হলো। বর্তমানের ওয়ানিতার সদস্যরা পার্টির প্রতি অবদান রাখতে বিরত থাকলেন, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিতা মেয়েরাও ওয়ানিতা এ যোগদান করলো না।

সুপ্রিম কাউন্সিল তরুণী মহিলাদের যোগদানের ব্যবস্থা রেখে নতুন একটা উইংস খোলার পরামর্শ দিল। আমি এতে পূর্ণ সমর্থন দিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে রাফিদাহ হাত তুলে প্রশ্ন তুললেন কেন ওয়ানিতার আর একটা উইংস প্রয়োজন। বয়স্কা, তরুণী সহ সবারই ওয়ানিতাতে যোগদানের অধিকার আছে। তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যেরা বললেন ওয়ানিতাতে বয়স্কারাই নেতৃত্বে আছেন। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হলেন।

সুপ্রিম কাউন্সিলের পুরুষ সদস্যরা ছিলেন অধিক ইতিবাচক। কিন্তু আমি জানতাম আমাদের পার্টির লোকেরা তাদের শাখায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন না। ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররা প্রায়ই ভয় পেতেন তাদের পজিশন এবং প্রভাব সম্বন্ধে, যদি শিক্ষিত মানুষ ইউএমএনও ইয়ুথ কিংবা সাধারণ সদস্য হিসাবে ব্রাঞ্চে যোগদান করেন এটা ভেবে।

নিবেদিত পার্টি মেম্বারদের মধ্যে এ ভয়ের বিষয়টা আসলেই না। আমি যখন কোয়ালিফাইড ডাক্তার হিসাবে ফিরে এসে কেদাহ ইউএমএনওতে সক্রিয় হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম তখন একজন নেতা আমাকে বললেন যে লোকজন তাকে দেখতে চায় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে। ওয়ানিতা তাদের নতুন উইংস

www.pathagar.com

খোলার বিষয়ে প্রবল বিরোধিতা করলো। পুতেরি ইউএমএনও বিস্মিত হয়নি। ওয়ানিতার শক্ত সমর্থকরা জানতেন যে এক সময় পুতেরি প্রার্থীরা পার্টির কাউন্সিলে এমন কি পার্লামেন্টে নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবেন। আমি ভাবলাম কোয়ালিফাইড তরুণী বয়সী মালয়ী মহিলারা অবশ্যই ইউএমএনও তে জায়গা পাবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তাদের অবদানে পার্টির শক্তি বৃদ্ধি পাবে পার্টির জন্য স্বীকৃতি ও সমর্থন সাধারণভাবেই বৃদ্ধি পাবে যদি তরুণী মহিলারা পার্টিতে যোগদান করে। আসলে তারা পার্টিতে কেমন ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে পুতেরি উইংস গঠন করার পর আমরা ভেবে দেখতে পারবো এ বিষয়ে আর একবার।

ওই সময়, দাতুক শ্রী আজালিনা ওথম্যান সাঈদ নামের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য একজন মহিলা আইনজীবীকে আমরা কো-অপট করে সদস্য করলাম। তিনি ওয়ানিতাতে সক্রিয় ছিলেন না। ইউএমএনওকে সর্মথন দেবার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তার নিজের ভাষ্য ছিল যে তিনি পার্টি ও সরকারের পলিসির সুরক্ষা করেছিলেন। বিশেষ করে এর ফলে মালয়ী মহিলারা সহায়তা পেয়েছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে সুপ্রিম কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিলে পুতেরি ইউএমএনও গঠিত হলো। আর এর নেতৃত্ব দেওয়া হলো তাকেই। আজালিনা প্রমাণ করলেন যে তিনি খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন। তিনি অতি তাড়াতাড়ি সারা দেশে ইউএমএনও ডিভিশনের পুতেরি উইংস গঠন করলেন। অধিকাংশ নেতা ও সদস্যরাও ছিলেন পেশাগতভাবে যথেষ্ট কোয়ালিফাইড।

পুতেরি তাদের সাজসজ্জার জন্য গোলাপী রঙকে বেছে নিল। ওয়ানিতা ইউএমএনও পুতেরি সদস্যাদের যৌবনের প্রতীক এ রঙ। আজালিনার নেতৃত্বে পুতেরি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় হয়ে উঠলো। তারা আমায় দিয়ে অনাথ শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্টেনস স্কুল স্থাপন করানোর ব্যবস্থা করলো। তারা অল্প দিনের মধ্যে সর্বত্র তাদের উপস্থিতি অনুভব করলো। তাদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা তখনো পরীক্ষাধীন ছিল। কয়েকটি উপনির্বাচনে তারা তাদের সুচারুভাবে পরিশ্রমী ক্যাম্পেন লক্ষ্য করা গেল। তারা শুধুমাত্র মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল না। তারা সামাজিক বৃত্তে নানা ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তারা আমাদের বিরোধী শিবিরের পিএএস এর তার প্রতি কটূক্তি এবং কলাকৌশলকে উপেক্ষা করে দক্ষতার সাথে ক্যাম্পেন চালিয়ে গিয়েছিল। পুতেরি প্রশ্নাতীতভাবে মালয়ের তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে মালয়ী মহিলারা ইউএমএনও সমকক্ষ হতে পেরেছিল।

১৯৯৯ সালের নির্বাচনের শেষে আমি আবার আমার অবসর নেবার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে চাইলাম। আমি প্রথমে পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট হলাম। আনোয়ারকে বরখাস্ত করার পর আমি ইউএমএনও শক্তিশালী করতে চাইলাম। ইউএমএনও আবার স্থিতিশীল হলো। এখন পুতেরি ইউএমএনও গঠন করার ফলে পার্টি আরো শক্তিশালী হলো। আমি আস্থাশীল হলাম আমি সরে যাবার পর পরবর্তী জেনারেল ইলেকশনে পুতেরি বিশাল অবদান রাখতে পারবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫৭

৯/১১ এবং মুসলিম দুনিয়া

একটা ফ্লাইটে লন্ডন যাবার পথে বিমানবন্দরে যাবার আগে আমি ডিনার শেষ করেছি মাত্র তখন দুটো বিমান নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উপর ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে বিধ্বস্ত হয়েছে। আমার পুত্রবধূ জেনি একটা টেক্সট মেসেজ পেল যা ঘটছে সে সম্বন্ধে। আমি প্রথমে ভাবলাম এটা একটা সামান্য দুর্ঘটনা। একটা ছোট বিমান একবার নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এর উপর বিধ্বস্ত হয়েছে। সামান্য ক্ষতি হলেও বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে ছিল। আরো মেসেজ আসতে লাগলো। আমরা খবর দেখার জন্য টিভি খুললাম। আতঙ্কজনক ব্যাপার, ফার্স্ট টাওয়ার বিল্ডিংটা ধূয়ার আগুনের শিখায় পুরোটা গ্রাস করে ফেললো। তারপর দ্বিতীয় বিমানটা সেকেন্ড টাওয়ারের উপর ভেঙ্গে পড়তে দেখলাম। সে মুহূর্তে আমার মত অনেকেই বিশ্বস করতে পারছিলাম না তারা তাদের চোখের সামনে নিউইয়র্কে কী হতে দেখছে। আমরা বিশ্বের এক ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। ইউএস এর বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ। তারপর থেকে সব কিছুতে পরিবর্তন ঘটে গেল।

আমি আমার লন্ডন যাত্রা বাতিল করে দিয়ে টিভির সামনে বসে রইলাম। আমাদের চোখের সামনে একট দুর্যোগ আমরা প্রত্যক্ষ্য করতে লাগলাম। হঠাৎ করে ঘোষক বর্ণনা করতে লাগলেন। একটা টাওয়ার ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে পড়েছে। আর একটা টাওয়ারও একইভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। আমার মনে হলো দুটো টাওয়ার খাড়াভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। তারপর টাওয়ার ভেঙ্গে পড়ার সময়ের ধুলো আস্তে আস্তে দূর হয়ে গেল। ধুলো দূর হবার পর আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওখানটাতে কোন বিল্ডিং দাঁড়িয়ে নেই। টিভির ভাষ্যকার পরে ব্যাখ্যা করে বললেন ১১০ তলা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণ রীতি ছিল চমৎকার। ১১০ তলার বিল্ডিংটি ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশে গেছে। এ একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

তৎক্ষণাৎ লোকজন বলাবলি করতে লাগলো এটা সন্ত্রাসীদের কাজ। প্রেসিডেন্ট ডবলু বুশ টিভি পর্দায় রাগান্বিত চেহারায় হাজির হলেন। টাওয়ারগুলো ধ্বংস করার জন্য মুসলিম সন্ত্রাসীদেরকে নিন্দাজ্ঞাপন করে তিনি বললেন এটা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে একটা “ক্রুসেড”। ক্রুসেডের কথা শুনে আমার মনে পড়লো ইউরোপীয়ান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিমদের ক্রুসেডের কথা। প্রেসিডেন্টের

www.pathagar.com

মুখে ক্রুসেডের কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। বুশ তার কথা শেষ করলেন এ বলে যে নিউইয়র্কে এ আক্রমণ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের আক্রমণ।

পরবর্তীতে বুশ নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি আর কখনো ক্রুসেডের কথা বলেননি। তারপর তিনি বললেন মুসলিম সন্ত্রাসী বিশেষ করে ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল-কায়েদার কাজ এটা। ওই সময় আমার কিছু বলার ছিল না। আমার মনে হলো তিনি যা জানেন আমি তা জানি না। সিআইএ একটা শক্তিশালী ইনটেলিজেন্স এজেন্সি। আমি নিশ্চিত ছিলাম তাদের লোকজন কালফিটদেরকে নখদর্পনে চিহ্নিত করতে পারে।

২০০৬ সালের জুন মাসে কয়েকজন আমেরিকান পুত্রাজায়ায় আমার অফিসে আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তারা আমাকে অনেক কথা বললেন এবং তারা আমাকে একটা ডিভিডি দিয়ে বললেন যে এ ডিভিডিতে আমাদের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনকে যেভাবে আক্রমণ করেছিল তার দৃশ্য আছে। এ লোকগুলো বাতিকগ্রস্ত ছিলেন না। তাদের মধ্যে একজন ১০ বছর যাবৎ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এ দ্বাররক্ষকের কাজ করেছেন। উইলিয়াম রোড্রেগুইস একজন ইউএস নাগরিক। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের সময় তিনি সেখানে ছিলেন। তিনি টাওয়ার থেকে প্রায় ৩০০ লোককে উদ্ধার করেছিলেন। ইউএস সরকার এবং প্রেসিডেন্ট তাকে জাতীয় বীরের সম্মান দেন। কিছু সংখ্যক আমেরিকানদের সাথে তিনিও কে বা কারা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করার দায়ী তা জানার জন্য একটা নতুন তদন্ত চালানোর জন্য দাবী জানিয়ে আসছেন। তিনি দাবী করলেন তিনি শুনেছেন বিল্ডিং এর বেসমেন্টে বিষ্ফোরক ছিল, তার জন্য টাওয়ারের উপরে বিমান বিধ্বস্ত হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করতেন বিল্ডিং এর ভিতরে বিষ্ফোরক ছিল। টাওয়ারগুলো বিধ্বস্ত হবার কারণ সেই বিষ্ফোরক।

তাদের আনা ভিডিও তিন ঘন্টা ধরে দেখলাম। একদল বিশেষজ্ঞ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটন ডিসির পেন্টাগন বিধ্বস্ত হওয়া সম্বন্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করছেন। আমি পাশের বিল্ডিং নম্বর ৫৭ এর উপর বিমান বিধ্বস্ত না হলেও তা কিন্তু ভেঙ্গে পড়তে ভিডিওতে দেখলাম। এ বিল্ডিং বিধ্বস্ত হবার রিপোর্টিং আমরা মিডিয়াতে দেখিনি। আমি এবারই এ ভিডিওটা দেখে জানতে পারলাম এ বিল্ডিং এর উপর বিমান বিধ্বস্ত না হলেও তা ভেঙ্গে পড়েছিল।

আমার ভিজিটররা বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনটা বিল্ডিং ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল হিসাব নিকাশ করে। পেন্টাগন বিল্ডিং এর ছবি নেওয়া হয়েছিল বিমান বিধ্বস্ত হবার পর, সেখানে কোন বিমান দেখা গেল না এবং বিমানের ধ্বংসাবশেষও দেখা

www.pathagar.com

গেল না। ওখানকার আবর্জনার স্তূপও তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলেনি। তাছাড়া, পেন্টাগনের বিল্ডিং এর দেওয়ালে গর্ত ছিল খুব ছোট এমনকি বিমানের নোজের চেয়েও।

এর ভিত্তিতে এবং একই প্রকারের সাক্ষ্যে এখন আমার সন্দেহ হয় সন্ত্রাসীরা ওই বিমানগুলো বিধ্বস্ত করেছিল কিনা। কিংবা পুরো বিয়ষটি বিস্তারিতভাবে সাজানো ড্রামা ছিল কিনা সারাবিশ্বকে বুঝানোর জন্য যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীরা ইউএস এর উপর আক্রমণ করেছিল। এমন কি একদল এমন প্রশ্নও তুলেছিল এতে ইউএস সরকারের কোন ভূমিকা ছিল কিনা। এ দলে বিজ্ঞানী, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ছিলেন।

আমরা এখন জানি যে ইরাক আক্রমণ ছিল একটা মিথ্যা অজুহাত কারণ সেখানে জনসাধারণের ধ্বংসের জন্য কোন মারণাস্ত্র ছিল না। ইউএস ইনটেলিজেন্স এজেন্সিস প্রেসিডেন্টকে এমনটা বলেছিল। কিন্তু তিনি দেশটিকে ধ্বংস করার এবং শত শত, হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর জন্য ইরাক আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। একজন ইউএস প্রেসিডেন্ট এবং তার একদল লোক মিথ্যা বলেছিল যে ইরাকে জনসাধারণের ধ্বংসের জন্য মারণাস্ত্র ছিল তার জন্যই তারা যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। আমরা একটা ভয়ঙ্কর সময়ে বসবাস করছি। আমরা একটা সীমাহীন যুদ্ধ দেখছি যা থেকে বিশ্বের সভ্যতা বিপন্ন হতে পারে।

একজন শিশু হিসাবে আমার শৈশবকালে যুদ্ধে লড়াই করে নিহত হবার ভয়ে আতঙ্কিত ছিলাম। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে মানুষ কিভাবে স্বেচ্ছায় সৈনিক হতে পারে। বিনাকারণে নির্মমভাবে মানুষ হত্যা অমানবিক বলে আমার কাছে মনে হতো। স্কুলে আমি বইতে পড়েছিলাম যুদ্ধের গৌরবগাথা। ইউরোপে ব্রিটিশদের বিজয় এবং পরিশেষে বাকী বিশ্বজয়ের কথা আমি বই পড়েই জেনেছিলাম। কিন্তু এ বইগুলোতে শুধুমাত্র একপেশে

গল্প ছিল। সিনেমাগুলোতেও একই দৃশ্যাবলী অবলোকন করলাম। মুভিগুলোতে আমি দেখতে পাই পুরনোকালের পশ্চিমা সাহসী কাউবয়দের, যারা আমেরিকার নেটিভদেরকে গুলি করে করে হত্যা করেছিল। এ নিষ্ঠুরতার শিকার মৃতদেহগুলো বিস্তৃত বনভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আমার শিশুমনে এ সব দৃশ্যাবলী তেমনটা রেখাপাত করলো না- কাউবয়েরা মানুষ হত্যা করে উৎফুল্ল, সিক্স সুটারদের প্রশংসায় তারা ছিল পঞ্চমুখ। আমি সুন্দরী নায়িকাদের মুখশ্রী আর তাদের সুন্দর অভিনয়ের দৃশ্যাবলী অবলোকন করে সব সময় খুবই খুশি থাকতাম। আমার যুদ্ধের ভীতি দূর হয়ে যেত হিরোইনদের অভিনয় দেখে। আমি ভাবতাম শত্রুদের

www.pathagar.com

হত্যা করাকে আমার গৌরবজনক কাজ বলে মনে হতো। ভাবতাম, একটা যুদ্ধে শত্রু হত্যা করে হিরো হবার জন্য আমিও একজন সৈনিক হতে পারি।

তারপর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। প্রথমে মনে হলো ইউরোপের শত্রু জার্মানীরা। ইউরোপ তাদেরকে হত্যা করে জয়লাভ করবে। ১৯৪২ সালের ৭ ডিসেম্বর মালয়ের উপর যুদ্ধ চেপে বসলো। জাপানীরা কোতা বারু এর কাছে অবতরণ করলো। উত্তর দিক থেকে তারা আক্রমণ চালালো। আমি আতঙ্কিত হলাম এ ভেবে যে ব্রিটিশরা পুনরায় আগমন করবে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকা জয়লাভ করলে আমি উৎফুল্ল হলাম। যুদ্ধের ভয় আমার মন থেকে দূর হলো না। সে সব যুদ্ধে তরুণরা নিহত হলো। আজকে লড়াইয়ে সবাই যুদ্ধের শিকার। প্রত্যেকেই এবং যে কেউ। যোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিকরা এ যুদ্ধে নিহত হচ্ছে। প্যালেস্টানিয়ানদের ভূমি ইহুদিদের দিয়ে দেওয়া হলো।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমি প্রাথমিকভাবে প্রেসিডেন্টের সাথে একটা চুক্তিতে উপনীত হই যে আমরা সব রকমের যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু বুশ যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করে তখন মালয়েশিয়া সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা একে সমর্থন দেবে না। ওসামা সেখানে থাকলে অবশ্যই ভাল হবে। ৯/১১ এর সন্ত্রাসী কাজর জন্য সে দায়ী। আমি কিন্তু ভাবতে পারি না আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে সন্ত্রাস বন্ধ হবে। হয়তো বুশ ও তার মিত্ররা জয়লাভ করবে নতুবা পরাজিত হবে। আমেরিকা ও তার মিত্রদের জয় হলো। আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমেরিকার অয়েল কোম্পানীর সাবেক চাকুরে হামিদ কারজাইকে আমেরিকা বসিয়ে দিল।

একটা প্রাচীন প্রবাদবাক্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে-"ঈশ্বর যাদেরকে ধ্বংস করতে চান তাদেরকে তিনি প্রথমে উদ্ধত করে গড়ে তোলেন।"। আমেরিকা ৯/১১ এ আঘাতপ্রাপ্ত হলো। তারা দুর্বল ও প্রতিরক্ষাহীন হতে চাইলো না। তারা উচিত শিক্ষা দিতে চাইলো। যদি তারা ওসামাকে আঘাত করতে না চাইতো তবে তারা আফগানিস্তানে আঘাত হানতে পারতো না। মুসলিমদের প্রতি পরিষ্কার একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে পারতো: আমরা বিশাল, আমরা শক্তিশালী এবং ক্রোধান্বিত। তাই তোমরা আমাদেরকে ঘাটিও না এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করো না।

আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম এ সব বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে। মালয়েশিয়াকে টেনে না আনলেও অন্য স্থানের লোকজনদের হত্যা করা বন্ধ হলো না। আমেরিকা

www.pathagar.com

প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলো আমেরিকার সামরিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ইরাক। ইরাক আমেরিকার চেয়ে যথেষ্ট দুর্বল, কিন্তু তেল সম্পদে সমৃদ্ধ। আমেরিকা হিসাব-নিকাশ করে দেখলো ইউএস এর পক্ষে ইরাকের তেল পাওয়াটা সম্ভব হতে পারে। ইরাক কিন্তু ওসামাকে লুকিয়ে রেখেছিল না বলে নিউইয়র্ক আক্রমণের দায়ভার ইরাকের ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছিল না। নিউক্লিয়ার ক্ষমতা অর্জন করার অভিযোগে ইরাককে অভিযুক্ত করা হলো। তাদের রাসায়নিক ও অন্যান্য অস্ত্র আছে মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য এ অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে করা হলো। এ সব ডবলুএমডি অধিকারে থাকায় তাকে আক্রমণ না করা থেকে রেহাই দেওয়া যায় না। এটা করতে পারলে তাদের তেলসম্পদ সারাবিশ্বের হবে। আমার কাছে এটা পরিষ্কার হলো আমেরিকা প্রকাশ্য দিবালোকে ইরাকে লুন্ঠন করতে চাচ্ছে।

আমি বুশের সাথে কয়েকটি কনফারেন্সে এবং একটা অফিসিয়াল সফরে ওয়াশিংটন ডিসিতে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি তাকে বহুবার চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম যে ইরাক আক্রমণ সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করে আমার চিঠি লেখা উচিত। তারা ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে পছন্দ করতো না। ইরাক আক্রমণ করলে তারা আমেরিকার প্রতি চরমভাবে বিরূপ হবে। আমি আরো জানতাম এর ফলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাবে। মালয়েশিয়ার ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম ইরাকে ইউএস এর আক্রমণ থেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রশমিত করা যাবে না। এর ফলে এ বিশ্বকে বিরাট মাশুল গুনতে হবে। সুতরাং আমি বুশ এবং ব্লেয়ার, জ্যাক শিরাক এবং জার্মানীর চ্যান্সেলর গেহার্ডকে চিঠি লিখলাম আমি তাদের কাছে আকুতি জানালাম ইরাককে আক্রমণ না করার জন্য। প্রেসিডেন্ট বুশ আমার চিঠির জবাব দিলেন না। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশের নেতা। তার পরিবর্তে ইরাক আক্রমণের ঘোষণা দিলেন।

তারা ইরাক আক্রমণের জন্য গাটছড়া বাঁধলো। ইউএস আবু গ্রাইব এবং গুয়ানতানামোতে তাদের ডিটেনশন সেন্টার তৈরি করলো। ডিটেনশন সেন্টার দুটোতে সন্ত্রাসী সন্দেহে অনেককেই আটক করে তারা চরম নির্যাতন চালাতে থাকলো।

ইরাকের উপর আক্রমণের ফলে ৩,০০০ সৈন্য এবং ৬০০,০০০ নিষ্পাপ জনসাধারণ নিহত হলো। ঈশ্বরই জানেন কত শত হাজার হাজার মানুষ আহত

www.pathagar.com

আর পঙ্গু হলো। কত মানুষ গৃহহীন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। আর সবার কী লাভ হলো? আমার মনে হলো আজকের দিনের ইরাক সাদ্দাম হুসেনের সময়ের ইরাকের চাইতেও খারাপ অবস্থায় আছে। রক্ত পিপাসা কখনোই মেটে না। আমেরিকান ও ব্রিটিশ আজ তাদের যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করে নিয়ে গেছে সিরিয়াতে। তারা বলছে সন্ত্রাস নির্মূল এবং নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি বন্ধ করাই তাদের লক্ষ্য।

ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ান দেশের জনগণের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে ইরাক ও নর্থ কোরিয়ার চাইতে আমেরিকা বিশ্বশান্তির জন্য বেশি ভীতিকর। কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভাবতে পারে না ইরাক ও নর্থ কোরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে।

ইউএস এ একমাত্র দেশ নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। সম্ভবত তাদের ১০,০০০ নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডস আছে, এদের সাহায্যে যে কোন দেশ ধ্বংস করে দিতে পারে। তাদের ইরাক অভিযানকালে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে তারা বোকা এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হতে পারে। ডিপডেটেড ইউরেনিয়ামের ফর্মে তারা নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা তথাকথিত “সেফ” নিউক্লিয়ার ব্যবহার করে যাতে তারা বিশ্বের সারাদিক থেকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত না হয়।

আমি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। আমি অর্থনীতি বিষয়েও বিশেষজ্ঞ নই। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এ সব বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতে পারে না। আমি আমার জীবনে অনেকগুলো যুদ্ধ দেখেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইউএসএসআর এবং ইউএস কর্তৃক আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ৯/১১ এর উত্তর আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাকে যুদ্ধ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে স্বাধীনতার জন্য বহু লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে আমাদের লড়াই করে চলতে হয়েছিল। আমাকে শেষ পর্যন্ত একটা উপসংহার টানতে হয়েছে।

বিজয়ের জন্য যুদ্ধ, আমি বিশ্বাস করি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অধিকারকৃত লোকজন তাদের বিজেতার অধীনে কখনোই থাকতে চায় না। তাদের সরকার আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও সে দেশের জনগণ সেটাকে মেনে নিতে চায় না। পরবর্তীতে জনগণের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা এক পর্যায়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। তারা শুধুমাত্র দেশের লোকদেরকেই হত্যা করে না। তারা নিজেদেরকেও হত্যা করে। তারা লড়াই চালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ ধরণের লোকদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু তারা নিজেদেরকে ফ্রিডম ফাইটার হিসাবে মনে করে। তারা তাদের কাজকে গৌরবজনক বলে ভাবে। তাদের নাগরিকরা তাদেরকে বীর বলে মনে করে। লড়াই করে মৃত্যুবরণ করলে তারা তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দেয়। তারা লড়াই করে জয়লাভ করতে না পারলে অন্যদেশে পালিয়ে যায়। তারা সুযোগ পেলেই তাদের শত্রুদের কিংবা তাদের সন্তানাদিকে হত্যা করে।

আজকের দিনে শক্তিশালী জাতিগুলো আধুনিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে সুসজ্জিত। তারা দুর্বল জাতিগুলোকে আক্রমণ চালায়, ভিয়েতনাম যুদ্ধ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন আমেরিকান ফিল্ড কমান্ডার দাবী করেছিলেন যে ভিয়েতনামের একটা গ্রাম দখল করতে না পেরে তিনি তার টেকনোলজিকাল শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা গ্রামটাকে ধ্বংস করে দেন।

আধুনিককালের যুদ্ধগুলোতে একে অপরের শত্রুদের সাথে পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী এবং এয়ার ফোর্স আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে বিজয়ী হতে পারে না। আধুনিক যুদ্ধ বস্তুতপক্ষে গেরিলা যুদ্ধের রূপ লাভ করেছে। সামান্য অস্ত্রের আতঙ্কজনক আক্রমণ চালিয়ে মানুষ হত্যায় লিপ্ত হয়। প্রসংগক্রমে ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধের কথা বলা যায়। ভিয়েতনামী গেরিলাদের হ্যান্ডগানের চোরাগোপ্তা আক্রমণে আমেরিকা পরাজিত হয়।

এটা সত্যি যে ধনী ও শক্তিশালী দেশগুলো এবং তাদের নেতাদেরকে ভেবে দেখা উচিত। তাদের উদ্দেশে আমি বলি : আপনারা আপনাদের অর্থ নষ্ট করছেন মানুষ মারার অস্ত্রের উন্নয়নকল্পে। আপনারা পৃথিবীর যে কোন দেশে আক্রমণ করে বিস্ফোরক, হ্যান্ডগান, এমনকি নাইফ দিয়ে মানুষ হত্যা করতে পারেন। আপনারা আপনাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটান দমননীতি চালিয়ে। আপনাদের নিরাপত্তার জন্য মাশুল গুনতে হয় সাধারণ মানুষদেরকে। আপনারা আপনাদের নিরাপত্তার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ ব্যয় করেন। আপনারা মারণাস্ত্রের কলাকৌশলের উন্নয়ন সাধনের জন্য নানাধরণের গবেষণা করেন। সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলে। আপনারা তাদেরকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু আপনারা তা করতে এগিয়ে আসেন না। আপনারা "টেররিস্টদের" সঙ্গে একটা আপোসমূলক কোন চুক্তি করতে পারেন না।

বিগ পাওয়ারের অধিকারী রাষ্ট্রগুলো ছোট ছোট দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে শাসন করে তাদের সুরক্ষার দোহাই দিয়ে। ভিয়েতনাম আমেরিকাকে পরাজিত করে সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র কিংবা বিশাল পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে নয়। আমেরিকাকে পরাজিত করার জন্য মাটির নিচ দিয়ে শত শত মাইল টানেল তৈরি করে ইউএস

www.pathagar.com

ফোর্সকে আক্রমণ করার জন্য সেই টানেল দিয়ে ভিতরে ঢোকার এবং বের হবার ব্যবস্থার উদ্দেশে ১। তাদের হাত থেকে ইউএস ফোর্সকে রক্ষা পাবার কোন উপায় ছিল না। ভিয়েতনামিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ছিল: স্থানীয় জ্ঞান এবং বুদ্ধি। এগুলোর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয়তা এবং মানবিক শক্তির গর্বে রাজনৈতিক ইচ্ছার সদ্ব্যবহার। ইউএস ফোর্স মাইলাই ২ গ্রামের মানুষদের সবাইকে হত্যা করে। ফলে ভিয়েতনামিরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে এবং তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এ বলে ইউএস ফোর্সকে হত্যা কর নতুবা নিজেরা হত্যা হও। মাইলাই গ্রামের হত্যাকাণ্ডের পর ইউএস এর নৈতিক মনোবল ভেঙ্গে যায়।

ইউএস এখন স্বীকার করে ইরাক আক্রমণ ভুল ছিল। যুদ্ধের সাহায্যে কখনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আদিবাসী ইউরোপীয়ানরা লড়াই করে শক্তিমত্তা দেখানোর প্রতি অনুরাগ ছিল।

শীতল যুদ্ধ শেষ হলে ইউএস নেতৃত্বাধীন শাসকরা শান্তির জন্য আর উৎসুক হয় নি। তারা শীঘ্রই চারদিকে নতুন শত্রুর খোঁজ নিতে শুরু করে। স্যামুয়েল হান্টিংটন৩ এর "দ্য ক্ল্যাস অব সিভিলাইজেশন" - বই এ পশ্চিমা (বা আদিবাসী ইউরোপীয়ান) সভ্যতা এবং ইসলামিক সভ্যতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কথা ব্যাক্ত হয়েছে।

---

১ কু চি আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলস দিয়ে ভিয়েতচংরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখতো। টানেলের ভিতর খাদ্য ও অস্ত্র জমা করে রাখা হতো। টানেলের মধ্যে বসবাসের কোয়ার্টার ও হাসপাতাল তৈরি করা হয়।

২ ১৯৬৮ সালে ইউএস সৈন্যরা ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামে শত শত নিরস্ত্র নাগরিকদের হত্যা করে। ভিয়েতনামিদের পাতা ফাঁদে এক স্কোয়াড ইউএস সৈন্য ভিয়েতনামিদের হাতে নিহত হবার মাইলাই এর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের খবর প্রকাশ পায়।

৩ ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন এর দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন বইটি প্রকাশিত হয়। তিনি এ বই এ কোল্ড ওয়ার —পরবর্তী বিষয়ে তিনি তার আইডিয়া এ বই এ তুলে ধরেন।

শীতল যুদ্ধের সময় ইউনাইটেড স্টেটস আফগানিস্তান থেকে ইউএসএসআর কম্যুনিজম নির্মূল করার জন্য মুসলমানদের কাজে লাগায়। সে সময় আল কায়দার সমৃদ্ধি ঘটে। ইউএস তাদেরকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করে। ঠিক একইভাবে ইউএস ইরানকে আক্রমণ করার জন্য সাদ্দামকে উৎসাহিত করে। বিপ্লবী শাসন ব্যবস্থাকে ইউএস এ শয়তানের শাসন বলে আখ্যায়িত করে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতরা বিদায় হলে ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ইউএস তাদের সাবেক মিত্রদের পক্ষ ত্যাগ করে। ওসামাকে জায়গা দেবার অভিযোগে ইউএস আফগানিস্তান আক্রমণ করে। ইউএস তারপর ইরাক আক্রমণ করে। তারা তাদের মিত্র সাদ্দামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে সাদ্দাম একজন স্বৈরশাসক

www.pathagar.com

এবং সাদ্দামের অস্ত্রের ভাণ্ডারে জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য মারণাস্ত্র আছে। এদুটো অভিযোগে ইউএস ইরাক আক্রমণ করলো।

ইউএস এর আর একটা ভুল ছিল আল কায়েদাকে সামরিকভাবে পরাস্ত করা যাবে ভেবে। আল কায়দা কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললো। তারা পৃথক পৃথকভাবেও দল গঠন করে। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতেও এ ধরণের দল গড়ে উঠে আল মাউনাহ্ এবং গেরাকান মিলিট্যান্ট মালয়েশিয়া এ দেশে, আর ইন্দোনেশিয়াতে জেমাহ্ ইসলামিয়াহ্। তাদের নেতা এবং সদস্যদেরকে সনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়। আর অন্যরা তাদের নিজ নিজ স্থানে চলে যায়।

এ সব দলের লোকজন গরীব ও অশিক্ষিত হওয়ায় তারা ইউএস এর সাথে লড়াই করার যোগ্যতা রাখতো না। প্যালেস্টাইনের জমিতে তাদেরকে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করায় সারা মুসলিম দুনিয়া ইসরায়েলদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। ইসরায়েলেরা প্যালেস্টাইনদের জায়গা দখল করে নিলে ১৯৬৭ সালের পর থেকে তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধ দানা বেঁধে উঠে। ইসরায়েল প্যালেস্টাইন স্টেট এবং জনগণরে অস্তিত্ব অস্বীকার করে। প্যালেস্টাইনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হামাস ফাতাহকে পরাজিত করে। ইউএস এবং ইসরায়েল হামাসকে প্যালেস্টাইনের নির্বাচিত সরকার বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ইসরায়েল হামাসকে প্যালেস্টাইনের সরকার পরিচালনা করতে বাঁধার সৃষ্টি করে।

ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের উপর ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টারগানশিপ এবং বিমান থেকে আক্রমণ চালাতে থাকে। সমস্ত গ্রামের বাড়িঘর বুলডোজার নিয়ে বিধ্বস্ত করে দেয়। ইসরায়েল হাজার হাজার প্যালেস্টাইনীকে জেলে পুরে দেয়। দক্ষিণ লেবাননের হেজবুল্লাহ দু'জন ইসরায়েলিকে গ্রেফতার করলে বৈরুত এবং লেবাননের অন্যান্য অংশে বোমা ফেলে, ফলে অনেক বেসামরিক লোকজন নিহত হয়। ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যেতে থাকে। ইউএস তাদেরকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সমর্থন করতে থাকে। ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের উপর বারবার ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টারগানশিপ এবং বিমান থেকে আক্রমণ চালায়। ইসরায়েলিরা প্যালেস্টাইনের গ্রামের বাড়িঘর বুলডোজার নিয়ে বিধ্বস্ত করা অব্যাহত রাখলো।

সম্প্রতি হামাস ইসরায়েলের উপর রকেট আক্রমণ চালালে ইসরায়েল গাজা উপত্যকা আক্রমণ করে। পশ্চিমা সংবাদপত্র হামাসের রকেট আক্রমণের কথা ফলাও করে প্রচার করলেও ইসরায়েলের গাজা ব্লক করে খাদ্য, ওষুধ ও জ্বালানী সরবরাহ বন্ধ করে দেবার কথা প্রকাশ করে না। গাজার লোকজন অনাহারে মারা যায়। ওষুধ ও বিদ্যুতের অভাবে গাজার হাসপাতালগুলো বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী এভাবে নিষ্ঠুরতা চালিয়েছিল তা পশ্চিমাবিশ্ব একটা ব্লকবাস্টার সিনেমায় প্রদর্শন করেছিল। আর একবার প্যালেস্টাইনের মারণযজ্ঞ সংগঠিত হলেও পশ্চিমারা তার প্রতিবাদ করে না।

আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের জন্য বিশেষ করে দায়ী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে লীগ অব নেশনের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনকে ম্যান্ডেটেড টেরিটোরি হিসাবে ঘোষণা করে সেখানে ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। সে সময় প্যালেস্টাইনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল মুসলিম। সেখানে সামান্য কিছু আরব খ্রিস্টান ও অল্প কিছু ইহুদির বাস ছিল। তারা অধিকাংশই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করতো। তারা জার্মানীর নাজিদের আমলে মারণযজ্ঞের শিকার হওয়া ভয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা বারবার ইহুদি সন্ত্রাসীদের দ্বারা নাজেহাল হয়। ব্রিটিশরা জিওনিস্ট উগ্রবাদীদের সাথে চুক্তি করে প্যালেস্টাইনের জনগণের সাথে এ বিষয়ে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই প্যালেস্টাইনে তারা ইসরায়েলিদের জন্য একটা স্টেট সৃষ্টি করে। ইউনাটেড স্টেটস প্যালেস্টাইনকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়। ইসরায়েলের অংশ থেকে আরবদেরকে বের করে দেয়। তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে রিফুজি ক্যাম্পে সেই থেকে বসবাস করতে হচ্ছে। প্যালেস্টাইনের ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ৬০ বছর ধরে প্যালেস্টাইনসহ আরব মুসলিমরা সারাবিশ্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকা এবং ব্রিটিশরা স্বীকার করে না যে প্যালেস্টাইনের ভূমিতে ইসরায়েলী রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাদ লেগেই আছে। যুগ যুগ ধরে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে বিরোধিতা চলে আসছে। এর মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ সম্ভবত সে সব ঘটনার মধ্যে একটিও হতে পারে। যদিও তা ছিল সবচেয়ে দৃশ্যমানতা ও নাটকীয়তায় ভরা। আফ্রিকাতে ইসরাইলী বিমান গুলি করে নামানোর ঘটনা ঘটে। কেনিয়া এবং তানজানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে বোমা পড়ে। ইন্দোনেশিয়ার রিসোর্ট আইল্যান্ড বালিতে দু'বার আক্রমণ হয়। তার ফলে অস্ট্রেলিয়ান ও আমেরিকানরা মারা যায়। মালয়েশিয়াতে আর-মাউনাহ্ অস্ত্রধারীদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু গেরকান মিলিট্যান্টরা মালয়েশিয়াতে একজন স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্যকে হত্যা করে, কয়েক জায়গায় ব্যাংক ডাকাতি হয়। অনেক সক্রিয়বাদীকে গ্রেফতার করে ডিটেনশন দেওয়া হয়। আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ করায় মালয়েশিয়াতে মালয়ীদের মধ্যে আমেরিকার প্রতি ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে।

www.pathagar.com

কেউ কেউ এ ধরণের আক্রমণকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে মনে করাটা স্বাভাবিক বিষয়। বহু মুসলিমদের চোখে এ কর্মকাণ্ড মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আমেরিকার আক্রমণের বদলা হিসাবে বিবেচিত হয়। বিপুল সংখ্যক মুসলিম মনে করে প্রকৃত সন্ত্রাসী আমেরিকা ও ব্রিটিশরা। জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির এক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে ইউএস আক্রমণের ফলে ৬৫০,০০০ ইরাকী মারা গেছে। অন্যদিকে হাজার হাজার ইরাকী সিভিলিয়ান আহত হয়েছে। শত শত, হাজার হাজার নিহত, আহত আর পঙ্গু এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ইরাকীদের কথা বিবেচনা করে বলা যায় আমেরিকাই সন্ত্রাসী।

আমেরিকা ও ব্রিটেন যদি ইসরায়েলীদের আগ্রাসন বন্ধ করতে পারে তবে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। এর ফলে শান্তি ফিরে এলে সবার নিরাপত্তাও ফিরে আসবে। প্যালেস্টাইন ইস্যুর সমাধান হবে। পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে এবং সবাই নিরাপত্তা বোধ করবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫৮
শিক্ষা

আমি উপলব্ধি করলাম সহস্রাব্দের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছাতে হলে মালয়েশিয়াকে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত করতে হবে। স্বাধীনতার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার ছিল। আমার পিতামাতা শিক্ষিত করে গড়ে তুলে আমাকে বড় একটা উপহার দিয়েছিলেন।

অল্প বয়স থেকে মালয়েশিয়ার শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য আমি উদগ্রীব ছিলাম। আমি কামপুঙ থেকে মালয়ী শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকারি আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমি প্রথম থেকেই শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৭৪ সালে আমি শিক্ষামন্ত্রী হই। বিশ্বের বহু উন্নতদেশে আবাসিক স্কুল গড়ে উঠে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সিভিল সার্ভিসে সিনিয়র পোস্ট লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য মালয়ের শিশুদের শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সালে কুয়ালা কাঙসার মালয় কলেজ (এমসিকেকে) গড়ে তোলে। এমসিকেকে হলো ইংল্যান্ডের তথাকথিত বড় পাবলিক স্কুল, যাকে প্রাচ্যের ইটন নামে আখ্যায়িত করা হতো। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় মালয়েশিয়াতে অনেক বেশি আবাসিক স্কুল ছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে ভাল সামরিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্যার গেরাল্ড টেম্পলার ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ডের ধাঁচে ফেডারেল মিলিটারী কলেজ ১ গড়ে তোলেন। ১৯২২ সালে সেখানে মালয়েশিয়ার স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্যে সুলতান ইদ্রিস ট্রেনিং কলেজ ২ স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম যুগের এ কলেজ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা প্রথম জাতীয়তাবাদী হিসাবে গড়ে উঠে। তারা প্রতিষ্ঠা করে কেসাতুয়ান মেলাইউ বা ইয়ং মালয়স ইউনিয়ন। তারাই জাপানী বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে।
রেসিডেন্সি স্কুলস অব এ বোর্ড এর অধীনে এমএআরএ জুনিয়র সায়েন্স কলেজ বা মক্তব রেনদাহ্ সাইনস এমএআরএ (এমআরএসএম)৩ ১৯৬৬ সালে স্থাপিত হয়। সারাদেশ থেকে অ-মালয়ী ছাত্রসহ মালয়ী সর্বোচ্চ ধীশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ভর্তি হয়। আমি পরে জানতে পারি যে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। আমার মনে হলো এ ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া যাবে না। আমাদের প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা তাই বলে অন্য ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন থেকে বিরত থাকা নয়।

www.pathagar.com

প্রথম দিকে আমাদের ন্যাশনাল স্কুল সিস্টেম ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধরণের স্কুল ছিল। খ্রিস্টান মিশনারীরা সেকেন্ডারী ইংলিশ স্কুল গড়ে তোলে। ভার্নাকুলার স্কুল সম্প্রদায়গতভাবে বিভক্ত ছিল। সেখানে মালয়-ল্যাংগুয়েজ গভর্নমেন্ট প্রাইমারী স্কুল, চাইনীজ প্রাইভেট স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চাইনীজ প্রাইভেট স্কুল দু'ধরণের ছিল- প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী। সেখানে চীনাদের প্রভাব ছিল বেশি সেখানে প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুলও গড়ে উঠে। মাতৃভাষার শিক্ষার স্কুলে সবার পড়াশোনার অধিকার ছিল না। ইংলিশ প্রাইমারী স্কুলে যে কোন ছাত্র ভর্তি হতে পারতো। আমি যে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করি তা পরে সুলতান আব্দুল হামিদ কলেজে রূপান্তরিত হয়। ওখানে প্রাইমারী, সেকেন্ডারী এবং কলেজ লেভেল ছিল। আমার ক্লাসমেটরাও ভাল রেজাল্ট করেছিল।

----

১ এখন এ কলেজ রয়েল মিলিটারী কলেজ নামে পরিচিত।
২ এ কলেজ ১৯৯৭ সালের ১ মে তারিখে ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত হয়, যা এখন ইউনিভার্সিটি পেনদিদিকান সুলতান ইদ্রিস নামে পরিচিত।
৩ এমএআরএ জুনিয়র সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বুমিপুতেরা ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান ও টেকনোলজি শিক্ষার জন্য সেকেন্ডারী ও প্রি-ইউনিভার্সিটি তে পড়াশোনার উদ্দেশে।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সে সময় আজিজ ইসহাক ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি মালয়ী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার আদেশ দেন। হঠাৎ করে চাইনীজ, তামিল ও ইংলিশ প্রাইমারী স্কুলকেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। তাৎক্ষণিকভাবে চীনারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চীনা ও তামিল প্রাইমারী স্কুলকে "ন্যাশনাল-টাইপ স্কুলস" এ রূপান্তর করে চীনা ও তামিল ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হলো।

১৯৬৯ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর কুয়ালা লামপুরের সম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনায় তুন আব্দুল রহমান ইয়াকুবকে শিক্ষামন্ত্রী করা হয়। তুন রাজাক আমাকে তুন রহমানকে সাহায্য করার কথা বলেন। কিন্তু তুন আব্দুল রহমান ইয়াকুব আমার কাছ থেকে কোন উপদেশ নিলেন না। শিক্ষামন্ত্রীর কথায় কিছুদিন পরে আমাকে ইউএমএনও থেকে বহিষ্কার করা হলো। তুন আব্দুল রহমানের আদেশে সরকারিসহ সব ধরণের সেকেন্ডারী স্কুলে মালয়ী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শুধুমাত্র সারাওয়াক ও সাবাহ স্টেটকে এ বিধানের বাইরে রাখা হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তে আব্দুল রহমান খুবই জনপ্রিয় হন। অন্যদিকে কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, চীনা স্কুল এবং তামিল স্কুলগুলোতে তাদের স্ব স্ব ভাষায় শিক্ষা দেওয়া চলছিল। এর ফলে তরুণ মালয়েশিয়ানদের মধ্যে এক ধরণের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

এক সময় আমি শিক্ষা মন্ত্রী হলাম। শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরণের পরিবর্তন আনার জন্য তখন আর পদক্ষেপ নেবার মত অবস্থা ছিল না। তবুও আমি গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারী স্কুলগুলোকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম ও ফান্ড দিয়ে আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা করলাম। তাদের সন্তানদেরকে মেইন স্ট্রিমের স্কুলে ভর্তি করার জন্য চীনা অভিভাবকদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। তারা তাদের স্কুলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ফান্ড দাবী করলো। সরকারি স্কুলের চাইতে তাদের সেকেন্ডারী স্কুল ভাল ফল করলো।

১৯৬৯ সালের পর থেকে মালয়ীরা বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলো। ইসলামিক ভাবধারার উন্মেষ ঘটলো। শুক্রবার জুম্মার দিনে তাদের মসজিদে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেল। তারা আরো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবী জানালো। ঔপনিবেশিক শাসনকালে সরকারি স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল না। মিশন স্কুলগুলোতে মালয়ী ছাত্রদেরকেও খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষা করতে হতো। তাদের কারিকুলামে ইসলামিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি শিক্ষামন্ত্রী হয়ে ইসলামিক সিলেবাস প্রবর্তন করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম।

আমি মনে করলাম কারিকুলামে ইসলামিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখায় সুফল পাওয়া যাবে। যদি এ কারিকুলাম সঠিকভাবে মানা হয় তবে তারা ইসলামিক জীবন বিধান (আদ-দিন) মেনে চলতে শিক্ষালাভ করবে। ইসলামের বিধিবিধান মেনে চললে মৃত্যুর পর শান্তিলাভ করা যাবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এ সিলেবাসের ইসলামিক জীবনবিধান রাখা হলেও বাস্তবে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না। ইসলামিক ধর্ম শিক্ষা দেবার শিক্ষকরা ছিলেন পিএএস এর সমর্থক। তারা তাদের তরুণ ছাত্রদের মনে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন। যদিও অধিকাংশ স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষকরা জুনিয়র স্ট্যাটাস ভোগ করতেন তারা কিন্তু ছিলেন ক্ষমতাশালী। হেড টির্চারা তাদেরকে ঘাটাতে সাহস করতেন না। ইত্যবসরে সরকার সিদ্ধান্ত নিলো বাহাসা মালয়েশিয়ার জাতীয় ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষা হবে সেকেন্ড ল্যাগুয়েজ। সেকেন্ড ল্যাগুয়েজ অবশ্যই সবাইকে পড়তে হবে। মালয়ী ছাত্ররা তাদের মাতৃভাষা শিক্ষালাভ করার জন্য উৎসাহী হলো। কিন্তু তারা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তেমন উৎসাহী হলো না। অন্যদিকে চীনা এবং ভারতীয় ছাত্ররা দু'ভাষাই শিক্ষালাভ করতে উৎসাহী হলো। আমি এ অবস্থায় স্বস্তিবোধ করলাম না। আমি এডুকেশন মিনিস্টারকে এ বিষয়ে বললাম। এ অবস্থার ব্যতিক্রমও ছিল: রুরাল ইন্ড্রাস্ট্রিস ডেভলপমেন্ট অথরিটি (আরআইডিএ) ট্রেনিং স্কুল থেকে উন্নীত হয়ে এমএআরএ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইটিএম) হলো। সেখানে ইংরেজি ভাষায় পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। আইটিএম এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১০০,০০০ বেশি মালয়ী এবং দেশীয় ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করতো। সেখানে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। সেখানকার পাঠ শেষ করে বিদেশে পোস্টগ্রাজুয়েট পড়তে যাওয়া যেত।

www.pathagar.com

আমি মালয়ী ভাষা প্রচলনের জন্য ১৯৪০ সাল থেকে লড়াই চালিয়ে আসছিলাম। আমি স্ট্রেইট টাইমস এ প্রকাশিত আমার একটা লেখায় বলেছিলাম মালয়ী শুধুমাত্র মালয়ের পাঁচ মিলিয়ন লোকের ভাষা নয়, একই সাথে ইন্দোনেশিয়ার ১২০ মিলিয়ন লোকের ভাষাও। আমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম এক সময় মালয়ীভাষা ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষার মর্যাদা লাভ করবে।

এক সময় আরবরা ইসলামিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। তারা শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়েই জ্ঞানার্জন করেছিল না। তারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও জ্ঞানার্জন করেছিল। ফলে সে সময় মুসলিম ওয়ার্ল্ডের লোকজন স্পেন থেকে সেন্ট্রাল এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তারা সবদেশে আরবী ভাষা ব্যবহার করেছিল। ইহুদি দার্শনিক মাইমোনিদেশ (বা ইবনুমাইমুন) তার সমস্ত রচনা আরবী ভাষায় লিখেছিলেন। ইউরোপীয়ানরাও কার্ডোভা এবং বাগদাদ লাইব্রেরীগুলো থেকে আরবী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সে সময় গ্রীক দার্শনিক, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ তাদের ভাষার গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ করে পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য সংরক্ষণ করেন। মজার ব্যাপার হলো ইউরোপীয়ানরা যখন আরবী শিক্ষা করছিলো তখন মুসলিমরা ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছু শিক্ষা অর্জন করতে চায়নি।
অনুরূপভাবে ইউরোপীয়ানরা সারাবিশ্বে উপনিবেশ গড়ে তোলার ফলে ইংরেজি ভাষা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ওই সমস্ত উপনিবেশগুলো একসময় স্বাধীন হয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ইউএস ইংরেজি ভাষা প্রাথমিক অবস্থা থেকে শিক্ষালাভ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করে। অন্যদিকে, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইন্ডিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা এবং ক্যারাবিয়ার জনগণ ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। সারাবিশ্বে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইংরেজি ভাষার সাহায্যে অর্জিত হয়। এমনকি জাতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঐতিহ্যের ধারক জার্মান, ফ্রান্স, ডাচ, রাশিয়া এবং ইতালী আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইংরেজি ভাষা চর্চা করতে থাকে জাপান ও সাউথ কোরিয়াও ইংরেজি ভাষা শিখতে পিছিয়ে থাকে না।

যদি মালয়ীরা আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা করে তবে মালয়ী ভাষাভাষীরাও প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবশ্যই সফল হবে। আরবে এক সময় ইসলামিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। মালয়ীদেরকে অবশ্যই ইংরেজি শিখতে হবে কারণ ইংরেজি এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃতভাষা।

১৯৯০ এর শেষের দিকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারীরা বেকার হয়ে পড়লে সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ইউএমএনও সুপ্রিম কাউন্সিল সমস্যার কারণ আবিষ্কার করলো যে তাদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে না। কাউন্সিলের কয়েকজন পরামর্শ দিল যে ছাত্রছাত্রীদেরকে সব কিছু ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেক তর্কবিতর্কের পর এ প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয়। তবে প্রত্যেকেই উপলব্ধি

www.pathagar.com

করলো মালয়েশিয়ার গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী বেকারদের কাজের সংস্থানের জন্য কিছু একটা করা উচিত। মালয়ী ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্কুলে ইংরেজি শিখতে শুরু করলো। মনে হলো অ-মালয়ীরাও ইংরেজি শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কাউন্সিলের অনেক সদস্যই অনুভব করলেন যে পর্যন্ত না ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে সে পর্যন্ত তারা স্থানীয় ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করতে পারবে না। পরিশেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি শিখতে হবে। তবে সবক্ষেত্রেই ইংরেজি ভাষা জানার প্রয়োজন, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে। অন্য কারণেও বিজ্ঞান ও গণিত বিষয় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষালাভ করতে হবে। সারাবিশ্ব ব্যাপী বিভিন্ন ফিল্ডে ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। ইংরেজির সায়েন্টিফিক টার্ম মালয়ী ভাষায় রূপান্তর করা সম্ভব হয় না। কিছু মালয়েশিয়ান ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার জন্য বিদেশে যায়। বিদেশে বিজ্ঞানের বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য ইংরেজি ভাষার উপরই নির্ভর করতে হয়। যদি আমাদেরকে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা ইংরেজি ভাষায় না করানো যায় তবে আমাদের ভিশন ২০২০ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়ার আগে ২০০৩ সালে আমরা দুটো সাবজেক্ট ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলাম। নিচের ক্লাস থেকে এ পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে এক এক বছরে এক এক ক্লাসে চালু করতে হলে স্কুলের উচ্চক্লাসে ইংরেজি চালু হতে ১১ বছর লাগবে। আর তাই করা হলো। কমপিউটারে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজি ভাষা চালু করা হলো।

মালয় ল্যাঙ্গুয়েজ ন্যাশনালিস্টরা আমাকে অনেক নিন্দা জানালো। তারা আবার মালয়ী ভাষায় বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার দাবী জানালো। রাজনীতির চাপে পড়ে ২০০৯ সালের এক সময়ে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার তান শ্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিন ঘোষণা করেন যে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১২ সাল থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে বাহাসা মালয়েশিয়া ভাষায়। আমার মনে হলো এ সিদ্ধান্তটা ভুল।

এর পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হলো। ইংরেজি ভাষার স্কুলগুলোকে ন্যাশনাল স্কুলে রূপান্তর করার পর অধিকাংশ চীনা ও ভারতীয় ছাত্রেরা মালয়ী ছাত্রদের হাতে নাজেহাল হতে লাগলো। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেও সমস্যা দেখা দিল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিস ফ্যাকাল্টি মালয়ী ছাত্রদেরকে হোস্টেলের অ-মুসলিম ছাত্রদের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করলো। একই হোস্টেলে চাইনীজ ছাত্ররা থাকতে রাজি হলো না। আমি এ সব সমস্যার কথা ভেবে চিন্তিত হলাম।

আগেই আমি একটা নতুন পরামর্শ দিয়েছিলাম : মালটি-স্কুল ক্যাম্পাস যা ভিশন স্কুল নামে পরিচিত হবে। স্ব স্ব ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনটা

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক স্কুলগুলো একই ক্যাম্পাসে চলবে। স্কুলে অ্যাসেম্বলি হবে একত্রে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে খেলাধুলা করবে। তারা তাদের স্কুল ও সম্প্রদায় অনুযায়ী খেলাধুলা করবে না। সমস্ত স্কুলের ছাত্ররা একত্রে মিলেমিশে খেলাধুলা করতে লাগলো। দুর্ভাগ্রক্রমে,চীনা শিক্ষাবিদেরা এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করলেন। তারা তাদের ছেলেমেয়েকে মালয়ী এবং ভারতীয় ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতে দিতে চাইলেন না। আমি তাদের আচরণে হতাশ হলাম। যদি এধরণের আচরণ এবং ব্যবহার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তবে মালয়ের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ব্যাহত হবে। মালয়ী ছেলেমেয়েদের পিতামাতা মালয়ী টিচারদের প্রতি খুশি ছিল না। তারা দাবী করলো চীনা স্কুলগুলোই ভাল। চীনা স্কুলগুলোতে চীনা ছেলেমেয়েদেরকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়ে থাকে। মালয়ী শিক্ষকরা সর্বান্তকরণে তাদের দায়িত্ব পালন করে না। তাদের অনেকে এটাও বললো মালয়ী শিক্ষকদের কাজের ক্ষেত্র ভাল না এবং তাদের চাকুরীর ভবিষ্যৎও তেমন উন্নত না। তাদের বেতনও কম। তাদের বেতন কম দেওয়া হয় এ দাবী অবিরতভাবে চলে আসছিল। আমার ২২ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বেরকালে আমি বিভিন্ন সময়ে তাদের বেতন বাড়িয়েছিলাম। তবুও তাদের কাছ থেকে এ দাবী উঠতেই থাকলো।

যে কোন উন্নয়নশীল দেশের চাইতে মালয়েশিয়াতে শিক্ষাখাতে বেশি অর্থ ব্যয় করা হতো। সারাদেশে সুন্দর সুন্দর স্কুল বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল। কিছু কিছু সেকেন্ডারী স্কুলের অবকাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ছিল। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ভিজিটররা মালয়েশিয়ার স্কুলগুলো পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন মালয়েশিয়ার স্কুলগুলো আধুনিক শিক্ষাসরঞ্জাম দ্বারা সুসজ্জিত। মালয়েশিয়ার স্কুলগুলোকে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করতে সরকার কার্পণ্য করেনি। স্কলারশিপের সংখ্যা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমি সব সময়ই সহজভাবে জ্ঞানার্জনের বিষয়ে লক্ষ্য রাখতাম। একদিন একজন মালয়ী শিক্ষাবিদ একজন চীনা প্রফেসর ও কয়েকজন শিশুসহ আমার অফিসে এলেন। শিশুগুলোর বয়স পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে। তিনি আমাকে দেখালেন শিশুরা কিভাবে গণিতের বড় বড় অঙ্কের সংখ্যাগুলোর সমাধান চোখের পলকের মধ্যে করে দিতে পারে। আমি তাদের ক্ষমতা দেখে অবাক হলাম। আমি তাদেরকে আট ডিজিটের একটা সংখ্যা লিখে আট ডিজিটের বড় একটা অংক দ্বারা গুণ করতে দিলাম। অংক না কষেই শিশুরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তরটা লিখে দিল। আমি তাদের ক্ষমতা দেখে মজা পেলাম। আমি ভাবলাম শিশুরা অবশ্যই বিশেষভাবে মেধাসম্পন্ন। তিনি আমাকে দেখালেন আধুনিক ক্যালকুলেটর ছাড়াই কিভাবে অ্যাবাকাস ব্যবহার করে এত দ্রুত অংকের উত্তর বের করা যায়।

চীনা ব্যক্তিটি চীনের একজন প্রফেসর। তিনি চীনে চাকুরী হারিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি মালয়েশিয়ার শিশুদের এটা শেখাতে চান কিনা।

www.pathagar.com

যতদিন পর্যন্ত মালয়েশিয়ান টিচারদেরকে তার পদ্ধতিটি না শেখাতে পারেন ততদিন তিনি মালয়েশিয়াতে থাকতে রাজি হলেন। আমি তার কথায় উৎফুল্ল হলাম। মেন্টাল ত্যারিথম্যাটি শিক্ষা দেবার জন্য কারিকুলামে অ্যাবাকাস ও চীনা প্রফেসরের মেথড শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বললাম। আমি নিশ্চিত হলাম এর ফলে আমরা আমাদের শিশুদের গণিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করাতে পারবো। কিন্তু অ্যাবাকাসের ব্যবহারের মধ্যে অনেক আমলাতান্ত্রিক সমস্যা ছিল। চীনা প্রফেসরটির সাথে তার বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে কথাবার্তা শেষে তার সাথে একটা চুক্তি হলো। তিনি এক বছরের বেশি আমাদের এখানে ছিলেন। মালয়েশিয়ার শিশুরা প্রকৃতপক্ষেই গণিতে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হলো।

শিক্ষা কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের জন্যই হওয়া উচিত নয়। শিক্ষা চরিত্র গঠনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। আমরা উন্নত চরিত্র গঠন, নেতৃত্ব গড়ে তোলা, আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা, চিন্তাচেতনা বৃদ্ধি এবং আবিষ্কার স্পৃহা গড়ে তোলার জন্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলাম। ফলশ্রুতিতে ছাত্রছাত্রীরা উন্নত চরিত্রের অধিকারী, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, সুবিবেচক ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। একজন ভাল মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কীয় মূল্যবোধ বিরাজ করে। প্রকৃত শিক্ষালাভের ফলে একজন সুশিক্ষিত মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত এবং মূল্যহীন হতে পারে না।

সিলেবাসে ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মালয়েশিয়ার স্কুলগুলোতে চরিত্রগঠন ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার শিক্ষা তেমনভাবে দেওয়া হতো না। কোন বিষয় ভালভাবে না বুঝেশুনে তারা পরীক্ষার আগে মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশের জন্য প্রস্তুত হতো। পরীক্ষকরা প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদেরকে আসল বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন না। একজন প্রফেসর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল ছাত্রদের উদ্দেশে লেকচার দিতেন। তিনি আমাকে বললেন যে কোন ছাত্রছাত্রী তাকে তার লেকচারের বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করে না। এ জন্য তিনি হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। তারা তাকে বুঝতেও চেষ্টা করে না। তার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পঠিত বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা নেই।

অনেক লোকই উপলব্ধি করতো না যে ছাত্রছাত্রীদেরকে সৎ এবং অন্যের প্রতি সম্মানবোধ থাকার প্রয়োজন আছে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন তা বোঝানো হতো না। তাদের বোঝানো হতো না ভবিষ্যতে তাদের একদিন সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করার প্রয়োজন হবে। ভাল চরিত্র গঠনের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে তাদেরকে কোন শিক্ষা দেওয়া হতো না।

আগামী দিনে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এ কথা আমার পিতামাতা সারাবছরই আমাকে বোঝাতেন। আজ অধিকাংশ পিতামাতার এ সব

www.pathagar.com

কথা বোঝানোর সময় ও ইচ্ছা নেই। দুর্ভাগ্রক্রমে, যেটা স্কুল ও স্কুলের শিক্ষকরা করতে পারতেন, তা তারা করতেন না। এটা না করলে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক হিসাবে গড়ে তুলতে পারবো না। কিছু কিছু শিক্ষক নিবেদিত এবং ছাত্রদের উৎসাহদাতা ছিলেন। তারা নিজেরা ছাত্রদের মধ্যে চরিত্র গড়ে তোলার জন্য আলাপ-আলোচনা করতেন।

ধর্মীয় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই চরিত্র গঠনের জন্য ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য নিবেদিত ছিলেন। তারা ধর্মীয় বিধিবিধান মুখস্থ করে অনুশীলন করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন, তবে বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য শিক্ষাদান করতেন না। ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিমরা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সে সময় শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে সে যুগের ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয়।

আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকের মধ্যেই বড় কিছু অর্জন করার ক্ষমতা আছে। জ্ঞান, দক্ষতা ও সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে তারা অগ্রসর হলে অবশ্যই তারা সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক এবং চারিত্রিক গুণের অধিকারী হতে পারবে। ঈশ্বর নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারা নিজেদের যোগ্যতা অর্জন করে সাফল্য লাভ করতে বলেছেন। আমি এভাবেই মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ারে প্যাথলজি শিক্ষা করেছিলাম। যে পর্যন্ত না বিষয়গুলো বুঝতে পেরে উঠতাম সে পর্যন্ত আমি বারবার টেক্সট বই পড়তাম। আমি বই থেকে না বুঝে কোন বিষয় মুখস্থ করতাম না।

এটা হচ্ছে একটা প্রাকটিক্যাল ওয়ার্ক। আমি প্রথম দিকে খুব খারাপ রেজাল্ট করি। আমি বারবার পড়ে বিষয়গুলো বোঝবার চেষ্টা করায় এক সময় বিষয়গুলো সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হই। আমি একজন বালিনীজ বালককে একটা কাঠে নক্সা করার জন্য চেষ্টা করতে দেখলাম। আমি তার দক্ষতা দেখে অবাক হলাম। সে সহজেই কাঠে নক্সা করে একটা সুন্দর ভাস্কর্য প্রস্তুত করলো। আমার পক্ষে কিন্তু তা করা সম্ভব ছিল না। এখনো বালিনীজ লোকেরা তা তরুণই হোক কিংবা বৃদ্ধই হোক সুন্দরভাবে কাঠ এবং পাথর দিয়ে সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য তৈরি করে থাকে। এ দেখে আমি উপলব্ধি করলাম তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে এ দক্ষতা অর্জন করেছে। যদি মালয়ীরা মনেপ্রাণে ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জন করতে পারে তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত এক কিংবা দুই জেনারেশনের মধ্যে তারা চীনের ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারবে। আমি মালয়ীদেরকে একথা বললে তারা আমার কথায় একমত হলো না। সরকার তাদেরকে সব ধরণের জ্ঞানার্জনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলো। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা অন্যের উপর নির্ভরশীলতাকেই জোর দিল। আমাদের মত একটা স্বাধীন দেশ কি সব সময়ই অপর দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে? আমি জনগণের মধ্যে কোন প্রকার ইতিবাচক কোন আচরণ লক্ষ্য

www.pathagar.com

করলাম না। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা সঞ্চারিত হবার কোন লক্ষণ তাদের মধ্যে ছিল না। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের মাঝে পিতামাতা ও শিক্ষকরা তাদের কাজের প্রতিফলন ঘটাবে। কাজের মাধ্যমেই চরিত্রের বিকাশ ঘটবে। পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলবে। অর্জিত বিশেষায়িত দক্ষতা ও যোগ্যতা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। এভাবেই জাপানীরা জাপানী হতে পেরেছে। ইংরেজরা এভাবেই ইংরেজ হতে পেরেছে। জার্মানরা জার্মান হবার ক্ষমতা লাভ করেছে। এটা হবার জন্য ত্বকের রঙ কিংবা জলবায়ুর কোন প্রভাব নেই। কৃষ্টি ও মূল্যবোধের সাহায্যেই তারা তাদের দেশ ও জাতির উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

আমি বিস্তারিতভাবে নতুন ইকোনমিক পলিসি আলোচনা করেছিলাম কিভাবে মালয়েশিয়ার জাতিগোষ্ঠির মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক অসুবিধাগুলো দূর করা যায়। ইতিবাচক কাজকর্ম চিরদিনই বলবৎ থাকে না। আমি আশা করেছিলাম শিক্ষার মাধ্যমে এ বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। এ জন্যই স্কলারশিপ প্রদান সংক্রান্ত সমালোচনাকে আমরা সহ্য করেছিলাম। এনইপি বাস্তবায়নের পর ৪০ বছর অতিক্রান্ত হলেও লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা দেশের করপোরেট ওয়েলথের মালয়ীদের ৩০ পার্সেন্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলো না। মালয়ীদের জন্য সরকারের দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তারা কাজে লাগাতে পারেনি। অ-বুমিপুতেরাদেরতে পাশে থেকে অপেক্ষা করতে বলা হলে অনেক বুমিপুতেরা পড়াশোনা করার জন্য খুশি হলো।

এ সব কারণে, সরকার মেধার ভিত্তিতে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিল। যদি প্রচুর সংখ্যক মালয়ী ছাত্রছাত্রী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারে তবে অ-মালয়ীরা ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করবে। তাদের জন্য কোটা না রেখে এ পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্তে মালয়ীদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল। মালয়ীদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশের ভিত্তিতে এবং অ-মালয়ীদের হায়ারসেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট এক্সাজামিনেশনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভর্তির বিধান ছিল। আমি আশা করেছিলাম মালয়ী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা ভালভাবে করে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করবে। কিন্তু আমার আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। মালয়ী ছাত্রদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদের কর্মকর্তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। এত সুযোগসুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও মালয়ী ছাত্রছাত্রীরা যদি ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে না পারে তবে কিবা করার ছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর একটা সমস্যার উদ্ভব ঘটে, ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭০ পার্সেন্টই ছাত্রী। এ থেকে এটা দৃষ্ট হয় যে ছেলেরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম নয়। অনেকেই বলে ছেলেরা কয়েক বছর ইউনিভার্সিটিতে কাটানোর চেয়ে আয় উপার্জনের জন্য কাজে লিপ্ত হতেই বেশি ইচ্ছুক। কেউ কেউ বলে ছেলেদেরকে টেকনিক্যাল বিষয়ে

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক ছেলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি না হয়ে তারা ক্রিমিনাল কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অনেক মালয়ী ছেলেরা ড্রাগ আসক্তও হয়ে পড়ে।

মালয়ী ছেলেরা ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ না করায় উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা তাদের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন স্বামী নির্বাচন করতে সমস্যায় পড়ে। কম যোগ্যতাসম্পন্ন স্বামীদের চাইতে তাদের স্ত্রীরা বেশি আয় উপার্জন করতে থাকে। স্ত্রীরা বেশি অর্থ আয় উপার্জন করায় তাদের স্বামীরা অলস হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে কফির দোকানে কিংবা এখানে ওখানে মোটর সাইকেল চালিয়ে বেড়াতে দেখা যায়। সম্ভবত এ ধরণের নির্ভরতার ফলে ছেলেদের মাঝে এক ধরণের নিষ্কর্মতা লক্ষ্য করা যায়। মালয়ী পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভারসাম্যতাহীনতা লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন সুচারুরূপে গড়ে উঠে না। আমি মালয়ী পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দুঃচিন্তায় পড়ি এ বিষয়ে আমার অবাক হওয়াটা কি ভুল ছিল? আমরা সারাজীবন ব্যাপী শিক্ষার কথা বলে থাকি। তাহলেও এ কথা সত্যি যে শিক্ষা গ্রহণ করলে তা পরবর্তী জীবনে কার্যকর হয়। কিন্তু মালয়ীদের মধ্যে এ ধরণের কোন কিছু লক্ষ্য করা গেল না।

অবসর নেবার পর আমার বক্তব্যে আমি বলেছিলাম, আমার কর্মকালে সব ধরণের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করবো। এখন আর আমার কিছু করার নেই। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার অনেক আগে মালয়ীদের উভয়সংকট সম্বন্ধে আমার মনে চিন্তাভাবনা জাগতো। ১৯৫০ সালের দিকে আমি সিঙ্গাপুরের একজন তরুণ মেডিক্যাল ছাত্র ছিলাম। আমি ২২ বছর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছিলাম। আমি সে সময় পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে মালয়ীরা উভয়সংকটের মধ্যে কালাতিপাত করছে। আমার মনে হয়েছিল কিছু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, আর কিছু সমস্যার সমাধান কখনোই করা সম্ভব না।

মালয়ী সমাজকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত। আমি ভারতীয়দের সাথে মালয়ীদের তুলনা করে দেখতে পারি। আমি ভারতীয়দের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম তারা নিজেদের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে সচেতন। বহু ভারতীয় ছাত্রদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সে সব ছাত্ররা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য সংগ্রাম করছিল। অন্য দিকে মালয়ী ছাত্ররা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিল। তারা আরো আরো যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিবেদিত ছিল না। এক্ষেত্রে তারা কি এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করতে পারতো না?

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫৯
পদত্যাগ

আমি ২১ বছর সাধ্যমত আমার কাজ করেছিলাম। আমার মা আমার বালক বয়সে আমাকে সব সময় যা বলতেন সে সব কথা মনে রেখে কাজ করতে চেষ্টা করি: কখনো তোমার অভ্যর্থনা স্থানে বেশিক্ষণ থাকবে না। আমার জীবনের একটা অংশের শেষে আমাকে পদত্যাগ করে অপরকে কাজ শুরু করার সুযোগ দিতে আমি পছন্দ করলাম। আমি আর কিছু করার কথা কল্পনা করলাম না। দেশ বিদেশ সফরকালে আমি যাদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম তাদের স্মৃতিকথা আমি লিখতে চাইলাম। আমি ভাবলাম, আমার জীবনের একটা কালপর্বের অনেক কথা আমার স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করতে পারবো।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সঠিক সময়েই নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললাম না, এমনকি হাসমাহ্‌কেও না। রাজা, সরকারের চিফ সেক্রেটারী এবং ইউএমএনও এর জেনারেল সেক্রেটারীকে চিঠিগুলো প্রস্তুত করলাম। চিঠিগুলো আমি নিজের হাতেই লিখলাম। আমি কাউকে দিয়ে চিঠিগুলো লেখাতে চাইলাম না। ৫৬তম ইউএমএনও এর অ্যানুয়াল জেনারেল অ্যাসেম্বলি এর ২০০২ সালে সম্মেলনে আমি আমার ক্লোজিং স্পিচের শেষে পদত্যাগের ঘোষণা দিতে মনস্থির করলাম। আমি ওই সময় এ বিষয়ে ঘোষণা দিতে চাইলাম যাতে আমার মনে কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া না হয়। তাছাড়াও অন্য সময় আমার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলে সাংবাদিকরা হাসাহাসি করে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করতো।

কয়েক মাস ধরেই আমি পদত্যাগের পরিকল্পনা করছিলাম। কাউকে না বলা সত্ত্বেও আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে পদত্যাগ না করতে বললো। তারা আমার উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। কিন্তু আমি নিজে নিজেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম। ২১ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার পর আমি পদত্যাগ করতে যাচ্ছি। আমি অনুভব করলাম আমি এখনো জনপ্রিয় আছি। হাসমাহ্ আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। আমি কিন্তু জানতাম সে আমার সিদ্ধান্তকে মেনে নেবে কারণ সে আমাকে সবসময় সব বিষয়ে সমর্থন করে এসেছে। আমার একমাত্র চিন্তা ছিল এ কথা আমার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার তুন আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদায়িকে বলবো কিনা। আমার ঘোষণা দেবার এক বছর আগে আমি দায়িত্ব ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি তাকে এ বিষয়ে বললাম। তবে আমি নির্দিষ্ট করে বললাম না কবে আমি পদত্যাগ করবো। আমি

www.pathagar.com

২০০২ সালের ২২ জুন বিকাল ৫.৫০ মিনিটে ইউএমএনও এর প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করলাম। অ্যাসেম্বলি এর সম্মেলনের শেষে আমি আমার ক্লোজিং স্পিচে এ ঘোষণাটা দিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে এতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। লোকজন আমাকে পদত্যাগ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দিতে লাগলো। তারপর ওয়ানিতা ইউএমএনওর প্রধান তান শ্রী রাফিদাহ্ আজিজ এবং ইউএমএনওর ইয়ুথ এর প্রধান দাতুক সেরি হিশামউদ্দিন হুসাইন আমার এ ঘোষণায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। রাফিদাহ্ পরে আমাকে বলেছিলেন আমার কাছে ছুটে আসবার সময় তার জুতার হিল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, কেন? কেন? কেন? ইউএমএনও এর দাতুক পাদুকা ইব্রাহিমও স্টেজে উঠে এলেন।

হাসমাহ্ উপরের গ্যালারিতে বসে ছিল। পরে সে আমাকে বলেছিল সেই অবাক করা মুহূর্তে তার কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সে আমার মুখ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা শুনে তার সংজ্ঞাহীন হবার মত অবস্থা হয়। নিউজিল্যান্ড থেকে আসা একজন ক্যামেরাম্যান তাকে ধরে ফেলে। সে সেখানে কয়েক মিনিট বসে ছিল তারপর লোকজন তাকে ঘিরে ধরে আমার মত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। সে ওখান থেকে উঠে আসে। তার মনে পড়ে এটা ইউএমএনওর অ্যাসেম্বলির সম্মেলন। সে জানতো আমাকে একদিন না একদিন পদত্যাগ করতেই হবে। তবে সে জানতো না আমি এভাবে পদত্যাগের ঘোষণা দেব।

আমি ঘোষণা দেবার আগে আমার ভয় ছিল আমি হয়তো হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে পারি। তাহলে সেটা হবে খারাপ একটা ব্যাপার। ভাষণের আগেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেও যখন সেই মুহূর্তটা এলো আমি কয়েকটিমাত্র কথা পরিষ্কারভাবে বলতে পারছিলাম না। আমি লজ্জিতভাবে চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু মুছে ফেললাম। আমার নিজের এ সিদ্ধান্তকে আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।

ইউএমএনও এর কয়েকজন সদস্য আমাকে ঘিরে ধরে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমার মনে আছে আমি মাথা ঝাঁকিয়ে তাদেরকে বললাম আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তুন আব্দুল্লাহ্ স্টেজের আর একপ্রান্তে গিয়ে ইউএমএনওর পার্লামেন্টের চেয়ারম্যান তুন সুলাইমান শাহকে আমার সিদ্ধান্ত বাতিল করার কথা ঘোষণা করতে বললেন।

তুন সুলাইমান উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্ত হবার জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু সারা হলঘরে শোরগোল উঠলো। ডেলিগেটরা পরস্পরের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। তারা পার্টি সংগ গেয়ে "না! না! পদত্যাগ করবেন না।" তারপর সুপ্রিম কাউন্সিলের একদল সদস্য আমাকে স্টেজ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা অ্যাসেম্বলি হলের পাশের প্রেসিডেন্সিয়াল রুমে গেলাম। সেখানে কয়েকজন সুপ্রিম

www.pathagar.com

কাউন্সিলের সদস্য এবং ইউএমএনওর নেতারা আমাকে পদে বহাল থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। সেখানে সকল ভাইস প্রেসিডেন্ট উপস্থিত ছিলেন। তান শ্রী আয়শাহ্ গণি, আমার শালিকা তান শ্রী সালেহা আলীও উপস্থিত ছিলেন। এমনকি তুন গাজালি শফি ও টেঙ্কু রাজা লেইগ হামজাহসহ অন্যান্য পার্টির গণ্যমান্য নেতারাও ছিলেন। প্রত্যেকের মনেই এটা শোকের আবহ সৃষ্টি হলো। তারা জানতে চাচ্ছিলেন আমি কী করতে চাচ্ছি।

কিছু সময় পরে, ইউএমএনও এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট তুন আব্দুল্লাহ বললেন অ্যাসেম্বলি আমার পদত্যাগ বাতিল করার প্রস্তাব করছে। সর্বসম্মতভাবে তার প্রস্তাবে সবাই একমত হলেন। আমি রুমের মাঝে ছিলাম, তাই বাইরে কী ঘটছে তা আমি জানতে পারছিলাম না। সাংবাদিকসহ আরো লোকজন আমার রুমে ভিড় জমালো। তাদেরকে এড়িয়ে আমি ব্যাকডোর দিয়ে ওখান থেকে প্রস্থান করে পুত্রাজায়ায় আমার সরকারি বাসভবনে চলে গেলাম। আমি আমার পদ ছেড়ে দেবার ঘোষণা দেওয়ায় জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আমি উপলব্ধি করলাম তারা আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বে থাকা পছন্দ করে।

বিরোধীদল আমার পদত্যাগের ঘোষণাকে রঙ চড়িয়ে প্রচার করলো এটা আসন্ন নির্বাচনে ভোট পাবার জন্য সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশে পদত্যাগ নাটক করা হচ্ছে। অন্যেরা বললো পার্টির কাছ থেকে একটা ম্যান্ডেট পাবার জন্য এটা আমার একটা কৌশলমাত্র। এ সব কথার কোনটাই সত্যি ছিল না। একটা দেশের ২১ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকা অবশ্য একটা দীর্ঘ সময়। এটা কত বড় গুরুদায়িত্ব তা যারা পালন করেনি তারা কিভাবে বুঝবেন! আমি অনুভব করলাম আমাকে অবশ্যই পদ ছেড়ে দিতে হবে। আমি যদি পদ ছেড়ে না দেই তবে আমার উত্তরাধিকারী ভাববে যে আমি কখনোই পদ ছাড়বো না। কিছু লোক আমাকে বললো পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া আমার একটা ভুল সিদ্ধান্ত। আমি যদি পদ ছেড়ে না দেই তবে তারাই দু'দিন পরে বলবে "এ বৃদ্ধলোকটা কবে সরে যাবে?" ; "লোকটা কি সারাজীবনের জন্য পদ আগলে থাকবে।"; "প্রচুর হয়েছে আর না।"

ওই রাতেই আমার ছেলেমেয়েরা আমার বাসায় আমার সাথে মিলিত হলো। আমার শরীরস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তারা খোঁজ-খবর নিল। বিশেষ করে আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় বর্তমানে আমার হার্টের অবস্থা কেমন সে সব বিষয়ে তারা জানতে চাইলো। তারা ও হাসমাহ্ আমার অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলো। তুন আব্দুল্লাহসহ কয়েকজন ইউএমএনও এর নেতা এবং জেনারেল অ্যাসেম্বলির প্রতিনিধিরা তাদের আবেগ অনুভূতি আমাকে জানানোর জন্য আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি তাদেরকে বললাম যে আমি তাদের অনুরোধ গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অন্তবর্তীকালে আমার ক্ষমতা সুন্দর ও সুচারুভাবে হস্তান্তর করতে পারি। আগামীকাল আমি সঠিকভাবে

www.pathagar.com

বলতে পারবো যে আর একটা বছর কুয়ালা লামপুরের এনএএম (নাম) এবং ওআইসি সম্মেলন শেষ হওয়া পর্যন্ত ২০০৩ সালে অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবো কিনা।

আমার ক্ষমতাকালে, আমি কয়েকটা বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। প্রথমত, আমি তোষামোদ ও মাত্রাতিরিক্ত প্রসংশা করাকে উৎসাহিত করিনি, যা সচরাচর নেতারা করে থাকেন। আমি দৃঢ়সংকল্প ছিলাম যে কোন প্রকার ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাবোধ যেন কারো মনে গড়ে না উঠে। এমনকি আমি যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম তখনো মন্ত্রীর নামে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েও মালয়ের শাসকদের নাম ছাড়া আমার নিজের ও অন্য কোন জীবিত লোকের নামে কোন বিল্ডিং এর নামকরণ করার অনুমতি দেইনি। আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম কোন সরকারি বিল্ডিং এ আমার ছবি টানানো যাবে না। যদিও তা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিল। একটা অর্কিড ছাড়া কোন কিছুর নাম আমার নামে করা যাবে না বলেও আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। এমন কি আমার নামে কোন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী স্থাপন বিষয়টাও আমি বাতিল করে দেই।

আমি রাজনৈতিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠারও বিরুদ্ধে ছিলাম। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমার সন্তানদেরকে সরকার ও ইউএমএনও তে কোন প্রকার ভূমিকা রাখতে দেইনি। কোন রাজনৈতিক পদে বসার আগ্রহ দেখাতে আমি তাদেরকে উৎসাহিত ও সমর্থনও করিনি। তারা অনেক সময় এতে হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। আমি নির্বাচনে জয়লাভ করে আসার জন্য তাদেরকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমার অবস্থানটা ছিল এরকম: যদি তারা রাজনীতিতে আসতে চায় তবে তৃণমূল থেকে শুরু করতে হবে এবং তাদের নিজেদের পথে চলতে হবে। আমি অবসর গ্রহণ করলে পার্টি আমার পুত্র মুখরিজকে আমার পার্লামেন্টারী নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী হবার প্রস্তাব রাখলে আমি তাকে প্রার্থী হবার অনুমতি দেইনি। আমার পরিবারের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে সুযোগ দিয়ে স্বজনপোষণ নীতিতে আমার বিশ্বাস ছিল না। যদিও তুন হুসাইন ওন আমার শ্যালককে সেলাঙোর এর *মেনতেরি বেসার* নিয়োগ করেছিলেন। যখন তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠে তখন আমি তাকে অপসারণ করতে কোন প্রকার ইতস্তত করিনি।

আমার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে জনগণ বিশেষ করে সমস্ত ইউএমএনও নেতাদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমি কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম আমি দুর্নীতি করা ছাড়াই কাজ করতে পারি। অধিকাংশ লোকই মনে করতো যে ওইগুলো হচ্ছে দুর্নীতি করার দুর্নীতিমূলক কথা। এটা মানুষের খুবই হীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ছিল। যখন তারা নিজেরা সঠিক হবে তখন তারা অপরের সম্বন্ধে এ ধরণের ধারণা করতে পারবে না।

www.pathagar.com

আমার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে আমি একটা শ্লোগান প্রচলন করেছিলাম "নেতৃত্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা"। আমি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ শ্লোগানকে মেনে চলার চেষ্টা করেছিলাম। স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়াটা ছিল এ শ্লোগানেরই একটা অংশ বিশেষ। নেতারা তাদের পদ আকড়ে ধরে রাখতে পারে না। তার অনুগামীরা তাদের নেতাদের সম্বন্ধে কী ভাবছে তা বোঝবার ক্ষমতা নেতাদের থাকা দরকার। তারা যদি মনে করে নেতাদের চলে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে তবে তাদেরকে পদ ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়। যদিও আমি এখন জানি যে আমার সিদ্ধান্তে যারা উপকৃত হয়েছিলেন তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন না। আমি কখনো স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ায় দুঃখিত হইনি। আমি আজ পর্যন্ত ভাবি যে নেতারা কতটা জনপ্রিয় হলো সেটা কোন বিষয়ই না।

আমার অবসর নেবার এক বছর আগে কয়েকটি ঘটনার মধ্যে একটি ছিল ২০০৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী'র ১৩তম নন এলায়েন্স মুভমেন্ট (এনএএম)। তখনো আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করেনি। তারা ইসরায়েলকে সমর্থন করায় আমি নিন্দা জ্ঞাপনের প্রস্তাব রাখি।

এক মাস পরে ২০ মার্চ ইরাক আক্রান্ত হয়। আমি এর বিরুদ্ধে ছিলাম। অবস্থা আরো খারাপ না করার জন্য আমি বুশ এবং ব্লেয়ারকে চিঠি লিখেছিলাম। এনএএম এবং ওআইসি সম্মেলনের পর আমি বালি'র আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন, ব্যাংকক এর এপিইসি, জোগজাকার্তা'র আসিয়ান ফেডারেশন অর্গানাইজেশন (এএফইও) এর সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। আমার শেষ অফিসিয়াল সফর ছিল তিমুর লেসত এবং পাপুয়া নিউ গিনিতে। দেশে আমি ইউএমএনওর জেনারেল মিটিং এ সভাপতিত্ব করেছিলাম। আমি ২০০৪ সালের বাজেট এবং অন্তবর্তীকালীন বাজেট এবং অষ্টম মালয়েশিয়ান প্লানের
মিড-টার্ম রিভিউ প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

নতুন প্রধান মন্ত্রী ক্ষমতা লাভের পর আমি এমন কথাও শুনেছিলাম যে খোড়া হাঁস মার্কা প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাকে পরিবর্তন না করে তা গ্রহণ করা ঠিক হবে না। আমি একজন খোড়া হাঁস মার্কা প্রধানমন্ত্রী হব তা কখনোই প্রত্যাশা করেছিলাম না। আমি প্রত্যাশা করেছিলাম আমার উত্তরাধিকারী অন্য কিছু না করলেও আমার ক্যাবিনেটের দ্বারা পাশ করা সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত করবেন। ইত্যবসরে দেশের উন্নয়নের জন্য আমি বেশ কয়েকটি অবকাঠামোগত প্রজেক্ট গ্রহণ করেছিলাম। প্রজেক্টগুলো ছিল: পাহাঙ থেকে সেলাঙোর পর্যন্ত পানি সরবরাহ, জোহর বারু থেকে পাদাঙ ডবল-ট্রাকিং বিদ্যুৎ চালিত রেলওয়ে এবং কসেওয়েতে ব্রীজ, ব্রোগা'র ইনসিনেরাটর ফর সলিড ওয়েস্ট ইত্যাদি।

www.pathagar.com

২০০৩ সালের জুন মাসে শেষবারের মত ইউএমএনওর অ্যাসেম্বলির মিটিং এ আমি সভাপতিত্ব করি। আমি আমার ওপেনিং স্পিচ অনেকক্ষণ ধরে লিখেছিলাম। আমি আমার বক্তব্যে আবেগ প্রকাশ করতে চাইনি। আমার লেখায় জাতি এবং পার্টির জন্য কাজ করার কথা ছিল, আমার ফেয়ারওয়েলের কথা ছিল না। আমি বলতে চেয়েছিলাম ভবিষ্যতে কী হতে পারে। পার্টিকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি বললাম স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরে মালয়েশিয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জনসংখ্যা ৫ মিলিয়ন থেকে ২৫ মিলিয়নে পৌঁছায় তা ৫০০ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বরিসান নাসিওনাল এখনো ক্ষমতায় আছে। অধিকাংশ পার্টিই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল। তারা ক্ষমতায় নেই। দেশের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি প্রথম প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুল রহমানের জ্ঞান গরিমার জন্য সম্ভব হয়েছে। তিনিই মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে কোয়ালিশন পার্টি ভিত্তিক সরকার গঠনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাদের অনেক ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও মালয়েশিয়ার অনেক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। ব্রিটিশের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে মালয়েশিয়াতে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন গড়ে উঠে। আমি বললাম পৃথিবীর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপীয়ানরা আজও আমাদের জীবনযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইউনাটেড নেশন আমাদেরকে সাহায্য করেনি। আমার বক্তব্যে আরো উল্লেখ করলাম ইউরোপীয়রা আমাদের দেশের উপর তাদের মিডিয়াতে তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আমরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আছি। তরুণ প্রজন্ম জাতিগোষ্ঠী সমস্যার মাঝে দিন কাটাচ্ছে। সঠিকভাবে ইসলাম শেখানো হচ্ছে না। আমাদের একথাটি মনে রাখতে হবে আমরা এখনো ধনী নই, তাই আমরা ধনীর মত আচরণ করতে পারি না। আমাদের জনগণ কঠিন পরিশ্রম করে আয় উপার্জন করে থাকে। ইউএমএনও গড়ে উঠেছে তার সদস্যদের উপর নির্ভর করে। নেতৃত্বের লড়াইয়ের জন্যই পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পার্টি গঠিত হবার পর কমপক্ষে তিনটা গ্রুপ হয়। তারা পার্টি ভেঙ্গে বের হয়ে যায়: দাতো'ওন জাফরের ইন্ডিপেন্ডেন্স অব মালয়া পার্টি (নেগারা পার্টি থেকে সৃষ্টি), টেঙ্কু রাজা লেইগ এর সেমাঙাত ৪৬ এবং দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম এর পারতি কেয়াদিলান। ইউএমএনও থেকে বের হয়ে পিএএস নামে আর একটা গ্রুপ গঠিত হয়। দল ভেঙ্গে কোন কাজ হয়নি। আমি আবারও বলছি পার্টি ও পার্টির সদস্যদেরকে ইসলামের শিক্ষায় চালিত হতে হবে। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি, মুসলিমরা কলহপ্রবণ নয়।

২১ জুন অ্যাসেম্বলির শেষ দিন ছিল। আমি ক্লোজিং স্পিচ দিলাম। আমি আবারও বললাম মালয়ীদের প্রধান সমস্যা দুর্নীতি। তারা আয়ের সহজ পথ খোঁজে। অতীতে তাদের রাজারা তাদের জমি হারান, এমনকি তাদের সার্বভৌমত্বও

www.pathagar.com

হারান, তাদের কঠিন পরিশ্রম ছাড়া তাড়াতাড়ি বেশি আয় উপার্জন করার লোভে। আমি সতর্ক করে দিতে চাই দুর্নীতি মালয়ীদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাদের স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে।

কিছু সময়ের মধ্যে আমি ধারণা করলাম ইউএমএনও এর সদস্যরা আমাকে সম্মানিত করতে চাচ্ছেন। তারা আমাকে ওয়াইডিকে বা *ইয়াঙ দি কাসিহি* বা প্রিয়জন বলে সম্মানিত করলেন। আমি বিষয়টা বুঝতে পেরে তাদেরকে বললাম যে এ ধরণের ভালবাসা ও সম্মান আপনারা ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্ট ও প্রাইম মিনিস্টারকে জানাবেন। রাত নামলে অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শেষ হলো। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি বিশ্রাম নেবার জন্য ল্যাংকায়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। তেলেঙা হারবারে নতুন ম্যারিনা চেকিং এর হাত থেকে রক্ষা পেলাম না। পারদানা গ্যালারির সেকেন্ড ফেসের কাজ চলছিল। প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে আমি যে সব উপহার পেয়েছিলাম সেগুলো জনসাধারণকে প্রদর্শনের জন্য ওখানে রাখা ছিল। উপহারগুলো আমি ব্যক্তিগত যোগ্যতার বলে পেয়েছিলাম না, তাই আমি ওগুলো আমার জিনিস বলে মনে করলাম না।

আমি কয়েক বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে উপলব্ধি করেছিলাম যে আমাদেরকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যা আমি ১২ সেপ্টেম্বরের বাজেট বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলাম। এখন আমাদেরকে নিজস্ব বিনিয়োগের উপর নির্ভর করতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর থেকে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে। ২০০৪ সালে আমাদের প্রবৃদ্ধি সম্প্রসারিত হয়ে ৭.২ পার্সেন্টে পৌছাবে। আমি অবসর নেবার একদিন আগে মালয়েশিয়ার অষ্টম মালয়েশিয়ান প্লান উপস্থাপন করলাম।

২৯ অক্টোবর চিফ সেক্রেটারী তান শ্রী সামসুউদ্দিন ওসমান আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি আমাকে বললেন আগঙ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাকে সিভিলিয়নদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব সেরি মহারাজা মাঙকু নেগারা আমাকে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ খেতাবধারীরা তাদের নামের আগে তুন লিখতে পারবেন। আমি প্রথমেই বললাম যে আমি এটা নিতে পারবো না। অনেক আগে আমাকে "দাতো" খেতাব দেওয়া হয়েছিল। আমি সব সময়ই অনুভব করতাম যে পুরস্কার কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেওয়া হয় না। আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে ভাল কাজ দেখাতে পারলে আপনার অবদানের জন্য পুরস্কার পেতে পারেন।

আমি দায়িত্বে থাকাকালে আমি চেষ্টা করতাম এ নীতি মেনে চলতে। সামসুউদ্দিন আমাকে আবারও পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। আগঙকে অশ্রদ্ধা না জানানোর উদ্দেশে আমি আমার মত পরিবর্তন করলাম।

www.pathagar.com

আমার অবসর নেবার সময় এগিয়ে এলো। আমি ভাবনায় পড়লাম তুন আব্দুল্লাহ ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে দাতুক সেরি নাজিব রাজাককে পছন্দ করবেন কিনা। আমি অনুভব করলাম যে আমি কমই নাজিবের মধ্যে অসৎ কিছু দেখেছি। তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ভাল ভোট পেয়েছিলেন-যখন আমি তুন আব্দুল্লাহকে পছন্দ করেছিলাম। আমি অবসর নেবার আগে আমার শেষ ভাষণ দিলাম। আমি প্রকাশ্যেই বললাম তুন আব্দুল্লাহ ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে নাজিবকে পছন্দ করবেন। নাজিব চূড়ান্তভাবে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার নিযুক্ত হওয়ায় আমি স্বস্তি অনুভব করলাম।

ইত্যবসরে, স্থানীয় সংবাদপত্রে আমার ২২ বছরের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশংসাসূচক বড় বড় বিজ্ঞাপন শোভা পেতে দেখলাম। এটা ছিল মালয়েশিয়ানদের বিশেষ ধরণের বিজ্ঞাপন প্রচার। পূর্ণ পৃষ্ঠায় বিশেষ উপলক্ষে আগঙ, সুলতান, প্রধানমন্ত্রী এবং মিনিস্টারদের বিজ্ঞাপন দান ছিল সাধারণ ব্যাপার। স্টেট গভর্নর, কোম্পানী এবং ব্যক্তিরা এমন বিজ্ঞাপন দিতেন। আমার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে অহেতুক অর্থ ব্যয়ের জন্য আমি এ ধরণের বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেই। নতুন প্রাইম মিনিস্টার এর সুনাম ছিল। আমি তাকে পছন্দ করায় ইউএমএনও তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছিল। তিনি ছিলেন বয়স্ক মানুষ এবং দুর্নীতিমুক্ত। (তিনি "মি. ক্লিন" হিসাবে জনসাধারণের কাছে পরিচিত) তুন আব্দুল্লাহ এর ৬৪ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন। আমাদের ইতিহাসে তিনি বয়স্ক মানুষ হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন। আমি যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেই তখন আমার বয়স ছিল ৫৬ বছর।

আমি ভাবনায় পড়লাম : যদি দেশের সমৃদ্ধির জন্য কোন কিছু ঘটে তবে কি আমি দুঃখ পাব? আমি তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি কোনভাবেই তাদের কাজে নাক গলাবো না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সরকার এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে চালিত হবে। আমি ভেবে নিশ্চিত হলাম যে আমি আর্থিক সংকট ও আনোয়ারের সমস্যা মোকাবিলা করেও ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছিলাম। সুতরাং আমার দুঃচিন্তাগ্রস্ত হবার কোন কারণ ছিল না। সে সময় আমি উপলব্ধি করতে পারিনি কয়েক বছরের মধ্যে সব কিছুতে মারাত্মক পরিবর্তন হবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬০

ওআইসিতে উদ্বেগ প্রকাশ

২০০৩ সালের অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নেবার অনেক সপ্তাহ আগে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) এর ১০ম শীর্ষ সম্মেলনে আমি ভাষণ দিলাম। আমরা ওই বছর কনফারেন্সের হোস্ট ছিলাম। আমি ওআইসি এর চেয়ারম্যানও ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম মালয়েশিয়া অর্গানাইজেশনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এর ঘটনার পরে এটাই ছিল মুসলিম নেতাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলন। আমার উদ্দেশ্য ছিল এ সংস্থার নেতাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া যে মুসলিমরা এখন খোলাখুলিভাবে "ওয়ার অন টেরোরিজম " এর মুখোমুখি।

আমার বক্তৃতায় আমি বললাম যে মুসলিমরা ইহুদিদের থেকে শিখতে হয়েছিল যে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দমন-পীড়ন শিকার করে বিশ্বের শক্তিশালী হয়। আমি উদ্ধৃত করলাম: "তারা (ইহুদিরা) টিকে ছিল ২,০০০ বছর তাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামার পাল্টা আঘাত না হেনে। তারা টিকে ছিল চিন্তাভাবনা করে। তারা আবিষ্কার করে সফল হয়েছিল সোশালিজম,কম্যুনিজম, মানবাধীকার, এবং গণতন্ত্রে যা থেকে তাদের উপর নির্যাতন করা ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। সুতরাং তারা অন্যদের সাথে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। এ সব থেকেই তারা ওয়ার্ল্ড পাওয়ার হবার যোগ্যতা হয়েছে। আমরা একা বল প্রয়োগ করে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারি না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ব্রেন দিয়ে লড়াই করতে হবে।"

এটা মনে করা মূল্যবান মুসলমানরা ইউএস এর শক্তিশালী ইহুদি লবির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত। এমনটাই বলা হয় ইহুদি লবি এতটাই শক্তিশালী যে ভোট দেবারকালে তারা ঠিক করে ইউএস এর প্রেসিডেন্ট কে হবে। ২০০৪ সালের ইউএস এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি ইউএস এর মুসলিমদেরকে লিখেছিলাম বুশকে ভোট না দিতে। এটা বলেছিলাম তার বিরোধী তার চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল বলে নয়। আমি শুধুমাত্র চেয়েছিলাম মুসলমানরা দেখাক ইউএস এর নির্বাচনে মুসলিমদের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু তারা এক হতে পারে না। তারা ইউএস এর রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

আমি আমার বক্তৃতায় বললাম: একটামাত্র উম্মাহ্ থেকে আমরা অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত, *মাজহাব* এবং *তরিকত* সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই দাবী করে আসছে তারটাই সত্যিকারের ইসলাম। আমরা কিন্তু একই মুসলিম সমাজের একই উম্মাহ্ এর

www.pathagar.com

অন্তর্গত। আমরা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছি যে আমাদের শত্রুরা কখনোই বিবেচনা করে না আমরা সত্যিকারের মুসলমান কিংবা না। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করবে এবং আমাদেরকে হত্যা করবে। আমাদের জমি অধিকার করবে। আমরা সুন্নি বা শিয়া বা ওহাবী বা অন্য যাকিছুই হই না কেন তারা আমাদের সরকারকে টেনে নামাবে। আমরা তাদেরকে সাহায্য করি এবং আমরা পরস্পরকে আক্রমণ করি এবং আমরা পরস্পরকে দুর্বল করে তুলি। আমরা আমাদের সরকারকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে পতন ঘটিয়ে থাকি। আমরা শুধুমাত্র আমাদের দেশগুলোকে দুর্বল এবং সমৃদ্ধহীন করতে সাহায্য করে থাকি।"

যে কেউ ওআইসিতে দেওয়া আমার ভাষণ পড়লে বুঝতে পারবে আমি ভারসাম্য রক্ষা করে আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম। ইহুদিরা আমাদেরকে নাজেহাল করে ভুল করেছে সে কথা আমি আমার ভাষণে যেমন বলে ছিলাম তেমনভাবে আমি তাদেরকে রোল মডেল হিসাবে প্রশংসাও করেছিলাম। কঠিন পরিশ্রম ও বিশেষ দক্ষতার বলে তাদের অনেকেই খুবই ধনী হয়েছিল। তারা আর্থিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞানী এবং ব্যবসায়ী হিসাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। একইভাবে, আমি উল্লেখ করেছিলাম যে অনেক মুসলিমও সারাবিশ্বে আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। নিজেরা নিজেদের মধ্যে অবিরতভাবে লড়াই করার জন্য আমি কিন্তু মুসলিমদেরকে নিন্দাজ্ঞাপন করেছিলাম। তাদেরকে সুইসাইড অ্যাটাক থেকে বিরত থাকবার জন্য আমি তরুণ মুসলিমদের কাছে আবেদন করেছিলাম। আমি তাদেরকে মুসলিম কম্যুনিটিতে ইসলামের মহানুভবতাকে তুলে ধরার জন্য বলেছিলাম।

আমি তাদেরকে রাজি করানোর জন্য আমি এ বিবৃতিটি দিলাম।"ইউরোপীয়ানরা ১২ মিলিয়নের মধ্যে ৬ মিলিয়ন ইহুদিকে হত্যা করেছে। আজ কিন্তু ইহুদিরা পক্ষান্তরে বিশ্ব শাসন করছে। তারা অন্যদেরকে তাদের জন্যই লড়াই ও মৃত্যুর পথে টেনে আনছে।" ইহুদিরা দাবী করে তারা হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে। তারা শারিরীক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরাজিত হয়েও তারা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে। একদা তারা রাষ্ট্রহীন ছিল। কিন্তু আজ তারা ইউএস এর মত রাষ্ট্রে প্রভাব এবং কর্তৃত্ব বিস্তার করে শক্ত হাতে ইসরায়েল শাসন করছে।

২০০৫ সালে প্যালেস্টাইন সফর করে আমি শোকাচ্ছন্ন হলাম। আমি দেখলাম পুরো দেশটা ইসরায়েল দখল করে রেখেছে। প্যালেস্টাইনিদের সেখানকার রাস্তাগুলো ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তাদের নিজেদের জায়গায় যাবার অধিকার তাদের নেই। এটা পরিষ্কার কেন আরবরা ভয়ঙ্করভাবে ক্রুদ্ধ। এটাই তাদেরকে শরীরে বোমা বেঁধে অস্ত্রের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত ভয়ঙ্কর কাজে প্রবৃত্ত করেছে। তারা ৬০ বছর ধরে অমানবিক জীবনযাপন করছে। তাদের নিজেদের জমি পুনরুদ্ধারের জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। আমি ভেবে পাই না কবে তারা সফল হবে।

www.pathagar.com

আমি ওআইসি সম্মেলনে বলেছিলাম:"আজও মুসলিমদেশগুলো ও তাদের জনগণের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। তারা অনুভব করে যে তারা সঠিক কিছু করছে না। মুসলিমরা চিরদিন ইউরোপীয়ান ও ইহুদিদের দ্বারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হবে। তারা চিরদিনই গরীব, পশ্চাদপদ ও দুর্বল হয়ে থাকবে।"

আমি সব সময়ই বিশ্বাস করতাম ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টি করাই ছিল ভুল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগে ইউরোপীয়ানরা তাদের মহাদেশ থেকে ইহুদিদেরকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা তাদের জন্য সাউথ আমেরিকা ও উগান্ডাতে তাদের আবাসস্থল দেবার জন্য বিবেচনা করেছিল। তারা তাদের ভূমি ছাড়তে রাজি হয়নি। সে সময় প্যালেস্টাইনে সামান্য সংখ্যক ইহুদিরা বসবাস করতো। সুতরাং দেশটির একটা অংশে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন করার ইউরোপীয়ানরা সিদ্ধান্ত নিল। স্বাভাবিকভাবেই আরবরা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। যদি টেক্সাসের অর্ধেকটা মেক্সিকোকে ছেড়ে দেবার কথা উঠতো তবে আমেরিকানরা কেমন জবাব দিত? প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভূখণ্ডই বিভক্ত হলো না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা ঘরবাড়ি থেকেও মুসলিমদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। কিছু কিছু আরব দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্রে থেকে গেল। ইসরায়েল হলো জাতিগত একটা রাষ্ট্র। তাদের নাগরিক জাতি ভিত্তিক, বসবাস কিংবা আনুগত্য ভিত্তিক নয়।

ইসরায়েলীদের কৌশল হচ্ছে প্যালেস্টাইনীদেরকে সন্ত্রাসের মত খারাপ কাজের দ্বারা সরকারিভাবে দেশছাড়া করা। তারা সেটাই করলো। সারাবিশ্ব নীরব থাকলো হত্যাযজ্ঞ অপরাধের বাইরের ব্যাপার। তাই যাই ঘটুক না কেন তাতে সমর্থন যুগিয়ে পশ্চিমারা ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি করলো, তাদের সিদ্ধান্তকে ন্যায্য বলে বিবেচনা করলো।

যারা যুক্তি দেখালো যে ইসরায়েল ১৯৪৭ সালে ইউনাইটেড নেশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গা থেকে বেশি জায়গা অধিকার করতে পারে না। ইসরায়েল অবশ্যই বিতাড়িত আরবদেরকে জমি ফেরত দিতে বাধ্য। কিন্তু জিওনিস্টরা আরবদেরকে জমি ছেড়ে দিতে রাজি হলো না এটা ভেবে যদি তারা তাদেরকে জমি ছেড়ে দেয় তবে তাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাবে।

প্যালেস্টাইনের মুসলমানরা ৫০ বছর ধরে লড়াই করার পরও কোন ফললাভ হয়নি। প্রকৃতপক্ষেই অবস্থা খারাপ, আর এ জন্য আমি সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিলাম কেন ওইআইসি গঠিত হয়েছে। ওআইসি এর সনদ অনুযায়ী এ সম্মেলনের উদ্দেশ ইসলামিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা। কালচার, সায়েন্স এবং

www.pathagar.com

টেকনোলজির সমৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব দেওয়া। টেঙ্কু আব্দুল রহমানের আমল থেকে মালয়েশিয়া ওআইসি এর কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। টেঙ্কু আব্দুল রহমান ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ওআইসি এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন।

মুসলিমদের মুখপাত্র হিসাবে ওআইসি এর ভূমিকা অতি দুর্বল, কারণ এর সদস্যরা কখনোই কোন বিষয়ে একমত পোষণ করেনি। এ সংস্থার সব সদস্যদের মধ্যে একতা না থাকায় প্যালেস্টাইন প্রশ্নে কোন সমাধানে পৌঁছতে পারেনি। আমি দেখলাম মুসলমানরা খুব কমই কাজ করতে পারে কিংবা তাদের নিজেদের সাহায্যের জন্য যৎসামান্যই করতে পারে। আমি আমার বক্তব্যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করলাম না: "এটা কি সত্যি নয় যে আমাদের যা করা উচিত তা কি আমরা করছি, আমরা কি পিছন থেকে ক্রোধের প্রকাশ ঘটাচ্ছি না? আমাদের তরুণদেরকে এগিয়ে দিয়ে আমাদের নিজেদের লোকজনের হত্যা করা ছাড়া কি অন্য কোন পন্থা নেই?" আমার বক্তব্যে ইসরায়েলিদের সম্বন্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করার ফলে তার প্রতিক্রিয়া ইসরায়েলি তরফ থেকে অতি দ্রুতই প্রকাশ পেল। একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা বললেন যে আমার বক্তব্য ইন্ধন যোগানোর সমতুল্য। ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর একজন মুখপাত্র সিএনএন এ বললেন, "এর মধ্যে অবাক হবার মত তেমন কিছু নেই। সদস্যদের মধ্যে ইসরায়েলিদের নিয়ে আলোচনা করা একটা সাধারণ বিষয়।" বুশ প্রশাসনও আমার নিন্দাসূচক বক্তব্যের জন্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড রেডিওতে জনসাধারণের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বললেন যে আমার বক্তব্য আক্রমাণাত্মক। ব্রাসেল এ ইউরোপীয়ান নেতারা আমাকে মিথ্যা ছড়ানো ও ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করলো।

আসলে এ সব নেতারা আমার পুরো ভাষণ পড়েননি। যদি পড়তেন তবে তারা এভাবে আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতেন না। তারা জানতেন না ১৯৮৭ সালে মালয়েশিয়ান সরকার একদল স্কুলছাত্রকে আমাদের দেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ করেন। সে সময় আইজাক রবিন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পিএএস এর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৯৭ সালে আমরা ইসরায়েলি ক্রিকেট টিমকে ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় আমাদের দেশে যোগদান করার জন্য অনুমতি দেই। এ সব সত্ত্বেও তারা আমাকে ইহুদি বিরোধী বলে অভিযুক্ত করতে ছাড়লো না। আমি এতে বিরক্ত হলাম না। আমি জানতাম এটা সত্যি হলেও আমার কোন ইহুদি বন্ধু নেই। আমি ইসরায়েলের ইহুদিদের বিরুদ্ধে নই। প্যালেস্টাইনে জিওনিস্টরা যা করেছিল আমি তার বিরুদ্ধে। তারা যা করেছিল তার বিরুদ্ধে আমার জোরালো আপত্তি ছিল। আমি মুসলিমদের সমালোচনা করতেও প্রস্তুত, তাই আমি ইহুদিদের সমালোচনাও আমার বক্তব্যে উঠে আসতে পারে। আমি ইহুদির সমালোচনা করি নি, আমি আমার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেছি মাত্র।

www.pathagar.com

ওআইসিতে দেওয়া আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে তোলপাড় বেশ দিন চললো। ব্যাংকক এ এপিইসি শীর্ষ সম্মেলনের পর একগুচ্ছ মিডিয়া প্রতিবেদনে বলা হলো যে আমি যা বলেছিলাম তার জন্য প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলু বুশ আমাকে গালমন্দ করেছেন। আসলে যা ঘটেছিল তা অন্যরকম।

পশ্চিমারা ইহুদিদের দোষ ধরতে অন্ধ ছিল। সম্ভবত ইউরোপীয়ানরা তাদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তা ঢাকতেই তারা ইহুদিদেরকে সুদৃষ্টিতে দেখতো। তারা নিজেদেরকে দোষী বলে ভাবতো। কারণ তারা এক যুগে একসময় ইহুদি নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল। পশ্চিমের অধিকাংশ লোক ভুলে যেতে পারে ইহুদি মিলিট্যান্ট ও প্যারামিলিটারী গ্রুপ ইরগুন ও হাগনাহ এর নিষ্ঠুরতার কথা এবং দেইর ইয়াসিনে প্যালেস্টাইনের আরবদের উপর তাদের হত্যাযজ্ঞের কথাও। যারা হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিল তারা কেউই সাহসের সাথে বলতে পারে না যে ইসরায়েলের কাছ থেকে বিশ্ব কেমন আচরণ প্রত্যাশা করতে পারে। প্যালেস্টাইনদের প্রতি তাদের ব্যবহার দেখে এটা পরিষ্কার হয়েছিল জার্মানীর নাজি শাসন আমলে তাদের উপর যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল তা থেকে যে ইহুদিরা কোন কিছু শিখেনি।

এজন্যই ওআইসিকে অবশ্যই একতাবদ্ধভাবে কথা বলতে হবে। আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে নতুন বিশ্বে নতুন নিয়মে চলে টিকে থাকতে হবে। আমি বারবার আমার লেখা ও বক্তৃতায় বলেছিলাম যে আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি যে শান্তিপূর্ণ পন্থায় রাজনৈতিক বিরোধিতা দূর করা যেতে পারে। এমনকি দু'দেশের মাঝের বৈরিতার অবসানও ঘটানো যেতে পারে। ১০ম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে আমি বারবার আমার ইচ্ছা সম্পর্কে ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করেছিলাম:"আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী নই। আমরা অবশ্যই তাদের হৃদয় মনকে জয় করবো। আমরা আমাদের শক্তিবলে জয় লাভ করবো।, তাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে নয়। সংগ্রাম করে জয়লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, ক্রুদ্ধ আর প্রতিশোধমূলক স্পৃহায় নয়।

আমার বক্তৃতার কোন কিছুর জন্য ক্ষমা চাইনি। আমি শুধুমাত্র ক্ষমা চেয়েছিলাম আমার কথার অপব্যাখ্যা না করার জন্য।, যা কিছু লোকের মনে আঘাত লাগতে পারে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬১
সিঙ্গাপুরের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন

মালয়েশিয়ার ফরেন পলিসির একটা ক্ষেত্রে সব সময়ই আমাদের সাথে সিংগাপুরের সম্পর্কের টানাপোড়েন চ্যালেঞ্জিং রূপ লাভ করে। আমার এটা ভুল ধারণাও হতে পারে, আমার কিন্তু সন্দেহ হয় একবার লী কুয়ান ইউ এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা ভেবেছিলেন। ওই সময় তার ধীশক্তির তুলনায় সিঙ্গাপুর ছিল খুবই একটা ছোট্ট মঞ্চ। যদি সিঙ্গাপুর ও তার পাশের চীনা জনগণ গণতান্ত্রিক মালয়েশিয়ার অংশবিশেষ হতো, তবে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারতেন। কিন্তু মালয়েশিয়া বিভক্ত হয়ে যায়।

টুঙ্কু কিন্তু লীকে হতাশ করে তোলেন এবং তার আশাআকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে যায় যখন তিনি সিঙ্গাপুরের একমাত্র পিপল'স অ্যাকশন পার্টি (পিএপি) এর কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। বস্তুতপক্ষে এ পার্টি ছিল বিরোধী দল। পিএপি ১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এমসিএ প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এ দল মাত্র একটা সিটে জয়লাভ করেছিল। ইউএমএন'র প্রধান পার্টনার এমসিএ এতে অবস্থান দৃঢ় করার জন্য লী'র আশা ছিল। পিএপি এর সাথে টেঙ্কুর কোন প্রকার সমঝোতা হয় না। তিনি ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুরকে বহিষ্কার করে দেন। একসময় সিঙ্গাপুর ছিল স্বাধীন দেশ, দুটো দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ভাবনা-চিন্তা করা যেতেও পারে।

সিঙ্গাপুরকে পৃথকীকরণের অর্থ লীর আশা ভরসার জলাঞ্জলি। টেলিভিশনে যখন ঘোষণা হচ্ছিল তখন লী চিৎকার করে উঠেন। তিনি টেঙ্কুকে কখনোই ক্ষমা করেননি। তিনি সৈয়দ জাফর হাসান আলবারকে কখনোই ক্ষমা করতে পারেননি সিঙ্গাপুরকে পৃথক করা প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরের সিনো মালয় দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধানোর জন্য তিনি তাকে দায়ী করেন। তিনি আমাকে মালয়ী চরমপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন।

১৯৬৪ সালে পার্লামেন্টে ও ১৯৬৫ পার্লামেন্টারী সেসনে লী'র সাথে আমার অনেকবার বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। মালয়েশিয়ার কী করা উচিত,আর কী করা উচিত নয় বিষয়ে আমি তার সীমাহীন প্রচারপ্রচারণাকে পছন্দ করতাম না। তিনি মালয়েশিয়াকে "জঙ্গল আরব" বলে অভিহিত করে।

www.pathagar.com

আমাদের অতীতের বাকবিতণ্ডা সত্ত্বেও আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম সিঙ্গাপুরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলাম। সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার সাথে সংযুক্ত হবার আগে ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে পানি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন সিঙ্গাপুরের ওয়াটার এর জন্য আরএম ১০,৫০০ ব্যয় করতো। অন্যদিকে, মালয়েশিয়া আরএম ২১,০০০ অর্থ প্রতিদিন পানি বাবদ প্রদান করতো। এর অর্থ মালয়েশিয়া আয় ছিল শূন্য কোটায়। আর অন্যদিকে সিঙ্গাপুর প্রতিদিন আরএম ১০,৫০০ আয় করতো। দু'দেশের মধ্যে পানি নিয়ে সমস্যার অন্ত ছিল না।

আর একটা সমস্যা ছিল দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের তানজোঙ পাগারে আমাদের রেলস্টেশন সংক্রান্ত বিষয়ে। রেলওয়ে লাইন এর কেন্দ্রস্থল দিয়ে গেছে। সেখানে কোন লেভেল ক্রসিং ছিল না। সিঙ্গাপুরের রোড ট্রাফিক বাধাগ্রস্ত হয় না। উপনিবেশিক আমল থেকে মালয়েশিয়ান কাস্টম ও ইমিগ্রেশন অফিসাররা এ স্টেশনে বসে তাদের কাজ চালাতেন। এ আয়োজনে ফলে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার উদ্ভব হতো না। আমরা লাইন রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। আমরা এ লাইনে ইলেক্ট্রিক ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করি। সিঙ্গাপুর জমি ফেরত চায়। পৃথকীকরণের সময় থেকে আমাদের চুক্তি হয় যে আমরা সিঙ্গাপুরের ভিতর দিয়ে ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে ওই স্টেশন ব্যবহার করতে পারবো। কিন্তু এখন সিঙ্গাপুর তাদের এ জমির উন্নয়নসাধন করতে চায়। ১৯৯০ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তুন দাইম জৈনউদ্দিন এবং লী একটা পয়েন্ট অব এগ্রিমেন্টস (পিওএ) স্বাক্ষর করেন। পিওএ মোতাবেক তানজোঙ পাগার রেল স্টেশন তানজোঙ পাগার ও কজওয়েের মাঝামাঝি স্থানে বুকিত তিমাহ্ এ স্থানান্তরের চুক্তি হয়। এর বদলে সিঙ্গাপুর আমাদেরকে একটা ক্ষতিপূরণ দিবে। এ চুক্তিতে স্বচ্ছতা না থাকায় সমস্যা লেগেই থাকে। আমরা তাদের জায়গা থেকে আমাদের কাস্টম, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কোয়ারানটাইন (সিআইডি) স্থানান্তর করে উডল্যান্ডস এ নিয়ে যাই। ওই জায়গাটা ছিল সিঙ্গাপুরের কজওয়েের শেষ প্রান্তে। সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার কাছে তানজোঙ পাগারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করলো। তারা আরো বললো রেল লাইনের উন্নয়নসাধন মালয়েশিয়া একা না করে যৌথভাবে করতে হবে।

মালয়েশিয়ান অফিসারদের সাথে সিঙ্গাপুরের অফিসারদের অনেক মিটিং হলো। কিন্তু কোন সুফল পাওয়া গেল না।

মালয়েশিয়ার সাথে সিঙ্গাপুরের রেলযোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটা নতুন ব্রীজ স্থাপনের প্রস্তাব আমি রেখেছিলাম। তুন আব্দুল্লাহ বাদায়ী সরকার সে প্রোজেক্ট বাতিল করে দেয়। সিঙ্গাপুরের সাথে আর একটা সমস্যা ছিল পাহাড়ী পুলাউ বাতু পুতেহ্ এলাকা নিয়ে, অনেক ম্যাপে এ এলাকাকে পেদ্রা ব্রাঞ্চা ("হোয়াইট রক" ইন পর্তুগীজ)। উপনিবেশিক আমলে উপদ্বীপের উপকূলের বরাবর ধরে অনেকগুলো দ্বীপে লাইটহাউস তৈরি করেছিল। আমি বলতে চেয়েছিলাম না যে এগুলোর মালিক ব্রিটিশরা ছিল এগুলো ছিল। মালয়ের সার্বভৌম এলাকা।

www.pathagar.com

উপদ্বীপের পূর্ব পাশের পুলাউ বাতু পুতেহ্ সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি। ১৮৫১ সালে ব্রিটিশরা হর্সবার্গ লাইট নামে একটা নেভিগেশনের সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলে। ঔপনিবেশিক সরকারের আমলে এ লাইট হাউসগুলো একই অফিস থেকে পরিচালিত হতো। মালয় ইউনিয়ন গঠন এবং সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর উপকুলীয় লাইট হাউসগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে সিঙ্গাপুর থেকে।

আমাদের দৃষ্টিতে পুলাউ বাতু পুতেহ্ এর মালিক জোহর। কিন্তু সিঙ্গাপুর দাবী করে আসতে লাগে যে পুলাউ বাতু পুতেহ্ এর মালিক তারা। তারা সেখানে ছোট একটা দুর্গ তৈরি করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে মালয়েশিয়ার সব জেলেরা ওখানকার সমুদ্রে মাছ ধরতো। ঝড়জলে আক্রান্ত হয়ে তারা ওখানটাতে আশ্রয় নিত। কিন্তু সিঙ্গাপুর জেলেদেরকে সেখানে যাবার অনুমতি দেয় না। একবার আমি একটা পুলিশ বোটে দ্বীপের কাছাকাছি গিয়েছিলাম। কাছাকাছি যেতেই সিঙ্গাপুরের নৌবাহিনীর দুটো বোট আমাদের গতিরোধ করে। আমি পুলিশ বোটকে ওই এলাকা থেকে সরে আসার কথা বলি।

একটা ফয়সালার নিমিত্তে সিঙ্গাপুর শেষ পর্যন্ত তাদের দাবী ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস ফর এ পাঠাতে রাজি হয়। ২০০৮ সালের ২৩ মে কোর্ট দীর্ঘপ্রতিক্ষীত রায় প্রদান করে। অধিকাংশ ভোট সিঙ্গাপুরের পক্ষে যাওয়ায় পুলাউ বাতু পুতেহ্ সিঙ্গাপুরের পক্ষে রায় যায়। এর পক্ষে বেশ কয়েকটা গ্রাউন্ড ছিল: প্রথম জোহরের সুলতান কোন শর্তে ১৮৫১ সালে হর্সবার্গ লাইট তৈরির অনুমতি দিয়েছিলেন তার অরিজিনাল চিঠি মালয়েশিয়া দেখাতে পারেনি। জোহরের ন্যাশনাল আর্ককাইভে এ সম্পর্কীয় কাগজপত্র ছিল না, অন্যদিকে সিঙ্গাপুরের আর্ককাইভে এ সংক্রান্ত কাগজপত্র সবই ছিল।
দ্বিতীয়ত, মালয়েশিয়ার কাছ থেকে বাধাবিপত্তি ছাড়াই সিঙ্গাপুর দীর্ঘকাল লাইটহাউসটি ব্যবহার করে আসছিল।
তৃতীয়ত, ১৯৫৩ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতারও আগে জোহরের সুলতানাত এর স্টেট সেক্রেটারী ওখানকার দাবী ছেড়ে দিয়ে একটা পত্রে সই প্রদান করেন।

মালয়েশিয়ার এয়ার স্পেস সিঙ্গাপুরের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া সম্পর্কেও একটা সমস্যা ছিল। জোহরের দক্ষিণের আমাদের এয়ার স্পেসকে সিঙ্গাপুরের এয়ারফোর্স প্লেনকে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হতো। তারা এলাকার বাইরে উত্তর দিকে আমাদের না জানিয়ে আমাদের এলাকায় ঢুকে বিধ্বস্ত হওয়া বিমানের পাইলটকে উদ্ধার করার জন্য একটা হেলিকপ্টারকে পাঠায়। এ ঘটনার পরে আমরা এ বিষয়টি তাদের সঙ্গে মিমাংসা করার চেষ্টা করি।

এক পর্যায়ে, আমরা আমাদের সমস্যাগুলো একত্রিত করে একটা প্যাকেজের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করি। কিন্তু সিঙ্গাপুর কখনোই একটা প্যাকেজের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে রাজি হয় না। আলাদা আলাদা করে সমস্যাগুলোর সমাধান করতে আমি তাদের তখনকার প্রাইম মিনিস্টার গোহ চোক তোঙকে চিঠি লিখি। তিনি রাজি হয়ে আমাকে জানান প্রথমে পানি সংক্রান্ত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি তার অফিসারদেরকে বলে দিয়েছেন।

চতুর্থ দ্বিপাক্ষিক ইস্যু ছিল মালয়েশিয়ার যে সব লোক সিঙ্গাপুরে কাজ করতো তাদের সেন্ট্রাল প্রোভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) সংক্রান্ত বিষয়ে। উপদ্বীপে বসবাসকারী মালয়েশিয়ানদের সিপিএফ এর অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করে। এ বিষয়টা আমার কাছে হাস্যস্পদ বলে মনে হলো। সাবাহ ও সারাওয়াকে এ ধরণের বিধান নেই। সাবাহ ও সারাওয়াক মালয়েশিয়ার অন্তর্গত। তাদের সিপিএফ এর অর্থ বন্ধ করে দেবার কোন অর্থ হয় না। কারেন্সি সংকটের সময়ে আমরাও ইচ্ছা করলে সেন্ট্রাল লিমিটেড অর্ডার ব্যাংক এর সিঙ্গাপুরিয়ানদের বিনিয়োগ মালয়েশিয়ান শেয়ারের প্রতি আক্রমণ বলে ধরে আমরা তা জোর করে বন্ধ করে দিতে পারতাম।

প্রথম দিকে সিঙ্গাপুরের সরকার চাইলো না যে তাদের লোকজন জোহর বারু থেকে তাদের পেট্রোল ট্যাঙ্ক ভর্তি করে আনুক, যদিও পেট্রোলের দাম সেখানে সস্তা ছিল। সিঙ্গাপুরে সীমিত সংখ্যক কার ছিল আর ছিল পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। সিঙ্গাপুরে পেট্রোলের ব্যবসা তেমন বড়সড় ছিল না। সিঙ্গাপুরের সরকার এ থেকে খুব কমই ট্যাক্স পেত। তাই সিঙ্গাপুরের গাড়ির মালিকেরা পেট্রোলের ট্যাঙ্ক পুরোটা কিংবা অর্ধেকটা ভর্তি করার জন্য জোহর বারুতে হাজির হতো। জোহর বারু থেকে পেট্রোল না আনায় জনগণের মানসিকতা সিঙ্গাপুরের দ্বারা চালিত বলে মনে হলো।

ব্রিটিশরা সিঙ্গাপুর পোর্টকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে উন্নত করে গড়ে তুলেছিল। মালয় স্টেটস এর প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্রিটিশরা সেলাঙোরে স্বেটেনহাম পোর্ট গড়ে তুলেছিল। বর্তমানে এ বন্দরের নাম পোর্ট কেলাঙ। আমরা লক্ষ্য করলাম পোর্ট কেলাঙ সামুদ্রিক জাহাজকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারপর আমরা একটা প্রাইভেট কোম্পানীকে সিঙ্গাপুরের পরে পোর্ট তানজুঙ পেলেপাস নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি প্রাইভেট ডেভলাপরদেরকে বললাম সিংঙ্গাপুরকে পোর্ট তানজুঙ পেলেপাস ভেন্চারে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। তারা কিন্তু সাড়া দিল না। তারা হয়তো মনে করলো পোর্ট তানজুঙ পেলেপাস তাদের সিঙ্গাপুর পোর্টের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। পোর্ট তানজুঙ পেলেপাস এর ম্যানেজার কিন্তু সিঙ্গাপুরের পোর্ট অর্থরিটির কাছ থেকে দুটো ক্লায়েন্টস কীলাভ করলো। ক্লায়েন্ট দুটো হচ্ছে: তাইওয়ানের ইভারগ্রীন মেরিন এবং বিশ্বের বিখ্যাত কন্টেনার সিপিং ফার্ম মের্সক সিল্যান্ড।

www.pathagar.com

আজকের দিনে উপদ্বীপের বন্দরগুলো দিয়ে বছরে ১০ মিলিয়ন কনটেনার যাতায়াত করে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সিঙ্গাপুর তাদের জাহাজের ভাড়া হ্রাস করে। এবং সিপিং লাইনস থেকে অর্থ ধার করে। কারণ তাদের জীবনযাত্রার মান কম হওয়ায় আগে থেকেই মালয়েশিয়ার জাহাজের ভাড়া কম ছিল। বন্দর তৈরি হবার আগে মালয়েশিয়ান সরকার তাদের সিঙ্গাপুরের বন্দর ব্যবহারকারী ট্রাক প্রতি আরএম ১০০ লেভি ধার্য করে। আমি মনে করলাম এ লেভি বেশি দিন আদায় করা যাবে না। পোর্ট তানজুঙ পেলেপাস এর প্রধান প্রতিযোগী সিঙ্গাপুর পোর্ট। পোর্ট তানজুঙ পেলেপাস ব্যক্তি মালিকানায় তৈরি। অন্যদিকে সিঙ্গাপুর পোর্টের মালিক সিঙ্গাপুর সরকার। সিঙ্গাপুর সরকার প্রয়োজন হলে ভর্তুকি দিতে পারে। সিঙ্গাপুর ভাবতে পারেনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে চিরদিন বিবেচিত হতে পারবে না।
মালয়েশিয়া তার নিজেদের বন্দরগুলো দিয়ে আমদানী ও রপ্তানীর ব্যবস্থা করে। মালয়েশিয়া চিরদিনের মত সিঙ্গাপুরের পশ্চাদভূমি হিসাবে থাকতে চায় না। বন্দরের আয় উপার্জন থেকে সিঙ্গাপুর বিশাল ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দেশ ধন সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তবুও সিঙ্গাপুরকে মালয়েশিয়ার প্রতিযোগী মনে হয়।

উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলের দুটো উদীয়মান বন্দর : পাসির গুডাঙ এবং তানজুঙ পেলেপাস। জোহর কজওয়েতে দ্বারা মালামাল এ দুটো বন্দরে আনা-নেওয়া করতে ট্রাফিক জ্যামসহ নানা প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় আমি সিঙ্গাপুর সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখি যে আমরা কজওয়ে একটা ব্রীজসহ পুনস্থাপন করতে চাই। সিঙ্গাপুর আমাদের প্রস্তাবের জবাবে হ্যাঁ বা না কোন কথাই বলে না।

আমি গোহকে রাজি করানোর জন্য লীকে বললাম। লী আমাকে লিখলেন যে গোহ কজওয়ে সম্বন্ধে নস্টালজিক অনুষঙ্গের মাঝে আছেন। তার অবসরের শেষে কজওয়ে সরানো যাবে। নস্টালজিয়া হচ্ছে একটা মাত্রাতিরিক্ত আবেগ। আমি বিষয়টি গোহ এর কাছে উপস্থাপন করলাম। কিন্তু এবারও ইতিবাচক কোন ফল পেলাম না। ব্রীজটি কখনোই প্যাকেজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না। অন্যান্য সমস্যার চাইতেও এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ওখানটাতে ব্রীজ তৈরি বিষয়ে যদি সিঙ্গাপুর আমাদের সাহায্য না করে তবে আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে।

মালয়েশিয়ার আগ্রহী পার্টিগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে যদি সিঙ্গাপুর আমাদের সাথে ব্রীজ তৈরি করতে অস্বীকার, করে তবে আমরা তেবরাউ স্ট্রেইট এর আমাদের এলাকায় একটা ব্রীজ নির্মাণ করবো। ডিপ ওয়াটার লাইন আমাদের দুটো দেশের বাউন্ডারী, যা ছিল প্রায়ই কজওয়ের মাঝামাঝি। আমাদের নতুন ব্রীজের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তের পাশে আর্ন্তজাতিক সীমান্ত।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ান সাইডে একটা খুবই ছোট সোজা ব্রীজ ছিল যার নিচে বোট যাতায়াত করতে পারতো। খুব ভারি ট্রাক পারাপার হতে সমস্যার উদ্ভব হতো। তাই আমি একটা বাঁকানো ব্রীজ তৈরি করার জন্য প্রস্তাব রাখলাম। ব্রীজটি হবে লম্বা এবং মোটর গাড়ি উঠানামার পক্ষে সুন্দর। ওখানে ব্রীজ নির্মাণ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি চালানো হলো। ব্রীজটি হবে ১.৫ কিমি লম্বা এবং আর এতে থাকবে আট লেনের হাইওয়ে সোজা ২৫ মিটার উপরে। ট্রেন ক্রমান্বয়ে উচু হয়ে যাওয়া ব্রীজে উঠতে পারবে না, এটা মোটর গাড়ির জন্য উপযোগী হবে। ব্রীজ তৈরি করার আর একটা কারণ ছিল। প্রণালীর পানি ছিল জলাবদ্ধ এবং দুষিত। ব্রীজ তৈরি করলে ব্রীজের নিচ দিয়ে পানি প্রবাহ বেড়ে যাবে। জোয়ার ভাটার পানি বইবে। ইর্য়াট ও অন্যান্য ছোট ছোট নৌকাগুলো সহজেই ব্রীজের নিচে দিয়ে চলাচল করতে পারবে। জোহর ও সিঙ্গাপুরের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে ট্যুরিস্ট বোট যাতায়াতের পথ সুগোম হবে। প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের পথও প্রশস্ত হবে। আমি গোহকে এ বিষয়াদি জানিয়ে পত্র দিলাম যদি তিনি সম্মতি না দেন তবে আমরা আমাদের অংশে এ ব্রীজ তৈরি করবো। গোহ এ ব্রীজ সংক্রান্ত বিষয়ে জবাবে জানালেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সোজা ব্রীজ নির্মাণের পক্ষপাতী। যদি মালয়েশিয়া ব্রীজ তৈরি করতে চায় তবে তা তাদের অংশে তৈরি করতে হবে। তাহলেই তিনি তাতে সম্মতি দিবেন। তবে তিনি বাঁকানো ব্রীজ তৈরি সম্পর্কে কোন কথা বললেন না। আমি পদ ছাড়ার আগে সিআইকিউ ব্রীজ তৈরির জন্য পদক্ষেপ নিলাম যাতে ট্রাক ও বাস যাতায়াত করতে পারে। সিআইকিউ এর পরিকল্পনা মোতাবেক ব্রীজ নির্মাণের জন্য ব্রীজ ও রেলওয়ে ব্রীজ নির্মাণের কাজ কন্ট্রাক্টের শুরু করলো।

সিঙ্গাপুর সরকার সিঙ্গাপুর ওয়াটার সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট এর আওতাধীনে ওয়াটার পাইপগুলো সরিয়ে অন্য স্থানে বসাতে হবে। মালয়েশিয়ান সাইডের ওয়াটার পাইপগুলো সি বেডে তলিয়ে গেলেও সেগুলো সিঙ্গাপুরের সাইডের পাইপগুলোর সাথে সংযুক্ত রইলো। সিঙ্গাপুর সরকার এ বিষয়টা জানতো। তারা এবিষয়ে কোন প্রকার প্রতিবাদ জানালো না। তারপর এক সময় সিঙ্গাপুরের ওয়াটার পাইপ সরিয়ে নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তাদেরকে ওইগুলো সরিয়ে নিতে বললে তা করতে দেরি করলো না। পুরো প্রজেক্টের কাজ চলতে থাকাকালে সিঙ্গাপুর কোন প্রকার অভিযোগ জানালো না।

তারপর ২০০৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুল্লাহ হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন যে ব্রীজের কাজ বন্ধ করা হলো। সিঙ্গাপুরের সাথে নতুন একটা সমঝোতা হবে সোজা ব্রীজ নির্মাণের বিষয়ে। আসলে তুন আবদুল্লাহ এর সরকার বাঁকানো ব্রীজ বা কার্ভ ব্রীজ করতে চাইছিল না।। আরো কোন কারণ থাকতে

www.pathagar.com

পারে কিনা সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। ইউএসএতে একটা বিখ্যাত বাঁকানো ব্রীজ আছে একটা সংকীর্ণ প্রণালীর উপর মেইন ল্যান্ড ও একটা দ্বীপের সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য বাঁকানো ব্রীজ তৈরি করা হয় যাতে যথেষ্ট উঁচু ব্রীজের নিচে দিয়ে হেলিকপ্টার সহজে উড়ে যেতে পারে। ফ্রান্সে নতুন ট্রান্স-ইউরোপীয়ান হাইওয়েতে একটা দীর্ঘ কার্ভ ব্রীজ আছে। স্ট্রেইট বা সোজা ব্রীজের তুলনায় আমাদের কাভ্ বা বাঁকানো ব্রীজ নিঃসন্দেহে ভিজিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। কে এ ধরণের একটা ব্রীজে আপত্তি উত্থাপন করলো?

আমাদের পরিকল্পিত কার্ভ ব্রীজটি রাতের বেলায় আলোতে অতি সুন্দর দেখতে হতো। একবছর পার হয়ে গেল। তারপর আরো এক বছর কয়েক মাস গেল। সিঙ্গাপুর সোজা ব্রীজ করতে রাজি হবার মত কোন আশা-ভরসা দিল না। আমি তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ২০ বছর ধরে চেষ্টা করে কার্ভ ব্রীজ নির্মাণ করাতে রাজি করিয়েছিলাম। সিঙ্গাপুর সব সময়ই এ সব বিষয়ে দেরী করে থাকে।

তারপর আমি শুনতে পেলাম যে মালয়েশিয়ান নেগোশিয়েনেটররা সিঙ্গাপুরকে এক বিলিয়ন কিউবিক মিটার বালি সরবরাহের শর্তে সিঙ্গাপুরকে রাজি করাতে পেরেছে। জোহরের দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে সিঙ্গাপুরের এয়ার ফোর্সের বিমান উড়তে শুরু করলো। আমি অবাক হলাম এটা ভেবে যে বালি বিক্রি করার শর্তে মালয়েশিয়ান সরকারকে সোজা ব্রীজ নির্মাণে সিঙ্গাপুরকে রাজি করাতে হলো। ইত্যবসরে জোহর স্টেট গভর্নর সরাসরি এ প্রজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত হলো। ফেডারেল গভর্নমেন্ট জোরেসোরে নতুন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো। যাহোক, ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার দাতুক সেরি নাজিব রাজাক বললেন যে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরকে বালি না দিয়ে আমাদের অংশে ব্রীজ তৈরি করবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তান শ্রী সৈয়দ হামিদ বারবার বললেন সিঙ্গাপুরের কোন অধিকার নেই মালয়েশিয়ার ভূখণ্ডে ব্রীজ নির্মাণ করায় বাঁধা দিতে। আমি ভাবলাম আমরা যখন কার্ভ ব্রীজ নির্মাণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম তখন সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে কার্ভ ব্রীজ করতে দিতে রাজি হয়েছিলেন। সে সময় আমরা দু'বছর সময় নষ্ট করেছিলাম। সিআইকিউ কাজও শুরু করেছিল। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত শেষ হয়নি। আমরা শ্বেত হস্তির পিঠে উপবেশন করেছিলাম, যার ফলে আরএম ২ বিলিয়ন অর্থ খরচ হয়ে গিয়েছিল।

আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে সিঙ্গাপুরের কাছে বালি বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারা তাদের কাছে বালি বিক্রির জন্য নানা অজুহাত খাড়া করেছিল। সমুদ্রে ড্রেজিং করে বালি উত্তোলনে মালয়েশিয়ার কোন প্রকার লাভজনক কিছু না থাকায় আমরা বালি উত্তোলনে রাজি ছিলাম না। আমরা ভেবে দেখেছিলাম সিঙ্গাপুরের ড্রেজিং করার সংক্রান্ত প্রস্তাব কি আমাদের উপকার বয়ে আনবে ?

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার জনসাধারণ সিঙ্গাপুরের সাথে তুন আব্দুল্লাহ বাদাযী প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার করে ২০ বছর ধরে বালি বিক্রির কথা জানতে পেরেছিল। মোট এক বিলিয়ন কিউবিক মিটার বালি। এ পরিমাণ বালি দিয়ে সিঙ্গাপুরের আকারকে দেড়গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল। প্রকারন্তরে মালয়েশিয়া তাদের জমিই সিঙ্গাপুরের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। বর্তমান সুলতানের প্রপিতামহ ৬০,০০০ ডলারে সিঙ্গাপুরের কাছে বালি বিক্রি করার প্রস্তাবে ব্রিটিশের দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এক বিলিয়ন কিউবিক মিটার বালি বিক্রি করতে গিয়ে মালয়েশিয়ান সরকার সিঙ্গাপুরের কাছে মালয়েশিয়ার মাটি বিক্রি করে দিতে যাচ্ছিল।

সিঙ্গাপুরের কিছুটা সুবিধা পাবার দাবী করার গ্রাউন্ড অবশ্য আছে, তবে মালয়েশিয়ার জায়গায় ব্রীজ নিমার্ণ করলে তাদের কিছুই বলার নেই। তুন আবদুল্লাহ মন্তব্য করেন যে, মালয়েশিয়ার অংশেই ব্রীজ হবে তবে এ বিষয়ে সিঙ্গাপুরের অনুমতি নেওয়া লাগবে। মালয়েশিয়ার অংশে ব্রীজ তৈরি করলে কেন সিঙ্গাপুরের কাছ থেকে অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে আমি তা বুঝতে পারলাম না। মালয়েশিয়া তার নিজের ভূমির উপর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ভোগ করে না। আমি অবাক হলাম এটা কেমনভাবে ঘটা সম্ভব।

এ অবস্থা অবশ্যই হাস্যকর ব্যাপার। সিঙ্গাপুর কি সত্যি সত্যি ব্রীজ নির্মাণের বিষয়ে মালয়েশিয়ার অধিকারকে খর্ব করতে পারে? আইনের আদালতে কি মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের দাবীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না? আমরা একটাই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, এটা একটা দুঃখজনক গল্পগাথা: মালয়েশিয়ান সরকার কার্ভ ব্রীজ নির্মাণ করতে সহজভাবে চায়নি, কিংবা সাহস করেনি। সম্ভবত একটা সোজা ব্রীজ তৈরি করা প্রয়োজন কিছু লোক খুবই ধনী করার জন্য এক বিলিয়ন কিউবিক মিটার বালি সিঙ্গাপুরের কাছে বিক্রি করে দিয়ে।

বিষয়টা আমাকে বড়ই ক্রোধান্বিত করলো। এ ভেবে যে মালয়েশিয়ান সরকার সিঙ্গাপুরের সুবিধা ও অধিকার প্রদানের সাথে যতটা সম্পৃক্ত ততটা আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। যতদূর বলা যায় কজওয়ে'র বালি যৌথভাবে দু'দেশ হলেও তাতে মালয়েশিয়া স্পর্শ ও করতে পারেনি। এমন ধরণের কোন চুক্তি হয়নি যে ব্রীজের মালিক দু'দেশ। আর একবার কাপুরুষতার নজির লক্ষ্য করা যায় যখন ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লী মন্তব্য করেন যে মালয়েশিয়ার সরকার মালয়েশিয়ান চাইনীজদেরকে ভাল নজরে দেখে না। এর জবাব আমরা কেমনভাবে দিয়েছিলাম? নাজিব শুধুমাত্র বলেছিলেন যে সিঙ্গাপুর "দুষ্ট " হয়ে যাচ্ছিল। অনেক বিলম্বে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনারকে

www.pathagar.com

ডেকে লী'র মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। একই ধরণের ইস্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়ান সরকার সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করার পর মালয়েশিয়ার এ বিষয়ে টনক নড়েছিল। ডিপ্লোম্যাটিক প্রোটোকল না মেনে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার এধরণের কথা বলার জন্য ব্যাখ্যা চেয়ে লীকে পত্র লিখেছিলেন। এটা একটা বোকার মত কাজ ছিল। এভাবে ব্যাখ্যা চাওয়া সঠিক না হলেও সিঙ্গাপুর ক্ষমা চেয়েছিল, লী কিন্তু ক্ষমা চাননি। লী শুধুমাত্র বলেছিলেন যদি তারা তুন আব্দুল্লাহ্ এর অস্বস্তির কারণ হন তবে তিনি দুঃখিত।

তারপর লী আমার নাম টেনে আনেন এ বলে যে, আমি নাকি সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে প্রায়ই খারাপ খারাপ কথা বলতাম। সম্ভবত আমি বলে ফেলেছি। আমার আমলে তিনি কিন্তু কখনোই আমাকে ক্ষমা চাইবার কথা বলেননি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬২

লেগ্যাসি ও নতুন করে উভয়সংকট

পরিশেষে, আমার চলে যাবার সময় উপস্থিত হলো। অফিসিয়ালি অবসর নেবার আগের রাতে পরের দিনের ভাবনাচিন্তা ও কষ্ট ছাড়াই আমার ভাল ঘুম হলো।

২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর বিকাল ৩টায় ইস্তানা নেগারায় আমি নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুন আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদায়ীর শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে শরিক হলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমরা প্রাইম মিনিস্টারের অফিসে ফিরে গিয়ে তার কাছে দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম। পরের দিন খবরের কাগজগুলোতে আমি প্রতীকিভাবে তার হাতে একটা ফাইল তুলে দিচ্ছি তার ছবি দেখলাম। এটা ছিল মিডিয়ার বেনিফিট ফটোগ্রাফারার দেখাতে চেয়েছিল প্রতীকি অর্থে একটা ফাইল হস্তান্তর হলো সত্যি সত্যি করেই, আসলে কিন্তু ফাইলের মধ্যে কোন কিছু ছিল না।

সাধারণভাবে আমি আমার অফিস ত্যাগ করলাম। আমি বিশেষ লিফট দিয়ে নেমে বেসমেন্টের গ্যারেজে রাখা আমার কারের কাছে এলাম। ওই দিনে বিল্ডিং এর সামনে শত শত লোক আমাকে বিদায় জানানোর জন্য জড়ো হয়েছিল। তাদের কাছে আমি জনপ্রিয় ছিলাম। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানালাম। আমি জনপ্রিয়হীন হলে তারা আমার গায়ে হয়তো ডিম ছুড়ে মারতো। কিংবা আমার বিদায়কালে অবজ্ঞা প্রকাশ করতো। আমার চারপাশে অনেক লোক আমাকে ঘিরে আছে। তাদেরকে বিদায় জানিয়ে আমি হেঁটে খুবই বিষণ্নবদনে আমার কারে উঠলাম।

একই দিনে, হাসমাহ্ ও আমাকে যথাক্রমে সেরি মাহকোতা মালয়েশিয়া এবং সেরি মহারাজা মাঙকু নেগারা উপাধি প্রদান করা হলো। সুতরাং আমরা দু'জনেই একত্রে তুন হলাম। আমি মজা পেলাম যখন কোর্ট চেম্বারলিন কর্তৃক হাসমাহকে "তোহ্ পুয়ান" বলে সম্বোধন করে তাকে পুরস্কার নেবার জন্য এগিয়ে আসবার জন্য বলা হলো। "তোহ্ পুয়ান" একজন তুনের স্ত্রীর উপাধি। আগঙ এর কাছ থেকে হাসমাহ্ তার পুরস্কার গ্রহণ করার পর কোর্ট চেম্বারলিন কর্তৃক হাসমাহ তুন বলে সম্বোধিত হলো।

দেশের সর্বোচ্চ অফিসে ২২ বছর কাজ করার পর আমার এটা ছিল বড় একটা অবস্থান থেকে নেমে আসা। অবসর নেবার পর আমার প্রতি কি ধরণের আচরণ করা হতে পারে সে কথা ভেবে আমি চিন্তিত ছিলাম না। আমি কখনোই নিজেকে

www.pathagar.com

একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করিনি। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমি যতটা পারি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতাম। যেখানে সম্ভব সেখানেই আমি আমার কার চালিয়ে শপিং করতে যেতাম। আমি খোলামেলাভাবে সাধারণ লোকদের সাথে মিশতাম। অবসর নেবার পর আমি অনুভব করলাম সেভাবেই আমি চলাচল করতে পারবো।

কয়েক মাস পরেও আমি আগের মতই ব্যস্ত ছিলাম। আমি দেশ ও বিদেশের কনফারেন্সে যোগদান করতে থাকলাম। আমি ইসলাম, জ্ঞানার্জন, গুড গভার্নেন্স, গ্লোবালাইজেশন, নিও-ইম্পারিলিজম, সোসিও-পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টস এবং মালয়েশিয়ান ইকোনমিক মডেল সম্বন্ধে কনফারেন্সেগুলোতে আমার বক্তব্য পেশ করতে থাকলাম। অবসর নেবার ফলে যুদ্ধসংক্রান্ত বাকবিতণ্ডার প্রশ্নে খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারলাম। ২০০৫ সালে আমার প্রতিষ্ঠিত পারদানা গ্লোবাল পিস অর্গানাইজেশনের আমি চেয়ারম্যান ছিলাম। গ্লোবাল পিসের জন্য এটাই ছিল প্রথম ছোটখাট প্রচেষ্টা। আমি যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে কড়া পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলাম। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৭০ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে। অসংখ্য শহরনগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়। তারপরও আমরা যুদ্ধ করেই চলেছি।

অতীতে মানুষ ভূখণ্ড দখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাদের শাসন সে দেশের জনগণের উপর চালাতো। যদি কেউ তাদের পথে কাঁটা হিসাবে দাঁড়াতো তবে তারা তাদেরকে হত্যা করে তাদের ভূমি দখল করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করতো। এখনও মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের নামে অনেক অনেক জীবন বলি হচ্ছে। যুদ্ধ নয়, শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে আমি প্রয়াসী হলাম।

পুত্রাজায়া লেকের দিকে মুখ করা প্রেসিন্ট ৮ এর পারদানা লিডারশিপ ফাউন্ডেশন (পিএলএফ) এ বসে আমি আমার বক্তৃতা প্রস্তুত করতাম। আমার সাবেক সেক্রেটারী ম্যাথিয়াস চ্যাঙ এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ধারণা দেন। পিএলএফকে কোন সরকারি অর্থ সরবরাহ করা হয়নি।

আমি সরকারের কাছ থেকে অনেক উপহার গ্রহণ করেছি বলে লোকে বলাবলি করতে লাগলো। এটা সত্যি যে সরকার আমাকে একখণ্ড জমি দিতে চেয়ে চেয়েছিল। কিন্তু আমি বললাম জমির দাম পরিশোধ দিয়েছি। সে জমিতে এখন আমার ফলের বাগান অবস্থিত। আমি প্রধানমন্ত্রী হবার পরপরই কেদাহ স্টেট গভর্নর আমাকে জমি দান করতে চায়। গাড়ির ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই ছিল। আমার নিজের দুটো কার :ক্যানসিল ও প্রোটন সাগা। এ দুটো গাড়ি আমি আমার নিজের টাকায় ক্রয় করি। অন্যান্য গাড়িগুলো ছিল সরকারের সম্পত্তি। অবসর গ্রহণের পর আমি সেগুলো সরকারকে ফেরত দেই। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমাকে যে সব কার উপহার দেওয়া হয়েছিল সেগুলো জনসাধারণকে প্রদর্শনের

www.pathagar.com

জন্য লাংকায়ীর পারদানা গ্যালারীতে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি কখনোই সেগুলোর মালিক বলে দাবী করি না। সরকারি সম্পত্তি বলেই আমি ওগুলি গ্রহণ করি।

আমার আমল শেষ হবার আগে আমাকে পেট্রোনাস, প্রোটোন, মালয়েশিয়ান এয়ার লাইনস, লাংকায়ী ডেভেলপমেন্ট অর্থরিটি (এলএডিএ) এবং তিয়ওম্যান ডেভেলপমেন্ট অর্থরিটি এর উপদেষ্টা হিসাবে আমাকে নিয়োগ দেবার জন্য আমি তুন আব্দুল্লাহকে বলেছিলাম। অবসর গ্রহণের পরপরই আমি পেট্রোনাস, লাংকায়ী ডেভেলপমেন্ট অর্থরিটি (এলএডিএ), তিয়ওম্যান ডিভেলপমেন্ট অর্থরিটির এর উপদেষ্টা হলাম। প্রোটোন ও মালয়েশিয়ান এয়ার লাইনস এর উপদেষ্টা আমাকে করা হলো না। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তুন হুসাইন ওন কে ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যার্টাজি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস এর প্রধান এবং পেট্রোনাসের উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলাম।

আমাকে ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রোটনের উপদেষ্টা করা হলো। এ সম্পর্কে তখনকার দ্বিতীয় অর্থমন্ত্রী তান শ্রী নোর মোহামেদ ইয়াকুপ এর চিঠি পেয়ে আমি আনন্দিত হলাম। আমি প্রোটনের উপদেষ্টা নিয়োগের পরপর আমি প্রোটনে গিয়ে ব্রিফিং করলাম। ব্রিফিং এর সময় আমাকে বিভিন্ন গাড়ির মডেল প্রদর্শন করা হলো। সেখানকার কর্মীদেরকে উৎসাহী ও চ্যালেঞ্জিং বলে প্রতীয়মান মনে হলো। উপদেষ্টা হিসাবে প্রোটনের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আমি প্রত্যাশা করেছিলাম । আমি এ কোম্পানীকে দেশের লিডিং ব্রান্ড হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলাম। টেঙ্কু মাহালিল একজন অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে প্রশিক্ষিত না হয়েও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সফল ছিলেন। তার অধীনে প্রোটন লাভজনক কোম্পানীতে পরিণত হয়। আমার মনে হলো তার সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করার সুযোগ পাব।

উপদেষ্টা থাকাকালে আমি প্রোটনকে একজন ইন্ডিয়ান ব্রিটিশ নাগরিকের মালিকাধীনের ব্রিটিশ রিসার্চ কোম্পানী ফ্রাজার নাশ-এর সাথে কাজ করার জন্য জোর দিলাম। মালয়েশিয়ার বাজারে প্রোটন কোম্পানীর কারের চাহিদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উন্নতমানের কার তৈরির জন্য আমি উদগ্রীব ছিলাম। আমি জানতাম ফ্রাজার নাশ উন্নতমানের কার তৈরি করে থাকে। তাদের উৎপাদিত গাড়িতে জ্বালানী খরচও কম। তাদের কার গ্যালনে ১০০ মাইলেরও বেশি যেতে পারে। আমি ওই রিসার্চ কোম্পানীর সাথে কাজ করেছিলাম। প্রোটনের উপদেষ্টা হয়ে আমি লক্ষ্য করলাম মালয়েশিয়ার বাজারে প্রোটনের কারের চাহিদা দ্রুত পড়তির দিকে। আমার মনে হলো প্রোটনকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে হলে উন্নতমানের কার নির্মাণের জন্য এ কোম্পানীতে আরো অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে।

www.pathagar.com

তারপর সরকার কার কোম্পানীতে একজন নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেবার সিদ্ধান্ত নিল। আমি দাতুক মোহাম্মেদ আজলান হাসিম এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে টেঙ্কু মাহালিলকে তিনি দায়িত্ব থেকে সরাতে চান না। তিনি বোর্ড চেয়ারম্যানের পদের পরিবর্তে চিফ এক্সিকিউটিভ পদ গ্রহণ করতে চাইলেন।

টেঙ্কু মাহালিল এর কন্ট্রাক্টের মেয়াদ শেষ হলে তাকে কম আকর্ষণীয় শর্তে দায়িত্ব পালনের অফার দেওয়া হলো। আমার মনে হলো তাকে এ ধরণের অফার দেবার কারণে তিনি পদ ছেড়ে দিলেন। যদিও পরে তাকে ওই পদেই পুনর্বহাল করা হয়। মালয়েশিয়াতে বিদেশী কারের সংখ্যা বেড়ে যায়। এক সময় আমি বললাম যে কোম্পানীর রিজার্ভের পরিমাণ আরএম ৫০০ মিলিয়ন, যা ২.৫ বিলিয়নের নিচে। অনেক এক্সিকিউটিভ ও ইঞ্জিনিয়ার প্রোটন ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো কোম্পানী বিক্রি হয়ে যেতে পারে। এতে আমি খুবই ব্যথিত হলাম। এমন কি এটাও বলা হলো যে উপদেষ্টা হিসাবে আমি আজলানের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছি।

প্রোটন ইতালীয়ান মোটর সাইকেল কোম্পানী এমভি অগস্টা বিক্রয় করে দেয়। এ বিষয়ে আমি এ বইয়ের প্রথম দিকের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ওই অধ্যায় লেখার সময় এমভি অগস্টা ক্রেতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। আমরা ক্রেতার পরিচয় পাবার জন্য চেষ্টা করলাম। ক্রেতার পরিচয় যৎসামান্য পাওয়া গেল। আমরা সবাই জানতাম দু'জন আইনজীবী এমভি অগস্টা'র ক্রেতাকে জোগাড় করেন। ক্রেতার কোম্পানীর নাম ইতালিয়ান রেজিস্টার অব কোম্পানীস এ পাওয়া যায় না। চাইনীজ সংবাদপত্র *দ্য ওরিয়েন্টাল ডেইলি*তে টেঙ্কু মাহালিলের বক্তব্য তুলে ধরেন এ বলে যে সরকার প্রোটনকে সমর্থন করেনি। সরকার ন্যাশনাল কারের কোম্পানী'র সাথে ভাল আচরণও করেনি। বোর্ড অব প্রোটন এটা জানতে পেরে টেঙ্কু মাহালিলকে দু'দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করতে বলে। সত্যি বিষয়টা অবগত হয়ে আমিও তার প্রতি বিরূপ হই। আমি সংবাদপত্রকে বলি ২০০৪ সালে ৬৭,০০০ অ্যাপ্রুভাল পারমিট (এপি) ইস্যু হয়। শুধুমাত্র ১২,৬০০টা এপি ৮২টি কোম্পানীকে দেওয়া হয়। আর বাকী ৫৪,০০০টি দেওয়া হয় দুটো কোম্পানীকে। তারপর তুন আব্দুল্লাহ অবসর নেওয়ায় তিনি বলেন আমাকে যে আমি বললে রাফিদাহ্ লিখিতভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা দান করবেন। কিন্তু রাফিদাহ্ ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করেন।

২০০৫ সালের জুলাই মাসে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবী করে একদল ব্লোগার ও বিরোধীরা বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি করলে চাপের মুখে ক্যাবিনেট রাফিদাহ্কে বিষয়টা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করতে বললো কেন এপি শুধুমাত্র কয়েকটি কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা দেবার পরিবর্তে রাফিদাহ্ বললেন যে তিনি পরের মাসে ইউএমএনওর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে এ বিষয়ে জবাব দেবার জন্য

www.pathagar.com

প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ১৯৭০ সাল থেকে এপি এর বরাদ্দকৃত কোম্পানীগুলোর তালিকা প্রকাশ করলো। সে তালিকার মধ্যে রাজনীতিবিদ ও মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অনুগত ও তাদের ছেলেমেয়েদের নাম ছিল। কেমন অবাক করা ব্যাপার ছিল : ওই বছরে বরাদ্দকৃত ৬০,০০০ এপি'র মধ্যে অধিকাংশই দাতুক সেরি আজমান সৈয়দ ইব্রাহিম, দাতুক মোহদ হানিফ আব্দুল আজিজ এবং মরহুম তান সেরি নাসিমুদ্দিন এসএম আমিনকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রোটনে আমার ভূমিকার জন্য যদি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলেও পেট্রোনাসের উপদেষ্টা হিসাবে আমার ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়ে কারোরই কিছু বলার ছিল না। অনেকেই বিশ্বাস করতো যে সেখানে আমার উপস্থিতির অর্থ ছিল একজন এক্সপার্ট হিসাবে কোম্পানীতে অবদান রাখা। পেট্রোনাসের সিইও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো প্রতিবেদন পেশ করেন। আমি মাঝেমধ্যে পেট্রোনাসে উপস্থিত হয়ে ব্রিফিং করতাম এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠাতাম।

আমি আমার নতুন ভূমিকা রাখার চেষ্টা করলে প্রধানমন্ত্রী তার অবস্থান যাচাই করার উদ্দেশে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। আমি সব সময়ই ক্যাম্পেনে অংশ গ্রহণ করে সাহায্য করেছিলাম। তেরেগ্গানু স্টেট ছাড়া আমি সব স্টেটে রেলিতে অংশ গ্রহণ করি। পিএএস এর হাত থেকে ইউএমএনও স্টেটটি পুনরায় অধিকার করতে চাইলো। আমাকে কিন্তু বলা হলো আমার জন্যই পার্টি সেখানে ভোটে হারবে। আমার নাম তান শ্রী এরিক চিয়া'র সাথে সংযোজিত হয়। রাজ্যে পারওয়াজা অপারেশন বদনাম ও আর্থিক ক্ষতির মাঝ দিয়ে শেষ হয়। চিয়ার বিরুদ্ধে কোম্পানী থেকে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তাকে নিয়োগ দেবার জন্য আমি নিন্দিত হই। আদালত বিচারে তাকে নির্দোষী বলে ঘোষণা করে। চিয়া ছিলেন অসুস্থ মানুষ। অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান।

যেকোনভাবে আমি যতটা সম্ভব অবদান রাখতে চাইলাম। আমি প্রায়ই মন্তব্য করতাম যে অনেক *মেনতেরি বেসার*, মন্ত্রী এবং পার্লামেন্টের সদস্য এক সময় থাকবেন না, তখন তারা কিন্তু পার্টিতে অবদান রাখতে পারবেন না। আমার বিশ্বাস ছিল যে সমস্ত সদস্য পার্টি থেকে দৃঢ় সমর্থন পায়, নির্বাচনকালে পার্টি তাদেরকে সাহায্য করে থাকে। র‍্যালিতে আমি গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলাম যে তুন আব্দুল্লাহ একজন ভাল মানুষ। রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তাকে সমর্থন দেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

৪০ বছরের মধ্যে এটাই ছিল প্রথম নির্বাচন যেটাতে আমি প্রার্থী ছিলাম না। ইউএমএনও এর সেক্রেটারী জেনারেল তুন মোহদ খলিল ইয়াকুব চেয়েছিলেন আমার ছেলে মুখরিজ আমার পুরনো নির্বাচনী এলাকা কুবাঙ পাসুতে নির্বাচনে

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। বিষয়টা স্বজনপ্রীতির পর্যায়ে পড়বে ভেবে আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি চাইনি আমার পরিবারকে ঘিরে রাজনৈতিক রাজবংশের উদ্ভব ঘটুক। মুখরিজ নিজে তার ক্ষমতা বলে লড়াই করে জয়লাভ করুক। আমার অবসর গ্রহণের পাঁচ বছর পরে ২০০৮ সালের নির্বাচনে খেদাহ এর জেরলুন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভের মাধ্যমে সেটা তাকে প্রমাণ করতে হবে।

আমি প্রত্যাশা করেছিলাম ২০০৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল ইউএমএনওর জন্য ইতিবাচক হবে, কারণ ভোটাররা নির্বাচনকালে উদ্যমশীল ও উৎফুল্ল ছিল। চাইনীজ কম্যুনিটি ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট উপভোগ করতে থাকায় অনেকেই দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ায় দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমের পদচ্যুতির বিষয়টা অপ্রাসংগিক হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক পুনর্জীবন ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার আশায় একটা নতুন সরকার ক্ষমতায় আসুক এটাই লোকজন প্রত্যাশা করছিল। তারা আমাকে দু'দশক ধরে প্রধানমন্ত্রী পদে দেখে এসেছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনে বরিসান নাসিওনালের বিজয় অর্জিত হলো।

বরিসান নাসিওনাল কেমন করে বিজয় লাভ করলো তা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। তুন আব্দুল্লাহর একটা ভাল ভাবমূর্তি ছিল। তিনি মি. ক্লিন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি আমার মত বিবাদে রত থাকেন না। ক্যাম্পেনের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তুন আব্দুল্লাহ বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দেওয়া থেকে সাবধান থাকেন।। বরিসান নাসিওনালকে নির্বাচিত করার জন্য আমি খুবই খুশি হলাম। তুন আব্দুল্লাহকে নিয়োগ দেওয়াও ছিল ভাল সিদ্ধান্ত।

যাহোক,বিষয়টা উপলব্ধি করতে আমার বেশি দেরি হয়নি যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আমি অবসর নেবার আগে যে সব প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ডবল ট্রাকিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রিফিকেশন অব দি রেলওয়ে ফ্রম জোহর বারু থেকে পাদাঙ বেসার প্রজেক্টটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। তাছাড়াও আরো অনেকগুলো প্রজেক্ট ছিল যা তখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এগুলো বাস্তবায়িত হবে কিনা তা ভেবে আমি হতাশার মধ্যে ছিলাম।

আমি অবসর নেবার পর দু'সপ্তাহ জাপানে ছিলাম। আমি খবর পেলাম প্রধানমন্ত্রী ডবল ট্রাকিং অ্যান্ডি ইলেক্ট্রিফিকেশন অব দি রেলওয়ে ফ্রম জোহর বারু থেকে পাদাঙ বেসার প্রজেক্টটি স্থগিত করেছেন। তিনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে এ প্রজেক্টটি যথাযথভাবে তিনি বাস্তবায়ন করবেন। এ খবরে আমি মর্মাহত হলাম। বাকুন হাইড্রো প্রোজেক্ট এর আরব বিনিয়োগ বাতিল করে দিয়ে আর ৩০ পার্সেন্ট শেয়ারের আরএম ৯০ মিলিয়ন অর্থ বিনিয়োগকারীকে ফেরত দিল। আরো অনেকগুলো প্রজেক্ট বাতিল করায় আমি হতাশার মধ্যে পড়লাম।

www.pathagar.com

আমি খবর পেলাম মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরের কাছে বালি বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে এবং ফ্রি এয়ার স্পেস ব্যবহারের অনুমতিও তাদেরকে দেওয়া হয়েছে- সরকার কিন্তু এগুলো অস্বীকার করলো। আমি বিবৃতি দিলাম। আমার বিবৃতি অনেকের কাছেই অপ্রিয় লাগলো। ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা একের পর এক প্রধানমন্ত্রীকে সুরক্ষা দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। আমি কিন্তু তুন আব্দুল্লাহ এর কাছ থেকে কোন জবাব পেলাম না। তুন আব্দুল্লাহর নীরব থাকা সম্বন্ধে তুন মুসা হিতাম "নিস্তব্ধ নীরবতা" বলে মন্তব্য করলেন। পরে আমি উপলব্ধি করলাম এর অর্থ হলো নীরবতা ভাঙ্গা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

পার্টি লিডার বিশেষ করে ইউএমএনও এর সুপ্রিম কাউন্সিলে আমার সহকর্মীরা এবং ক্যাবিনেটের অনেকের সাথেই আমার সুসম্পর্ক ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আমি অবসর গ্রহণ করার পর ইউএমএনও সদস্য এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টাররা আমার থেকে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করেন। আমি যেন তাদের শত্রু। ইউএমএনও এর অনেক সিনিয়র সদস্য তুন আব্দুল্লাহ ও আমার সম্পর্কে ফাটল দেখা দেওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা ভাবলেন এর ফলে পার্টি দুর্বল হয়ে পড়বে। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে আমি ও প্রধানমন্ত্রী আমাদের মধ্যে বিভেদ দূরীকরার জন্য দু'ঘন্টা ব্যাপী আলোচনায় মিলিত হলাম। প্রথমে আমি তার সাথে মুখোমুখি হয়ে আলোচনার সুযোগ পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হলাম। আমাদের আলোচনায় কোন ফললাভ হলো না। আমি পরে রিপোর্টারদের বললাম যে আমরা একটা পুলিশি রাজত্বে বসবাস করছি। কারণ প্রত্যেকবারে যে কেউ কথাবার্তার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেই পুলিশের কাছ থেকে সাবধানতামূলক কল পাচ্ছে। আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেবার জন্য তারা তাদের বলছে। জোহরের একটা ইউএমএনওর শাখার সেক্রেটারীর জেদের ফলে আমি সেখানকার পার্টি মেম্বারদের সামনে বক্তৃতা দেবার কথা থাকলেও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এ ধরণের ঘটনা আরো ঘটে।

আমার ভয় ছিল ইউএমএনও আমার সাথে একই ধরণের ব্যবহার করতে পারে। যে কেউ মালয়েশিয়ান ইতিহাস পড়ে জানতে পারে যে ইউএমএনও হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক পার্টি। নির্বাচনের মাধ্যমে শাখা থেকে বিভাগীয় স্তর পর্যন্ত সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। তারপর নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের পদ লাভ করতে হয়। যদি সদস্যরা নেতাদের প্রতি একমত না হয় তবে জেনারেল অ্যাসেম্বলিসহ যেকোন স্থানে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে। পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে তারা তাদের নেতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ইউএমএনও এর নথিপত্র ঘেটে দেখা যায়, একবার সংখাগরিষ্ঠ সদস্য তার উপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ায় একমাত্র একজন প্রেসিডেন্টকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। একবার আমি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আমি চ্যালেঞ্জের

www.pathagar.com

মুখোমুখি হয়েও জয়লাভ করেছিলাম। আব্দুল্লাহ ইউএমএনওর প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজেকে একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেন। তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার চ্যালেঞ্জ অনুমোদিত হবে না। তার বিধিবিধান ও কার্যাদি প্রশ্নাতীত।

দুঃখের বিষয়, নিজেদের ফায়দা লোটার উদ্দেশে ইউএমএনও এর একদল তোষামোদকারী সদস্য প্রেসিডেন্টের পক্ষে দাঁড়ালেন। যদি একটা সমস্যা ভিত্তিক ইস্যু দেখা দিত তবে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সে ইস্যুটি রহিত হয়ে যেত। ফলে, ইউএমএনও এর কোন সদস্যই প্রশ্ন করতে পারেননি কেন ব্রীজের বাকী অর্ধেকটার নির্মাণ কাজ শেষ করা হচ্ছে না। কারোই প্রশ্ন করার ক্ষমতা ছিল না সিইকিউ কমপ্লেক্স এর জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন রিনগি্গট খরচ করেও কেন তা পুরোপুরি পানিতে যেতে বসেছে। কেন সরকার সিঙ্গাপুরের সাথে পানি সংক্রান্ত বিষয়ের মত অন্যান্য ইস্যুগুলো নিয়ে সমঝোতা করছে না। প্রকৃতপক্ষে, ব্লগারদের একটা দল ছাড়া ইউএমএনও এর কোন সদস্য কিংবা কোন নেতা প্রশ্ন তুলতে পারেননি কেন বিলিয়ন বিলিয়ন রিনগি্গট মূল্যের মালয়েশিয়ান কোম্পানীগুলো সিঙ্গাপুরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

তারপর তুন আব্দুল্লাহ সেকেন্ড পেনাঙ ব্রীজ, পেনাঙ এর মনোরেল, লাইট রেল ট্রানসিট সিস্টেমের এক্সটেনশন কুয়ালা লামপুরের মনোরেলের মত বেশ কয়েকটি বড় বড় প্রোজেক্টকে ট্রান্সফার করার জন্য শ্রেণিভূক্ত করেন। নিঃসন্দেহাতীতভাবে এ সব প্রকল্পে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ ব্যয় হয়েছিল। যাহোক, ২০০৮ সালের শেষ দিক পর্যন্ত জানা যায়নি এ সব প্রজেক্ট বাদ দেওয়া হয়েছিল কিনা।

ডবল ট্রাকিং অব দি রেলওয়ে, পেনাঙ- সেলাঙোর ওয়াটার ট্রান্সপার প্রজেক্ট এবং নিউ রোড কজওয়ের মত কিছু সংখ্যক প্রজেক্টের কাজ স্থগিত করা হয়েছিল। যাহোক, ডবল ট্রাকিং শুধুমাত্র আইপোহ্ থেকে পাদাঙ বেসার পর্যন্ত নির্মিত হয়। বিলম্বের কারণে এর মধ্যেই আরএম ১২ বিলিয়ন খরচ হয়ে যায়। অথচ এ প্রজেক্টের রেল লাইন জোহর বারু থেকে পাদাঙ বেসার পর্যন্ত ১৪ আরএম বিলিয়ন খরচে সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। বাকুন ড্যাম বহাল রাখা হয়েছিল, যদিও তুন আব্দুল্লাহ এর সরকার ৭০০ কিলোমিটারের সাবমেরিন ক্যাবেল প্রজেক্ট গ্রহণ করে পুরো উপদ্বীপে বিদ্যুৎ সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। কারিগরী অসুবিধা ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন হেতু ১৯৭০ সালে আমরা এ প্রকল্প গ্রহণ করিনি।

আমি একইভাবে ন্যাশনাল অটোমোটিভ পলিসি'র ইম্প্যাক্ট'র সমস্যায় পড়ি। তুন আব্দুল্লাহ ২০০৬ সালে ন্যাশনাল অটোমোটিভ পলিসি'র ইম্প্যাক্ট ঘোষণা করেন। এটা বাস্তবায়ন হলে মোটর গাড়ির বিক্রি বাধাগ্রস্ত হয়। প্রোটন বিপুল অংকের ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

www.pathagar.com

২০০৮ সালের মার্চের সাধারণ নির্বাচনের সার্বিক ফল খারাপ হয়। নির্বাচনের ফল প্রকাশের রাতে আমি কুয়ালা লামপুরে ছিলাম। পরের দিন আমার সৌদি আরবে যাবার কথা ছিল। হাসমাহ্ আমাকে ডেকে বললো যে কেদাহ এর জেরলুন নির্বাচনী এলাকা থেকে মুখরিজ জয়লাভ করেছে। আমি রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারলাম। পরদিন আমি পুরো ফলাফল জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হলাম। বেশ কয়েকটি সিটে হেরে যাবার ফলে বরিসান নাসিওনাল দুই তৃতীয়াংশ আসন লাভ করতে সক্ষম হয় না। অন্যদিকে পাঁচটা স্টেটে বিরোধীরা জয়ী হয়। সরকার গঠনের জন্য কোয়ালিশন করা লাগতে পারে বলে আমি মনে করলাম।

আমি জানতে পারলাম রিয়াদের বিমানের সময়সূচির পরিবর্তন হয়েছে। আমি তাৎক্ষণিকভাবে একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকে বললাম যে, নির্বাচনের খারাপ ফলাফলের জন্য তুন আবদুল্লাহ্কে অবশ্যই দায়দায়িত্ব মাথায় নিয়ে পদ ছেড়ে দেয়া উচিত। আমি আশংকা করেছিলাম পেনাঙ, কেদাহ্ এবং কেলানতান স্টেট বিরোধীদের হাতে চলে যাবে, কিন্তু সেলাঙোর পেরাক স্টেট আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে আমরা তা ভাবতে পারিনি। কেদাহ্ স্টেট আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ১৯৯৯ সালে আমরা প্রায় স্টেটেই পরাজিত হয়েছিলাম। পরাজয়ের কারণ ছিল আনোয়ার এবং তার চোখে কালসিটে দাগ। ওই নির্বাচনে বরিসান নাসিওনাল বিশালভাবে চীনাদের সমর্থন লাভ করেছিল। এ সময়ে একটা জরিপ চালিয়ে দেখা যায় চাইনীজ ও ইন্ডিয়ানরা এবং মালয়ীরা শাসক কোয়ালিশনের বাইরে ছিল।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আমি কোন ভূমিকা রাখিনি, কারণ কেউই আমার সাহায্য চায়নি। সুতরাং ক্যাম্পেনের সময় শুধুমাত্র মুখরিজের নির্বাচনী এলাকাতে আমি ছিলাম। সেখানে আমি একটা লোকের সাক্ষাৎ পাই। তিনি বলেন ইউএমএনওতে গণতন্ত্র নেই। আমি তার কথায় একমত হই। ইউএমএনও ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভয়াবহ পরাজয়ের কারণ বিচার বিশ্লেষণ করে। কয়েক মাসের মধ্যেই ইউএমএনও এর ভিতরের এবং বাইরের সব পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলা হলো। তুন আব্দুল্লাহ সহজে পদ ছেড়ে দিতে গড়িমসি করেন।

২০০৮ সালের ৯ অক্টোবর তুন আব্দুল্লাহ ঘোষণা করেন যে ২০০৯ সালের মার্চ মাসের ইউএমএনও এর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে তিনি তার পদ ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করবেন না। তার ডেপুটি দাতুক সেরি নাজিব তুন রাজাক ইউএমএনও এর প্রেসিডেন্ট এবং মালয়েশিয়ার ৬ষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হবেন। এটাই কি ইউএমএনও এবং বরিসান নাসিওনালের জন্য যথেষ্ট ছিল?

www.pathagar.com

এটা পরিষ্কার ছিল যে আমাদের দেশকে শক্তিশালী দেশ হিসাবে গণ্য হতে গেলে শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। এভাবে চললে বরিসান নাসিওনাল কি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত টিকে থাকবে।

এ বইয়ের মুখবন্ধে আমি লিখেছিলাম যে মালয়েশিয়ার বিস্ময়কর প্রগতির জন্য আমার পূর্বসুরিদের প্রশংসা না করলে সেটা হবে অবহেলার সামিল। আমরা বরিসান নাসিওনালের অধীনে সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অনেক অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা বহু-জাতিগত এবং বহু ধর্মীয় বিষয়ক সমস্যাদির সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এ ধরণের অকার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য এ দেশটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশে আমি ইউএমএনওতে ফিরে আসতে চাই।

আমি আমার স্মৃতিকথার শেষ করতে চাই এ কথা বলে, বিশ্ব এখনো অসমর্থ গ্লোবাল পশ্চাদপসরণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রধান ইউএস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লেহম্যান ব্রাদার্স হোল্ডিংস ইনস দেউলিয়াত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মেরিল লিন্‌চ এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার জামিন দিয়ে সুরক্ষিত হতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপের সরকার সারা বিশ্বের ভারসাম্যহীন স্টক মার্কেটকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাংক ও ফাইনানশিয়াল প্রতিষ্ঠানকে স্থবির হবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। নাজিবের সরকার দুটো প্রধান আর্থিক উদ্দীপনাশীল প্যাকেজ উপস্থাপন করেন। কিন্তু এটা এখনো পরিষ্কার নয় যে মালয়েশিয়া সত্যিকারভাবে টিকে থাকাদের মধ্যে আছে কিনা। তবে একথা বলা যায় নাজিবের প্রশাসন আব্দুল্লাহের চাইতে ভাল ছিল।

আমি মালয়েশিয়ার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা আমাকে ২২ বছর ধরে আমার প্রিয় এ দেশ পরিচালনা করতে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমি দেশকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। আমি নিজে আমার কাজের মূল্যায়ন করতে পারি না। আজকের ও ভবিষ্যতের জনগণ আমার কাজের মূল্যায়ন করবেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার পরিকল্পনা ও পলিসি বাস্তবায়ন করতে পেরেছি বলে আমি খুশি। সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, সরকারের সিভিল সার্ভেন্ট, সহকর্মী, আমার পার্টির সদস্যরা আমাকে সাহায্য করে নানাভাবে অবদান রেখেছেন। আমার প্রতি করুণা বর্ষণের জন্য আমি আল্লাহকে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি। পিতামাতা আমাকে লালনপালন করে দিনে দিনে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করায় আমি আমার জীবনযাপনের ধারাকে সমুন্নত রাখতে পেরেছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এ ডক্টর ইন দ্য হাউস

তুন ডা. মাহাথির মোহামাদের স্মৃতিকথা

পাশ্চাত্য তাকে আখ্যায়িত করেছে এই বলে যে তিনি বিরূপ ব্যক্তি, বর্ণবাদী, অ্যান্টি-সেমিটিক এবং দাম্ভিক। উন্নয়নশীল বিশ্ব মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ডা. মাহাথির মোহামাদকে দেখে সফল স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে, সেই দুর্লভ নেতা যিনি তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটা মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রেরণা জুগিয়েছেন। এমন কি তার কঠোরতম সমালোচকরাও অস্বীকার করতে পারেন না, সর্বাধিক অবহেলিত কয়েকটি দেশকে তিনি দিয়েছেন সাহস, দেখিয়েছেন অধিক আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের পথ।

কিন্তু তার কাজ বিতর্কহীন ভাবে সম্পন্ন হয়নি। দেশের হাল ধরে থাকার তার ২২ বছর সময়কালকে একনায়কসুলভও বলা হয়েছে, আবার প্রেরণাদায়কও বলা হয়েছে। গোটা একটা দেশকে কৃষিভিত্তিক দুর্বল অর্থনীতি থেকে শিল্পের শক্তিকেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন খুব কম নেতাই – আর সেটা মাত্র দুই দশকের মধ্যেই।

এই বইয়ে শল্যচিকিৎসকের সতর্কতা নিয়ে ডা. মাহাথির ইতিহাসের অধ্যায়গুলোয় অভিযান চালিয়েছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখেছেন আধুনিক মালয়েশিয়া গঠনে তার নিজের ভূমিকা।

এ ডক্টর ইন দ্য হাউস

তুন ডা. মাহাথির মোহামাদের স্মৃতিকথা

প্রচ্ছদ : মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে তাহমিদা খাতুন

9789845 030717